V.H.P.
5.9

নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ

নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ

(বঙ্গানুবাদসমেত)

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস এম. এ, ডি. লিট
সম্পাদিত
উপেন্দ্রকুমার দাস

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

মূল্য : কুড়ি টাকা

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

২০/-

নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ

(মূল, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস এম. এ., ডি. লিট্

সম্পাদিত



নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নবভারত প্রথম সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৮৯

© সর্বসত্ব সংরক্ষিত

এই গ্রন্থকারের সম্পাদিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ :

কুলার্ণবতন্ত্রম্
পরশুরামকল্পসূত্রম্
নিত্যোৎসবঃ
যোগিনীহৃদয়ম্ (যন্ত্রস্থ)
তন্ত্ররাজতন্ত্রম্ (”)

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : এস, জি, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬. পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সূচীপত্রম্

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যদক্ষরশশিজ্যোৎস্নামণ্ডিতং ভুবনত্রয়ম্ ।
বন্দে সর্বেশ্বরীং দেবীং মহাশ্রীসিদ্ধমাতৃকাম্ ॥

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

উপক্রমণিকা

আনন্দাশ্রম সংস্কৃতগ্রন্থাবলির ৫৬ সংখ্যক গ্রন্থরূপে ভাস্কররায়কৃত সেতুবন্ধ নামক ব্যাখ্যা সহ বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির সম্পাদনা করেন পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে।

সেতুবন্ধে বলা হয়েছে—

বামকেশ্বরতন্ত্রস্থে নিত্যাষোড়শিকার্ণবে।

পূর্বোত্তরচতুঃশত্যৌ ব্যাচষ্টে ভাস্করঃ সুধীঃ ॥

বামকেশ্বরতন্ত্রার্গতনিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ পৃঃ ১

সুধী ভাস্কররায় বামকেশ্বরতন্ত্রস্থ পূর্বচতুঃশতী ও উত্তরচতুঃশতীসম্বলিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ব্যাখ্যা করছেন।

এ থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভাস্কররায়ের মতে নিত্যাষোড়শিকার্ণব পূর্বচতুঃশতী ও উত্তরচতুঃশতী এই যুগলাত্মক। তিনি সেতুবন্ধে পরিষ্কার বলেছেন এই বামকেশ্বরতন্ত্রকে পূর্বচতুঃশতী ও উত্তরচতুঃশতী এই উভয়াত্মক মনে করতে হয়। কেননা, এর উপক্রম ও উপসংহারে তন্ত্রের আরম্ভ ও সমাপ্তির চিহ্ন দেখা যায়[১]। সহজ কথায়, ভাস্কররায় মনে করতেন নিত্যাষোড়শিকার্ণবের দুই অংশ—পূর্বচতুঃশতী ও উত্তরচতুঃশতী।

তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে নিত্যাষোড়শিকার্ণবের শিবানন্দকৃত টীকা ঋজুবিমর্শিনী থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্রীবামকেশ্বরং নাম শাস্ত্রং তন্ত্রং প্রকাশতে।

মধ্যে শাস্ত্রস্য তস্যাস্তি নিত্যষোড়শিকার্ণবঃ ॥

তত্র চ দ্বে চতুঃশত্যাবিতি।

শ্রীবামকেশ্বর নামক শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র প্রকাশিত হল। এর মধ্যে আছে নিত্যাষোড়শিকার্ণব। তাতে আছে দুটি চতুঃশতী।

কিন্তু ঋজুবিমর্শিনীর যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় আলোচ্য শ্লোকটি অন্য রকম। যথা—

১। তদিদং বামকেশ্বরতন্ত্রং পূর্বোত্তরচতুঃশতীযুগলাত্মকমেব মন্যতে। উপক্রমোপসংহারয়োস্তন্ত্রারম্ভসমাপ্তিচিহ্নদর্শনাৎ।

বামকেশ্বতন্ত্রান্তর্গতনিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ পৃঃ ৭

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শ্রীবামকেশ্বরং নাম শাস্ত্রং তত্র প্রকাশিতম্ ।
শিবেন সংবিদং দেবীং লক্ষীকৃত্য নিজাত্মিকাম্ ॥
মধ্যে শাস্ত্রস্য তস্যাস্তি নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ ।
সূত্রৈশ্চতুশ্‌শতৈর্যুক্তঃ কশ্চিদ্‌ ভাগো রসাবহঃ ॥
দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিদ্যালয়প্রকাশিত
নিত্যাষোড়শিকার্ণব, পৃ ২-৩

তন্ত্রের ক্ষেত্রে শ্রীবামাকেশ্বর নামক শাস্ত্র প্রকাশিত হল। শিব নিজাত্মিকা সংবিদ্‌রূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করে তা প্রকাশ করলেন। সেই শাস্ত্রের মধ্যে আছে নিত্যাষোড়শিকার্ণব নামক চতুঃশত সূত্রযুক্ত একটি রসাবহ ভাগ।

কেউ কেউ অনুমান করেন ভাস্কররায় প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি তাঁর স্মৃতিনির্ভর। সম্ভবতঃ তিনি আকরপুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন নি। সেই জন্যই পুঁথিতে প্রাপ্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে তাঁর উদ্ধৃতির গরমিল। এমনকি আধুনিক অনুসন্ধানকারীরা মনে করেন 'তত্র চ দ্বে চতুঃশত্যাবিতি' এই শ্লোকাংশ ভাস্কররায়ের স্বকপোলকল্পিত। তিনি স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য এই অংশটি জুড়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ'দের অনুমান ও মন্তব্যও অকাট্য যুক্তিনির্ভর বলা যায় না। কেননা, এমনও ত হতে পারে যে ভাস্কররায়ের কাছে ঋজুবিমর্শিনীর যে-পুঁথি ছিল তাতে তাঁর উদ্ধৃত শ্লোকই ছিল। আর এটা ত অসম্ভব নয় যে সে-পুঁথি কোনো কারণে লোপ পেয়ে গেছে অথবা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

সে যা হক, লক্ষ্য করা গেছে ভাস্কররায়ের মতে বামকেশ্বরতন্ত্র আর নিত্যাষোড়শিকার্ণব অভিন্ন। তবে তিনি মনে করেন পূর্বোক্ত পূর্বচতুঃশতীর নাম নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ আর উত্তরচতুঃশতীর নাম যোগিনীহৃদয়ম্ বা নিত্যাহৃদয়ম্[১]।

শিবানন্দাদি প্রাচীন টীকাকারেরা কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁদের মতে নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ ও যোগিনীহৃদয়ম্‌ দুই ভিন্ন গ্রন্থ।

দেখা গেল বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ঋজুবিমর্শিনী অনুসারে চতুঃশত সূত্রযুক্ত অর্থাৎ শ্লোকযুক্ত একটি রসাবহ ভাগের নাম নিত্যাষোড়শিকার্ণব। অবশ্য, বামকেশ্বরতন্ত্র, বামকেশ্বরীমত, চতুঃশতী নামেও

১। নিত্যাহৃদয়ামত্যেতত্তন্ত্রোত্তরার্ধস্য যোগিনীহৃদয়স্য সংজ্ঞা।
বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ পৃ: ৬

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যাষোড়শিকার্ণবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাস্কররায় যে নিত্যাষোড়শিকার্ণব ও বামকেশ্বরতন্ত্র অভিন্ন মনে করেছেন হয়ত এটি তার অন্যতম কারণ।

তন্ত্রানুসন্ধা-ীরা অনেকে অনুমান করেন সম্ভবতঃ বামকেশ্বরতন্ত্র নামক পৃথক্ তন্ত্র ছিল। তন্ত্রখানি অন্তর্যাগপ্রধান। ভাস্কররায় বলেছেন কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, স্বচ্ছন্দ, পরানন্দ, ভৈরবী, দক্ষিণামূর্তিসংহিতা প্রভৃতি ত্রিপুরসুন্দরী-বিষয়ক তন্ত্রে প্রায়ই বহির্যাগেরই অধিক ব্যাখ্যান লক্ষিত হয়, অন্তর্যাগের সামান্য। কিন্তু বামকেশ্বরতন্ত্রে তার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। তাই, এটি সর্বোত্তম তন্ত্র এবং আন্তরোপাসনাশীল সাধকেরই শিরোধার্য্য[১]।

অবশ্য, এ দ্বারা বামকেশ্বরতন্ত্র ও নিত্যাষোড়শিকার্ণব পৃথক্ তন্ত্র কিনা সে-প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বামকেশ্বরতন্ত্রের পৃথক্ পুঁথি পাওয়া যায় নি। কোনো সময়ে থাকলেও লোপ পেয়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় এক্ষেত্রে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়।

ভাস্কররায় কথিত পূর্বচতুঃশতীই যে নিত্যাষোড়শিকার্ণব দেখা যায় শিবানন্দাদি প্রাচীন টীকাকারদেরও তাই অভিমত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় শিবানন্দকৃত ঋজুবিমর্শিনী ও বিদ্যানন্দকৃত অর্থরত্নাবলী নামক টীকাদ্বয় সহ নিত্যাষোড়শিকার্ণব প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির সম্পাদনা করেন পণ্ডিত ব্রজবল্লভ দ্বিবেদ।

এই গ্রন্থ পাঁচ পটলে বিভক্ত এবং এর শ্লোক সংখ্যা চার শ।

ভাস্কররায়ও বামকেশ্বরতন্ত্রাগর্ত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের প্রথম পাঁচ বিশ্রামকে নিত্যাষোড়শিকার্ণব বা পূর্বচতুঃশতী বলেছেন। এখানে লক্ষণীয় তিনি পটল শব্দের স্থলে বিশ্রামশব্দ ব্যবহার করেছেন।

সেতুবন্ধব্যাখ্যাত নিত্যাষোড়শিকার্ণব বা পূর্বচতুঃশতীর শ্লোকসংখ্যা ৪৩০। ভাস্কররায় মনে করেন চতুঃশতী নামে গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে বলেই যে তাতে মাত্র চারশটি শ্লোকই থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন (দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রাগর্ত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, পৃঃ ১৭৬) কোথাও কোনো বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ থাকলেও তা দ্বারা তদতিরিক্ত সংখ্যাও সূচিত হতে পারে। কাজেই, তাঁর মতে চতুঃশতী নামক গ্রন্থে ৪৩০ শ্লোক থাকতে পারে।

১। এবং চ সুন্দরীতন্ত্রেষ্বপি যানি কুলার্ণবজ্ঞানার্ণবস্বচ্ছন্দপরানন্দ-ভৈরবীদক্ষিণামূর্তিপ্রভৃতীনি তেষু প্রায়েন বহির্যাগস্যৈব প্রপঞ্চো ভূয়ান্। আন্তরস্তু স্বল্পঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রে তু তদ্বৈপরীত্যমেবেতি সর্বতন্ত্রোত্তমত্বাদান্তরোপাস্তি-শীলস্যৈবোপাসকমূর্ধন্যস্যাত্রাধিকারঃ —বামকেশ্বরতন্ত্রাগর্ত নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ পৃ ৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায়ের এই অভিমত সর্ববাদিসম্মত নয়। পণ্ডিত ব্রজবল্লভ দ্বিবেদ নিপুণ যুক্তিপ্রয়োগ করে এই অভিমতের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের উপোদ্‌ঘাত, পৃ. (৯)-(১০)

ভাস্কররায় সেতুবন্ধের প্রারম্ভে বলেছেন শিবপরতন্ত্র নিত্যাষোড়শিকার্ণব নামক তন্ত্র অতিগহন। অর্ণব অতিগহন বলা দ্বারা তা যে অপার তাও সূচিত হয়েছে। এই অপার অর্ণব পার হওয়ার জন্য পূর্বাচার্যদের প্রদর্শিত সেতু তিনি সেতুবন্ধ নামক টীকায় দৃঢ়বন্ধ করে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন।

নিত্যাষোড়শিকা মানে ষোড়শ নিত্যা। ভাস্কররায় বলেন পরমশিবাভিন্না শক্তিই নিত্যা। (দ্রঃ ১/২২ শ্লোকের সেতুবন্ধ । ষোড়শ নিত্যা তাঁরই ষোড়শ রূপ। এই নিত্যাদের তত্ত্বাদি অর্ণবের মতো। সেইজন্য, যে তন্ত্রে তা ব্যক্ত হয়েছে তাকে বলা হয়েছে নিত্যাষোড়শিকার্ণব।

তন্ত্রানুগামীরা মনে করেন শিবপ্রোক্ত তন্ত্র বেদের মতো শাশ্বত। কাজেই তাঁদের মতে এরূপ কোনো তন্ত্রের ঐতিহাসিক সময় নির্ধারণের চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু আধুনিক তন্ত্রানুসন্ধানীরা তবু তন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করে থাকেন। আলোচ্য নিত্যা-ষোড়শিকার্ণবতন্ত্র সম্পর্কে এঁদের কারো কারো*অভিমত গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী বা তৎপূর্বে অভিব্যক্ত হয়। তাঁরা বলেন 'রসমহোদধি' নিত্যাষোড়শিকার্ণবের বার্ত্তিকভূত গ্রন্থ অর্থাৎ এটা বামকেশ্বরীমতের ব্যাখ্যাকারী কারিকাময় গ্রন্থ। রসমহোদধি প্রণেতা ঈশ্বরশিবের সময় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী। আর নিত্যাষোড়শিকার্ণব যে রসমহোদধির পূর্ববর্তী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বসুগুপ্তের শিষ্য কল্লট। তাঁর শিষ্য ভট্টপ্রদ্যুম্ন। সোমানন্দ তাঁর শিব-দৃষ্টিতে ভট্টপ্রদ্যুম্নপ্রতিপাদিত শক্তিপারম্যপক্ষের সমালোচনা করেছেন। নিত্যাষোড়শিকার্ণবের চতুর্থ পটলে শক্তিপারম্যপক্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা বসুগুপ্তের সময় নির্ধারণ করেছেন নবম শতাব্দী। কাজেই, দেখা যাচ্ছে এদিক্ দিয়েও নিত্যাষোড়শিকার্ণব নবম শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তী বলা যেতে পারে।

---

*সশ্রদ্ধ উল্লেখ—অতঃপর এই উপক্রমণিকা রচনায় আমরা মুখ্যতঃ বারাণসেয় সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের পণ্ডিত ব্রজবল্লভ দ্বিবেদ-রচিত উপোদ্‌ঘাত থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যাষোড়শিকার্ণবের একাধিক টীকা বা ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। আমাদের সম্পাদিত সংস্করণের বাংলা অনুবাদ ও টীকা রচনায় আমরা ঋজুবিমর্শিনী, অর্থরত্নাবলী ও সেতুবন্ধ এই তিনখানি টীকার সাহায্য নিয়েছি।

ঋজুবিমর্শিনী ও অর্থরত্নাবলী সেতুবন্ধের পূর্ববর্তী।

ঋজুবিমর্শিনীতে শিবানন্দ ক্ষেমরাজকৃত শিবসূত্রবিমর্শিনীর অনুকরণ করেছেন। তিনি এই টীকায় প্রধানতঃ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনানুসারী ব্যাখ্যা করেছেন। মূলবিদ্যাসমুদ্ধারপ্রকরণে হাদিবিদ্যা প্রতিপাদিত করেছেন এবং দিব্যসিদ্ধমানবৌঘক্রমে হাদিবিদ্যার পরম্পরা নির্দেশ করেছেন।

ঋজুবিমর্শিনীতে কৌলিক প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। শিবানন্দ সব মূলপদের ব্যাখ্যা করেছেন প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনপদ্ধতি অনুসারে অথবা তান্ত্রিক আন্তর্যাগপদ্ধতি অনুসারে কিংবা অধ্যাত্ম তত্ত্বানুসারে।

বিদ্যানন্দ অর্থরত্নাবলীতে প্রধানতঃ কৌলিক মত ব্যাখ্যা করেছেন। এই টীকায় যদিও হাদিবিদ্যাকে প্রভূত গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণে প্রথমে কাদিবিদ্যানুসারী ব্যাখ্যা করে তারপরে হাদি-বিদ্যানুসারী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে. এই টীকাকে বলা যায় কুলমতানুগত ও ক্রমদর্শনানুগত ব্যাখ্যা।

ঋজুবিমর্শিনী ও অর্থরত্নাবলী উভয় টীকাতেই প্রপঞ্চসার, সঙ্কেতপদ্ধতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রমাণ গৃহীত হয়েছে।

সেতুবন্ধ কাদিবিদ্যাপ্রতিপাদক ব্যাখ্যা। ভাস্কররায় এতে নানা প্রসঙ্গে ঋজুবিমর্শিনী ও অর্থরত্নাবলীর ব্যাখ্যার আলোচনা করেছেন। অবশ্য, এই দুই টীকা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যার আলোচনাও সেতুবন্ধে করা হয়েছে। ভাস্কর-রায় অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি-অনুসারে নূতন অর্থ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাত তান্ত্রিক দর্শন-অন্য দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি সেতুবন্ধে সুন্দরীতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদ্, পরানন্দতন্ত্র, দক্ষিণামূর্তিসংহিতা, ক্রমসংহিতা প্রভৃতি তন্ত্র এবং পুরাণাদি থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিবানন্দাদি টীকাকারদের মতে নিত্যাষোড়শি-কার্ণব পঞ্চ পটলবিশিষ্ট। এ সম্বন্ধে ঋজুবিমর্শিনীতে শিবানন্দ লিখেছেন—

স চ পঞ্চপটল্যাত্মা কর্মপঞ্চকভাসকঃ।
পূজা প্রয়োগো মুদ্রা চ বিদ্যাব্যাপ্তির্জপস্তুতিঃ॥

নিত্যাষোড়শিকার্ণব পঞ্চ পটলাত্মক, পঞ্চ কর্মপ্রকাশক। পঞ্চ কর্ম, যথা— পূজা, প্রয়োগ, মুদ্রা, বিদ্যাব্যাপ্তি ও জপস্তুতি। এই পঞ্চ কর্ম যথাক্রমে প্রথমাদি পঞ্চ পটলে কথিত হয়েছে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এখানে উল্লেখ করা যায় নিত্যাষোড়শিকার্ণব শ্রীবিদ্যাবিষয়ক একখানি প্রামাণিক তন্ত্র। ত্রিপুরা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীই শ্রীবিদ্যা। আমরা প্রথমে ত্রিপুরা ও তাঁর উপাসনাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে তার পর পূর্বোক্ত পঞ্চ পটলের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করার প্রয়াস করব। আমাদের ধারণা তার ফলে সাধারণ পাঠক পাঠিকা আলোচ্য তন্ত্র সম্বন্ধে খানিকটা আগ্রহান্বিত হতে পারেন।

শাস্তদর্শনে ষটত্রিংশৎ তত্ত্বাতীত পর ব্রহ্মকে বলা হয়েছে পরাসংবিৎ। নিত্যাষোড়শিকার্ণবে প্রকাশিত ত্রৈপুর দর্শনানুসারে এই পরা সংবিৎ ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা মহাত্রিপুরসুন্দরী। পরমেশ্বরী ত্রিপুরার উপাসনা দ্বিবিধ—বহির্যাগ ও অন্তর্যাগ, আর তাঁর উপাসনাযোগ্য রূপ ত্রিবিধ—স্থূল সূক্ষ্ম ও পর। স্থূলরূপ করচরণাদিযুক্ত। এটা মন্ত্রসিদ্ধিমানদের চক্ষু ও পাণি এই দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সূক্ষ্মরূপ মন্ত্রাত্মক। এটি পুণ্যবানদের কর্ণ ও বাক্ এই দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পররূপ বাসনাত্মক। এটি পুন্যবানদের মনোগ্রাহ্য।

দেবীর ত্রিবিধ রূপ নির্দিষ্ট হলেও তার সরূপভাবনা ও অরূপভাবনা এই দ্বিবিধ ভাবনার কথা বলা হয়েছে। স্থূলরূপের ভাবনা সরূপভাবনা, আর পররূপের ভাবনা অরূপভাবনা। সূক্ষ্মরূপের ভাবনা সরূপ ও অরূপ এই উভয়াত্মক বলে একে পৃথক্ ধরা হয় নি। শাস্ত্রে বহির্যাগে সরূপ-ভাবনা এবং অন্তর্যাগে অরূপভাবনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বহির্যাগে দেবীর বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমা শাস্ত্রবিহিত। শ্রীবিদ্যা-বিষয়ক তন্ত্রমতে দেবীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক শ্রীযন্ত্র বা শ্রীচক্র। শ্রীযন্ত্র শ্রীবিদ্যার যন্ত্র। এটি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক। একে বলা হয় শিবশক্তির বপু। ভৈরবযামলের মতে পাঁচটি শক্তিচক্র বা শক্তিত্রিকোণ এবং চারটি শিবচক্র (নিত্যা-ষোড়শিকার্ণবানুসারে বহ্নিচক্র) বা শিবত্রিকোণ নিয়ে শিবশক্তির বপু শ্রীচক্র গঠিত।

বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ বা অষ্টার, অন্তর্দশার, বহির্দশার, চতুর্দশাস্র বা চতুর্দশার, অষ্টদল পদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম এবং চতুরস্র বা ভূপুর এই নয় চক্র মিলে গঠিত শ্রীচক্র। মতান্তরে এই নয় চক্র—ত্রিকোণ, অষ্টকোণ বা অষ্টার, অন্তর্দশার, বহির্দশার, চতুর্দশাস্র বা চতুর্দশার, অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম, চতুরস্র বা ভূপুর এবং বৃত্তত্রয়।

এর মধ্যে ত্রিকোণ থেকে চতুর্দশার পর্যন্ত পাঁচটি চক্র শক্তিচক্র আর বিন্দু অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং চতুরস্র শিবচক্র। মতান্তরে অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম, ভূপুর ও বৃত্তত্রয় শিবচক্র।

তন্ত্ররাজতন্ত্রমতে বিন্দু শিবাত্মক। কামকলাবিলাসে বিন্দুকে বলা হয়েছে

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পরাশক্তিময়। শিব ও শক্তি অভিন্ন। কাজেই, উভয় মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

বামকেশ্বর দর্শনে অর্থাৎ ত্রৈপুর দর্শনে বিন্দুচক্র ও মধ্যত্র্যস্রের অর্থাৎ ত্রিকোণের সমষ্টিকে বলা হয়েছে কামকলা। তন্ত্রশাস্ত্রে কামকলার ত্রিকোণ, একাদশম, বহ্নিগেহ, যোনিক, শৃঙ্গাট, একার এই সব নাম ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিপুরার উপাসকদের কাছে কামকলা অতি নিগূঢ় রহস্য। তা একমাত্র গুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

ত্রিপুরার উপাসনা করলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ হয়। বলা হয়েছে "শ্রীত্রিপুরসুন্দরীসাধনতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।" শ্রীত্রিপুরসুন্দরীর সাধনা-তৎপর ব্যক্তিদের ভোগ ও মোক্ষ করতলগত। সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন তার অর্থ অন্তর্যাগের লক্ষ্য মোক্ষলাভ, বহির্যাগেরও তাই। তবে বহির্যাগের দ্বারা ভোগলাভও হয়।

আমাদের মনে হয় ত্রৈপুর দর্শন বা ত্রিপুরাবিষয়ক দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শৈব ও শাক্ত আগমব্যাখ্যাত দর্শন অদ্বৈত দর্শন। তাতে ব্যবহৃত প্রকাশশব্দ শিববাচক এবং বিমর্শশব্দ শক্তি-বাচক। শৈব দর্শন ও শাক্ত দর্শনে মূলতঃ কোনো ভেদ নেই। বাহ্যতঃ এইমাত্র ভেদ যে শৈব দর্শনের অনুসরণকারীরা শিবপারম্যবাদী অর্থাৎ এঁরা শিবকে পরম মনে করেন। আর শাক্ত দর্শনের অনুসরণকারীরা শক্তিপারম্য-বাদী অর্থাৎ এঁরা শক্তিকে পরম মনে করেন। বলাই বাহুল্য ত্রৈপুর দর্শন শাক্ত দর্শন।

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে শাক্ত দর্শনানুসারে সংবিৎ ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বাতীত। সেইজন্য, বলা হয় শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই দুই আদ্য তত্ত্ব সংবিদেরই প্রসর-মাত্র। এই সংবিৎই স্বান্তঃস্থিত জগৎ বাইরে প্রকাশিত করেন

বলা হয় ইনি যখন বিশ্বসৃষ্টিরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করার ইচ্ছা করেন তখন সেই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মক বিশ্বের সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম পূর্বোক্ত বিশ্বময় শ্রীচক্রের উদ্ভব হয়।

আবার একথাও বলা হয় জগৎ-উদ্‌বমন-গ্রসন-কারিণী মহাশক্তি পরা সংবিৎ বিশ্ববৈচিত্র্য অবভাসিত করতে ইচ্ছুক হয়ে বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রীরূপে সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী শৃঙ্গাটক-আকার ধারণ করেন। ইনিই ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবরূপিণী, ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা। ইনি ত্রৈলোক্য সৃজন করেন। ইনি ত্রিপুরা।

বিশ্বোত্তীর্ণা ত্রিপুরা বিশ্বাত্মকরূপে প্রকাশমানা হয়ে আত্মতত্ত্ব-বিদ্যাতত্ত্ব-

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিবতত্ত্বরূপে[১] ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন এবং বর্ণত্রয়াত্মক ও শক্তিত্রয়াত্মক রূপ ধারণ করেন।

লক্ষ্য করা গেছে ত্রিপুরা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীর অন্যতম নাম শ্রীবিদ্যা। তাঁর মন্ত্রের নামও শ্রীবিদ্যা। শ্রীবিদ্যায় আছে তিনটি কূট বা বীজ। যথা—বাগ্‌ভব, কামরাজ ও শক্তি। পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্ব-বিদ্যাতত্ত্বও শিবতত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়ে ত্রিপুরা বাগ্‌ভব কামরাজ ও শক্তি এই ত্রিবীজরূপ ধারণ করেন।

বাগ্‌ভববীজে ইনি বাগ্‌ভবাধিষ্ঠাত্রী অমৃততত্ত্ব-প্রকাশিকা জ্ঞানশক্তি; কামরাজবীজে কামকলাত্মিকা মহাচমৎকারসম্পাদনকারিণী ক্রিয়াশক্তি আর শক্তিবীজে পরমশিবসামরস্যরূপা ইচ্ছাশক্তি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ত্র্যক্ষরা শ্রীবিদ্যাকে পরম্পরানুসারে জানা শাস্ত্রবিহিত। পরম্পরা দ্বিবিধ—কামরাজসন্তান ও লোপামুদ্রাসন্তান। কামরাজসন্তান সকীলবিদ্যানুবন্ধী এবং বিচ্ছিন্ন আর লোপামুদ্রাসন্তান নিষ্কীল-বিদ্যানুবন্ধী এবং অবিচ্ছিন্ন। আবার পরম্পরা বলতে গুরুপরম্পরাও বুঝায়। এই পরম্পরা ত্রিবিধ—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ। এখানে শ্রীবিদ্যার দিব্যৌঘাদি বিবৃত হচ্ছে। যথা—

দিব্যৌঘ—সত্যযুগে আদিগুরু পরম শিব। তাঁর নাম শ্রীচর্য্যানাথ। তাঁর শিষ্যা তাঁরই বিমর্শশক্তি। ইনি পরম শিব থেকে অভিন্না। তাঁর শিষ্য ত্রেতাযুগে গুরু শ্রীওড্যাননাথদেব। তাঁরশিষ্য দ্বাপরযুগে গুরু শ্রীষষ্ঠনাথদেব। তাঁর শিষ্য কলিযুগে গুরু শ্রীমিত্রেশনাথদেব। তাঁর শিষ্য অগস্ত্য ও শিষ্যা লোপামুদ্রা। এই সপ্ত দিব্যৌঘ। মতান্তরে উপরে বিবৃত শ্রীমিত্রেশনাথদেব পর্য্যন্ত পঞ্চ দিব্যৌঘ।

সিদ্ধৌঘ—অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার শিষ্য কঙ্কালতাপস। তাঁর শিষ্য ধর্মাচার্য্য। তাঁর শিষ্যা মুক্তকেশিনী বা মুক্তকেশী। তাঁর শিষ্য দীপকাচার্য্য।

মানবৌঘ—দীপকাচার্য্যের শিষ্য জিষ্ণুদেব তাঁর ঔরস পুত্র। তাঁর শিষ্য মাতৃগুপ্তদেব। তাঁর শিষ্য তেজোদেব। তাঁর শিষ্য মনোজদেব। তাঁর শিষ্য কল্যাণদেব। তাঁর শিষ্য রত্নদেব। তাঁর শিষ্য বাসুদেবমহামুনি। তাঁর শিষ্য শিবানন্দমহাযোগী। এই অষ্ট মানবৌঘ। মতান্তরে উপর্য্যুক্ত বাসু-দেবমহামুনি পর্য্যন্ত সপ্ত মানবৌঘ।

ত্রৈপুর দর্শন শক্তিপরিণামবাদী। স্বয়ং অব্যক্তা ত্রিপুরা ব্যক্তা হয়ে

---

১ ষটত্রিংশৎতত্ত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। আরোহক্রমে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, শৈব দর্শন অধ্যায়)

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আনন্দিতা এন (রমতে স্বয়মব্যক্তা ত্রিপুরা ব্যক্তিমাগতা ৪।১৬) এই শক্তি-পরিণামবাদকে সৎকার্য্যবাদও বলা হয়। শিবানন্দ বলেছেন বীজের মধ্যে যেমন অঙ্কুর কাণ্ড পত্র পুষ্প ফল থাকে তেমনি কারণরূপ শক্তির মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য বিদ্যমান অর্থাৎ সৎ। কাজেই, এই বিচারে শক্তিপরিণামবাদকে সৎকার্য্যবাদ বলা হয়।

অনেক ঔপনিষদিকের মতে জগৎপ্রপঞ্চ জড় এবং মিথ্যা। কারণ, তাঁরা মনে করেন চিদ্‌রূপ পর ব্রহ্মের শক্তি মায়া জড় এবং মিথ্যা। এই মায়া জগতের পরিণামী উপাদান। কাজেই, মায়িক জগৎপ্রপঞ্চ জড় এবং মিথ্যা।

তান্ত্রিকদের মতে কিন্তু চিদ্‌রূপ পর ব্রহ্মের শক্তি বলে মায়া চিদ্‌রূপিণী। কেননা, এঁরা শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকার করেন না। জগৎপ্রপঞ্চ চিদ্‌রূপিণী মায়ার পরিণাম বলে চিদ্‌রূপ এবং সেইজন্য সত্য। এই কথাটাই জ্ঞানবাসিষ্ঠে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'চিদ্‌বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ম্' এই জগৎপ্রপঞ্চ চিতের বিলাস অর্থাৎ প্রকাশ।

আবার কারো কারো মতে এই শক্তিপরিণামবাদকে আভাসবাদও বলা যায়। আভাস বলতে বুঝায় অন্যথাভাবের অভাব (আভাসো নাম নান্যথাভাবঃ), শক্তিসূত্রে বলা হয়েছে 'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ' এর অর্থ চিতি অর্থাৎ সংবিৎ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে অবিকৃত থেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন। এই যে সংবিৎ অবিকৃত থেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হলেন এরই নাম আভাসবাদ।

এর আগে প্রসঙ্গক্রমে একাধিকবার শ্রীচক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রৈপুর দর্শনে শ্রীচক্র একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য, আমাদের সাধারণ আলোচনা শেষ করার আগে সে-সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে ত্রিপুরা বিশ্বময় শ্রীচক্ররূপে অভিব্যক্তা হন এবং শ্রীচক্র নব চক্রাত্মক। ত্রৈপুর দর্শনানুসারে শ্রীচক্র বাক্‌চতুষ্টয়াত্মক। বাক্‌-চতুষ্টয়, যথা—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী। কামকলাবিলাসে বলা হয়েছে শ্রীচক্রের বিন্দু পরাবাক্‌; মধ্যত্র্যস্র অর্থাৎ ত্রিকোণ পশ্যন্তী বাক্‌; অষ্টার অর্থাৎ অষ্টকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার ও চতুর্দশার মধ্যমা বাক্‌। এদের দ্বারা এক-পঞ্চাশৎ অক্ষরাত্মিকা বৈখরী বাক্‌ উৎপন্ন হয়। কাদিমতানুসারে অষ্টদলপদ্মে সমুদিত হয় অষ্ট বৈখরীবর্গ এবং ষোড়শদলপদ্মে ষোড়শ স্বরবর্ণ।

অবশ্য, এবিষয়ে মতভেদ আছে। সৌন্দর্য্যলহরীর ৪১ শ্লোকের টীকায় লক্ষ্মীধর বলেছেন পরাবাক্‌ ত্রিকোণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিকোণচক্র পরাবাক্‌।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পশ্যন্তীবাক্ অষ্টকোণচক্ররূপিণী। মধ্যমা বাক্ অন্তর্দশার ও বহির্দশার-চক্ররূপিণী আর বৈখরীবাক্ চতুর্দশারচক্ররূপিণী। পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীচক্র নবচক্রাত্মক। সংহারক্রমে এই নবচক্রের নাম, যথা—ভূপুর—ত্রৈলোক্য-মোহন। ষোড়শদল পদ্ম—সর্বাশাপরিপূরক। অষ্টদলপদ্ম—সর্বসংক্ষোভক। চতুর্দশার—সর্বসৌভাগ্যদায়ক। বহির্দশার—সর্বার্থসাধক। অন্তর্দশার—সর্বরক্ষাকর। অষ্টকোণ—সর্বরোগহর। ত্রিকোণ—সর্বসিদ্ধিপ্রদ। বিন্দু—সর্বানন্দময়।

ত্রৈলোক্যমোহনাদি এই নব চক্রে যথাক্রমে নাদ, বিন্দু, কলা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, বামা, বিষঘ্নী, দূতরী ও সর্বানন্দা এই নব শক্তি অধিষ্ঠিতা।

কামকলাবিলাসে বলা হয়েছে মাহেশ্বরী অর্থাৎ ত্রিপুরা যখন চক্রাকারে অর্থাৎ শ্রীচক্রাকারে পরিণত হন তখন তাঁর দেহের অবয়বসমূহ হয় আবরণ-দেবতা। আবরণদেবতাকে বলা হয় যোগিনী। ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে অণিমাদি দশ সিদ্ধি এবং ব্রহ্মাণী-আদি আট শক্তি অবস্থিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম প্রকটাযোগিনী। সর্বাশাপরিপূরকচক্রে পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শবিকাররূপ কামাকর্ষিণী আদি ষোড়শ আবরণ দেবতা অবস্থিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম গুপ্তাযোগিনী। সর্বসংক্ষোভক-চক্রে অব্যক্ত মহৎ অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্ররূপা অনঙ্গকুসুমাদি আট আবরণ দেবতা অবস্থিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম গুপ্ততরাযোগিনী। সর্বসৌভাগ্য-দায়কচক্রে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণচতুষ্টয়রূপ সংক্ষোভিণী-আদি চতুর্দশ আবরণদেবতা বিরাজিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম সম্প্রদায়া-যোগিনী। সর্বার্থসাধকচক্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়বিষয়াত্মিকা সর্বসিদ্ধিপ্রদা-আদি দশ আবরণদেবতা অবস্থিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম কুলোত্তীর্ণা-যোগিনী বা মতান্তরে কুলকৌলাযোগিনী। সর্বরক্ষাকরচক্রে অবস্থিতা সর্বজ্ঞা-আদি পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রাত্মিকা দশ আবরণদেবতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম নিগর্ভাযোগিনী। সর্বরোগহরচক্রে পুর্য্যষ্টকরূপা বশিনী-আদি আট আবরণদেবতা অবস্থিতা। এঁদের সমষ্টিগত নাম রহস্যাযোগিনী। সর্বসিদ্ধি-প্রদচক্রের আবরণদেবতা কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ও ভগমালিনী। এঁদের সমষ্টি-গত নাম অতিরহস্যাযোগিনী। সর্বানন্দময়চক্রের আবরণদেবতা বা যোগিনী পরাপররহস্যা।

আবরণদেবতার মতো প্রতিচক্রে আছেন এক এক জন চক্রেশ্বরী। ত্রৈলোক্যমোহনাদি চক্রের চক্রেশ্বরী যথাক্রমে ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিপুর-বাসিনী ত্রিপুরাশ্রী ত্রিপুরমালিনী ত্রিপুরাসিদ্ধা ত্রিপুরাম্বা ও মহাত্রিপুরসুন্দরী।

শ্রীচক্রকে বলা হয় ত্রৈপুরচক্র। তার কারণ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে নিত্যা-

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ষোড়াশকার্ণবাদি তন্ত্রমতে চতুরস্র ষোড়শদলপদ্ম ও অষ্টদলপদ্ম মিলে সৃষ্টিচক্র এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। চতুর্দশার বহির্দশার ও অন্তর্দশার মিলে স্থিতিচক্র। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য। অষ্টকোণ ত্রিকোণ ও বিন্দু মিলে সংহারচক্র। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম। এই তিন চক্রের সমষ্টি অনাখ্য-চক্র। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবশক্তি। ঋজুবিমর্শিনীতে বলা হয়েছে সৃষ্টিচক্র বাগ্‌ভববীজপ্রধান, ব্রহ্মাময়, সুষুপ্তি-অবস্থা। স্থিতিচক্র কামরাজ-বীজপ্রধান, বিষ্ণুময়, স্বপ্নাবস্থা। আর সংহারচক্র শক্তিবীজপ্রধান শিবময়, জাগ্রৎ-অবস্থা। এই প্রকার ত্রিবিধ ভেদের কারণে শ্রীচক্রকে ত্রৈপুরচক্র বলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় পূর্বোক্ত অনাখ্যচক্রকে সৌভাগ্যসুধোদয়ে তুরীয়-অবস্থা বলা হয়েছে।

কৌলিক সাধনায় অন্যতম প্রধান সাধন যোগ। এই যোগের মধ্যে কুণ্ডলিনীযোগের গৌরব সর্বাধিক। ষট্‌চক্রভেদ এই যোগের অন্তর্ভুক্ত। ষট্‌চক্র যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শ্রীচক্রের সঙ্গে এই ষট্‌চক্রের সংযোগ এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে—ত্রিকোণ মূলাধার। অষ্টকোণ স্বাধিষ্ঠান। অন্তর্দশার মণিপুর। বহির্দশার অনাহত। চতুর্দশার বিশুদ্ধ। শিবচক্রচতুষ্টয় আজ্ঞা। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বিন্দু সহস্রার। (দ্রঃ সৌন্দর্য্যলহরীর ৩২ শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃত টীকা)

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক তন্ত্রমতে ষট্‌চক্রের মতো শ্রীচক্রও সাধকদেহে অবস্থিত। সেইজন্যই শ্রীচক্রের সঙ্গে ষট্‌চক্রের সংযোগ নির্দেশ করা হয়।

ষট্‌চক্রভেদের অন্তর্ভুক্ত রুদ্রাদি গ্রন্থিভেদ। সেই কারণে শ্রীচক্রের সঙ্গে রুদ্রাদিগ্রন্থি সহ ষট্‌চক্রের সংযোগ নির্ধারিত হয়েছে। বলা হয়েছে শ্রীচক্র ষট্‌চক্রাত্মক ও ত্রিখণ্ডাত্মক। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান অনলাত্মক প্রথম খণ্ড। এটি রুদ্রগ্রন্থি। মণিপূর ও অনাহত সূর্য্যাত্মক দ্বিতীয় খণ্ড। এটি বিষ্ণুগ্রন্থি। বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চন্দ্রাত্মক তৃতীয় খণ্ড। এটি ব্রহ্মগ্রন্থি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় শাক্ত শাস্ত্রের বিধান যোগসাধনেচ্ছু সাধককে সর্বব্যাধিমুক্ত দিব্যদেহ লাভ করতে হবে এবং তা করতে গেলে তাঁর যে শুধু ষট্‌চক্র ও রুদ্রগ্রন্থি ইত্যাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক তা নয় সেই সঙ্গে তাঁকে জানতে হবে তাঁর দেহে আছে ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য, ব্যোমপঞ্চক, দ্বাদশগ্রন্থি, শক্তিত্রয়, ধামত্রয় ও নাড়ীত্রয়। আর জানতে হবে তাঁর দেহ দশনাড়ীরূপ পথযুক্ত, মধ্যব্যাপ্ত বাহাত্তর হাজার নাড়ী এবং মহাব্যাপ্ত সাড়ে তিন কোটি নাড়ী দ্বারা আবৃত, মলিন ও ব্যাধিযুক্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ষোড়শাধারাদির অর্থ, যথা—

ষোড়শাধার—অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, মেঢ্র, পায়ু, কন্দ, নাভি, জঠর, হৃৎ, কূর্মনাড়ী, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র এবং দ্বাদশান্ত এই ষোড়শাধার।

এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে। মতান্তরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, বিন্দু, কলা, পদ, নিবোধিকা, অর্দ্ধেন্দু নাদ নাদান্ত, উন্মনী, বিষ্ণুবক্ত্র এবং ধ্রুবমণ্ডলিকা এই ষোড়শাধার। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, দীক্ষা অধ্যায়)

ত্রিলক্ষ্য—অন্তঃ, বহিঃ, এই উভয়রূপ, এই ত্রিলক্ষ্য। মতান্তরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই ত্রিলক্ষ্য। (দ্রঃ তত্রৈব)

ব্যোমপঞ্চক—জন্ম (মূলাধার), নাভি, হৃৎ, নাদ ও বিন্দু। মতান্তরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। (দ্রঃ তত্রৈব)

দ্বাদশ গ্রন্থি—মায়া, পাশব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, ইন্ধিকা, দীপিকা, বৈন্দব, নাদ এবং শক্তি এই দ্বাদশ গ্রন্থি।

শক্তিত্রয়—ইচ্ছা জ্ঞানা ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি।

ধামত্রয়—সোম সূর্য অনল।

নাড়ীত্রয়—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্ণা।

দশনাড়ী—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্ণা গান্ধারী হস্তিজিহ্বা পূষা যশা অলম্বুসা কুহূ এবং শঙ্খিণী।

তান্ত্রিক সাধনায় ষট্‌চক্রের মতো চতুষ্পীঠেরও বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত। কামরূপ, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং ওড্যান এই চতুষ্পীঠ। এই পীঠচতুষ্টয়ও শ্রীচক্রের অন্তর্ভূক্ত। শ্রীচক্রান্তর্গত ত্রিকোণচক্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত ওড্যান-পীঠ; উক্ত ত্রিকোণের অগ্রকোণে কামরূপপীঠ; দক্ষিণকোণে জালন্ধরপীঠ; উত্তরকোণে পূর্ণগিরিপীঠ।

বলা হয় অম্বিকা-রৌদ্রী-জ্যেষ্ঠা-বামা এবং শান্তা-ক্রিয়া-জ্ঞানা-ইচ্ছা এই শক্তিরা যথাক্রমে পরস্পরের সামরস্য প্রাপ্ত হয়ে পীঠচতুষ্টয়রূপে পরিণত হয়েছেন।

পীঠচতুষ্টয়ে আবার স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ও পরলিঙ্গ এই লিঙ্গচতুষ্টয়ের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

অগ্নিচক্রাত্মক মনোরূপ কামরূপপীঠে অবস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ; সূর্যচক্রাত্মক অহংকাররূপ জালন্ধরপীঠে বাণলিঙ্গ; সোমচক্রাত্মক বুদ্ধিরূপ পূর্ণগিরিপীঠে ইতরলিঙ্গ এবং ব্রহ্মচক্রাত্মক চিত্তরূপ ওড্যানপীঠে পরলিঙ্গ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এবার নিত্যাষোড়শিকার্ণবের পঞ্চ পটলের যথাক্রম পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক।

প্রথম পটলের বিষয়বস্তু পূজা। এ পূজা মহাত্রিপুরসুন্দরীর বাহ্য পূজা। পটলের আরম্ভেই দ্বাদশ শ্লোকে দেবীর স্তব করা হয়েছে। তারপর পরপর বিবৃত হয়েছে—চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম। ত্রৈপুর চক্ররাজ অর্থাৎ শ্রীচক্রের রচনা ও তার মহিমা। মাতৃকার অষ্ট বর্গানুক্রমে বশিনী আদি অষ্ট বাগ্‌দেবতার সহিত মহাত্রিপুরসুন্দরীর পূজা। বশিনী-আদি অষ্ট দেবতার বীজমন্ত্র। দেবীর অঙ্গবিদ্যার নাম। মূলবালাবিদ্যা। মহাত্রিপুরসুন্দরীর মূলবিদ্যা। চক্ররাজচক্রপূজকের বিষয়। চক্ররাজচক্রের বিন্যাসস্থান ও বিন্যাসপ্রকার। চক্ররাজচক্রের ধ্যান ও ন্যাস। মহাত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান। চক্ররাজচক্রের অন্তর্ভুক্ত ত্রৈলোক্যমোহনাদি চক্রে পূজ্যা শক্তি। চক্ররাজপূজায় নব মুদ্রা। কামকলার ধ্যান। সাধকের নিজ দেহকে ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বের কারণ কামকলারূপ অক্ষররূপে ভাবনা। চক্রসহ মহাত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান স্তুতি নমস্কারাদির পর খেচরীমুদ্রা প্রদর্শনান্তে বিসর্জন।

দ্বিতীয় পটলের বিষয়বস্তু প্রয়োগ। এখানে প্রয়োগ মানে মন্ত্রের প্রয়োগ। প্রথমে বিবৃত হয়েছে মন্ত্রজপের ফল। তারপর, পর পর বিবৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া সহযোগে জপের ভিন্ন ভিন্ন ফল। বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা চক্ররাজচক্র লিখে তা ধারণের বিভিন্ন ফল। বশীকরণ আকর্ষণ বিদ্বেষণ ইত্যাদিও এই ফলের অন্তর্ভুক্ত। স্থানবিশেষে বিশেষপ্রকারে লিখিত চক্রের পূজাফল। সর্বশেষে সমস্তসিদ্ধির সাধক একটি প্রয়োগ।

তৃতীয় পটলের বিষয়বস্তু মুদ্রা। প্রথমে ত্রিখণ্ডা নামক মুদ্রা বিবৃত হয়েছে—সর্বসংক্ষোভিণী, সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বাকর্ষিণী, সর্বাবেশকরী, সর্বোন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরীমুদ্রা, বীজমুদ্রা। যোনিমুদ্রা ও তার বিশেষ মহিমা। ত্রিপুরার পূজার সময় এই সব মুদ্রার প্রয়োগ বিহিত।

চতুর্থ পটলের বিষয়বস্তু বিদ্যাব্যাপ্তি। বিদ্যা মানে মূলবিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরার মূলমন্ত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে এই বিদ্যা ত্রিবীজাত্মক। বিদ্যাব্যাপ্তি বলতে বুঝাচ্ছে এই ত্রিবীজের ব্যাপ্তি। ভাস্কররায় ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ করেছেন 'বিশ্বাত্মনা পরিণামম্' বিশ্বরূপে পরিণতি। ব্যাপক ও ব্যাপ্যের যে-সম্বন্ধ তাকেও বলে ব্যাপ্তি। শ্রীবিদ্যার ব্যাপক ও ব্যাপ্য এই উভয় রূপের নিত্যসম্বন্ধকথন এই পটলের মূল বিষয়। সহজ কথায়, ত্রিপুরার স্বরূপনির্ণয় এই পটলের বিষয়বস্তু।

পটলের আরম্ভে শ্রীবিদ্যার প্রত্যেক বীজের সাধন ইত্যাদির বিষয় দেবী জানতে চাইলে ভৈরব 'ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা' পরমা শক্তি ত্রিপুরা আদ্যা এই

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বলে ত্রিপুরারহস্য ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেন। তার পর, পর পর বিবৃত করেন—শক্তিযুক্ত ও শক্তিরহিত শিবের বিষয়। ত্রিপুরার পরমার্গান্তঃপ্রবেশ। বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রীরূপে ত্রিপুরার শৃঙ্গাটকাকারতাপ্রাপ্তি। ত্রিপুরানামের ব্যাখ্যা। কুলযোষিৎ বা কুলকুণ্ডলিনী ত্রিপুরার পরশিবের সঙ্গে মিলনরহস্য। বাগ্‌ভব কামরাজ-শক্তিবীজে ত্রিপুরার স্বরূপনিরূপণ। পারম্পর্য্যানুসারে বিজ্ঞাতা ত্রিপুরা। স্মরণ জপ পূজা হোম ও ধ্যানের ফল। বীজত্রয়ের সাধন বা আরাধনা বাগ্‌ভববীজরূপিণী বাগীশ্বরীর আরাধনা ও তার ফল। কামরাজবীজরূপিণী কামকলার আরাধনা ও তার ফল। কামরাজযন্ত্র। শক্তিবীজরূপিণীর আরাধনা ও তার ফল।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই সব ফল বর্ণনার মধ্যে মোক্ষলাভের কথাটা কোথাও তেমন স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয় নি। একবার মাত্র মোক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় এই শ্লোকার্ধে—

বাগীশ্বরী জ্ঞানশক্তির্বাগ্‌ভবে মোক্ষরূপিণী।—বাগ্‌ভববীজস্থিতা জ্ঞানশক্তি বাগীশ্বরী মোক্ষরূপিণী।

আর, এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় মোক্ষসম্বন্ধে তান্ত্রিকদের একটি বিশেষ মতও আছে। এঁরা বলেন

মোক্ষস্য নৈব কিঞ্চিদ্ধামাস্তি ন চাপি গমনমন্যত্র।
অজ্ঞানগ্রন্থিভিদা স্বশক্ত্যভিব্যক্ততা মোক্ষঃ॥

—নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ৫/১ শ্লোকের
ঋজুবিমর্শিনীতে উদ্ধৃত পরমার্থসারবচন।

—মোক্ষের কোনো ধাম নেই। সেখানে যাওয়াও নেই। অজ্ঞান-গ্রন্থির ভেদকারিণী স্বশক্তির অভিব্যক্ততাই মোক্ষ।

পঞ্চম পটলের বিষয়বস্তু জপস্তুতি। এখানে জপস্তুতি মানে জপের স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসা। জপ বলতে জপাঙ্গ হোমও সূচিত হয়েছে। গোড়ার দিকে আছে চক্র ও চক্রাবয়ব পূজার সময়কার জপের কথা। তারপর. পর পর বিবৃত হয়েছে সহস্রজপের ফল। হৃদয়কমলে চক্রভাবনাপূর্বক জপ। নিগদ ও উপাংশু জপ। বিভিন্ন জপমালা। বিভিন্ন সংখ্যক জপের ফল। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বাণলিঙ্গ ইতরলিঙ্গ এমনি কোনো এক লিঙ্গের সান্নিধ্যে জপের ফল। জপের দশাংশের হোম ও তার ফল। অষ্টবিধ হোমকুণ্ড ও তাতে হোমের ফল।

আনন্দাশ্রম প্রকাশিত বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবকে আকর-গ্রন্থ ধরে নিত্যাষোড়শিকার্ণবের আলোচ্য সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বারাণসের সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের পাঠ যেখানে অর্থসঙ্গতির দিক্ দিয়ে অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হয়েছে সেখানে সেই পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাদটীকায় আকরগ্রন্থের সংসৃষ্ট পাঠ পাঠান্তররূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমাদের ঐকান্তিক যত্ন সত্ত্বেও গ্রন্থখানির নির্ভুল মুদ্রণ সম্ভবপর হয় নি। যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত প্রস্তুত একটি সংশোধনপত্র মুদ্রিত হল। আশঙ্কা হয়, তবু দুচারটি ভুল থেকে যেতে পারে। আশা করব গুণীজনেরা নিজগুণে আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

আমরা যতটা জানি এই প্রথম বাংলা অনুবাদ ও টীকার সহিত নিত্যা-ষোড়শিকার্ণব বাংলা হরফে প্রকাশিত হল। শুধুমাত্র বাংলা জানেন এরূপ তন্ত্রানুরাগীদের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। তাঁদের পরিতোষ হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। অবশ্য, একাজে আমরা উপলক্ষমাত্র। যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই প্রয়াসের মূলও তাঁরই ইচ্ছা। নৈলে বৃদ্ধ বয়সে আমরা এরূপ কাজে উদ্যোগী হতে পারতাম না এবং গ্রন্থের প্রকাশক নবভারত পাবলিশার্সও এই দুর্মূল্যের বাজারে এরূপ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হতেন না।

মহাত্রিপুরসুন্দরীর জয় হোক। ওঁ শম্।

শান্তিনিকেতন — উপেন্দ্রকুমার দাস
মহালয়া ১৯৮২

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ

প্রথমঃ পটলঃ

গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীরাশিরূপিণীম্ ।
দেবীং মন্ত্রময়ীং নৌমি মাতৃকাং পীঠরূপিণীম্ ॥১॥

গণেশরূপিণী গ্রহরূপিণী নক্ষত্ররূপিণী যোগিনীরূপিণী রাশিরূপিণী পীঠ-রূপিণী মন্ত্রময়ী দেবী মাতৃকার স্তব করি ।১

গণেশরূপিণী—টীকাকাররা গণেশ শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। ভাস্কর রায়ের মতে গণেশ বলতে বুঝাচ্ছে 'বিঘ্নেশ্বরাদিগণেশ্বরান্তা এক-পঞ্চাশদ্বিনায়কমূর্তয়ঃ[১] বিঘ্নেশ্বর থেকে আরম্ভ ক'রে গণেশ্বর পর্যন্ত একপঞ্চাশৎ বিনায়কমূর্তি। ভাস্কর রায় তাঁর এই উক্তির সমর্থনে কোনো প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নি। তন্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চাশৎ গণেশেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। শারদাতিলক ১।১১১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় রাঘব ভট্ট 'পঞ্চাশদ্ গণেশা-স্তচ্ছক্তয়শ্চ যথা' এই বলে পঞ্চাশজন গণেশের উল্লেখ করেছেন। যথা—বিঘ্নেশ, বিঘ্নরাজ, বিনায়ক, শিবোত্তম, বিঘ্নকৃৎ, বিঘ্নহর্তা, গণ, একসুদন্ত, দ্বিসুদন্ত[১], গজবক্ত্র, নিরঞ্জন, কপর্দী দীর্ঘজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, বৃষভধ্বজ, গণনায়ক, গজেন্দ্র, সূর্পকর্ণ, ত্রিলোচন, লম্বোদর, মহানন্দ, চতুর্মূর্তি, সদাশিব, আমোদ, দুর্মুখ, সুমুখ, প্রমোদক, একপদ (একপাদ), দ্বিজিহ্ব, শূরবীর (সুরবীর), ষণ্মুখ, বরদ, বামদেব, বক্রতুণ্ড, দ্বিরণ্ডক, সেনানী, গ্রামণী, মত্ত, বিমত্ত, মত্তবাহন, জটী, মুণ্ডী, খড়্গী, বরেণ্য, বৃষকেতন, ভক্ষ্যপ্রিয়, গণেশ, মেঘনাদ, ব্যাপী ও গণেশ্বর।

শিবানন্দ গণেশ শব্দের অর্থ করেছেন শ্রীকণ্ঠাদি পঞ্চাশ রুদ্র অথবা ইন্দ্রাদি পঞ্চাশ মরুদ্‌গণ। বিদ্যানন্দও এই অর্থ ক'রে বলেছেন, তাৎপর্য হল অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ থেকে এ'রা উদ্ভূত।

গ্রহরূপিণী—গ্রহ বলতে সূর্যাদি নব গ্রহ বুঝাচ্ছে। বিদ্যানন্দের মতে নব গ্রহ (দ্রঃ অর্থ রত্নাবলী) সূর্য, মঙ্গল, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, রাহু ও কেতু। ষোড়শ স্বরবর্ণ থেকে উদ্ভূত সূর্য, কবর্গ থেকে মঙ্গল, চবর্গ থেকে শুক্র, টবর্গ থেকে বুধ, তবর্গ থেকে বৃহস্পতি, পবর্গ থেকে শনি, যবর্গ থেকে চন্দ্র, শবর্গ থেকে রাহু ও ল, ক্ষ থেকে কেতু।

১। মূলে আছে 'গণৈকদ্বিসুদন্তাঃ'। যদি এর বিশ্লেষণ এইভাবে করা হয়—গণ, একদন্ত, দ্বিদন্ত, সুদন্ত তা হ'লে ভাস্কররায়কথিত ৫১ জন গণেশ পাওয়া যায়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। ভাস্কর রায় তাঁর সেতুবন্ধ নামক টীকায় সূর্য মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি চন্দ্র রাহু ও কেতু নবগ্রহের এই ক্রম নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে সূর্য ষোড়শ স্বরবর্ণ স্বরূপ, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি যথাক্রমে কবর্গ-চবর্গ-টবর্গ-তবর্গ-পবর্গ—স্বরূপ, চন্দ্র যবর্গ-স্বরূপ, রাহু শবর্গস্বরূপ আর কেতু ক্ষকারস্বরূপ। ল. লকারের সঙ্গেই রয়েছে, এই হল সম্প্রদায়।

নক্ষত্ররূপিণী—অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশ মাতৃকা বর্ণ অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত সাতাশ নক্ষত্র স্বরূপ। যথা, অ আ অশ্বিনী, ই ভরণী, ঈ উ ঊ কৃত্তিকা, ঋ ৠ ঌ ৡ রোহিণী, এ মৃগশিরা, ঐ আর্দ্রা, ও ঔ পুনর্বসু, ক তিষ্যা অর্থাৎ পুষ্যা, খ গ অশ্লেষা, ঘ ঙ মঘা, চ পূর্বফল্গুনী, ছ জ উত্তর ফল্গুনী ঝ ঞ হস্তা, ট ঠ চিত্রা, ড স্বাতী, ঢ ণ বিশাখা, ত থ দ অনুরাধা, ধ জ্যেষ্ঠা, ন প ফ মূলা, ব পূর্বাষাঢ়া, ভ উত্তরাষাঢ়া, ম শ্রবণা, য র ধনিষ্ঠা, ল. শতভিষা, ব শ পূর্বভাদ্রপদা, ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা, ল. ক্ষ অং (ং) অঃ (ঃ) রেবতী।

যোগিনীরূপিণী—শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট মাতৃকারূপিণী। অবর্গ (অ থেকে বিসর্গ পর্যন্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ নিয়ে অবর্গ) থেকে উদ্ভূতা ব্রাহ্মী, কবর্গ থেকে মাহেশ্বরী, চবর্গ থেকে কৌমারী, টবর্গ থেকে বৈষ্ণবী, তবর্গ থেকে বারাহী, পবর্গ থেকে ঐন্দ্রাণী, যবর্গ থেকে চামুণ্ডা, শবর্গ থেকে মহালক্ষ্মী।

এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাস্কর রায়ের মতে ডাকিনী রাকিণী লাকিনী কাকিনী সাকিনী হাকিনী ও যাকিনী এই সপ্ত যোগিনী। তাঁদের স্বরূপ এই প্রকার—ষোড়শ স্বরবর্ণ ডাকিনী, ক থেকে ঠ পর্যন্ত রাকিণী, ড থেকে ফ পর্যন্ত লাকিনী, ব থেকে ল পর্যন্ত কাকিনী, ব থেকে স পর্যন্ত সাকিনী, হ হাকিনী, ক্ষ যাকিনী। ল. লকারের সঙ্গে যাবে।

রাশিস্বরূপিণী—মেষাদি রাশিস্বরূপিণী। অ আ ই ঈ থেকে উদ্ভূত মেষরাশি, উ ঊ ঋ থেকে উদ্ভূত বৃষ, ৠ ঌ ৡ থেকে উদ্ভূত মিথুন, এ ঐ থেকে কর্কট, ও ঔ থেকে সিংহ, অং অঃ শবর্গ ও ল. থেকে কন্যা, কবর্গ থেকে তুলা, চবর্গ থেকে বৃশ্চিক, টবর্গ থেকে ধনু, তবর্গ থেকে মকর, পবর্গ থেকে কুম্ভ আর যবর্গ থেকে মীন।

দেবী—দ্যোতমানা, দীপ্যমানা, প্রকাশশক্তি।

মন্ত্রময়ী—পরা সম্বিৎ অকারাদিক্ষকারান্ত মাতৃকা-বর্ণময়ী। সব মন্ত্র মাতৃকাবর্ণোদ্ভূত। অতএব, পরা সম্বিৎ মন্ত্রময়ী।

মাতৃকা—বিদ্যানন্দ মাতৃকাশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'মাতি ত্রাতীতি

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মাতৃকা'—'মাতি' অর্থাৎ ত্রাণ করেন এই জন্য মাতৃকা। স্বতেজোবিজৃম্ভিত অনুগ্রাহ্য জীবরাশিকে ত্রাণ করেন, এই জন্য মাতৃকা।

মাতৃকাশব্দের অন্য ব্যাখ্যাও আছে। মাতৃকা অর্থ মূল কারণ। এই মূল কারণ পরা সম্বিৎ। শিবানন্দ মাতৃকাশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন পরাবাগ্‌রূপিণী পরাভট্টারিকাত্মক পরশিবস্বরূপিণী ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বপ্রসরণের হেতুভূতা পরা সম্বিৎ মাতৃকা। ইনি অকারাদিক্ষকারান্ত বৈখরীরূপ মাতৃকাবর্ণরূপে অবভাসিতা। বিদ্যানন্দের মতে ইনি সমস্ত বিশ্বজননহেতু-মাতৃকা-পরিকল্পিতদিব্যাবয়বা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

নৌমি—শিবানন্দ 'নৌমির' অর্থ করেছেন "বিশ্বোৎকৃষ্টত্বেন পরামৃশামি, নুত্যা বিমর্শময্যা তৎকল্পিতপ্রমাতৃপদনিমজ্জনেন তৎসমাবেশময়ো ভবামীতি যাবৎ"—বিশ্বোৎকৃষ্টরূপে অনুভব করব, বিমর্শময়ী দ্বারা কল্পিতপ্রমাতৃপদ নিমজ্জনের দ্বারা বিমর্শশক্তিময় হব।

পীঠ[১]রূপিণী—বিদ্যানন্দের মতে কামরূপাদিদেবীকোটান্ত অষ্টপীঠময়ী। কামরূপ কোল্লগিরি সোপার ওড্ডিয়ান মলয়গিরি কুলান্তক জালন্ধর ও দেবীকোট্ট। পূর্বোক্ত অ-আদি শ-অন্ত অষ্ট বর্গ থেকে উদ্ভূত এই অষ্ট পীঠ।

এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভাস্কররায় সেতুবন্ধে পীঠরূপিণী প্রসঙ্গে লিখেছেন 'পীঠানি কামরুপাদিচ্ছায়াছত্রান্তান্যেকপঞ্চাশৎ'—কামরূপ থেকে আরম্ভ ক'রে ছায়াছত্র পর্যন্ত ৫১ পীঠ। অর্থাৎ পীঠরূপিণী মানে একপঞ্চাশৎ পীঠরূপিণী। আবার তিনি পীঠরুপিণী শব্দের অন্য রকম অর্থও করেছেন। বলেছেন, (১) ওড্ডান জালন্ধর পূর্ণাগিরি ও কামরূপ নামক পীঠে এঁর স্বরূপ, দেবীপক্ষে এই অর্থ; (২) মন্ত্রপক্ষে লক্ষণা দ্বারা অর্থ কূটরূপিণী; (৩) পীঠে অর্থাৎ শ্রীচক্রে এঁর রূপ। এই তিন অর্থই প্রামাণিক।

শিবানন্দ অন্য রকম অর্থ করেছেন। তাঁর মতে পীঠরূপিণী মানে বিশ্বচিত্রভিত্তিভূমি। স্বীয় মতের সমর্থনে প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় থেকে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন—'স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি' (প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ ২)—পরা সম্বিৎ স্বেচ্ছায় স্বভিত্তিতে বিশ্ব প্রকটিত করেন।

ভাস্কররায়ের মতে গণেশাদিশ্লোক দিয়ে গ্রন্থারম্ভের তাৎপর্য—দেবীর

১। পীঠ শব্দের সাধারণ অর্থ আসন। পীঠমাসনম্ (অমরকোষ ২।৬।১৩৮)। যে-স্থানে দেবীর আসন রয়েছে তাই পীঠ। আবার শাস্ত্রে যাগযোগ্য স্থানকেও পীঠ বলা হয়েছে (দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, উপোদ্‌ঘাত পৃঃ ৭৮)। পীঠ বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য পীঠের অবস্থান ভৌগোলিক; আভ্যন্তর পীঠ সাধকদেহে অবস্থিত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আরাধনারূপ অনেক শ্লোকবিশিষ্ট স্তবের অবিঘ্নতা সম্পাদন। গণেশ বিঘ্ন-বিনাশন। পূজার প্রারম্ভে তাই গণেশপূজার ব্যবস্থা। পরশুরামকল্পসূত্রে দেখা যায় শ্রীবিদ্যা-উপাসনার অঙ্গরূপে প্রথমে গণেশোপাসনা বিহিত হয়েছে। গ্রন্থরচনা দেবীর আরাধনা। তাই তার প্রথমে গণেশরূপিণী দেবীরই স্তব করার কথা বলা হয়েছে।

ভাস্কররায়ের মতে আলোচ্য শ্লোকে দেবীস্তুতি প্রতিজ্ঞাত হয়েছে। স্তুতি বলতে বুঝাচ্ছে গুণিনিষ্ঠগুণকথন। তন্ত্রমাত্রই গুণকথন। আলোচ্য তন্ত্রেও তাই করা হয়েছে। দেবীং মন্ত্রময়ীং এই দুই পদের দ্বারা তন্ত্রের বিষয় সূচিত হয়েছে। দেবতানিষ্কর্ষ ও মন্ত্রনিষ্কর্ষ এই বিষয়।

প্রণমামি মহাদেবীং মাতৃকাং পরমেশ্বরীম্।
কালহল্লোহলোল্লোলকলনাশমকারিণীম্ ॥২॥

কালবেগের আবর্তবিবর্তনের দ্বারা কৃত-বন্ধন-নাশকারিণী পরমেশ্বরী মহাদেবী মাতৃকাকে প্রণাম করি। ১

প্রণমামি—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন "দেহাদিপ্রমাতৃতোপশান্ত্যা প্রকর্ষেণ নির্ব্যুত্থানং সমাবিশামীতি যাবৎ"—দেহাদিপ্রমাতা থেকে বিরতি দ্বারা ব্যুত্থানরহিতভাবে মহাদেবীর মধ্যে সমাবিষ্ট হব। এ দ্বারা কৈবল্যসিদ্ধি সূচিত হয়েছে।

মহাদেবীং—ব্রহ্মাদিসৃষ্টিরও হেতুভূতা বলে মহীয়সী দেবী মহাদেবী মহা-প্রকাশবিমর্শরূপা পরা শক্তি। ভাস্কররায় মহাদেবীশব্দের অর্থ করেছেন মহাবিদ্যা।

মাতৃকাং—শিবানন্দ মাতৃকাশব্দের অর্থ করতে গিয়ে পরাত্রিংশিকা থেকে এই বচন উদ্ধৃত করেছেন—

সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিদ্যানাং চ যশস্বিনী।
ইয়ং যোনিঃ সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু সর্বদা ।।
ন বিদ্যা মাতৃকাতুল্যা .....। পরাত্রিংশিকা ৮-৯

সর্বতন্ত্রে সর্বদা ইনি সব মন্ত্র ও সব বিদ্যার[১] যশস্বিনী যোনিরূপে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানরূপে সমাখ্যাতা।

মাতৃকার সমান কোনো বিদ্যা নাই।

কাল—কালশব্দের নানা অর্থ। কাল অবচ্ছেদক অর্থাৎ এ দ্বারা

১। সাধারণভাবে স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা ও পুরুষদেবতার মন্ত্রকে মন্ত্র বলা হয়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক্ষণদণ্ডাদি ভাগ হয়; সঙ্কলনাত্মা অর্থাৎ কাল ভূতগণকে সঙ্কলিত মানে প্রেরিত করে; বন্ধনরূপ অর্থাৎ জন্মমরণাদিরূপ বন্ধন। শিবানন্দ কালশব্দের অর্থ করতে গিয়ে তন্ত্রালোক থেকে এই বচনটি উদ্ধৃত করেছেন -

এষ কালো হি দেবস্য বিশ্বাভাসনকারিণী।
ক্রিয়াশক্তিঃ সমস্তানাং তত্ত্বানাং চ পরং বপুঃ ॥ ৬। ৩৮

এই কাল দেবের অর্থাৎ পরশিবের বিশ্ব-আভাসনকারিণী ক্রিয়াশক্তি, সমস্ত তত্ত্বের পরবপু।

হল্লোহল—লবাদিপ্রলয়ান্ত গতি বা বেগ। উল্লোল—আবর্তনবিবর্তন, চঞ্চলীভাব। শিবানন্দ এই শব্দের অর্থ করেছেন মহোন্মেষ।

কলনা—বন্ধন, গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণসংক্ষোভাত্মক সংসার।

শমকারিণীং—শমকারিণীশব্দের অর্থ পূর্বোক্ত বন্ধননাশকারিণী। বিদ্যানন্দের মতে এর তাৎপর্য হল দেবী স্বীয় ভক্তদের মৃত্যুমুখ থেকে ত্রাণ করেন।

শিবানন্দ শমকারিণীশব্দের অর্থ করেছেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণরূপ যে-সংক্ষোভ তার শান্তিকারিণী। এই ক্ষোভশান্তিই পরম পদ। স্পন্দকারিকায় বলা হয়েছে—যদা ক্ষোভঃ প্রলীয়তে তদা স্যাৎ পরমং পদম্ ॥ ৯—যখন ক্ষোভ লয়প্রাপ্ত হয় তখন হয় পরম পদ। এই বচনে মাতৃকা-উপাসনার ফল বিবৃত হয়েছে। এই ফল মৃত্যু-উত্তরণ। কৈবল্যসিদ্ধিলাভ তথা পরমপদপ্রাপ্তি হলে হয় এই মৃত্যু-উত্তরণ।

যদক্ষরৈকমাত্রেঽপি সংসিদ্ধে স্পর্ধতে নরঃ।
রবিতার্ক্ষ্যেন্দুকন্দর্পশঙ্করানলবিষ্ণুভিঃ ॥৩॥

যে-মাতৃকার একটিমাত্র অক্ষরসিদ্ধি হলে এরূপ অক্ষরসিদ্ধ সাধক সূর্য গরুড় চন্দ্র কন্দর্প শঙ্কর অগ্নি ও বিষ্ণুর প্রতিস্পর্ধী হন।৩

এই বচনে মাতৃকাসিদ্ধির ফল বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যানন্দের মতে একটি মাত্র অক্ষর সিদ্ধি হলেই সাধক সূর্যের মতো তেজস্বী বা প্রথিতযশা ও প্রভাবশালী, গরুড়ের মতো দৃষ্টিপাতমাত্র বিষনাশ করতে সমর্থ, চন্দ্রের মতো সর্বপ্রাণীর আহ্লাদকারী, কন্দর্পের মতো সুন্দরীদের বিক্ষোভকারক, শঙ্করের মতো শ্রেয়স্কর ও অজেয়, অনলের মতো উজ্জ্বল আর বিষ্ণুর মতো সর্বপ্রাণীর পালক হন। এইভাবে অবয়বের ফলবর্ণনা দ্বারা কৈমুতিকন্যায় অনুসারে অবয়বীর স্তুতি করা হয়েছে। অর্থাৎ মাতৃকার একটিমাত্র অক্ষরসিদ্ধি হলে যেখানে এই প্রকার ফল হয় সেখানে সমগ্রমাতৃকাসিদ্ধি হলে তার ফল যে আরও অনেক বেশী হবে তাই সূচিত হয়েছে। মাত্রশব্দের ব্যঞ্জনা হল যদি অক্ষর বিন্দুযুক্ত না হয় অর্থাৎ বীজ না হয় তা হলেও পূর্বোক্ত ফল হবে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায়ের মতে, এছাড়া, দেবীপক্ষে অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা হবে, যদি কোনো সাধকের বাগ্‌ভবাদি একটি কূটসিদ্ধি হয় তা হলেই তাঁর উপরি-উক্ত ফললাভ হবে।

যদক্ষরশশিজ্যোৎস্নামণ্ডিতং ভুবনত্রয়ম্।
বন্দে সর্বেশ্বরীং দেবীং মহাশ্রীসিদ্ধমাতৃকাম্॥৪॥

যে মাতৃকার আহ্লাদকারী অর্থাৎ সংসারতাপহরণকারী অক্ষর-সমূহের দ্বারা ভুবনত্রয় অলঙ্কৃত সেই সর্বেশ্বরী দেবী মহাশ্রীসিদ্ধ-মাতৃকাকে বন্দনা করি।৪

যদক্ষরশশিজ্যোৎস্নামণ্ডিতম্—যার অর্থাৎ যে-মাতৃকার অক্ষরই শশী তা যদক্ষরশশী ; শশী যেমন তাপনাশক, আহ্লাদকর, তেমনি মাতৃকাক্ষরশশীও সংসারতাপনাশক, আহ্লাদকর। শশীর জ্যোৎস্না। অক্ষরপক্ষে জ্যোৎস্না মানে স্ফুরত্তা, দীপ্তি। তা দ্বারা মণ্ডিত অর্থাৎ অলঙ্কৃত। শিবানন্দ মণ্ডিতশব্দের অর্থ করেছেন তন্ময়ীভূত।

যদক্ষরশশী এই পদের অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে। ভাস্কররায় প্রথমেই এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন—যে-মাতৃকার অক্ষরসমূহে শশী অর্থাৎ অনুস্বার। কেননা চন্দ্রপর্যায় সবের সঙ্কেত হল অনুস্বার। সহজ কথায়, অনুস্বার অর্থ এখানে বিন্দু। শশীর জ্যোৎস্নার মতো জ্যোৎস্না অর্থাৎ বিস্তার, তা দ্বারা মণ্ডিত, ত্রৈলোক্য। বিন্দু থেকেই সকল জগতের উৎপত্তি একথা কামকলা-বিলাসাদিতে বলা হয়েছে।

ভুবনত্রয়ম্—জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপ তথা গ্রাহকগ্রহণ-গ্রাহ্যরূপ ভুবনত্রয়।

সর্বেশ্বরী—শিবানন্দের মতে বিশ্বকে পোষণ করেন বলে সর্বেশ্বরী।

মহাশ্রীসিদ্ধমাতৃকা—শিবানন্দের মতানুসারে দেশকালের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত-স্বভাবের জন্য মহত্ত্ব, মহাশব্দের এই তাৎপর্য। বিশ্বের সঙ্গে অভেদময়ত্বহেতু শ্রীত্ব, শ্রীশব্দের এই তাৎপর্য, শিবাদিকীটান্তের অহংরূপত্বহেতু সিদ্ধত্ব, সিদ্ধশব্দের এই তাৎপর্য। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপে অবভাসিত হওয়ার জন্য মাতৃকাত্ব, মাতৃকাশব্দের এই তাৎপর্য।

বিদ্যানন্দ সিদ্ধমাতৃকাপদের অর্থ করেছেন শ্রীকণ্ঠাদিরুদ্রজননী। কেননা, সিদ্ধ অর্থ শ্রীকণ্ঠাদি পঞ্চাশজন রুদ্র।

বন্দে—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন কৃত্রিম দেহাদি অহন্তাভূমি অবজ্ঞা ক'রে অকৃত্রিম পূর্ণাহন্তারূপে সমাবিষ্ট হব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যদক্ষরমহাসূত্রপ্রোতমেতজ্জগৎত্রয়ম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং তাং বন্দে সিদ্ধমাতৃকাম্ ॥৫॥

যে-মাতৃকার অক্ষররূপ মহাসূত্রের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড থেকে কটাহপর্যন্ত এই জগৎত্রয় গ্রথিত সেই সিদ্ধমাতৃকাকে বন্দনা করি ।৫

যদক্ষরমহাসূত্রপ্রোতমেতজ্জগৎত্রয়ম্—ভাস্কররায়ের মতে এর তাৎপর্য সর্ব-জগতের বাচক শব্দসমূহ মাতৃকাক্ষরঘটিত ।

জগৎত্রয়ম্ --কলা তত্ত্ব ভুবন এই অধ্বত্রয় ।

মতান্তরে গ্রাহকগ্রহণগ্রাহ্যরূপ জগৎত্রয় । ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং—শিবানন্দের মতে এর অর্থ অনাশ্রিত থেকে কালাগ্নিরুদ্র পর্যন্ত । পরবর্তী বচনের টীকায় শিবানন্দ অনাশ্রিতাদিকালাগ্নিরুদ্রান্ত অর্থ করেছেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক জগৎ ।

বিদ্যানন্দের মতে ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং অর্থ মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ।

ভাস্কররায়ের মতে উক্ত পদের অর্থ স্থূলতম থেকে সূক্ষ্মতম পর্যন্ত ।

সিদ্ধমাতৃকাং—শ্রীকণ্ঠাদি পঞ্চাশ রুদ্র হলেন সিদ্ধ, তাঁদের মাতাকে ।

ভাস্কররায় এর অন্য রকম ব্যাখ্যাও করেছেন । যথা, "সিদ্ধা চ সা মাতৃকা চ সিদ্ধমাতৃকা যয়েতি বা ।"—সিদ্ধা ও মাতৃকা ও সিদ্ধমাতৃকা । অথবা যা দ্বারা সিদ্ধা হয়েছেন মাতৃকা তা সিদ্ধমাতৃকা । কেউ কেউ মনে করেন আলোচ্য বচনে বাচ্য কলাদি অধ্বত্রয়ের সঙ্গে বাচক বর্ণাদি অধ্বত্রয়ের অভেদ প্রদর্শিত হয়েছে ।

যদেকাদশমাধারং বীজং কোণত্রয়োদ্ভবম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং জগদদ্যাপি দৃশ্যতে ॥৬॥

যে-মাতৃকার একাদশ অক্ষর এ-কার ত্রিকোণোদ্ভব । এই এ-কার ব্রহ্মাদিকটাহান্ত জগৎত্রয়ের আধার ও বীজ । এইরূপে তা আজও লক্ষিত হয় ।

আধারং—ভাস্কররায় বলেন এখানে ক্লীবলিঙ্গ আর্ষপ্রয়োগ । ক্ষিতি-আদিশিবান্ত বিশ্বের আধার ।

বীজং—শিবানন্দ বীজের অর্থ করেছেন বিশ্বকারণ, স্ফুরত্তাত্মা পরাশক্তি ।

ভাস্কররায় বীজের অর্থ এইভাবে করেছেন—অ-কার পরমশিব, ঈ-কার তাঁর স্ত্রী । উভয়ের সংযোগে হয় এ-কার (অ + ঈ = এ) । শিবশক্তি-সমাযোগই জগতের বীজ বা কারণ । যেহেতু এ-কার শিবশক্তি-সমাযোগ থেকে অভিন্ন সেইজন্য এ-কারও জগতের বীজ ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কোণত্রয়োদ্ভবম্—ত্রিকোণোদ্ভব। ভাস্কররায় লিখেছেন "নাগরলিপ্যাং সাম্প্রদায়িকৈরেকারস্য ত্রিকোণাকারতয়ৈব লেখনাৎ।"—সম্প্রদায়বিদেরা নাগরী লিপিতে একার ত্রিকোণাকারে লেখেন। এইজন্য, একে ত্রিকোণোদ্ভব বলা হয়েছে। ভাস্কররায় সম্ভবতঃ খেয়াল করেন নি ব্রাহ্মীলিপিতে এ-কার ত্রিকোণাকারেই (▷ △ ◁) লেখা হত। শারদালিপিতে এ-কার ত্রিকোণাকারে (△) লেখা হত। এখানে এ-কারের সেই প্রাচীন রূপেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রিকোণকে বলা হয়েছে শক্তিত্রয়াত্মক অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই শক্তিত্রয়াত্মক। আবার বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই শক্তিত্রয়াত্মকও বলা হয়। তাছাড়াও বলা হয়েছে—

অনুত্তরানন্দাচিতী ইচ্ছাশক্তৌ নিয়োজিতে।
ত্রিকোণমিতি তৎপ্রাহুর্বিসর্গামোদসুন্দরম্ ॥

তন্ত্রালোক ৩।৯৫-৯৬

অনুত্তর অর্থাৎ অ-কার এবং আনন্দাচিতি মানে আনন্দশক্তি অর্থাৎ আকার ইচ্ছাশক্তিতে অর্থাৎ ই-কারে যুক্ত হলে ত্রিকোণ এ-কার উদ্ভূত হয়। "একে বলা হয়েছে বিসর্গামোদসুন্দর। বিসর্গ পরাশক্তি। তাঁর আমোদ অর্থাৎ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপে উল্লাস। তা দ্বারা যে সুন্দর সে বিসর্গামোদসুন্দর। সহজ কথায়, এ-কার ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তির অভিব্যঞ্জক।"

জগদদ্যাপি দৃশ্যতে—ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন, অনাশ্রিত থেকে কালাগ্নিরুদ্র পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক জগদ্‌রূপ কার্যরূপে প্রসৃতা মহাশক্তিরূপে এবং কারণরূপ বীজাকারে অনুভবাভিমুখ তাঁকে মহাযোগীরা সর্বদা দর্শন করেন। এখানে সর্বদাশব্দের দ্বারা অদ্যাপিও পদের অর্থ সূচিত হয়েছে। স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি পরাত্রিংশিকা থেকে এই বচনটি উদ্ধৃত করেছেন—

যথা ন্যগ্রোধবীজস্থঃ শক্তিরূপো মহাদ্রুমঃ।
তথা হৃদয়বীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥

যেমন শক্তিরূপ মহাদ্রুম বট বটবীজে অবস্থিত তেমনি এই চরাচর জগৎ হৃদয়বীজে অবস্থিত।

অকচাদিটতোন্নদ্ধপযশাক্ষরবর্গিণীম্।
জ্যেষ্ঠাঙ্গবাহুপাদাগ্রমধ্যস্বান্তনিবাসিনীম্ ॥৭॥

অ ক চ ট ত প য শ এই অষ্ট বর্গবতী, শির বাহুদ্বয় পাদদ্বয় অগ্র মধ্য ও স্বান্ত এই অষ্ট অবয়বনিবাসিনীকে প্রণাম করি। ৭

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অকারাদিক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণকে অ ক ইত্যাদি আট বর্গে ভাগ করা হয়েছে। যথা, অবর্গ—অ থেকে বিসর্গ (ঃ) পর্যন্ত ষোড়শ স্বর বর্ণ। কবর্গ—ক থেকে ঙ পর্যন্ত পাঁচ বর্ণ। চবর্গ—চ থেকে ঞ পর্যন্ত পাঁচ বর্ণ। টবর্গ—ট থেকে ণ পর্যন্ত পাঁচ বর্ণ। তবর্গ—ত থেকে ন পর্যন্ত পাঁচ বর্ণ। পবর্গ—প থেকে ম পর্যন্ত পাঁচ বর্ণ। যবর্গ—য থেকে ব পর্যন্ত চার বর্ণ। শবর্গ—শ থেকে ক্ষ পর্যন্ত ছয় বর্ণ।

জ্যেষ্ঠাঙ্গ—শিবানন্দ জ্যেষ্ঠাঙ্গের অর্থ করেছেন উত্তমাঙ্গ। ভাস্কররায় এটিকে দেহের তিনভাগের প্রথম ভাগ ধরে অর্থ করেছেন শীর্ষ থেকে ঘণ্টিকা পর্যন্ত অংশ।

বাহু—দক্ষিণ ও বাম এ দুই বাহু।

পাদ—দক্ষিণ ও বাম এই দুই পাদ।

অগ্র—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন চরম অঙ্গ অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন ভাগের চরম ভাগ। এই ভাগ হৃদয় থেকে সীবনী পর্যন্ত। লিঙ্গাগ্র থেকে গুহ্য পর্যন্ত স্থান সীবনী।

এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শিবানন্দ অগ্রশব্দকে বাহু ও পাদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে 'বাহ্বগ্রং পাদাগ্রং' অর্থাৎ বাহুর অগ্র পাদের অগ্র এরূপ অর্থ করেছেন। কিন্তু অষ্ট বর্গের ন্যাসের বেলায় এরূপ অর্থ বাধক হয়। কেননা, এরূপ অর্থ করলে অঙ্গ হয় সাতটি। মধ্য—ভাস্কররায়ের মতে কণ্ঠ থেকে স্তন পর্যন্ত ভাগ।

শিবানন্দের মতে মধ্যশব্দের দ্বারা পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ নাভি ও জঠর সূচিত হয়েছে।

স্বান্ত—হৃদয়।

ভাস্কররায়ের মতে শিরে অবর্গের, দক্ষিণবাহুতে কবর্গের, বামবাহুতে চবর্গের, দক্ষিণ পাদে টবর্গের, বামপাদে তবর্গের, অগ্রস্থানে পবর্গের, মধ্যস্থানে যবর্গের এবং হৃদয়ে শবর্গের ন্যাস হবে।

তামীকারাক্ষরোদ্ধারাং সারাৎসারাং পরাপরাম্[1]।
প্রণমামি মহাদেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥ ৮॥

ঈকারাক্ষরোদ্ধারা সারাৎসারা পরাপরা পরমানন্দরূপিণী সেই মহাদেবীকে প্রণাম করি। ৮

ঈকারাক্ষরোদ্ধারাং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ''ঈকাররূপৈরক্ষরৈঃ

১ পরাৎপরাম্ ইতি পাঠান্তরং বামকেশ্বরতন্ত্রার্গতনিত্যা-ষোড়শিকার্ণবে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রাধান্যেনোদ্ধারো যস্যাস্তাং''—ঈকাররূপে অক্ষরের দ্বারা প্রধানতঃ যাঁর উদ্ধার অর্থাৎ সংগ্রহ তিনি ঈকারাক্ষরোদ্ধারা, তাঁকে। ইনি কাদিবিদ্যারূপা মহাবিদ্যা।

বিদ্যানন্দের ব্যাখ্যাত অর্থ—"ঈকারাক্ষরে উদ্ধারো যস্যাঃ সা ঈকারাক্ষরোদ্ধারা।''—ঈকারাক্ষরে যাঁর উদ্ধার তিনি ঈকারাক্ষরোদ্ধারা।

সারাৎসারাং—ভাস্কররায়ের মতে মথিত গুণপুঞ্জ হল সার। তদ্‌যুক্ত যা তাও সার। সারযুক্ত মন্ত্র, তার চেয়েও অধিক সারবতী। ভাস্কররায় এই শ্লোকটির কাদিবিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। এই জন্য, বলেছেন সার মানে উৎকৃষ্ট, তা হল হাদিবিদ্যা। তার চেয়েও উৎকৃষ্টা।

শিবানন্দ সারাৎসারার অর্থ করেছেন মহাফলের প্রসরভূমি। মন্ত্র-বিদ্যা-অক্ষর-বেদ-শৈব-বাম-কৌল-ত্রিক ইত্যাদির সাক্ষাৎ কারণ বলে সাররূপা।

পরাপরাম্—পরা ও অপরাকে। শিবানন্দের মতে কারণাত্মকতাহেতু পরা আর কার্যাত্মকতাহেতু অপরা। সহজ কথায়; পরাশক্তিরূপা শিবাত্মিকা পরা বাক্।

বিদ্যানন্দ পরাপরাপদের অর্থ করেছেন স্থিতিরূপা। অথবা, পর মানে কুল আর অপর মানে অকুল। তার বিশ্রামভূমি। সহজ কথায় পরমানন্দলক্ষণ শিবস্বভাবা।

পরমানন্দরূপিণীম্—ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন "পরমো আনন্দো মোক্ষঃ। এতস্যৈবাঽঽনন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ[১]। তং রূপয়তি প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ।"—পরম আনন্দ মোক্ষ। শ্রুতিতে আছে অন্যান্য প্রাণিগণ এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বন করে জীবনধারণ করে তা যিনি প্রদান করেন তিনি পরমানন্দরূপিণী।

ভাস্কররায় এ সম্পর্কে কাশ্মীর সম্প্রদায়ের এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—ঈকার বিন্দুবিসর্গাত্মক শিবশক্তির সামরস্যরূপ। একে স্বাত্মরূপে ভাবনা করলে পরমানন্দের অনুভব হয়।

শিবানন্দ পরমানন্দরূপিণীম্ পদের অর্থ করেছেন ইন্দ্রিয়জনিত ব্যষ্টিভূত-আনন্দবিন্দুরূপাকে।

ভাস্কররায় আলোচ্যমান শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে নিত্যাষোড়শিকার্ণবের বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলি কাদিবিদ্যাবিষয়ক। কিন্তু তাঁর এই অভিমত সকলে সমর্থন করেন না। অন্যেরা বলেন কাদিবিদ্যাসম্প্রদায় ও হাদিবিদ্যাসম্প্রদায় উভয় সম্প্রদায়ানুসারেই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা হতে পারে।

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।৩২

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অদ্যাপি যস্যা জানন্তি ন মনাগপি দেবতাঃ।
কেয়ং কস্মাৎ ক্ব কেনেতি সরূপারূপভাবনাম্ ॥৯॥

আজ পর্যন্ত দেবতারা যাঁর সরূপভাবনা ও অরূপভাবনা স্বল্পমাত্রও জানেন না; যেমন জানেন না কে ইনি, কার থেকে উৎপন্না, কোথায় অবস্থান করেন, কার সঙ্গে অবস্থান করেন। ৯

অদ্যাপি—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ অনাদি কাল থেকে আরম্ভ ক'রে অদ্যাবধি।

বিদ্যানন্দের মতে এই শব্দের অর্থ স্থিতিকালেও, দর্শনযোগ্য দশাতেও। তিনি ব্যাখ্যায় বলেছেন যখন নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের সঙ্কোচবশে মনোবাগতীত তুর্যাতীত শম্ভু সমরসদশাপ্রবিষ্ট হন তখন, তিনিও এঁকে জানতে পারেন না। তা হ'লে অন্যের আর কথা কি?

দেবতাঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন "দেবতাঃ করণানুচ্যন্তে"। ইন্দ্রিয়সমূহকে দেবতা বলা হয়। দেবতা বলা হয় দ্যোতনাত্মকতার জন্য। ভাস্কররায়ও বলেছেন "দেবতাপদমিন্দ্রিয়পরমিতি প্রাঞ্চঃ।"—পূর্বগামীরা দেবতাপদের অর্থ করেছেন ইন্দ্রিয়।

বিদ্যানন্দ দেবতাঃ পদের অর্থ করেছেন ব্রহ্মা উপেন্দ্র ইত্যাদি।

কেয়ম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন এর সত্তা কিরূপ। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন এঁর নাম কি। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ইনি কি স্বরূপা।

কস্মাৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন এঁর উপাদান কি। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন কি কারণ থেকে। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন কি থেকে উৎপন্না।

ক্ব—শিবানন্দ অর্থ করেছেন এঁর অধিকরণ কি। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন এঁর দেশ কোথায়। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ইনি কোথায় অবস্থান করেন।

কেন—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন সহকারণ কি। বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ কি হেতু।

ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন কার সহিত।

বিদ্যানন্দ উক্ত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন দেবতাদের কাছেও ইনি যেখানে দুর্জ্ঞেয়া সেখানে অল্পজ্ঞ মানুষের কাছে যে দুর্জ্ঞেয়া হবেন তার আর কথা কি।

সরূপারূপভাবনাম্—ভাস্কররায় বলেন দেবীর ভাবনা দুই প্রকার, সরূপ আর অরূপ। সরূপভাবনা স্থূলরূপানুসন্ধানাত্মিকা আর অরূপভাবনা পররূপানুসন্ধানাত্মিকা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিবানন্দের মতে সরূপভাবনা ইন্দ্রিয়গোচরা স্থিতি এবং অপরূপভাবনা অনিন্দ্রিয়গোচরা স্থিতি। সহজ কথায়, দেবীর সরূপ ইন্দ্রিয়গোচর আর অরূপ অতীন্দ্রিয়।

বন্দে তামহমক্ষয্যামকারাক্ষররূপিণীম্।
দেবীং কুলকলোল্লোলপ্রোল্লসন্তীং পরাং শিবাম্॥ ১০॥

ক্ষয়রহিতা, অকার অক্ষররূপিণী, কুলাকলার উল্লোলপ্রোল্লসিতা দেবী পরা শিবাকে বন্দনা করি। ১০

অক্ষয্যাম্—ক্ষয়রহিতাকে। বিদ্যানন্দ অক্ষয্যাম্ অর্থ করেছেন ক্ষয়রহিত ক্ষকারাক্ষররূপিণীকে।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ক্ষয় হতে অশক্তা।

অকারাক্ষররূপিণীম্—এই পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিবানন্দ লিখেছেন, শ্রুতিতে আছে "অকারো বৈ সর্বা বাক্" (ঐতরেয় আরণ্যক ২।৩।৬), অকারই সব বাক্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখা যায় শ্রীভগবানের বাণী— "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (১০।৩৩)—অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার। এ সম্পর্কে অভিযুক্তবচন অর্থাৎ প্রাজ্ঞদের বচন "অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ" অকার সর্ববর্ণের অগ্রস্থ, প্রকাশস্বরূপ, পরম শিব। এই অকাররূপিণীকে।

ভাস্কররায় উক্ত পদের অর্থ করেছেন এইভাবে—সর্ববর্ণের মধ্যে অকার অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশিস্বরূপ। এই অকাররূপিণীকে।

কুলকলোল্লোলপ্রোল্লসন্তীম্—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন কুল মানে ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বময় জগৎ। যা কলন অর্থাৎ বহিঃ ক্ষেপণ করে। পরিমাণের দ্বারা অবধারিত করে, তা কলা অর্থাৎ মায়াশক্তি। কুল ও কলার উল্লোল অর্থাৎ মহোন্মেষ। তদ্রূপে মহাশক্তিপুঞ্জাত্মক জগৎশরীরে প্রোল্লসিতাকে। এর দার্শনিক রহস্য হল সংবিৎই ভগবতী। তিনি স্বান্তঃস্থিত জগৎ বাইরে প্রকাশ করেন।

বিদ্যানন্দ উক্ত পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন কুল মানে ব্রহ্মাণী থেকে মহালক্ষ্মী-পর্যন্ত মাতৃকাষ্টবর্গক্রমে যা অষ্টধা ব্যবস্থিত ; তার কলা কুলকলা। আট কলা। প্রত্যেক কলার অষ্টকব্যাপ্তির জন্য কলার সংখ্যা চৌষট্টি, এই সব কলা মূলমন্ত্র-বাচ্য মূলদেবতার স্বরূপরূপা। সেই কলাসমূহের উল্লোল মানে তরঙ্গাতিরেক অর্থাৎ তরঙ্গপ্রাচুর্য। তাতে প্রোল্লসন্তীং অর্থাৎ আনন্দিতাকে।

ভাস্কররায় আলোচ্য পদের অর্থ করেছেন এই ভাবে—কুল মানে

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সুষুম্নামার্গ। কল্ল মানে নাদার্ণব। তার উল্লোল মানে মহাতরঙ্গসমূহ। উভয়ত্র উল্লসন্তীং অর্থাৎ উল্লাসিনীকে।

আবার তিনি অন্য রকম অর্থও করেছেন। বলেছেন কাশ্মীরসম্প্রদায়ানুসারে কুল মানে শরীর ; কলা মানে একদেশ অর্থাৎ দেহাংশ ; উল্লোল মানে ঊর্ধ্বাধ্ব আর উল্লসন্তীং মানে বৈখরীরূপে উল্লাসিনীকে।

পরাং—শিবানন্দ পরাশব্দের অর্থ করেছেন পূর্ণা, বিদ্যানন্দ করেছেন সর্বোৎকৃষ্টা।

শিবাম্—শিবানন্দ শিবাশব্দের অর্থ করেছেন চিদ্‌ভৈরবরূপিণী।
বিদ্যানন্দ বলেছেন আনন্দলক্ষণত্বহেতু শিবা।

পরাং শিবাম্ পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যানন্দ বলেছেন "সাংসারিকান্ সর্বান্ ভাবানুপসংহৃত্য সচ্চিদানন্দলক্ষণে স্বে মহিম্নি মহীয়তে। অতঃ পরা শিবেত্যুচ্যতে।"—সাংসারিক সব ভাব উপসংহার ক'রে সচ্চিদানন্দ লক্ষণ স্বমহিমায় আনন্দিতা হন। এই জন্য পরা শিবা বলা হয়।

বিদ্যানন্দ মনে করেন এই শ্লোকের প্রথমার্ধের দ্বারা দীক্ষাক্রম সূচিত হয়েছে। অক্ষয্যাপদের দ্বারা অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণ সূচিত হয়েছে। কল্যাণ-গুরু এই অক্ষরগুলি ব্যষ্টিরূপে ও সমষ্টিরূপে যদি শিষ্যদেহে ধ্যান করেন তা হ'লে এই সব অক্ষর পাশমোচক হয়।

বর্গানুক্রমযোগেন যস্যাং মাত্রষ্টকং স্থিতম্।
বন্দে তামষ্টবর্গোত্থমহাসিদ্ধ্যষ্টকেশ্বরীম্॥ ১১ ॥

মাতৃকায় অষ্টবর্গে যথাক্রমে অষ্টমাতৃকা অবস্থিতা। উক্ত অষ্ট-বর্গোত্থিতা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বরী দেবীকে বন্দনা করি।১১

বর্গ—অ ক চ ট ত প য শ এই অষ্ট বর্গ।

অনুক্রমযোগেন—যথাক্রমে।

যস্যাং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন পূর্ণাহন্তায়। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন মাতৃকায়।

মাত্রষ্টকং—অষ্ট মাতৃকা। যথা, ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী, মাহেশী বা মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী।

বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তদ্‌বশিন্যাদ্যষ্টকমিত্যর্থঃ।"—অষ্টমাতৃকং অর্থ বশিনী-আদি অষ্টক। বশিনী-আদি বলতে বুঝাচ্ছে বশিনী, কামেশী, মোদিনী বা মোহিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী বা সর্বেশী এবং কৌলিনী। (দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যা-ষোড়শিকার্ণব ২/১৯১-৯২)।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অষ্টবর্গোত্থমহাসিদ্ধ্যষ্টকেশ্বরীম্—বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন অষ্টবর্গোত্থা অর্থাৎ অষ্ট বর্গ থেকে উত্থিতা যে মাতৃকা, তা থেকে উত্থিতা অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধি[১]। সেই সিদ্ধিসমূহের ঈশ্বরী অর্থাৎ স্বামিনীকে।

ভাস্কররায় বলেন কারো কারো মতে সিদ্ধ্যষ্টকশব্দের দ্বারা বাগ্‌দেবতাষ্টক বুঝান হয়েছে। তিনি আলোচ্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় কাশ্মীর সম্প্রদায়ের মতের উল্লেখ করেছেন। যথা,—মাতৃকার অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণের অষ্টবর্গে অধিষ্ঠিতা অষ্ট মাতৃকা। তাঁদের প্রত্যেক থেকে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি উদ্ভূত হয়। তা হ'লে মোট সিদ্ধি হল চৌষট্টি। তাদের ব্যষ্টিশক্তির কারণভূতা সমষ্টিশক্তি স্বাত্মরূপে সিদ্ধা।

বিদ্যানন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন যিনি বর্গাষ্টকের অধিদেবতা বশিন্যাদির সহিত পরমেশ্বরীর আরাধনা করেন তিনি অণিমাদি সিদ্ধির অধীশ্বর হন।

কামপূর্ণজকারাখ্যশ্রীপীঠান্তর্নিবাসিনীম্।
চতুরাজ্ঞাকোশভূতাং নৌমি শ্রীত্রিপুরামহম্॥ ১২ ॥

কামরূপ পূর্ণগিরি জালন্ধর এবং ওড্যান এই চতুষ্পীঠান্তর্নিবাসিনী চতুরাজ্ঞাকোশভূতা শ্রীত্রিপুরাকে আমি প্রণাম করি।১২

কামপূর্ণজকারাখ্যশ্রীপীঠ - কাম মানে কামরূপ; পূর্ণ মানে পূর্ণগিরি; জকারাখ্য মানে জালন্ধর এবং শ্রীপীঠ মানে এখানে ওড্যানপীঠ।

শিবানন্দের মতে এই চতুষ্পীঠ মরুৎ-তেজ-অপ্‌-ক্ষিতি-ময় সমস্ত জগতের আধারভূত। বিয়ৎ বা ব্যোম সর্বব্যাপী বলে তাকে আর পৃথগ্‌ভাবে পীঠ বলা হয় নি। এই সব পীঠ মহাসম্বিদের উপলব্ধিস্থান। ভাস্কররায় উক্ত পীঠ-চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী ত্রিশক্তি বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এবং তাঁদের সমষ্টিশক্তি অম্বিকা। এই চতুঃশক্তির অধিষ্ঠানভূত উক্ত কামরূপাদি পীঠ।

অন্তর্নিবাসিনীম্—উক্ত পীঠচতুষ্টয়ের অন্তঃনিবাসিনীকে মানে সেই সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রীকে।

চতুরাজ্ঞাকোশভূতাম্—শিবানন্দের মতে চতুরাজ্ঞা অর্থ চতুষ্পীঠাধিষ্ঠাতৃ-মহাসম্বিদ্-অবলম্বনে প্রবৃত্ত চতুঃস্রোত, তার কোশভূতাম্ মানে মহাধিষ্ঠাত্রী নিধিকে।

১। অষ্টমহাসিদ্ধি—অণিমা লঘিমা মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব প্রাকাম্য ভুক্তি ও ইচ্ছা। (দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গতনিত্যাষোড়শিকার্ণব ৮/১৩৫-১৭০)।
অষ্ট মহাসিদ্ধির ঈষদ্‌ভিন্ন তালিকাও পাওয়া যায়।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যানন্দ উক্ত পদের অর্থ করেছেন এইভাবে—আজ্ঞা-শব্দের দ্বারা পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এই চার সময় অর্থাৎ আম্নায় সূচিত হয়েছে। তাদের কোশভূতা অর্থাৎ সারভূতা, তাঁকে।

ভাস্কররায়ের মতে চতুরাজ্ঞা মানে চার বেদ। তা যাঁর আধারভূত অর্থাৎ প্রতিপাদক, তাঁকে। এ দ্বারা বেদের সারভূত অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝান হয়েছে; অর্থাৎ কি না দেবী হলেন অখণ্ডব্রহ্ম-রূপিণী। অথবা চতুরাজ্ঞা মানে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এই চতুরাম্নায়। তার সারভূতাকে। চতুরাম্নায়ের উপলক্ষণের দ্বারা ঊর্ধ্বাম্নায়কেও নির্দেশিত করা হয়েছে। সব বেদের নিষ্কর্ষ যেমন অদ্বৈত ব্রহ্ম তেমনি তদনুযায়ী আম্নায়েরও অখণ্ডানন্দ ব্রহ্মই যে প্রধান বিষয় তা উক্ত প্রকারে আম্নায়সারত্ব কথনের দ্বারা সূচিত হয়েছে। কোশপদেও শ্লেষ রয়েছে ধরে নিলে একই অর্থ দাঁড়াবে। অর্থাৎ যিনি অন্নময় কোশের, প্রাণময় কোশের, মনোময় কোশের, বিজ্ঞানময় কোশের এবং আনন্দময় কোশেরও অতীত সেই ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীত্রিপুরাম্—শিবানন্দের মতে শ্রী মানে মোক্ষলক্ষী, তা দ্বারা যুক্তা ত্রিপুরা শ্রীত্রিপুরা। ত্রিপুরার নিরুক্তি নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি প্রপঞ্চসারতন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত করেছেন—

ত্রিমূর্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ।
লয়ে ত্রিলোক্যা অপি পূরকত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম॥
প্রপঞ্চসারতন্ত্র ৯/২

ত্রিমূর্তি[1]সৃষ্টিরও পুরা অর্থাৎ পূর্বকালে ছিলেন বলে, পুরা অর্থাৎ চিরন্তন ত্রয়ীময়ত্ব[2]হেতু, ত্রিলোকের লয়-ও পূরকত্বহেতু সাধারণতঃ দেবী অম্বিকার নাম ত্রিপুরা।

শিবানন্দ এ সম্বন্ধে অন্য একটি নিরুক্তি নির্দেশও করেছেন। যথা—

শিবশক্ত্যাখ্যসংজ্ঞেয়ং তত্ত্বত্রিতয়পূরণাৎ।
ত্রিলোকজননী বাথ তেন সা ত্রিপুরা স্মৃতা[3]॥

১। ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বা রুদ্র।
২। ত্রয়ীময়ত্ব—সৎ-চিৎ-আনন্দময়ত্ব; সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ত্ব।
৩। প্রপঞ্চসারবিবরণটীকা প্রয়োগক্রমদীপিকার ৫৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, পৃঃ ৩৩, পাদটীকা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব নামক তত্ত্বত্রয়ের উৎপাদন করেন বলে অথবা ত্রিলোকজননী বলে তাঁকে ত্রিপুরা বলা হয়।

অহম্—ভাস্কররায়ের মতে এখানে অহংশব্দ অহংকার বাচক। অহং ত্রিবিধ—বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজসিক এবং তামস বা তামসিক। আবার অহংকারকে দ্বিবিধও বলা হয়েছে। যথা, অপর ও পর। জীবদেহাদি সম্পর্কে যে অহং তা অপর। আর পরব্রহ্মে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক জগতের সৃষ্টির অনুকূল জ্ঞান-ইচ্ছা-যত্নে প্রাথমিক সর্ববিশ্ববিষয়ক যে-অহং-অভিমান তাই পর-অহং। তিনি আরও বলেছেন জ্ঞানরূপ ব্রহ্মের ঈদৃশ পরাহন্তাবিষয়ত্বমাত্রের দ্বারা ধর্মধর্মিভাব নির্দিষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে তাদৃশ ধর্মের জন্য ত্রিপুরসুন্দরীপদ এবং ধর্ম থেকে অভিন্ন ধর্মীর জন্য কামেশ্বরপদ সূচিত হয়েছে; ত্রিপুরাপদের সঙ্গে একত্র অহংপদের নির্দেশের এই ব্যঞ্জনা।

অহংপদের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন এই অহংপদের দ্বারা আলোচ্য দ্বাদশ শ্লোকের বিচার-প্রবৃত্তিনিষ্পাদিত অকৃত্রিম অহন্তারূপত্বের দ্যোতনা হয়েছে। এই অহন্তারূপত্ব যে পারমেশ্বর স্বরূপ অর্থাৎ শিবের স্বরূপ তা ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞায় (১।৫।১৩-১৪) প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অকৃত্রিম অহং মানে পর-অহং বা পূর্ণাহম্। শিবের স্বরূপ তাঁর বিমর্শশক্তি, এই অহং যে শিবের বিমর্শশক্তি তা ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনীতে (Kashmir Series of Text and Studies, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩২-৩৩) স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। যথা—"পরমেশ্বরশক্তিঃ বিমর্শরূপা আত্মবৎ এব অহমিত্যনবচ্ছিন্নত্বেন ভাতি।"—পরমেশ্বরের বিমর্শশক্তি আত্মবৎ অহংরূপে অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হন।

তন্ত্রালোকেও বলা হয়েছে "অহংরূপা তু সংবিত্তির্নিত্যা স্বপ্রথনাত্মিকা" (তন্ত্রালোক, ১ম আহ্নিক, Kashmir Series of Texts and Studies, No XXIII, 1918, পৃঃ ১৬৫)।—স্বপ্রকাশাত্মিকা নিত্যা সংবিৎ অহংরূপা। সংবিৎ বিমর্শশক্তি বা স্বাতন্ত্র্যশক্তি।

আবার প্রকাশকে অর্থাৎ শিবকেও অহং বলা হয়েছে। "প্রকাশস্যানন্যোন্মুখ-বিমর্শাত্মা অহমিতি" (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, দ্বিতীয়ভাগ, Kashmir Series of Text and Studies, No. XXXIII, 1922, পৃঃ১৯৮)—প্রকাশ অনন্যোন্মুখবিমর্শাত্মা অহম্। বলা বাহুল্য, এই অহং পর-অহম্।

১। তত্ত্বত্রয়—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের তিন বিভাগকে বলা হয় তত্ত্বত্রয়। যথা, শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্ব বা নরতত্ত্ব অথবা শক্তিতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই বিভাগটিই শাক্তদের মধ্যে প্রচলিত। আরোহক্রমে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্বও শিবতত্ত্ব মিলে শক্তিতত্ত্ব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিব ও শক্তি অভিন্ন। কাজেই পর-অহংকে শিবশক্তি বলা যায়। এ সম্বন্ধে অর্থাৎ পরাহং বা পূর্ণাহং সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন —"শিবই অ আর শক্তিই হ[১]। বিন্দুরূপে তাই অহং বা পূর্ণাহন্তা। অকাররূপ প্রকাশের সঙ্গে হকাররূপ বিমর্শের সাম্যভাব অর্থাৎ সামরস্য বিন্দু। শুদ্ধপ্রকাশ বা অশুদ্ধ-বিমর্শ বিন্দুপদবাচ্য নয়। যে-বিমর্শশক্তিতে নিখিল প্রপঞ্চ বিলীন থাকে তার সংসর্গে অনুত্তর-অক্ষরস্বরূপ প্রকাশ বিন্দুরূপ ধারণ করে। সংসর্গ মানে বিমর্শশক্তির মধ্যে প্রকাশের অনুপ্রবেশ। এই বিন্দুর নাম প্রকাশ বিন্দু। এটি বিমর্শশক্তির গর্ভে অবস্থিত থাকে। এর পর বিমর্শশক্তি প্রকাশবিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তখন উক্ত বিন্দু উচ্ছূন হয় অর্থাৎ পুষ্টিলাভ করে এবং তা থেকে তেজোময় বীজস্বরূপ নাদ নির্গত হয়। এই নাদে সমস্ত তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। নাদ নির্গত হয়ে ত্রিকোণাকার ধারণ করে। এটিই অহং নামক বিন্দুনাদাত্মক প্রকাশবিমর্শশরীর।"—দ্রঃ তান্ত্রিক বাঙ্ময় মেঁ শাক্তদৃষ্টি, ১৯৬৩, পৃঃ ৭৭

এখানে উল্লেখ করা যায় বিদ্যানন্দ প্রথমে উক্ত দ্বাদশটি শ্লোকের সকীল-সম্প্রদায়ানুসারে অর্থাৎ কাদিবিদ্যাসম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যা ক'রে তার পর নিষ্কীল-সম্প্রদায় অর্থাৎ হাদিবিদ্যাসম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ১৮৯০ শকাব্দ, পৃঃ ৩৪-৪২।

ভাস্কররায় বলেন এই বারটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচ্য তন্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে। এসব জানার জন্য গুরুর কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ তন্ত্র অধিগত করার জন্য গুরু আবশ্যক এই বিষয়টি দ্যোতনার জন্য পরম শিব স্বয়ং অদ্বয় হয়েও প্রকাশ-ও বিমর্শ-ভেদে নিজের দ্বিবিধ মূর্তি রচনা ক'রে বিমর্শরূপে অর্থাৎ দেবীরূপে প্রশ্ন করা ও প্রকাশরূপে অর্থাৎ ঈশ্বররূপে মানে শিবরূপে তার উত্তর দেওয়া, এই রীতিতে তন্ত্রের অবতারণা করলেন[২]।

১। এর প্রমাণ সঙ্কেতপদ্ধতির এই বচন—

অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ।

হকারোঽন্ত্যঃ কলারূপো বিমর্শাখ্যঃ প্রকীর্তিতঃ॥ দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, পৃঃ ৩৫।

২। ভাস্কররায় আপন বক্তব্যের সমর্থনে স্বচ্ছন্দতন্ত্র থেকে এই বচন উদ্ধৃত করেছেন—

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপদৈর্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥

স্বয়ং সদাশিব গুরু এবং শিষ্যের পদ গ্রহণ ক'রে, শিষ্যরূপে প্রশ্ন এবং গুরুরূপে তার উত্তর, এই প্রকার বাক্যাকারে তন্ত্রের অবতারণা করলেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবন্ সর্বমন্ত্রাশ্চ ভবতা মে প্রকাশিতাঃ।
চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃণামুত্তমানি তু ॥১৩॥

হে ভগবান্, সব মন্ত্র এবং মাতৃকাদের উত্তম তন্ত্রগুলি সহ চৌষট্টি তন্ত্র আপনি আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। ১৩

সর্বমন্ত্রাঃ—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন সপ্ত কোটিসংখ্যক মন্ত্র।

শিবানন্দ মন্ত্রশব্দের অর্থ করেছেন মননত্রাণধর্মী চিন্মাহাত্ম্যের অবমর্শক। অর্থাৎ যার মননে ত্রাণলাভ হয় এবং যা চিত্তের অর্থাৎ পরা সংবিতের মাহাত্ম্য চিন্তা করায়, তা মন্ত্র। তিনি মন্ত্রশব্দের অন্য রকম অর্থও করেছেন। যথা—গূঢ়ার্থ পিণ্ডবীজাত্মক পুংরূপে বাচ্য ও অধিষ্ঠিত যা তা মন্ত্র আর স্ত্রীরূপে বাচ্য ও অধিষ্ঠিত যা তা বিদ্যা। মূল শ্লোকে চকারের দ্বারা বিদ্যা সূচিত হয়েছে।

বিদ্যানন্দ সর্বমন্ত্রাঃ-পদের অর্থ করেছেন আণবোপায় শাক্তোপায় ও শাম্ভবোপায় সম্বন্ধী সব মন্ত্র।

মাতৃণাং—ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী ইত্যাদি মাতৃকাদের। শিবানন্দ মাতৃকাদের বলেছেন বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী সম্বিৎ। ভাস্কররায় মাতৃণাং অর্থ করেছেন শক্তিদের।

উত্তমানি—শিবানন্দ বলেছেন অশেষ পরমার্থ যৎকর্তৃক ক্রোড়ীকৃত হয়েছে তা উত্তম। ভাস্কররায় বলেছেন নিখিলপুরুষার্থপ্রদ বলে তন্ত্রগুলিকে 'উত্তমানি' বলা হয়েছে।

বিদ্যানন্দ 'চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি' ইত্যাদি শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় বলেছেন এই শ্লোকার্ধের অর্থ ব্রহ্মাণী-আদি-অংশভূত চতুঃষষ্টি পূজামণ্ডল তুমি দেখিয়ে দিয়েছ।

মহামায়া শম্বরং চ যোগিনী জালশম্বরম্।
তত্ত্বশম্বরকং চৈব[1] ভৈরবাষ্টকমেব চ ॥১৪॥
বহুরূপাষ্টকং জ্ঞানং[2] যামলাষ্টকমেব চ।
চন্দ্রজ্ঞানং বাসুকিং চ মহাসম্মোহনং তথা ॥১৫॥
মহোচ্ছুষ্মং মহাদেব বাতুলং বাতুলোত্তরম্।
হৃদ্‌ভেদং মাতৃভেদং চ গুহ্যতন্ত্রং চ কামিকম্ ॥১৬॥

১। নাথ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে; দেব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চৈব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কলাবাদং কলাসারং তথান্যৎ কুব্জিকামতম্ ।
মতোত্তরং[1] চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরম্ ।১৭॥
পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোড্ডামরমেব চ।
কুলসারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিং তথা ॥১৮॥
সর্বজ্ঞানোত্তরং দেব[2] মহাকালীমতং তথা।
মহালক্ষ্মীমতং চৈব[3] সিদ্ধযোগীশ্বরীমতম্ ॥১৯॥
কুরূপিকামতং দেব রূপিকামতমেব চ।
সর্ববীরমতং দেব [4]বিমলামতমেব চ[5] ॥২০॥
অরুণেশং মোহিনীশং বিশুদ্ধেশ্বরমেব চ।
এবমেতানি শাস্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ ॥২১॥
ভবতোক্তানি মে দেব সর্বজ্ঞানময়ানি চ।
নিত্যাঃ ষোড়শ দেবেশ সূচিতা ন প্রকাশিতাঃ ॥২২॥

মহামায়া শম্বর যোগিনী জালশম্বর তত্ত্বশম্বর ভৈরবাষ্টক বহুরূপাষ্টক জ্ঞান যামলাষ্টক চন্দ্রজ্ঞান বাসুকি মহাসম্মোহন মহোচ্ছুষ্ম বাতুল বাতুলোত্তর হৃদ্ভেদ মাতৃভেদ গুহ্যতন্ত্র কামিক কলাবাদ কলাসার কুব্জিকামত কুব্জিকামতোত্তর বীণা ত্রোতল ত্রোতলোত্তর পঞ্চামৃত রূপভেদ ভূতোড্ডামর কুলসার কুলোড্ডীশ কুলচূড়ামণি সর্বজ্ঞানোত্তর মহাকালীমত মহালক্ষ্মীমত সিদ্ধযোগীশ্বরীমত কুরূপিকামত রূপিকামত সর্ববীরমত বিমলামত অরুণেশ মোহিনীশ ও বিশুদ্ধেশ্বর এই চৌষট্টি

১। তন্ত্রান্তরং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চৈব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। দেব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। বিমলামতমুত্তমং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৫। এই শ্লোকের পর বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়—

পূর্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিরুত্তরম্।
তন্ত্রং বৈশেষিকং জ্ঞানং বীরাবলি তথা পরম্॥

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তন্ত্র[১]। এই সর্বজ্ঞানময় তন্ত্রশাস্ত্র এবং এরূপ অন্যান্য কোটি কোটি শাস্ত্র আপনি বলেছেন। দেবেশ, প্রসঙ্গক্রমে আপনি ষোড়শ নিত্যার সূচনা করেছেন কিন্তু প্রাধান্যতঃ প্রকাশ করেন নি।১৪-২২

ভৈরবাষ্টকং—অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধ উন্মত্ত কপালী ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের অষ্ট তন্ত্র। মতান্তরে সিদ্ধিভৈরব বটুকভৈরব কঙ্কালভৈরব যোগিনীভৈরব মহাভৈরব শক্তিভৈরব মায়িকভৈরব কঙ্কালভৈরব এই অষ্ট ভৈরবপ্রতিপাদক অষ্ট তন্ত্র।

বহুরূপাষ্টকং—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ অষ্ট শক্তিতন্ত্র। এখানে অষ্ট শক্তি বলতে বুঝাচ্ছে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী আদি অষ্ট মাতৃকা (দ্রঃ ১১ সংখ্যক শ্লোকের টীকা)। তাঁদের প্রতিপাদক অষ্ট তন্ত্র।

যামলাষ্টকং—ব্রহ্মযামল বিষ্ণুযামল রুদ্রযামল লক্ষ্মীযামল উমাযামল স্কন্দযামল গণেশযামল ও জয়দ্রথযামল এই অষ্ট যামল।

শাস্ত্রাণি—ভাস্কররায় বলেন শাস্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যা শাসন করে তাই শাস্ত্র। শাসন অর্থ ভগবতীর আজ্ঞা, প্রবর্তননিবর্তনরূপ শব্দভাবনা। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে ॥

নিত্য অর্থাৎ বেদ এবং কৃতক অর্থাৎ পুরুষপ্রণীত স্মৃতি প্রভৃতি যা লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিবিষয়ে উপদেশ দেয় তাকে বলা হয় শাস্ত্র।

ভাস্কররায় চৌষট্টি তন্ত্রকে বলেছেন বেদরূপ শাস্ত্র। তাঁর মতে তন্ত্র বেদের শেষভূত। তা ছাড়া, তন্ত্র বেদের মতো সাক্ষাৎ ভগবদাজ্ঞা বলে তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব সম্বন্ধে কোনো বিবাদ নেই।

নিত্যা—ভাস্কররায় বলেন পরমশিবাভিন্না শক্তিকেই নিত্যা বলা হয়।

সূচিতা—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ সেই সেই শাস্ত্রের উপদেশ সময়ে প্রস্তুত বিষয় নয় বলে গৌণভাবে বলা হয়েছে।

বিদ্যানন্দ 'ভগবন্, সর্বমন্ত্রাশ্চ' থেকে আরম্ভ ক'রে 'সর্বজ্ঞানময়ানি চ' পর্যন্ত

১। চৌষট্টি তন্ত্রের অন্যরকম একাধিক তালিকা অন্যান্য তন্ত্রে পাওয়া যায়। পণ্ডিত ব্রজবল্লভ দ্বিবেদ তিন প্রকার তালিকার কথা বলেছেন। যথা-১। জয়রথকৃত তন্ত্রালোকবিবেকধৃত শ্রীকণ্ঠীয় সংহিতার তালিকা; ২। নিত্যাষোড়শিকার্ণববিবৃত আলোচ্য তালিকা; ৩। সর্বোল্লাসতন্ত্র ইত্যাদিতে বিবৃত তালিকা।

দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ, উপোদ্ঘাত; পৃঃ (২৩)

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শ্লোকগুলিতে দেবীর বক্তব্যের এই তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন—সর্বজ্ঞানময় এই সব শাস্ত্র আমার অধিগত। তথাপি এ সব আমার মনের সৌমনস্যপ্রাপ্তির অর্থাৎ প্রসন্নতাপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই জন্য, সর্বসৌমনস্যসম্পাদন-কারিণী সর্বকামপ্রদা বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরীকে জানতে চাই। মহাত্রিপুরসুন্দরীর মাহাত্ম্য প্রকটনের জন্য দেবী অধিগত চৌষট্টি তন্ত্রাদি শাস্ত্রের উল্লেখ করছেন।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তাসাং নামানি শঙ্কর।
একৈকং চক্রপূজাং চ পরিপূর্ণাং সমন্ততঃ ॥ ২৩ ॥
অনেকদেবতানামমন্ত্রমুদ্রাগণৈঃ সহ।
কথয়স্ব প্রসাদেন যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥ ২৪ ॥

হে শঙ্কর, এখন তাঁদের নাম এক এক ক'রে শুনতে চাই; সমন্ততঃ পরিপূর্ণ চক্রপূজার কথা অনেক দেবতার নাম মন্ত্র ও মুদ্রার সহিত শুনতে চাই। প্রভু, যদি আমার উপর তুষ্ট হও তা হলে অনুগ্রহ ক'রে সে-সব বল। ২৩-২৪

তাসাং—তাঁদের, মানে ষোড়শ নিত্যার। পরমশিবাভিন্না নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ইনি ষোড়শী নিত্যা, প্রধানা, পরিপূর্ণা। অন্য পঞ্চদশ নিত্যা তাঁর কলা। প্রতিপদ্ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চদশী পর্যন্ত তিথিক্রমে এ'রা অবস্থিতা। এই প্রতিপদ্ শুক্লা প্রতিপদ্, পঞ্চদশী পূর্ণিমা[১]। এই পঞ্চদশ নিত্যা সেই সেই তিথির নায়িকা, ষোড়শীর অঙ্গনিত্যা। বিদ্যানন্দের মতে এর তাৎপর্য হল প্রথমে অঙ্গনিত্যাদের অর্চনা ক'রে তার পরে পরিপূর্ণা মহানিত্যার অর্চনা করতে হবে।

শংকর—শিবানন্দ শঙ্করশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যিনি অশেষ অশুভের নিবৃত্তি করেন, যিনি পরমানন্দস্বরূপ, যিনি অদ্বয়, যিনি স্বচৈতন্যপ্রসরের প্রত্যভিজ্ঞানস্বরূপ জীবকে অনুগ্রহ করেন তিনি শংকর।

নামানি—পরবর্তী ২৫-২৮ শ্লোকে নিত্যাদের নাম করা হয়েছে।

চক্রপূজাং—ভাস্কররায় চক্রপূজাপদের অর্থ করেছেন শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীর চক্ররাজপূজা। সহজ কথায়, শ্রীচক্রপূজা।

১। এ সম্পর্কে ভাস্কররায় কর্তৃক উদ্ধৃত এই সুভগোদয়বচনটি লক্ষণীয়—
দর্শাদ্যাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।
ষোড়শী তু কলা জ্ঞেয়া সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥
ভাস্কর রায়ের মতে, এখানে দর্শ শব্দের অর্থ শুক্লাপ্রতিপদ্-রাত্রি। দর্শ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ কলা। ষোড়শী কলা সচ্চিদানন্দরূপিণী।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শ্রীচক্র নব চক্রাত্মক[১]। নয়টি চক্রের প্রত্যেকটির চক্রেশ্বরী, আবরণ-দেবতা, মন্ত্র, মুদ্রা পৃথক্।

শিবানন্দ 'চক্রপূজাং' পদের অর্থ করেছেন চক্রগুলির পূজা। এর অর্থ প্রত্যেক চক্রের পৃথক্ পূজা করতে হবে। তারপর অঙ্গদেবতাদি আবরণ-দেবতাদের সহিত পরিপূর্ণ শ্রীচক্রপূজা।

পরিপূর্ণাং—বিদ্যানন্দের মতে পরিপূর্ণা বলতে বুঝাচ্ছে পরিপূর্ণা ষোড়শী নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। তা হলে এই বিচারানুসারে 'পরিপূর্ণাং সমস্ততঃ' অর্থ হবে আবরণদেবতাদিসহ ষোড়শী নিত্যার বিষয় শুনতে চাই।

আবার পরিপূর্ণাং পদকে চক্রপূজাং পদের বিশেষণ ধরলে অর্থ হবে আবরণদেবতাদির পূজা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ শ্রীচক্রপূজা।

তত্ত্বতঃ শ্রীচক্র শ্রীবিদ্যা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীরই রূপ[২]।

ঈশ্বর[৩] উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি[৪] নিত্যাষোড়শিকার্ণবম্।
ন কস্য[৫]চিন্ময়াখ্যাতং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥২৫॥
তত্রাদৌ প্রথমা নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ততঃ কামেশ্বরী নিত্যা নিত্যা চ ভগমালিনী ॥২৬॥
নিত্যক্লিন্নাভিধা নিত্যা ভেরুণ্ডা বহ্নিবাসিনী।
মহাবিদ্যেশ্বরী দূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী ॥২৭॥
নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্বমঙ্গলা।
জ্বালামালিনী[৬] চিত্রা চেত্যেবং[৭] নিত্যাস্তু ষোড়শ ॥২৮॥

১। শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র সম্বন্ধে, তথা প্রতিচক্রের চক্রেশ্বরী, আবরণদেবতা ও মুদ্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, প্রতীক ও প্রতিমা অধ্যায়।

২। (i) চক্রং কামকলারূপং প্রসারপরমার্থতঃ
—বামকেশ্বরতন্ত্রার্গতনিত্যাষোড়শিকার্ণব ৬।২৪
(ii) সেয়ং পরমহেশী চক্রাকারেণ পরিণমতে যদা।
—কামকলাবিলাস ৩৬

৩। শ্রীভৈরব ইতি পাঠঃ বামকেশ্বরতন্ত্রার্গতনিত্যাষোড়শিকার্ণবে।

৪। মহাজ্ঞানং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৫। কদা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৬। জ্বালামালিনিকা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৭। চিত্রেত্যেবং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ঈশ্বর বললেন

দেবী, নিত্যাষোড়শিকার্ণব ব্যক্ত করছি, অবহিত হয়ে শোন। এটি সর্বতন্ত্রে সুরক্ষিত হয়ে আছে আমি কাউকে বলিনি ।২৫

নিত্যাদের মধ্যে প্রথমা নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। তার পর, পর পর কামেশ্বরীনিত্যা ভগমালিনীনিত্যা নিত্যক্লিন্নানিত্যা ভেরুণ্ডানিত্যা বাসিনীনিত্যা মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যা দূতীনিত্যা ত্বরিতানিত্যা বহ্নিকুলসুন্দরীনিত্যা নিত্যানিত্যা নীলপতাকানিত্যা বিজয়ানিত্যা সর্বমঙ্গলানিত্যা জ্বালামালিনীনিত্যা ও চিত্রানিত্যা এই ষোড়শ নিত্যা। ২৬-২৮

নিত্যাষোড়শিকার্ণবম্—অর্ণব মানে সমুদ্র। নিত্যাষোড়শিকার অর্ণব অর্থাৎ অর্ণববৎ তন্ত্র। অর্ণবশব্দের দ্বারা এই শাস্ত্র যে দুরবগহ তাই সূচিত হয়েছে।

মহাত্রিপুরসুন্দরী—'প্রথমা নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।' একথার ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন, ইনি অমৃতনিস্যন্দিনী মহাকামকলা সর্বপোষণকারিণী বিশ্বসুভগা অক্ষয়া সর্বতিথিময়ী নিত্যকলা। তিনি মহাত্রিপুরসুন্দরীশব্দের সাম্প্রদায়িক রহস্যার্থ নির্দেশ করেছেন—দেশ-কাল-আকারের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত-স্বভাব বলে মহত্ত্বযুক্তা ত্রিত্বাবস্থিতসমস্তধর্মপূরণী চিদানন্দঘন আত্মপরমার্থা স্পৃহনীয়ত্বহেতু হৃদয়হরণকারিণী সম্বিৎ।

শৃণু দেবি মহানিত্যামাদৌ ত্রিপুরসুন্দরীম্।
যয়া বিজ্ঞাতয়া দেবি জগৎক্ষোভঃ প্রজায়তে ॥২৯॥

দেবী, প্রথমে মহানিত্যা ত্রিপুরসুন্দরীর কথা শোন। মহানিত্যার জ্ঞানমাত্রের দ্বারা জগতের ক্ষোভ জাত হয়।২৯

মহানিত্যাং—ষোড়শীনিত্যাকে। শিবানন্দ বলেন ষোড়শী ব্যাপিকা অঙ্গিনিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

যয়া বিজ্ঞাতয়া—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, "মহানিত্যাজ্ঞানমাত্রেণ" মহা-নিত্যার জ্ঞানমাত্রের দ্বারা। শিবানন্দ অর্থ করেছেন "চমৎকারপদবীং প্রাপিতয়া" চমৎকারপদবীপ্রাপিতা দ্বারা।

জগৎক্ষোভঃ—ভাস্কররায় বলেছেন "জগতঃ ক্ষোভঃ স্বায়ত্ততা" জগতের ক্ষোভ অর্থাৎ স্বায়ত্ততা।

পদটির ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন "জগতঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমুদায়রূপস্য

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক্ষোভঃ।"—ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বসমুদায়রূপ জগতের ক্ষোভ। বলেছেন এর ভাবটি এই—অহন্তাসংরূঢ়া এই মহাদেবীর হৃদয়ে অবস্থানহেতু সাধক দেবতাত্মা হন। দেবতাদর্শনে যেমন দ্রষ্টার বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর ঘটে তেমনি সাধকের দর্শনে জগতের বিকার ঘটে।

শক্ত্যা শক্তিং বিনির্ভিদ্য ভূয়ো বহ্নিপুরেণ তে।
সম্পুটীকৃত্য সর্বোর্ধ্বাং শক্তিং বিস্তারয়েদধঃ ॥ ৩০ ॥

শক্তির দ্বারা শক্তিভেদ ক'রে আবার বহ্নিপুরের দ্বারা সম্পুটীকরণ অর্থাৎ ভেদ করতে হবে। এবার সর্বোর্ধ্বা যে শক্তি তাকে অধঃ বিস্তার করে দিতে হবে।৩০

'শক্ত্যা শক্তিং' ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে 'ভূপুরং চ চতুর্দ্বারোপশোভিতম্' এই দিয়ে সমাপ্ত শ্লোকগুলিতে শ্রীচক্রলেখনপ্রকার উপদিষ্ট হয়েছে।

শ্রীচক্র নব চক্রাত্মক। নবচক্র—বিন্দু ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার চতুর্দশার অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম ও ভূপুর।

এই নব চক্রের মধ্যে ত্রিকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার ও চতুর্দশার শক্তিচক্র আর বিন্দু অষ্টদলপদ্ম ষোড়দলপদ্ম ও ভূপুর শিবচক্র! যাঁরা বিন্দুকে বাদ দিয়ে নবচক্র গণনা করেন তাঁরা অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম বৃত্তত্রয় ও ভূপুরকে বলেন শিবচক্র।

শক্তিচক্রের শিবযুবতী পার্বতী ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে আর শিবচক্রের দেওয়া হয়েছে বহ্নি শ্রীকণ্ঠ ইত্যাদি নাম।

শ্রীযন্ত্রের অঙ্গীভূত নয়টি ত্রিকোণ। সময়াচারীদের মতে তার মধ্যে পাঁচটি অধোমুখ শক্তিত্রিকোণ আর চারটি ঊর্ধ্বমুখ শিবত্রিকোণ। কিন্তু কৌলমতে চারিটি অধোমুখ শিবত্রিকোণ আর পাঁচটি ঊর্ধ্বমুখ শক্তিত্রিকোণ। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, প্রতীক ও প্রতিমা অধ্যায়।

শক্ত্যা শক্তিং—শক্তিশব্দ এখানে পারিভাষিক। শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দের মতে স্বাভিমুখাগ্রত্রিকোণপরম্পরাকে বলা হয় শক্তি।

ভাস্কররায় বলেন সাধক যে মুখী হয়ে শ্রীচক্র লিখিবেন তা পূর্বদিক্। তা থেকে প্রদক্ষিণক্রমে অন্য সাতটি দিক্ ধরতে হবে। এবার ঈশান-অগ্নি একটি তির্যক রেখা টেনে তার দুই প্রান্ত থেকে দুটি রেখা টেনে পশ্চিম দিকে মিলিয়ে দিতে হবে। এতে হবে স্বাভিমুখাগ্রত্রিকোণ। এরই নাম শক্তি।

বহ্নিপুরেণ—বহ্নিপুর অর্থ বহ্নিসংজ্ঞক ত্রিকোণ। বহ্নি এখানে পারিভাষিক

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শব্দ। শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ বহ্নিশব্দের অর্থ করেছেন, যে-ত্রিকোণের পূর্বোক্ত শক্তির বিপরীত অগ্রকোণ, তাকে বলা হয় বহ্নি।

বিনির্ভিদ্য—ভেদ ক'রে। ভেদশব্দও এখানে পারিভাষিক। ভাস্কররায় বলেন এক রেখার উপর অন্য রেখার আরোহণকে বলা হয় ভেদ বা ভেদন।

সম্পুটীকৃত্য—শিবানন্দের মতে এর অর্থ নবযোনিচক্র যাতে সম্পাদিত হয় সেরকম ক'রে।

প্রথম শক্তি অঙ্কিত ক'রে তাকে দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা ভেদ করতঃ এই দুই শক্তিকে সম্পুটীকরণের উদ্দেশ্যে বহ্নি দ্বারা ভেদ করলে মধ্যচক্রের বিন্যাস হয়। এই মধ্যচক্রের নাম নবযোনিচক্র। যোনি ত্রিকোণ। মধ্যচক্রে নয়টি ত্রিকোণ আছে। এইজন্য এর নাম নবযোনিচক্র। তিনটি চক্র মিলে হয়েছে মধ্যচক্র।

সর্বোর্ধ্বাং শক্তিং—ভাস্কররায় বলেন উক্ত নবযোনিচক্রের মধ্যে প্রথমলিখিতা যে-শক্তি তাই সর্বোর্ধ্বা।

বিস্তারয়েদধঃ—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ ভেদ না ক'রে কেবলমাত্র সম্পুটীকরণের দ্বারা এটি করতে হবে।

ভাস্কররায়ের মতে আলোচ্য আড়াই চরণে বিন্দু ত্রিকোণ ও অষ্টকোণ বিবৃত হয়েছে।

তথৈব বহ্নিচক্রেণ তামেবোর্ধ্বং বিভেদয়েৎ।
তত ঊর্ধ্বস্থিতাং শক্তিমূর্ধ্বং বিস্তারয়েৎ ক্রমাৎ ॥৩১॥

সেই প্রকারে বহ্নিচক্রের দ্বারা তাকে অর্থাৎ প্রথমলিখিতা শক্তিকে উপরের দিকে ভেদ করবে। তারপর, ঊর্ধ্বস্থিতা শক্তিকে ক্রমে ঊর্ধ্বে বিস্তার করবে।৩১

ভাস্কররায় বলেন এতে উভয় পার্শ্বে ডমরু[১] বিশিষ্ট ষট্‌কোণ সৃষ্ট হবে।

পুনরাদ্যং বহ্নিচক্রমধো বিস্তার্য সুন্দরি।
গ্রন্থিভেদক্রমেণৈব শক্তিমাদ্যাং বিভেদয়েৎ ॥ ৩২ ॥

সুন্দরী, পুনরায় আদি বহ্নিচক্রকে অধঃ বিস্তার ক'রে গ্রন্থি[২] ভেদক্রমে আদি শক্তিকে ভেদ করতে হবে।৩২

১। ডমরু এখানে পারিভাষিক শব্দ। ভাস্কররায় বলেছেন শক্তির পশ্চিম কোণ আর বহ্নির পূর্বকোণ এই উভয়ের সংযোগে ডমরু (X) লিখিত হয়।

২। এর আগেই ভেদ বা ভেদনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ ভেদনাত্মক রেখাদ্বয়ের সংযোগকে বলা হয় সন্ধি আর রেখাত্রয়ের সংযোগকে মর্ম; সন্ধি ও মর্ম উভয়কেই গ্রন্থি বলা হয়।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আদ্যং বহ্নিচক্রম্—প্রথমলিখিত বহ্নিচক্রকে।

শক্তিমাদ্যাং—প্রথমলিখিত শক্তিকে।

ভাস্কররায়ের মতে 'সর্বোর্ধ্বাং শক্তিং' দিয়ে আরম্ভ ক'রে 'শক্তিমাদ্যাং বিভেদয়েৎ' দিয়ে যে আড়াইখানি শ্লোক সমাপ্ত হল তাতে অন্তর্দশার লেখনোপায় উপদিষ্ট হয়েছে।

তথা সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যন্তঃ শক্তিং বিস্তারয়েদধঃ।
তামাদিচক্রাধঃশক্তিং বহ্নিনোর্ধ্বং বিভেদয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ[১] পূর্ববদেবাদ্যাং শক্তিং বিস্তার্য ভেদয়েৎ।
ঊর্ধ্ববহ্নিমধোবহ্নিমধ্যবহ্নিবিবর্জিতম্ ॥ ৩৪ ॥
বিস্তার্য ভেদয়েচ্ছক্তিমধস্তাদাদ্যবহ্নিনা।
ততো মধ্যাদিশক্ত্যূর্ধ্বশক্তিং বিস্তারয়েদধঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্বোর্ধ্ব বহ্নির অন্তঃস্থিত শক্তিকে অধঃ প্রসারিত করবে। আদিচক্রের অধঃস্থ সেই শক্তিকে বহ্নিদ্বারা ঊর্ধ্বে ভেদ করবে।৩৩

তারপর পূর্বের মতো সর্বপ্রথমা শক্তিকে প্রসারিত ক'রে তা দ্বারা অধোবহ্নি ও মধ্যবহ্নি বাদ দিয়ে চক্রোর্ধ্বভাগে স্থিত বহ্নিকে ভেদ করবে। এবার আদি বহ্নি অধঃ প্রসারিত ক'রে তা দ্বারা শক্তিকে ভেদ করবে। তার পর মধ্যাদিশক্তির ঊর্ধ্বস্থিত শক্তিকে অধঃ প্রসারিত করবে।৩৪-৩৫

সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যন্তঃ শক্তিং—বিদ্যানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন নবযোনিগর্ভ যে-দশযোনিচক্র অর্থাৎ অন্তর্দশার তার ঊর্ধ্বে স্থিত যে-বহ্নি তার অগ্রস্থিত অর্থাৎ অগ্রভাগস্থিত শক্তিকে।

আদিচক্রাধঃশক্তিং—শিবানন্দের মতে আদিচক্র নবযোনিচক্র। তা থেকে অধঃস্থিতা যে-শক্তি তাকে।

মধ্যাদিশক্ত্যূর্ধ্বশক্তিং—বিদ্যানন্দের মতে প্রথমলিখিতা শক্তি আদিশক্তি। শ্রীচক্ররচনার ফলে তাই সমস্তচক্রের মধ্যশক্তি হয়ে পড়ে। কাজেই যে মধ্যশক্তি সে-ই আদিশক্তি।

ভাস্কররায়ের মতে 'তথা সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যন্তঃ' দিয়ে আরব্ধ এবং 'আদ্যবহ্নিনা' দিয়ে সমাপ্ত আড়াই শ্লোকে বহির্দশার লেখনোপায় উপদিষ্ট হয়েছে।

১। পুনঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তথৈব সম্পুটীকুর্যাৎ সর্বচক্রং[১] সুরেশ্বরি।
তাং চ তেন মহেশানি বহ্নিচক্রেণ ভেদয়েৎ ॥৩৬॥
গ্রন্থিভেদক্রমেণৈব সর্বোর্ধ্বং সর্ববাহ্যতঃ।
মধ্যোর্ধ্বশক্তিপর্যন্তমাদিশক্ত্যবধি প্রিয়ে ॥৩৭॥

সুরেশ্বরী, পূর্বোক্ত প্রসারিত শক্তি দ্বারা অধোভাগস্থ চক্রকে সম্পুটীকৃত করতে হবে। মহেশানী, সেই শক্তিকে সেই বহ্নিচক্রের দ্বারা ভেদন করতে হবে।৩৬

প্রিয়ে, গ্রন্থিভেদক্রমে তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বহ্নি সর্বোর্ধ্ব এবং সর্ববাহ্য হয়। এটি করতে হবে আদিশক্তি অবধি মধ্যোর্ধ্বশক্তি পর্যন্ত রেখা টেনে।৩৭

তাং—বিদ্যানন্দের মতে তাং বলতে বুঝাচ্ছে চক্রসম্পুটন্যায়ে অধঃ-প্রসারিতা যে-শক্তি তাকে। আর ভাস্কররায়ের মতে সম্প্রাত অভিবর্ধিত বহির্দশার-আরম্ভকষট্‌কোণঘটকশক্তিকে।

তেন—ভাস্কররায়ের মতে যে সেই ষট্‌কোণঘটক তা দ্বারা।

সর্ববাহ্যতঃ—শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দের মতে সর্বচক্রকবলনক্রমে উক্ত বহ্নি সর্ববাহ্য হবে।

ততো বাহ্যস্থশক্ত্যন্তঃ শক্তিমূর্ধ্বং বিকাসয়েৎ।
তথা বিস্তারয়েচ্ছক্তিমাদ্যামপ্যূর্ধ্বমীশ্বরি ॥৩৮॥
সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যধোবহ্নিপর্যন্তং বীরবন্দিতে।
তয়া বিভেদয়েদ্ বহ্নিচক্রং সর্বোর্ধ্বসংস্থিতম্ ॥৩৯॥

ঈশ্বরী, তারপর বাহ্যশক্তির মধ্যে অবস্থিতা শক্তিকে উপরের দিকে প্রসৃত করতে হবে। তারপর আদ্যা শক্তিকেও উপরের দিকে প্রসৃত করতে হবে।৩৮

বীরবন্দিতা, সর্বোর্ধ্ববহ্নিকে তার অন্তঃস্থিত যে-বহ্নি সেই পর্যন্ত প্রসৃত করতে হবে। এবার তা দ্বারা অর্থাৎ সম্প্রতি অভিবর্ধিত প্রথম শক্তির দ্বারা সর্বোর্ধ্ব বহ্নিকে ভেদ করতে হবে।৩৯

বাহ্যস্থশক্ত্যন্তঃ শক্তিম্—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন অনন্তরপ্রসৃতপঞ্চ-

১। সর্বং চক্রং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শক্তিরূপা বাহ্যস্থা যে-শক্তি তার অন্তস্থিতা যে শক্তি তাকে অর্থাৎ তার পশ্চিম-রেখাদ্বয়কে।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন— সম্প্রতিলিখিত ষট্‌কোণঘটক শক্তি বাহ্যস্থা শক্তি ; তার অন্তঃ মানে তার মধ্যে স্থিতা শক্তি, তাকে। এই শক্তি বহির্দশারারম্ভকষট্‌কোণঘটক শক্তি।

শক্তিম্ আদ্যাম্—প্রথমলিখিতা শক্তিকে। বিদ্যানন্দ বলেন "আদিশক্তিরেব প্রস্তারবশাদূর্ধ্বশক্তিত্বেন বিস্তৃতা"—আদিশক্তিই প্রস্তারবশতঃ উর্ধ্বশক্তিরূপে বিস্তৃতা হয়েছে।

সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যধোবহ্নিপর্যন্তম্—বিদ্যানন্দের মতে সর্বোর্ধ্ব বহ্নি অর্থ রচিত-সমস্তচক্রের উর্ধ্বস্থিত বহ্নি ; তার অধোবহ্নি মানে অন্তর্বহ্নি, সেই পর্যন্ত।

তয়া—ভাস্কররায় তয়া অর্থ করেছেন সম্প্রতি অভিবর্ধিত প্রথম শক্তি দ্বারা।

সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যধোভাগগ্রন্থিপর্যন্ততঃ প্রিয়ে।
বিস্তার্য বাহ্যশক্তিং তু সর্বাধস্তাদ্ বিভেদয়েৎ ॥৪০॥

প্রিয়ে, সর্বোর্ধ্ব বহ্নির অধোভাগের গ্রন্থিপর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে সর্বাধঃস্থিত বাহ্যশক্তিকে ভেদ করতে হবে।৪০

সর্বোর্ধ্ববহ্ন্যধোভাগগ্রন্থিপর্যন্ততঃ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ পূর্বোক্ত ষট্‌কোণঘটক যে-বহ্নি তা সর্বোর্ধ্ব বহ্নি। তার অধোভাগ মানে পশ্চিমরেখা। তার যে-গ্রন্থি অর্থাৎ রেখাত্রয়ের সংযোগস্থান, সেই গ্রন্থি অর্থাৎ মর্ম চারটি। তাদের পর্যন্ততঃ মানে তাদের প্রান্তভাগ নিয়ে আরম্ভ ক'রে।

ভাস্কররায় বলেন 'ততো মধ্যাদিশক্ত্যূর্ধ্বং' দিয়ে আরব্ধ এবং 'সর্বাধস্তাদ্ বিভেদয়েৎ' দিয়ে সমাপ্ত সাড়ে পাঁচটি শ্লোকে চতুর্দশারের লেখনোপায় বলা হয়েছে।

এতদ্‌বাহ্যগতং পদ্মমষ্টপত্রং সমালিখেৎ।
তদ্‌বাহ্যতোঽপি দেবেশি ষোড়শারং তথৈব চ ॥৪১॥
পরিবেষং ভূপুরং চ চতুর্দ্বারোপশোভিতম্।

এর বাইরে অষ্টদলপদ্ম লিখতে হবে। দেবেশী, তার বাইরে ষোড়শদলপদ্ম তেমনি করে লিখতে হবে।৪১

তার বাইরে বৃত্তত্রয় এবং তার বাইরে চতুর্দ্বারশোভিত ভূপুর লিখতে হবে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এতদ্‌বাহ্যগতং—এতদ্‌ অর্থ এখানে চতুর্দশার, তার বহিঃস্থ।

ষোড়শারং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ষোড়শ অর মানে পত্র, তা দ্বারা যুক্ত পদ্‌ম। সহজ কথায়, ষোড়শদলপদ্‌ম।

পরিবেষং—বৃত্তত্রয়।

ভূপুরং—ভূগৃহ মহীপুর ইত্যাদি ভূপুরের পর্যায় বাচক শব্দ। সাধারণভাবে বলা যায় ভূপুর ত্রিরেখাত্মক, চতুর্দ্বারযুক্ত ও চতুষ্কোণযুক্ত। কেননা, ভূপুরের রেখা ও দ্বার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বামকেশ্বরতন্ত্রাগর্ত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের সেতুবন্ধে ভাস্কররায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

মধ্যং ত্র্যস্রং তথাঽষ্টারং দ্বে দশারে চতুর্দশ ॥ ৪২ ॥
[১]তদ্‌বাহ্যতোঽষ্টপত্রং চ ষোড়শারং মহীপুরম্‌।
সর্বানন্দময়ং চাদৌ সর্বসিদ্ধিপ্রদং পরম্‌ ॥ ৪৩ ॥
সর্বরোগহরং চান্যৎ সর্বরক্ষাকরং তথা।
সর্বার্থসাধকং চক্রং সর্বসৌভাগ্যদায়কম্‌ ॥ ৪৪ ॥
সর্বসংক্ষোভণং চান্যৎ সর্বাশাপরিপূরকম্‌।
ত্রৈলোক্যমোহনং চেতি নবধা নবভির্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

বিন্দু, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দুই দশার এবং চতুর্দশার লিখতে হবে।৪২

তার বাইরে অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং ভূপুর।

প্রথমে সর্বানন্দময়চক্র। তারপর সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র। তারপর, পর পর সর্বরোগহরচক্র, সর্বরক্ষাকরচক্র, সর্বার্থসাধকচক্র, সর্বসৌভাগ্য-দায়কচক্র, সর্বসংক্ষোভণচক্র, সর্বাশাপরিপূরকচক্র এবং ত্রৈলোক্য-মোহনচক্র। বিন্দুচক্রাদি নবচক্রের এই নব নাম। ৪৩-৪৫

ভাস্কররায় বলেন শ্রীচক্রের লেখন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর তারই অবান্তরভেদ হিসাবে শ্রীচক্রের নবচক্রাত্মকত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে 'মধ্যং ত্র্যস্রং' দিয়ে আরব্ধ শ্লোকগুলিতে।

সৃষ্টিক্রমে প্রথমে বিন্দুচক্র। এর নাম সর্বানন্দময়চক্র। তার বাইরে ত্রিকোণচক্র, নাম সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র। তার বাইরে অষ্টকোণচক্র, নাম সর্বরোগহর-

১। ভাস্কররায় লিখেছেন 'তদ্‌বাহ্যতঃ' দিয়ে আরব্ধ এবং 'নবভির্ভবেৎ' দিয়ে সমাপ্ত আড়াইটি শ্লোক কোনো কোনো টীকায় ধরা হয় নি কিন্তু মূল পুস্তকে আছে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চক্র। এই চক্রের বাইরে অন্তর্দশারচক্র, নাম সর্বরক্ষাকরচক্র। তার বাইরে বহির্দশারচক্র, নাম সর্বার্থসাধকচক্র। তার বাইরে চতুর্দশারচক্র, এর নাম সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্র। এই চক্রের বাইরে অষ্টদলপদ্মচক্র, নাম সর্বসংক্ষোভণচক্র। তার বাইরে ষোড়শদলপদ্মচক্র; এর নাম সর্বাশাপরিপূরকচক্র। তার বাইরে ভূপুরচক্র, নাম ত্রৈলোক্যমোহনচক্র।

ততঃ সৃষ্টিমহাচক্রং তৃতীয়ং তু হুতাশনম্।
মধ্যং স্থিতি[1]র্দ্বিতীয়ং তু সংহারঃ প্রথমং চ যৎ ॥ ৪৬ ॥

তারপর, তৃতীয়ভাগ সৃষ্টিমহাচক্র। একে বলা হয় হুতাশন। দ্বিতীয়ভাগ স্থিতিচক্র। এটি প্রথম ও তৃতীয়ের মধ্যে অবস্থিত। আর প্রথমভাগ সংহারচক্র।৪৬

পূর্বোক্ত নব চক্রকে তিন ভাগ করা হয়েছে। যথা, প্রথমভাগ—বিন্দু ত্রিকোণ ও অষ্টকোণ। দ্বিতীয় ভাগ—অন্তর্দশার বহির্দশার ও চতুর্দশার। তৃতীয়ভাগ—অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম ও ভূপুর। প্রথম ভাগের নাম সংহারচক্র। দ্বিতীয় ভাগের নাম স্থিতিচক্র আর তৃতীয় ভাগের নাম সৃষ্টিচক্র। অন্য ভাবে বলা যায় নবচক্রকে সংহারচক্র স্থিতিচক্র ও সৃষ্টিচক্র এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। "তন্ত্রান্তরে আবার নবচক্রের সোম সূর্য ও অনল এই তিন ভাগ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত সংহারচক্র সোম, স্থিতিচক্র সূর্য এবং সৃষ্টিচক্র অনল।" ভাস্কররায় বলেন মূল শ্লোকে 'হুতাশনম্' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা এই শেষোক্ত বিভাগও স্বীকৃত হয়েছে।

শিবানন্দের মতে সৃষ্টিচক্রকে হুতাশন অর্থাৎ অনল বলার তাৎপর্য এই চক্রের অধিষ্ঠাতা হুতাশন। সংহারচক্রকে সোম ও স্থিতিচক্রকে সূর্য বলার একই রকম তাৎপর্য।

শিবানন্দ উক্তরূপ তিন ভাগ করারও তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, এই ত্রৈপুর মহাচক্র অর্থাৎ শ্রীচক্র যে সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক, সোমসূর্যানলাধিষ্ঠাতৃক, শক্তিকামরাজবাগ্ভবকূটপ্রধান, ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রময়, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ, পৃথিবী-অন্তরিক্ষাদি-উপলক্ষিত অ-উ-মকারবিগ্রহ, ঋগাদিত্রয়ীসমুজ্জ্বল, ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছারূপ, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-স্বভাব, সর্বদেবতাসার এবং বিশ্বাত্মক, তিন ভাগের দ্বারা তাই সূচিত করা হয়েছে।

এবমেতন্মহাচক্রং মহাশ্রীত্রিপুরাময়ম্।
ক্লেদনং দ্রাবণং চৈব ক্ষোভণং মোহনং তথা ॥ ৪৭ ॥

১। স্থিতং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আকর্ষণং মহাদেবি জৃম্ভণং[১] স্তম্ভনং তথা।
ব্যাধিদারিদ্র্যশমনং সর্বদুর্নীতিনাশনম্ ॥ ৪৮ ॥

এইপ্রকারে রচিত এই মহাচক্র মহাত্রিপুরাময়। মহাদেবী, এই চক্র ক্লেদন, দ্রাবণ, ক্ষোভণ, মোহন, আকর্ষণ, জৃম্ভণ, স্তম্ভন, ব্যাধি ও দারিদ্র্য প্রশমনকারী এবং সর্বদুর্নীতিনাশকারী। ৪৭-৪৮

৪৭ সংখ্যক শ্লোক থেকে আরম্ভ ক'রে ৬৩ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ১৭টি শ্লোকে শ্রীচক্রের প্রভাব, ভাস্কররায়ের মতে শ্রীচক্রপূজার ফল, বিবৃত হয়েছে।

মহাচক্রং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পূজাচক্র। তাঁর মতে 'মহাচক্রং বলা দ্বারা, মহাচক্র পূজিত হ'লে এই কথা সূচিত হয়েছে। আর ক্লেদনং ইত্যাদি দ্বারা এই চক্রপূজার ফলপ্রপঞ্চ বর্ণিত হয়েছে।

মহাশ্রীত্রিপুরাময়ং—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ ত্রিপুরার অভিব্যক্তিস্থান।

বিদ্যানন্দ বলেন কেবলমাত্র অভিব্যক্তিস্থান নয় মহৎশব্দলক্ষিত ত্রিপুরার অর্থাৎ মহাত্রিপুরার বিগ্রহরূপ এই চক্র। মহাত্রিপুরসুন্দরীই চক্রাকারে পরিণতা হন। শ্রীত্রিপুরাময়ং বলা দ্বারা এই কথা বুঝান হয়েছে। মহাত্রিপুরসুন্দরীই এই চক্র।

ক্লেদনং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অনার্দ্র-স্বভাবেরও আর্দ্রতাসম্পাদক।

বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ সমস্ত জগতের আহ্লাদকারক।

দ্রাবণং—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন ঘনস্বভাব অর্থাৎ অদ্রবস্বভাবেরও ঘৃতের মতো দ্রবণসম্পাদক।

বিদ্যানন্দের মতে নিখিল পাশজাল গলিয়ে দেয় এমন।

ক্ষোভণং—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ ইচ্ছার ঔৎকট্যজনক অর্থাৎ উৎকট ইচ্ছাজনক।

বিদ্যানন্দের মতে ক্ষোভণং অর্থ সমস্ত জগৎ আকুলকারক।

মোহনং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন কৃত্যাকৃত্যের স্ফূর্তিকারী।

জৃম্ভণং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অণুর মহত্ত্বসম্পাদক।

ব্যাধিদারিদ্র্যশমনং—শিবানন্দের মতে ব্যাধি অর্থ অপূর্ণম্মন্যতাত্মক সঙ্কোচ আর দারিদ্র্য অর্থ অজ্ঞান। এই উভয়ের প্রশমনকারী।

বিদ্যানন্দের মতে ব্যাধি অর্থ স্বরূপের অপরিজ্ঞান আর দারিদ্র্য অর্থ স্বস্বরূপের অলাভ। এই উভয়ের প্রণাশক। অথবা, ব্যাধি অর্থ রাজযক্ষ্মাদি আর দারিদ্র্য অর্থ রিক্ততা। এই উভয়ের প্রণাশক।

১। ভস্তনং ইতি পাঠঃ স্তব্রং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বদুর্নীতিনাশনং—সমস্ত দুর্নীতিনাশক। শিবানন্দের মতে এর অন্তর্নিহিত ভাব হল এটি উপাসকদের সৎপথে স্থাপন করে।

শান্তিপুষ্টিধনারোগ্যমন্ত্রসিদ্ধিকরং পরম্।
ভোগদং মোক্ষদং চৈব খেচরত্বপ্রবর্তকম্ ॥ ৪৯ ॥

এ শান্তিকর পুষ্টিকর ধনকর আরোগ্যকর মন্ত্রসিদ্ধিকর সর্বোৎকৃষ্ট ভোগদ মোক্ষদ এবং খেচরত্বপ্রবর্তক। ৪৯

শান্তিকরং—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সমস্ত বিঘ্ন-উপদ্রব-প্রশমনকারী।

পুষ্টিকরং—বিদ্যানন্দের মতে পুষ্টি অর্থ সমস্ত সম্পৎসমৃদ্ধি, তা সাধককে যে প্রদান করে সে পুষ্টিকর।

ধনকরং—বিদ্যানন্দ ধন অর্থ করেছেন অর্থের সঞ্চয়, তা সাধককে যে প্রদান করে, সে ধনকর।

আরোগ্যকরং—বিদ্যানন্দের মতে আরোগ্য অর্থ দেহপীড়ার অভাব, তা সম্পাদন করে যে, সে আরোগ্যকর।

মন্ত্রসিদ্ধিকর—মন্ত্রের সিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধি, তা যে করে, সে মন্ত্রসিদ্ধিকর। মন্ত্র বলতে আণবোপায়, শাক্তোপায় ও শাম্ভবোপায় সম্বন্ধী সব মন্ত্র বুঝান হয়েছে।

ভোগদং—ভোগপ্রদানকারী। বিদ্যানন্দ বলেন ভোগ দ্বিবিধ—ঐহিক ও আমুষ্মিক। ঐহিক ভোগ বলতে বুঝায় স্রক্‌চন্দন বনিতাদি ভোগ্যবস্তু। আর আমুষ্মিক ভোগ বলতে বুঝায় বিবিধ দিব্য বাদ্যধ্বনির সহিত তুম্বুরুনারদাদি সিদ্ধগন্ধর্বের দ্বারা গীত সঙ্গীতমুখরিত নন্দনকাননের অতি মনোহর পরিবেশে সালঙ্কারা সুসজ্জিতা সুরযুবতীদের দ্বারা অবিরত বিনোদন। এই উভয় প্রকার ভোগপ্রদানকারী।

ভোগের একটি পারমার্থিক অর্থও আছে। পারমার্থিক অর্থে ভোগ বলতে বুঝায় ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে নিস্পৃহ পরমযোগীর পঞ্চশক্তিচতুর্বহ্ন্যাত্মক দেহরূপ[১] মহাপীঠে প্রকাশবিমর্শময়ী পরমানন্দলক্ষণা স্বাত্মদেবতা ত্রিপুরসুন্দরীর অনুসন্ধানকারী উক্ত যোগীর পরমশিবসামরস্যরূপ পরমভোগ। সামরস্য হয় মহাত্রিপুরসুন্দরী ও পরমশিবের। যোগী স্বাত্মদেবতার সঙ্গে এক হয়ে যান।

মোক্ষদং—শিবানন্দের মতে এর অর্থ চিত্তকল্মষনিবৃত্তির পথে জ্ঞান দান করে।

বিদ্যানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন জীবমুক্তি-প্রদানকারী।

খেচরত্বপ্রবর্তকম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বিদ্যাধরাদির আধিপত্যপ্রবর্তক।

১। সাধকের দেহই শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র। তা পঞ্চশক্তি-চতুর্বহ্নি-আত্মক।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যানন্দের মতে 'খে' মানে চিন্ময় পরাকাশে। সেখানে চারিত্ব অর্থাৎ সমরসতা খেচরত্ব। তা প্রবর্তক। তিনি অন্য রকম ব্যাখ্যাও করেছেন। যথা— অণিমাদি-অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত, সর্বদা সৃষ্টি-আদি পঞ্চকৃত্যকারী, স্বেচ্ছাগৃহীতবিগ্রহ স্বচ্ছন্দচারী, মহাভৈরবদশাপ্রাপ্ত, খেচরীদের সহিত অর্থাৎ উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্টা চৌষট্টি যোগিনীর সহিত সঞ্চরণকারী অর্থাৎ ক্রীড়মান যিনি তিনি খেচর। এই খেচরত্বপ্রবর্তক।

সর্বরক্ষাকরং দেবি সর্বানন্দকরং তথা।
সর্বকর্মকরং চাপি সর্বকার্যার্থসাধকম্ ॥ ৫০ ॥

দেবী, এ সর্বরক্ষাকর সর্বানন্দকর সর্বকর্মকর এবং সর্বকার্যার্থ-সাধক। ৫০

সর্বরক্ষাকরং—বিদ্যানন্দের মতে শস্ত্র-অগ্নি-রোগাদি থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষাকারী। তিনি অন্য অর্থ করেছেন—সব সময়নিষ্ঠ অর্থাৎ আচারনিষ্ঠদের সময়চ্যুতিসম্ভাবনাদি অনিষ্ঠ থেকে রক্ষাকারী।

সর্বানন্দকরং—শিবানন্দের মতে সেই সেই ভুবনের সেই সেই আধিপত্যের পথে এই সর্বানন্দ বিধান করে।

বিদ্যানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন সকলের আনন্দকর। সকলের বলতে বুঝিয়েছেন শরীরাধান-নাড়ীসমূহে অধিষ্ঠিতা চৌষট্টিলক্ষকোটি প্রভৃতি যোগিনীদের, সমস্ত কুলদেবীদের।

সর্বকর্মকরং—শিবানন্দের মতে সর্বকর্ম অর্থ বশ্যাদি সব কর্ম। তা যে করে সে সর্বকর্মকর।

বিদ্যানন্দ এই অর্থ ছাড়াও আরেকটি অর্থ করেছেন। তিনি সর্বকর্মের অপর অর্থ করেছেন বচন-আদান-গমন-উৎসর্গ-আনন্দ-আত্মক কর্ম[১] এবং শ্রবণস্পর্শনাদি কর্ম।[২]

সর্বকার্যার্থসাধকম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন যা কর্তব্য সে-সবের সাধক।

বিদ্যানন্দের মতও তাই। তবে তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন কার্যং মানে কর্তব্য আর অর্থঃ মানে পুরুষার্থ। কর্তব্যরূপে অভিপ্রেত যে-সব পুরুষার্থ সে-সবের সাধক।

১। বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম।
২। কর্ণ ত্বক্ ইত্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বাবেশকরং দেবি সর্ববেধকরং[1] পরম্।
সর্বতত্ত্বময়ং দেবি সর্বজ্ঞানপ্রদং তথা ॥ ৫১ ॥

দেবী, এই চক্র সর্বাবেশকর, সর্ববেধকর, অনুপম, সর্বতত্ত্বময় ও সর্বজ্ঞানপ্রদ। ৫১

সর্বাবেশকরং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সাধকসমীহিত সমস্তের আবেশকর।

বিদ্যানন্দের মতে এখানে সর্ব বলতে বুঝাচ্ছে ভূতপ্রেতপিশাচাদি সমস্ত দুষ্টচেতাদের আবেশকর মানে মহাভয় উৎপাদনের দ্বারা কম্পকর। সহজ কথায়, বিদ্যানন্দের মতে এই চক্র দর্শনমাত্র সব ভূতপ্রেতাদি মহাভয়ে কাঁপতে থাকে। এইজন্য, একে সর্বাবেশকর বলা হয়েছে।

সর্ববেধকরং—ভাস্কররায় বেধশব্দের অর্থ করেছেন সর্বাবয়বাবচ্ছেদরঞ্জন। তা যে করে সে সর্ববেধকর।

বিদ্যানন্দের মতে আণব শাক্ত শাম্ভব এই তিন প্রকারের তিন বেধ। সে সবের কারক সর্ববেধকর।

শিবানন্দও আণব শাক্ত শাম্ভব এই তিন সমাবেশকে বেধ বলেছেন। তার কারক। সর্ববেধকর।

পরম্—অনুপম।

সর্বতত্ত্বময়ং—ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন এই চক্র মহাসম্বিদের আধার বলে তদুল্লাসিত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময়।

বিদ্যানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের অন্তর্ভূত সমুদায় তত্ত্বের স্বরূপ।

সর্বজ্ঞানপ্রদং—সর্বজ্ঞান অর্থ সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান। তা যে প্রদান করে সে সর্বজ্ঞানপ্রদ।

সর্বসিদ্ধিপ্রদং চৈব সর্বশ্রেয়স্করং পরম্।
সর্বমন্ত্রময়ং দেবি সর্বযোগেশ্বরীময়ম্[2] ॥৫২॥

দেবী, এটি সর্বসিদ্ধিপ্রদ সর্বশ্রেয়স্কর অনুপম সর্বমন্ত্রময় ও সর্বযোগেশ্বরীময়। ৫২

সর্বসিদ্ধিপ্রদং—অণিমাদি সর্ব সিদ্ধিপ্রদানকারী।

সর্বশ্রেয়স্করং—শ্রেয়ঃশব্দের অন্যতম অর্থ কল্যাণ। যে সর্বপ্রকার কল্যাণ

১। সর্বশ্রেয়স্করং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। যোগীশ্বরী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিধান করে সে শ্রেয়স্কর। বিদ্যানন্দের মতে শ্রেয়ঃ বলতে বুঝায় যোগান্তরায়-ভূত সব অর্বাচীন সিদ্ধি ও উপসিদ্ধি। তা যে বিধান করে সে শ্রেয়স্কর।

সর্বমন্ত্রময়ং—বিদ্যানন্দের মতে বর্ণ নামক অধ্বা থেকে সম্ভূত সপ্তকোটি মহামন্ত্র চিৎশক্তির উল্লাসাত্মকতাকে আশ্রয় ক'রে বিভাসিত ও সর্বকামফলপ্রদ হয়, সর্বমন্ত্রময়ং পদের এই তাৎপর্য।

সর্বযোগেশ্বরীময়ম্—বিদ্যানন্দ যোগেশ্বরীপদের ব্যাখ্যায় বলেছেন গগন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ও নাগ নামক পঞ্চ স্থলের শ্রীকণ্ঠ অনন্ত শঙ্কর পিঙ্গল এবং সাদাখ্য এই পঞ্চ নাথ অধিকারী। তাঁদের পরিগ্রহ যথাক্রমে চৌষট্টিলক্ষকোটি বত্রিশলক্ষকোটি ষোললক্ষকোটি আটলক্ষকোটি ও চারলক্ষকোটি ডাকিনী রাকিণী লাকিনী কাকিনী শাকিনী ও হাকিনীর অংশভূত যোগেশ্বরী। তাঁদের স্বরূপ বলে সর্বযোগেশ্বরীময়ং বলা হয়েছে। সহজ কথায়, এই চক্র সমস্তযোগিনীবৃন্দের বিগ্রহ।

সর্বপীঠময়ং দেবি সর্বজ্ঞানময়ং প্রিয়ে।
সর্বদোষহরং দেবি সর্বতীর্থময়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

দেবী, এই চক্র সর্বপীঠময়, সর্বজ্ঞানময়। প্রিয়ে, এটি সর্বদোষহর এবং সর্বতীর্থময়।৫৩

সর্বপীঠময়ং—শিবানন্দের মতে বিশ্বকারণোপলব্ধির স্থান বলে একে সর্বপীঠময় বলা হয়েছে।

বিদ্যানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন যোগপীঠময়। যোগপীঠের ব্যাখ্যায় বলেছেন পীঠ-উপপীঠ সন্দোহ উপসন্দোহ ক্ষেত্র-উপক্ষেত্র পীঠেশ-উপপীঠেশ ক্ষেত্রপাল বটুক গণেশ ইত্যাদি সহ সবই যোগপীঠের অন্তর্ভূত।

সর্বজ্ঞানময়ং—শিবানন্দ বলেছেন এই চক্রের উপাসনা দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়, সর্বজ্ঞানময়ং পদের এই তাৎপর্য।

বিদ্যানন্দের মতে এই পদের অর্থ অকুল কুল কুলাকুল কৌল ও শুদ্ধকৌল নামক কুলপঞ্চকশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ।

সর্বদোষহরং—বিদ্যানন্দ সর্বদোষ অর্থ করেছেন ব্রহ্মহত্যাদি। তা নাশকারক।

সর্বতীর্থময়ং—শিবানন্দের মতে গঙ্গাদিতে যে-পুণ্য সে-সব এতে আছে, সর্বতীর্থময়ং পদের এই তাৎপর্য।

বিদ্যানন্দ বলেন সর্বতীর্থপদের উপলক্ষিত সর্বশুদ্ধি, তার স্বরূপ বলে এটি সর্বতীর্থময়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বব্রতময়ং চৈব সর্বামৃতময়ং তথা।
সর্বদুঃখপ্রশমনং সর্বশোকনিবারণম্ ॥ ৫৪ ॥

এটি সর্বব্রতময় সর্বামৃতময় সর্বদুঃখপ্রশমনকারী ও সর্বশোক-নিবারক।৫৪

সর্বব্রতময়ং—কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদি পালনের যে-ফল তা এর উপাসনা দ্বারা লাভ হয় বলে এই চক্রকে সর্বব্রতময় বলা হয়েছে।

সর্বামৃতময়ং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পঞ্চবিধ মোক্ষাবহ। তিনি বলেছেন কেউ কেউ মৃতশব্দের অর্থ করেন অনিষ্ট। তাঁদের মতে তা নিবারণ করে যে সে অমৃতময়।

বিদ্যানন্দের মতে মৃত্যুপাশবদ্ধ সব প্রাণীর মৃত্যুপাশ-মোচনকারী বলে এই চক্রকে সর্বামৃতময় বলা হয়েছে।

সর্বদুঃখপ্রশমনম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন আধ্যাত্মিকাদি[১] সব দুঃখের প্রশমক।

সর্বশোকনিবারণম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ ইষ্টবিষয়বিয়োগজনিত সব দুঃখের নিবারক।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন পুত্রমিত্রকলত্রাদির বিয়োগজনিত সব দুঃখ, তার নিবারক।

সর্বোন্মাদকরং দেবি সর্বাহ্লাদনকারকম্।
সর্বদৌর্ভাগ্যশমনং সর্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবী, এটি সর্বোন্মাদকর সর্বাহ্লাদকারক সর্বদুর্ভাগ্যপ্রশমনকারী এবং সর্ববিঘ্ননিবারণকারী।৫৫

সর্বোন্মাদকরং—শিবানন্দ উন্মাদ অর্থ করেছেন বিভ্রম অর্থাৎ লোকোত্তর বিলাস। তা যে সংঘটন করে সে উন্মাদকর। সকলের উন্মাদকর সর্বোন্মাদকর।

ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন ভূতাদির আবেশজনিত চিত্তবিকারকারী।

সর্বাহ্লাদনকারকম্—শিবানন্দ বলেছেন মহানন্দহেতুত্বের জন্য এটি সর্বাহ্লাদনকারক।

১। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক, যেমন বাতপিত্তকফাদিজনিত, আর মানসিক, যেমন কামক্রোধাদিজনিত। আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষরাক্ষসগ্রহাদিজনিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখও আধিদৈবিক। আধিভৌতিক দুঃখ মানুষপশুপক্ষীসরীসৃপাদিজনিত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যানন্দের মতে সমস্ত সংসারতাপপরিতপ্তচিত্ত ব্যক্তিদের সংসারতাপ-প্রশমনের দ্বারা আহ্লাদকারক।

সর্বদৌর্ভাগ্যশমনং—শিবানন্দ দৌভার্গ্য অর্থ করেছেন অস্পৃহনীয়তা। তা যে প্রশমিত করে সে সর্বদৌর্ভাগ্যশমন।

সর্ববিঘ্ননিবারণম্—বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন যা যোগের অন্তরায়ভূত তা বিঘ্ন। এরূপ সমস্ত বিঘ্ন যে নিবারণ করে সে সর্ববিঘ্ননিবারণ।

সর্বসিদ্ধিপ্রদং চক্রং সর্বাশাপরিপূরকম্।
রৌদ্রাভিচারকোদ্দণ্ড[১]পরমন্ত্রৌঘভক্ষণম্॥ ৫৬॥

এই চক্র সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্বাশাপরিপূরক, শত্রুদের রৌদ্রাভিচারক উদ্দণ্ড মন্ত্রসমূহের ভক্ষণকারী।৫৬

সর্বসিদ্ধিপ্রদং—সর্বসিদ্ধি অর্থ অনিমাদি সব সিদ্ধি তা প্রদানকারী।

সর্বাশাপরিপূরকম্—সর্বাশা মানে সব মনোরথ। তার পরিপূরক অর্থাৎ পূর্ণকারী।

রৌদ্রাভিচারকোদ্দণ্ডপরমন্ত্রৌঘভক্ষণম্—শিবানন্দ রৌদ্র অর্থ করেছেন ক্রূর। বিদ্যানন্দ রৌদ্র অর্থ করেছেন নির্ঘৃণ, অভিচারক মানে অভিচারকর্মে প্রযুক্ত, উদ্দণ্ড অর্থ করেছেন নৃশংস, পর অর্থ করেছেন শত্রু; মন্ত্রৌঘ মানে মন্ত্রসমূহ তা ভক্ষণকারী।

পরসিদ্ধ্যাকর্ষণং চ পরাজ্ঞাকর্ষণং তথা।
পরসৈন্যস্তম্ভকরং পরবিজ্ঞানমোহনম্॥৫৭॥

এটি পরসিদ্ধি-আকর্ষণকারী, পরাজ্ঞাকর্ষণকারী, পরসৈন্যস্তম্ভনকারী ও পরবিজ্ঞানপ্রমোহকর।৫৭

পরসিদ্ধ্যাকর্ষণং—এই পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন পর অর্থাৎ প্রতিস্পর্দ্ধী যে-সব সিদ্ধ শত্রু হয়ে পড়েছেন, যাঁরা মারণাদিক্রিয়ানিপুণ এবং যাঁরা ক্ষুদ্রসিদ্ধিসম্পন্ন তাঁদের সিদ্ধি আকর্ষণকারী। অর্থাৎ এই চক্রোপাসক সাধক তাঁদের সিদ্ধি আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে পারেন।

পরাজ্ঞাকর্ষণং—বিদ্যানন্দের মতে পর মানে পূর্বোক্ত প্রতিস্পর্দ্ধী সাধক। তাঁদের আজ্ঞা মানে নিগ্রহানুগ্রহকরী আজ্ঞা, তা আকর্ষণকারী।

পরসৈন্যস্তম্ভকরং—পর মানে শত্রু। তাদের সৈন্যের স্তম্ভনকারী। স্তম্ভ মানে স্তম্ভন অর্থাৎ জড়ীভূতকরণ।

১। রৌদ্রাভিচারকোদণ্ডং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পরবিজ্ঞানমোহনম্—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন পরের মানে অন্যের, বিজ্ঞান পরবিজ্ঞান। তার মোহন মানে প্রমোষকর অর্থাৎ অপহরণকারী।

পরচক্রস্তম্ভকরং শস্ত্রস্তম্ভকরং তথা[১]।
মহাচমৎকারকরং মহাবুদ্ধিপ্রবর্তকম্ ॥৫৮॥

এই চক্র পরচক্রস্তম্ভনকারী শস্ত্রস্তম্ভনকারী মহাচমৎকারকারী ও মহাবুদ্ধিপ্রবর্তক ॥৫৮॥

পরচক্রস্তম্ভকরং—বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন পর মানে নিজের বিপরীত অন্য রাজ্য থেকে আগত রাজারা; তাঁদের চক্র। তার স্তম্ভনকারী।

শস্ত্রস্তম্ভকরং—বিদ্যানন্দের মতে শস্ত্র মানে পর অর্থাৎ শত্রু দ্বারা প্রযুক্ত শস্ত্র। তা স্তম্ভনকারী।

মহাচমৎকারকরং—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন বধির ও মূকদের হস্তমস্তকসংযোগে সারস্বতাদি-আবেশকর।

বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন মহাচমৎকার মানে উড্ডীনাদিপ্রয়োগ, যাতে লোকসমাজে ঝটিতি বহু সম্মান লাভ হয়। তার সম্পাদনকারী। সহজ কথায় এই চক্রোপাসনার ফলে আকাশগমনাদি যে-সব বিভূতি লাভ হয় তার প্রয়োগে অতি শীঘ্র সাধক লোক-সমাজে অনেক সম্মান পান। বিদ্যানন্দ অন্যরূপ অর্থও করেছেন। যথা— মহা মানে মহতী পরা অর্থাৎ ত্রিপুরা, তাঁর চমৎকার মানে অনুভব অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ববিজ্ঞান, তার বিধানকারী।

মহাবুদ্ধিপ্রবর্তকম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ অব্যুৎপন্নদেরও বেদাদি-শাস্ত্রে প্রবর্তনকারী।

মহাবাণীকরং দেবি মহাসৌখ্যপ্রদায়কম্।
মহাবশ্যকরং দেবি মহাসৌভাগ্যপ্রদায়কম্ ॥৫৯॥

দেবী, এটি মহাবাণীকর, মহাসৌখ্যপ্রদায়ক, মহাবশ্যকর ও মহাসৌভাগ্যদায়ক ।৫৯

মহাবাণীকরং—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ অশিক্ষিত, একটি পদ প্রয়োগানিপুণদেরও কাব্যকর্তৃতা-সম্পাদনকারী।

মহাসৌখ্যপ্রদায়কম্—মহাসুখপ্রদানকারী।

মহাবশ্যকরং—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সমস্তলোক বশকারী।

১। পরম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহাসৌভাগ্যদায়কম্—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন সর্বস্পৃহনীয়তাপ্রদান-কারী। বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ সব সুন্দরীদের বল্লভত্বসম্পাদক।

মহাজ্বরহরং দেবি মহাবিষহরং তথা[১]।

মহামৃত্যুপ্রশমনং মহাভয়নিবারণম্[২] ॥৬০॥

দেবী, এই চক্র মহাজ্বরহর মহাবিষহর মহামৃত্যুপ্রশমনকারী ও মহাভয়নিবারণকারী।৬০

মহাজ্বরহরং—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন অভিচারাদিকৃত জ্বরের প্রশমনকারী।

মহাবিষহরং—বিদ্যানন্দের মতে মহা মানে অত্যুগ্র, অত্যুগ্র বিষ মহাবিষ, তার নাশক।

মহামৃত্যুপ্রশমনং—বিদ্যানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন কোনো দোষের জন্য অকালসম্ভব মৃত্যুর নাশক অথবা কালপ্রাপ্তমৃত্যুর নাশক।

মহাভয়নিবারণম্—বিদ্যানন্দের মতে রাজা চোর ইত্যাদির ভয় নাশক। শিবানন্দ মহাভয় অর্থ করেছেন কায়াপ্রমাতৃতা অর্থাৎ কায়াকে প্রমাতা মনে করা। সহজ কথায়, কায়াভিমান। এই কায়াভিমানই সব ভয়ের মূল বলে একে মহাভয় বলেছেন।

মহাবশ্যকরং দেবি মহাবেধকরং পরম্।

মহাপুরক্ষোভকরং মহাসুখশুভপ্রদম্ ॥ ৬১ ॥

দেবী, এটি মহাবশ্যকর মহাবেধকর, পরম, মহাপুরক্ষোভকর এবং মহাসুখ ও মহাশুভ প্রদানকারী।৬১

মহাবশ্যকরং—সমস্ত লোকের বশকারী।

মহাবেধকরং—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন পর্বত গঙ্গাদিরও ভেদকারী। ভাস্কররায়ের মতে অজরেরও মহাছিদ্রজর্জরীকরণ মহাবেধ। তার কারক।

মহাপুরক্ষোভকরং—এই পদের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন দ্বারকা ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরাদি পুরে কৃষ্ণের আগমনে অথবা দেবদারুবনাদিতে পরমেশ্বরের প্রবেশে যেরূপ ক্ষোভ হয় সাধকেন্দ্রের পুরপ্রবেশে সেরূপ ক্ষোভ-বিধানকারী। ক্ষোভ অর্থ আলোড়ন।

বিদ্যানন্দ মহাপুর অর্থ করেছেন ইন্দ্রচন্দ্রাদির পুর। এই চক্র তারও ক্ষোভকারী। সে ক্ষেত্রে ভূতলের যে-কোনো পুরের যে ক্ষোভকারী হবে তার আর কথা কি।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন বৈকুণ্ঠাদিরও ক্ষোভক।

১। পরম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। বিনাশকম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহাসুখশুভপ্রদম্—শিবানন্দ মহাসুখ অর্থ করেছেন অহংপরামর্শ অর্থাৎ পূর্ণাহন্তাভাবনা। আর মহাশুভ অর্থ করেছেন বিশ্বদেহিবিলয়। এই উভয় প্রদানকারী মহাসুখশুভপ্রদ।

এই পদের অন্য রকম ব্যাখ্যাও আছে। যেমন, যেখানে মনের তুষ্টি হয় সেখানে তাকে স্থির করলে পরমানন্দস্বরূপের প্রকাশ হয়। এই পরমানন্দের অনুভব মহাসুখ। এই মহাসুখই পরমশুভ। তা সম্পাদনকারী।

মহালক্ষ্মীময়ং দেবি মহামাঙ্গল্যদায়কম্।
মহাপ্রভাবসংযুক্তং মহাপাতকনাশনম্॥ ৬২॥

দেবী, এই চক্র মহালক্ষ্মীময় মহামাঙ্গল্যদায়ক মহাপ্রভাবসংযুক্ত ও মহাপাতকনাশক ৬২

মহালক্ষ্মীময়ং—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন শিবশক্তিসামরস্যরূপ মহাবিকাশময়।

বিদ্যানন্দের মতে মহালক্ষ্মী অর্থ রাজ্যাদিলাভ, যার পূজার ফলে রাজ্যাদি লাভ হয় তা মহালক্ষ্মীময়।

মহামাঙ্গল্যদায়কম্--বিদ্যানন্দের মতে এই পদের অর্থ মহা-অভ্যুদয়পরম্পরা-প্রদায়ক।

শিবানন্দ মহামাঙ্গল্যপদের অর্থ করেছেন দ্বৈত-গ্রামধিক্কার অর্থাৎ সব দ্বৈতের নিন্দা। তা প্রদানকারী যা তা মহামাঙ্গল্যদায়ক। সহজ কথায়, এই চক্রপূজার ফলে সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়।

মহাপ্রভাবসংযুক্তং—শিবানন্দ মহাপ্রভাব অর্থ করেছেন সদাশিবাদি বল, তা দ্বারা যুক্ত।

বিদ্যানন্দের মতে মহাপ্রভাব মানে মহাসামর্থ্য। তা প্রদানকারী যা তা মহাপ্রভাবসংযুক্ত।

মহাপাতকনাশনম্—শিবানন্দ শিব ও জীবের ভেদ-পরামর্শকে মহাপাতক বলেছেন। তা নাশকারী।

এই পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন জনসাধারণের যে-সব পাতক মহাপাতক বলে গণ্য কুলমার্গীদের মহাপাতক তা থেকে ভিন্ন। তাঁদের মহাপাতক পাঁচটি। যথা-বীরহত্যা, বৃথা মদ্যপান, বীরপত্নীগমন, বীরদ্রব্যাপহরণ ও উক্ত চতুর্বিধ পাতকের সংশ্রব। এই পঞ্চ পাতকেরও নাশক। এখানে বীর অর্থ বীরাচারী সাধক।

জনসাধারণের পক্ষে স্মৃতিনির্দিষ্ট পঞ্চ মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, গুরুপত্নীগমন আর উক্ত চার মহাপাতকের সংশ্রব। দ্রঃ মনুসংহিতা ১১।৫৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এবমেতস্য চক্রস্য প্রভাবো বর্ণিতো ময়া ।
ন শক্যতে মহাদেবি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬৩ ॥

মহাদেবী, এইপ্রকার অর্থাৎ এইরূপ প্রভাবযুক্ত এই চক্রের প্রভাব শতকোটি কল্প ধরে বর্ণনা করলেও তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। ৬৩

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ত্রিপুরাচক্রমন্যথা ।
তদর্থং দেবি কুর্বীত ত্রিহস্তং মণ্ডলোত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥
অস্য কার্যা তৃতীয়েন কর্ণিকা চক্রলাঞ্ছিতা ।
পদ্মদ্বয়ং দ্বিতীয়েন চতুরস্রং চ শেষতঃ ॥ ৬৫ ॥

অতঃপর অন্যপ্রকারে ত্রিপুরাচক্রবিন্যাস বলছি। দেবী, তার জন্য ত্রিহস্ত উত্তম মণ্ডল করতে হবে। এই মণ্ডলের তৃতীয় ভাগের দ্বারা চক্রলাঞ্ছিতা কর্ণিকা করতে হবে। দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা পদ্মদ্বয় এবং অবশিষ্ট ভাগের দ্বারা চতুরস্র করতে হবে। ৬৪-৬৫

তদর্থং—চক্রবিন্যাসের জন্য।

মণ্ডলোত্তমম্—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন চক্ররাজবিন্যাসের জন্য স্বীকৃত উত্তম ক্ষেত্র।

ত্রিহস্তম্—শিবানন্দের মতে ত্রিহস্তশব্দের দ্বারা সমান ত্রি-অবয়বতা বুঝান হয়েছে। ত্রি-অবয়বতা মানে তিন ভাগ।

চক্রলাঞ্ছিতা—ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন চতুর্দশারান্তচক্রচিহ্নিতা। সহজ কথায় এর অর্থ হল কর্ণিকাবৃত্তের মধ্যে শক্তিত্রিকোণ ও বহ্নিত্রিকোণ থাকবে।

পদ্মদ্বয়ং—অষ্টদলপদ্ম ও ষোড়শদলপদ্ম।

চতুরস্রং—ভাস্কররায় চতুরস্র অর্থ করেছেন ত্রিরেখাত্মক ভূপুর।

ব্রহ্মসূত্রং পুরা দত্ত্বা কর্ণিকাভূমিমধ্যতঃ ।
যাম্যসৌম্যায়তং দদ্যাত্তত্রস্থং সূত্রসপ্তকম্ ॥ ৬৬ ॥
তুর্যসূত্রং ততো লুম্পেন্মধ্যাংশঃ[১] স্যাদ্ দ্বিভাগতঃ ।
তৃতীয়পঞ্চমৌ নাগভূপাংশৌ দ্ব্যংশবর্জিতৌ ॥ ৬৭ ॥
তেন মানেন সপ্তৈব বীথ্যন্তস্ত্রেষু মধ্যমম্ ।

১। লুপ্যাদ্ মধ্যাংশঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রথমে কর্ণিকাভূমিমধ্যে ব্রহ্মসূত্র লিখবে। এবার বৃত্তমধ্যে যাম্যসৌম্যায়ত সপ্তসূত্র লিখবে। ৬৬

তারপর তুর্যসূত্র মুছে ফেলবে। তা করলে মধ্যভাগ হবে ভাগদ্বয়াত্মক। এবার মধ্যভাগ অভিবর্ধিত করতে হবে। তা করতে গেলে অষ্ট ও ষোড়শ অংশে বিভক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগ থেকে এক এক অংশে বাদ দিতে হবে।৬৭

সেই মানের দ্বারা আলোচ্য তন্ত্রোক্ত মধ্যভাগ হয়েছে সপ্তবীথি।

ব্রহ্মসূত্রং—বৃত্তমধ্যে প্রাগাদিপশ্চিমান্ত নিহিত সূত্র।

কর্ণিকাভূমিমধ্যতঃ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ শ্রীচক্রবিন্যাসের জন্য স্বীকৃত ত্রি-অবয়ব ক্ষেত্রের মধ্য থেকে কর্ণিকালাভের উদ্দেশ্যে বিরচিত বৃত্তের মধ্যে।

যাম্যসৌম্যায়তং—যাম্য মানে দক্ষিণ দিক্ আর সৌম্য মানে উত্তর দিক্। কাজেই, অর্থ হল দক্ষিণ-উত্তরায়ত। সহজ কথায়, দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত।

তত্রস্থং সূত্রসপ্তকং—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন সেই বৃত্তমধ্যে সপ্ত তির্যগ্‌রেখা। এই সপ্তরেখা লিখতে হবে।

তুর্যসূত্রং—চতুর্থ সূত্র।

নাগভূপাংশৌ—অষ্টাংশ ও ষোড়শাংশ।

দ্ব্যংশবর্জিতৌ—এটি তৃতীয়পঞ্চমৌ-পদের বিশেষণ। ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন তৃতীয় বীথি অর্থাৎ তৃতীয় ভাগ থেকে তার অষ্টম অংশ বাদ দিতে হবে।

তেন মানেন—শিবানন্দ অর্থ করেছেন পরিত্যক্ত অংশদ্বয়ের দ্বারা। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সার্ধযবচতুষ্টয়রূপ মানের দ্বারা।

তৃতীয়স্য দ্বিতীয়স্য হ্যাদ্যসূত্রস্য চান্তয়োঃ ॥ ৬৮ ॥
প্রসারয়েদধোধঃস্থং ততঃ সূত্রদ্বয়দ্বয়ম্।
ভৌমে সপ্তমকে সূত্রে ব্রহ্মস্থানে চ সঙ্গতম্ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ত সূত্রের অর্থাৎ রেখার মধ্যে যেটি তৃতীয় তার উভয় প্রান্ত থেকে দুটি রেখা নিম্নদিকে টানবে এমনভাবে যাতে তা দ্বারা শক্তিত্রিকোণ হয়। তেমনি দ্বিতীয় সূত্রের উভয় প্রান্ত থেকে দুটি রেখা কর্ণিকাবৃত্ত-মধ্যস্থ সপ্তম সূত্রের মধ্যভাগ পর্যন্ত টানবে। এই প্রকারে প্রথম সূত্রের উত্তর প্রান্ত থেকে দুটি রেখা এমনভাবে টানবে যাতে তা ব্রহ্মসূত্রসংগত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে পরস্পরযুক্ত হয়। ৬৮-৬৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অধোধঃস্থং—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন যাতে শক্তি-ত্রিকোণ উৎপন্ন হয় সেইরকম করে।

ভৌমে—ভাস্কররায় এখানে ভৌমশব্দের অর্থ করেছেন কর্ণিকাবৃত্ত।

ব্রহ্মস্থানে—ভাস্কররায়ের মতে ব্রহ্মস্থান মানে ব্রহ্মসূত্র।

ভাস্কররায় বলেন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় উপরিভাগের এই তিন সূত্র থেকে শক্তিত্রয় অর্থাৎ তিনটি শক্তিত্রিকোণ উৎপন্ন হয়েছে। আর পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম নিম্নভাগের এই তিন সূত্র থেকে বহ্নিত্রয় অর্থাৎ তিন বহ্নিত্রিকোণ উৎপন্ন হয়েছে।

আপঞ্চমাদধঃস্থানাং ত্রয়াণাং চান্ততো নয়েৎ।
ভৌমে প্রাথমিকে সূত্রে বিশ্রান্তং চ তৃতীয়কে ॥ ৭০ ॥
সূত্রদ্বয়ং চান্য [তস্ত] ত্র্যস্রাণ্যেবং ভবন্তি ষট্।
চতুর্দশারং দেবেশি দশারং চাত্র সিধ্যতি ॥ ৭১ ॥

পঞ্চম সূত্র থেকে আরম্ভ ক'রে নিম্নভাগের তিন সূত্রের প্রত্যেকের উভয় প্রান্ত থেকে ছু'টি ছু'টি রেখা উপরের দিকে টানতে হবে। পঞ্চম সূত্রের উভয় প্রান্ত থেকে ছু'টি রেখা এমনভাবে টানতে হবে যাতে তা কর্ণিকাবৃত্তে পরস্পর যুক্ত হয়। তার পর ষষ্ঠ সূত্রের উভয় প্রান্ত থেকে ছু'টি রেখা টেনে তা প্রথম সূত্রের মধ্যভাগে পরস্পর যুক্ত করতে হবে। এবার সপ্তম সূত্রের উভয় প্রান্ত থেকে ছুটি রেখা টেনে তৃতীয় সূত্রের মধ্যভাগে পরস্পর যুক্ত করতে হবে। এইভাবে ষট্ ত্রিকোণ হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন শক্তিত্রিকোণ ও এই তিন বহ্নিত্রিকোণ মিলে ষট্ ত্রিকোণ হবে। দেবেশী, এই প্রকারে শক্তিত্রিকোণ ও বহ্নিত্রিকোণ মিলে চতুর্দশার ও বহির্দশার নামক ছুই চক্র উৎপন্ন করেছে। ৭০-৭১

সূত্রাদ্ দ্বিতীয়কাৎ ষষ্ঠাদ্ ব্রহ্মসূত্রস্য পার্শ্বয়োঃ।
সূত্রদ্বয়দ্বয়ং দেয়মধঊর্ধ্বক্রমাত্মকম্ ॥ ৭২ ॥
তৎকোটিসঙ্গতং পশ্চাৎ সূত্রযুগ্মং প্রসারয়েৎ।
দশারং দেবি সংসিদ্ধমেতচ্চক্রং তৃতীয়কম্ ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যভাগ থেকে নীচের দিকে ব্রহ্মসূত্রের ছুই পাশে স্থিত দ্বিতীয় শক্তিত্রিকোণের যে-ছুই রেখা তদবধি ছুটি রেখা টানতে

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

হবে এবং এই উভয় রেখার অগ্রভাগ আরেকটি রেখা টেনে যুক্ত করতে হবে। তেমনিভাবে ষষ্ঠ সূত্রের মধ্যভাগ থেকে উপরের দিকে ব্রহ্মসূত্রের দুই পাশে দ্বিতীয় বহ্নিত্রিকোণের যে-দুই রেখা তদবধি দুটি রেখা টানতে হবে এবং এই উভয় রেখার অগ্রভাগ আরেকটি রেখা টেনে যুক্ত করতে হবে। দেবী, এরূপ করলে পর এই তৃতীয় চক্ররূপ অন্তর্দশার সম্পন্ন হবে। ৭২—৭৩

তৎকোটিসঙ্গতম্— সূত্রদ্বয়ের অগ্রভাগসঙ্গত।

তৃতীয়কম্—চতুর্দশারকে প্রথম চক্র ধরে গণনা ক'রে তৃতীয় চক্র।

সূত্রাৎ পঞ্চমকান্মধ্যাদন্যৎ সূত্রদ্বয়ং নয়েৎ।
ঊর্ধ্বাধোমুখমধ্যস্থত্র্যস্রমর্মদ্বয়াবধি ॥ ৭৪ ॥
দদ্যাত্তৃতীয়কং সূত্রং তয়োরন্যোন্যসঙ্গতম্।
এবং চতুর্থমষ্টারং মধ্যযোনিশ্চ পঞ্চমী ॥ ৭৫ ॥

পঞ্চম সূত্রের মধ্যভাগ হতে আর দু'টি রেখা ব্রহ্মসূত্রের দুই পাশে ঈশান ও অগ্নি কোণের দিকে ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ ও অধোমুখ ত্রিকোণ এই উভয়ের মধ্যস্থ ত্র্যস্রদ্বয়ের দ্বারা সংঘটিত মর্ম অবধি টানতে হবে। রেখা দু'টি পূর্বোক্ত ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণের পার্শ্বরেখায় যুক্ত হবে। এবার উক্ত রেখাদ্বয়ের অগ্রভাগ তৃতীয় একটি রেখা টেনে যুক্ত করতে হবে। এইভাবে সৃষ্ট হবে চতুর্থ চক্র অষ্টকোণ এবং মধ্যযোন্যাত্মক পঞ্চম চক্র ত্রিকোণ। ৭৪-৭৫

ঊর্ধ্বাধোমুখমধ্যস্থত্র্যস্রে—ঊর্ধ্বমুখ এবং অধোমুখ বলতে ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ ও অধোমুখ ত্রিকোণ বুঝাচ্ছে।

ভাস্কররায়ের মতে ঊর্ধ্বাধোমুখ শব্দের দ্বারা সম্প্রতি লিখিত ষট্‌কোণ বুঝান হয়েছে। এই ষট্‌কোণের মধ্যস্থ ত্র্যস্রদ্বয় বলতে ষট্‌কোণের মধ্যে অবস্থিত প্রথম শক্তিত্রিকোণ ও প্রথম বহ্নিত্রিকোণ নির্দিষ্ট হয়েছে।

মর্ম—ভাস্কররায়ের মতে এখানে মর্মপদের লক্ষ্য সন্ধি। এই সন্ধিই পরে মর্মে পরিণত হবে বলে মর্মকে সন্ধি বলা যুক্তিযুক্ত।

এবং সিধ্যতি দেবেশি সর্বচক্রং মনোহরম্।
তচ্ছক্তিপঞ্চকং সৃষ্ট্যা লয়েনাগ্নিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৬ ॥
পঞ্চশক্তিচতুর্বহ্নিসংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেবেশী এই প্রকারে মনোহর সর্বচক্র নিষ্পন্ন হয়। সৃষ্টিক্রমে শক্তিপঞ্চক এবং লয়ক্রমে বহ্নিচতুষ্টয় নিয়ে সেই চক্র।

পঞ্চশক্তি ও চতুর্বহ্নির সংযোগে এই চক্র সম্ভূত হয়েছে।৭৬-৭৭

সর্বচক্রং—ভাস্কররায়ের মতে সর্বং বলতে বুঝাচ্ছে কর্ণিকান্তর্গত চতুর্দশার থেকে বিন্দু পর্যন্ত। তা নিয়ে যে চক্র সেটি সর্বচক্র।

মনোহরম্—শিবানন্দ বলেন আশ্চর্যরূপত্বহেতু মনোহর।

শক্তিপঞ্চকং সৃষ্ট্যা—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন সৃষ্টি মানে আত্মাভিমুখতা। তাদৃশাগ্র শক্তিপঞ্চক।

লয়েনাগ্নিচতুষ্টয়ম্—টীকায় ভাস্কররায় মূলের লয়শব্দের স্থলে লেপশব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি লয় অর্থ করেছেন লেপ। বলেছেন লেপ মানে পরাঙ্মুখতা। তাদৃশাগ্র বহ্নিচতুষ্টয়।

তত্রৈকমষ্টকং দেবি দ্বে দশারে চতুর্দশ ॥ ৭৭ ॥
চতুর্দশ দশদ্বন্দ্বমষ্টাবেকং মহেশ্বরি।
সৃষ্টিসংহারযোগেন শক্তিস্থানান্যনুক্রমাৎ ॥ ৭৮ ॥
স্থিতানি ত্রিপুরাচক্রে যদ্বোধাদ্ ভৈরবো ভবেৎ।

দেবী, সেখানে সৃষ্টিক্রমে বিন্দুমধ্য, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, অন্তর্দশার, বহির্দশার ও চতুর্দশার অবস্থিত। ওগো মহেশ্বরী, আবার সংহারক্রমে চতুর্দশার, বহির্দশার, অন্তর্দশার, অষ্টকোণ, ও বিন্দুমধ্য ত্রিকোণ অবস্থিত। সৃষ্টি-ও সংহার-যোগে অবস্থিত ত্রিকোণের বোধ যার হয় সে ভৈরব হয়।৭৭-৭৯

সৃষ্টিসংহারযোগেন—সৃষ্টিক্রমে ও সংহারক্রমে।
শক্তিস্থানানি—শক্তিস্থান অর্থ ত্রিকোণ।
ত্রিপুরচক্রে—শ্রীচক্রে।
ভৈরবঃ—শিবানন্দ ভৈরবশব্দের অর্থ করেছেন জগদ্ভরণলক্ষণ চিৎ-নাথ। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পরমশিব।

বহিঃ পদ্মদ্বয়ং কুর্যাদষ্টষোড়শকচ্ছদম্ ॥ ৭৯ ॥
গুণবৃত্তং ততঃ কুর্যাচ্চতুরস্রং চ তদ্বহিঃ।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তমেবং স্যাচ্চক্রমুত্তমম্ ॥ ৮০ ॥

চতুর্দশারের তথা কর্ণিকাবৃত্তের বাইরে অষ্টদল ও ষোড়শদল

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ছুটি পদ্ম রচনা করতে হবে। তার বাইরে বৃত্তত্রয় এবং তার বাইরে চর্তুর্দ্বারযুক্ত চতুরস্র রচনা করতে হবে। এই প্রকারে উত্তম চক্র রচিত হবে।৭৯-৮০

গুণবৃত্তং—গুণ ৩ এই সংখ্যাবাচক। অতএব গুণবৃত্ত অর্থ বৃত্তত্রয়।

সংস্থিতাঽত্র মহাচক্রে মহাত্রিপুরসুন্দরী।
শৃণু দেবি যথা সাঽত্র পূজ্যাতে সাধকোত্তমৈঃ ॥ ৮১ ॥

এইরূপ মহাচক্রে মহাত্রিপুরসুন্দরী সম্যক্ অবস্থিতা। দেবী, উত্তম সাধকেরা এই চক্রে তাঁর যেভাবে পূজা করবে তা শোন। ৮১

মহাচক্রে—শ্রীচক্রে। ভাস্কররায় বলেছেন চক্র হবে সিন্দুর বা কুঙ্কুম দিয়ে লিখিত অথবা স্বর্ণ রৌপ্য পঞ্চলোহ রত্ন স্ফাটিকাদিতে উৎকীর্ণ।

বর্গানুক্রমযোগেন দেবতাষ্টকসংযুতা।
অবর্গঃ প্রথমো দেবি বশিনী তত্র দেবতা[১] ॥ ৮২ ॥

দেবী, অষ্টবর্গানুক্রমযোগে যে-অষ্ট দেবতা বিরাজিতা তাঁদের সহিত যুক্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী। অষ্টবর্গের প্রথম বর্গ অ-বর্গ। তার দেবতা বশিনী। ৮২

বর্গঃ— মাতৃকাবর্ণের অ ক চ ট ত প য শ নামক অষ্ট বর্গ।

দেবতাষ্টকসংযুতা—অষ্ট বর্গের প্রত্যেকটির বশিনী-আদি এক একজন দেবতা। এই অষ্টদেবতার সহিত যুক্তা।

অবর্গঃ – ষোড়শ স্বরবর্ণ মিলে অবর্গ।

বশিনী—অবর্গের অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী বা বাগ্‌দেবতা।

তৎপরস্তু কবর্গোঽয়ং তত্র[২] কামেশ্বরী স্থিতা।
মোদিনী তু চবর্গস্থা টবর্গে বিমলা স্মৃতা[৩] ॥ ৮৩ ॥
অরুণা তু তবর্গস্থা পবর্গে জয়িনী তথা[৪]।
সর্বেশ্বরী যবর্গে তু শবর্গে কৌলিনীতি চ[৫] ॥ ৮৪ ॥

১। সংস্থিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। কবর্গো যস্তত্র ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। তথা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। স্থিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৫। কৌলিনী তথা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এতা বর্গাষ্টকে সম্যগষ্টাবেব হি দেবতাঃ।
অর্চিতাঃ পুরুষস্যাশু প্রকুর্বন্তি বশং জগৎ ॥ ৮৫ ॥

তারপর কবর্গ। তাতে কামেশ্বরী অধিষ্ঠিতা। চবর্গে মোদিনী এবং টবর্গে বিমলা অধিষ্ঠিতা। তবর্গে অধিষ্ঠিতা অরুণা ও পবর্গে জয়িনী। যবর্গে অধিষ্ঠিতা সর্বেশ্বরী এবং শবর্গে কৌলিনী। এই অষ্টবর্গে অষ্টদেবতা সম্যক্ পূজিতা হলে তাঁরা জগৎকে পূজকের বশ ক'রে দেন। ৮৩-৮৫

যবর্গে—যবর্গ বলতে বুঝায় য র ল ব।

শবর্গে—শবর্গ বলতে বুঝায় শ ষ স হ ল, ক্ষ।

উদ্ধরেৎ প্রথমং রেফং তদধঃ কুটিলান্তকম্।
তদপ্যবনিবীজস্থং ষষ্ঠস্বরসমন্বিতম্ ॥ ৮৬ ॥
ঊর্ধ্বমর্ধেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং কারয়েৎ পরমেশ্বরি।
এতত্তু বশিনীবীজং যোগিনীনাং মুখে স্থিতম্ ॥ ৮৭ ॥

প্রথমে উদ্ধার করবে রেফ, তার নীচে কুটিলান্তক, এই উভয় হবে অবনিবীজস্থ। তার সঙ্গে যুক্ত হবে ষষ্ঠস্বর। পরমেশ্বরী, এবার এর উপরে বিন্দুসহ অর্ধচন্দ্র যোগ করবে। এই বশিনীবীজ। এই রকম বীজ যোগিনীদের মুখে অবস্থিত। ৮৬-৮৭

এই শ্লোকদ্বয়ে বশিনীর বীজমন্ত্র এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কামেশ্বরী-আদির বীজমন্ত্র সাংকেতিক ভাষায় বিবৃত হয়েছে।

কুটিলান্তকম্—কুটিল মানে ফ। তার অন্তক মানে তার পরবর্তী বর্ণ অর্থাৎ ব।

অবনিবীজস্থং—অবনিবীজ লং। ভাস্কররায় বলেন সম্প্রদায়ানুরোধে এখানে শুধু ল্ এই ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রাহ্য। তা হলে দাঁড়াল ল্স্থং। এর অর্থ পূর্বোক্ত রেফ ও ব-র সঙ্গে ল্ যোগ করতে হবে।

ষষ্ঠস্বরসমন্বিতম্—ষষ্ঠস্বর বলতে বুঝায় ঊ

পূর্বোক্ত রেফ ব ও ল্-র সঙ্গে ঊ যুক্ত করতে হবে।

যোগিনীনাং মুখে স্থিতম্—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন যোগিনীনাং মানে তদ্‌বাচক বশিনীপদের মুখে স্থিত মানে আরম্ভে প্রযোজ্য। তিনি

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বলেন এটি উপলক্ষণ। যোগিনীনাং এই বহুবচন পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে কামেশ্বরী আদির বীজেরও তদ্‌বাচক পদের আরম্ভে প্রয়োগ করতে হবে।

বিদ্যানন্দের মতে 'যোগিনীনাং মুখে স্থিতম্' বলতে বুঝাচ্ছে যোগিনীদের দ্বারা সর্বদা জপ্ত।

যে-বশিনীবীজ উদ্ধার করা হল তা—ব্‌ল্‌ঁ।

ভাস্কররায়ের মতে অবর্গস্থা বশিনীর পূজামন্ত্র এই—হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ব্‌ল্‌ঁ বশিনীবাগ্‌দেবতা-পাদুকাং পূজয়ামি।

দ্বিতীয়বর্গপ্রথমমিন্দ্রারূঢ়ং মহেশ্বরি।
অধস্তান্নাভসং বীজমাগ্নেয়স্থং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৮৮ ॥
চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দুখণ্ডেন্দুলঙ্কৃতম্।
এতৎকামেশ্বরীবীজং ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকম্ ॥ ৮৯ ॥

মহেশ্বরী, ইন্দ্রারূঢ় দ্বিতীয় বর্গের প্রথম অক্ষর, তার পর আগ্নেয়স্থ নাভস বীজ উদ্ধার করবে। এবার একে চতুর্থ স্বরযুক্ত ক'রে বিন্দুসহ অর্ধেন্দুর দ্বারা অলঙ্কৃত করবে। এটি ত্রৈলোক্যক্ষোভকারক কামেশ্বরী বীজ। ৮৮-৮৯

দ্বিতীয়বর্গপ্রথমং— দ্বিতীয় বর্গ কবর্গ। তার প্রথম মানে প্রথম বর্ণ ক। এখানে ক্।

ইন্দ্রারূঢ়ং—ইন্দ্র ল, এখানে ল্। তাতে আরূঢ় ক্ অর্থাৎ ক্ ল্।

অধস্তাৎ—তারপর।

নাভসং বীজং—হ। এখানে হ্।

আগ্নেয়স্থং—আগ্নেয় মানে রেফ অর্থাৎ এখানে র্ আগ্নেয়স্থং নাভসং বীজং—হ্‌র্।

চতুর্থস্বরসংযুক্তং—চতুর্থস্বর মানে ঈ। তা যুক্ত অর্থাৎ হ্‌র্-এর সঙ্গে ঈ যুক্ত হবে। তা হলে দাঁড়াবে হ্রী।

বিন্দুখণ্ডেন্দুলঙ্কৃতম্—বিন্দু-ও অর্ধচন্দ্র-অলঙ্কৃত। এইভাবে উদ্ধার করা হল কামেশ্বরীবীজ-ক্‌ল্‌হ্রীঁ।

ভাস্কররায়ের মতে কবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা কামেশ্বরীর পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অরুণাপঞ্চমস্যাধো বারুণং বিনিযোজয়েৎ।
তদধোঽপীন্দ্রবীজং তু সর্বোর্ধ্বমিপরং প্রিয়ে॥ ৯০॥
অর্ধেন্দুমস্তকাক্রান্তং বিন্দুনোপরি ভূষিতম্।
এতত্তন্মোদিনীবীজং সর্বসত্ত্ববশংকরম্॥ ৯১॥

অরুণাবর্গের পঞ্চম বর্ণের নিম্নে ব যোগ করবে। তার নিম্নে যোগ করবে ইন্দ্রবীজ। প্রিয়ে, এই সবের পর যোগ করবে ই-কারের পরবর্তী অক্ষর। তার মস্তকে দেবে বিন্দুপরিভূষিত অর্ধচন্দ্র। এই মোদিনীবীজ। এটি সর্বপ্রাণী বশ করে ৯০-৯১

অরুণাপঞ্চমস্য—অরুণা মানে অরুণাবর্গ অর্থাৎ তবর্গ। তার পঞ্চম বর্ণ ন। তার।

বারুণং—ব। এখানে ব্।

ইন্দ্রবীজং—ল। এখানে ল্।

ইপরং—ই-কারের পরবর্তী বর্ণ ঈ।

অর্ধেন্দুমস্তকাক্রান্তং বিন্দুনোপরি ভূষিতম্—অর্ধচন্দ্রের মস্তকস্থিত বিন্দু দ্বারা ভূষিত।

এই ভাবে উদ্ধার করা হল মোদিনীবীজ— ন্ ব্ লীং.

চবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা মোদিনীর ভাস্কররায়ধৃত পূজামন্ত্র —হ্রীং শ্রীং চং ছং জং ঝং ঞং ন্ ব্ লীং মোদিনীবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

বায়ব্যমিন্দ্রবীজস্থং ষষ্ঠস্বরসমন্বিতম্।
অর্ধেন্দুমস্তকাক্রান্তং বিন্দুনাপরিভূষিতম্॥ ৯২॥
এতত্তে কথিতং দেবি বিমলাবীজবিগ্রহম্।
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বোপদ্রবনাশনম্॥ ৯৩॥

ইন্দ্রবীজস্থ বায়ব্যের সঙ্গে ষষ্ঠস্বর যুক্ত ক'রে তার উপরে বিন্দু সহ অর্ধচন্দ্র দিয়ে তা ভূষিত করতে হবে। দেবী, এই বিমলাবীজের রূপ তোমাকে বললাম। এটি সর্বপাপ ক্ষয় করে এবং সর্বোপদ্রব নাশ করে।৯২-৯৩

বায়ব্যম্—য। এখানে য্।

ইন্দ্রবীজস্থং—ইন্দ্রবীজ ল। এখানে ল্। তৎস্থ অর্থাৎ যকারের সঙ্গে লকার যুক্ত, মানে য্ ল্।

ষষ্ঠস্বরসমন্বিতম্—ষষ্ঠস্বর ঊ, তদ্‌যুক্ত। অর্থাৎ য্ লূ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অর্ধেন্দুমস্তকাক্রান্তং বিন্দুনা পরিভূষিতম্—অর্ধচন্দ্রসহ বিন্দুভূষিত অর্থাৎ ষ্‌ল্ঁ।

অতএব, যে-বিমলাবীজ উদ্ধার করা হল তা—ষ্‌ল্ঁ।

টবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা বিমলার ভাস্কররায়কথিত পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং ষ্‌ল্ঁ বিমলাবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

জকারং কালমারূঢ়ং তদধো জ্বলনাক্ষরম্।

চতুর্থস্বরসংযুক্তং[১] বিন্দুনাদসমন্বিতম্॥ ৯৪॥

এতত্তদরুণাবীজমরুণং সর্বমোহনম্।

কালের উপর আরূঢ় জকার, তার নীচে জ্বলনাক্ষর, তার সঙ্গে যুক্ত চতুর্থ স্বর এবং তা বিন্দুনাদসমন্বিত। এই অরুণ অরুণাবীজ সর্বমোহন। ৯৪-৯৫

কালমারূঢ়ং—কাল ম, এখানে ম্। এই পদ জকারের বিশেষণ। তা হলে দাঁড়াল জ্‌ম্।

জ্বলনাক্ষরম্ - র, এখানে র্।

চতুর্থস্বরসংযুক্তং · চতুর্থস্বর ঈ, তা যুক্ত।

বিন্দুনাদসমন্বিতম্—ঁসমন্বিত।

সর্বমোহনম্—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সমস্ত জগৎমুগ্ধ করতে সমর্থ।

তা হলে দাঁড়াল জ্ ম্ র্ ঈঁ অর্থাৎ জ্‌ম্রীঁ। এটি অরুণাবীজ।

ভাস্কররায়ের মতে তবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা অরুণার পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং জ্‌ম্রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

শিববীজং তদাদিস্থমধস্তাচ্চেন্দ্রবারুণৌ॥৯৫॥

বায়ব্যমুপরোস্তিন্নং সংযোজ্য পরমেশ্বরি।

জয়িনীবীজমেবেদং কলাবিন্দুবিভূষিতম্॥ ৯৬॥

শিববীজ তার পূর্ববর্তী বর্ণস্থ হবে। এই উভয়ের নিম্নে থাকবে অর্থাৎ উভয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে লকার। ৯৫

পরমেশ্বরী, তার সঙ্গে যুক্ত হবে যকার ও উকার এবং তদুপরি থাকবে সবিন্দু চন্দ্রকলা। এটি জয়িনীবীজ। ৯৬

শিববীজং—হ, এখানে হ্।

১। সংভিন্নং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তদাদিস্থং—হকারের আদি অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকার। তা হলে হল সকারস্থ হকার অর্থাৎ হকারের সঙ্গে যুক্ত হবে সকার।

ইন্দ্রবারুণৌ—ইন্দ্র ল, এখানে ল্ ; বারুণ ব, এখানে ব্।

উপরোম্ভিন্নং—উকারের পরে উদ্ভিন্ন ঊকার।

কলাবিন্দুবিভূষিতম্—চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত।

তা হলে দাঁড়াল হ্ স্ ল্ ব্ য্ ঊঁ অর্থাৎ হ্ স্ ল্ ব্ য্ঁ। এটি জয়িনীবীজ।

পবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা জয়িনীর ভাস্কররায়নির্দিষ্ট পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং হ্ স্ ল্ ব্ য্ঁ জয়িনীবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

উদ্ধরেন্মোদিনীবর্গচতুর্থং[১] পরমেশ্বরি।
অধঃ কালাগ্নিবায়ব্যান্ ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ ॥৯৭॥
দীর্ঘায়ুবীজসংযুক্তান্ যথানুক্রমযোগতঃ।
উপরীশ্বরবিন্দ্বন্তানেকত্র বিনিযোজয়েৎ[২] ॥ ৯৮ ॥
এতৎ সর্বেশ্বরীবীজং সর্বত্রৈবাপরাজিতম্।

পরমেশ্বরী, মোদিনীবর্গের চতুর্থ বর্ণ উদ্ধার ক'রে তার নিম্নে অর্থাৎ তার সঙ্গে যথাক্রমে মকার রকার যকার যোগ করতে হবে। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে দীর্ঘায়ুবীজ। সুরসুন্দরী, এর মাথায় দিতে হবে সবিন্দু ঈশ্বর। এই সব মিলে হবে একটি বীজ। এটি সর্বত্র অপরাজিত সর্বেশ্বরীবীজ। ৯৭-৯৯

মোদিনীবর্গচতুর্থং—মোদিনীবর্গ চবর্গ। তার চতুর্থ মানে চতুর্থ বর্ণ ঝ, এখানে ঝ্।

কালঃ—ম, এখানে ম্। অগ্নিঃ—র, এখানে র্।

বায়ব্যঃ য, এখানে য্।

দীর্ঘায়ুবীজং—ঊ। ঈশ্বরঃ—নাদ, কলা। শব মিলে দাঁড়াল ঝ্ ম্ র্ য্ঁ। এইটি সর্বেশ্বরীবীজ।

সর্বত্রৈবাপরাজিতম্—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ এই বীজমন্ত্র সর্বপ্রাণীকে সাধকের বশীভূত করে।

১। উদ্ধরেন্মোদিনীবর্গে চতুর্থং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। সুরসুন্দরি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা সর্বেশ্বরীর ভাস্কররায়নির্দিষ্ট পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ ষং রং লং বং ঝ্ ম্ র্ য্ঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

কৌলিনীপঞ্চমং দেবি কালবীজোপরিস্থিতম্ ॥ ৯৯ ॥
সর্বাধস্তাদপি তথা বহ্নিবীজং নিযোজয়েৎ।
চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দ্বিন্দুসমলঙ্কৃতম্[১] ॥ ১০০ ॥
এতদ্ বীজবরং ভদ্রে কৌলিনীরূপমাস্থিতম্। ১০১

দেবী, কৌলিনীবর্গের পঞ্চম বর্ণ হবে মকারস্থ। এদের নিম্নে যোগ করবে রকার। তা ঈকারযুক্ত করে চন্দ্রকলা ও বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত করবে। ভদ্রে, এই বীজশ্রেষ্ঠ কৌলিনীরূপাধিষ্ঠিত অর্থাৎ এটি কৌলিনীবীজ। ৯৯-১০১

কৌলিনীপঞ্চমং—কৌলিনী মানে কৌলিনীবর্গ অর্থাৎ শবর্গ। তার পঞ্চম মানে পঞ্চম বর্ণ ক্ষ্। ল়কার লকারের অন্তর্ভুক্ত বলে অক্ষরগণনার সময় তাকে পৃথক্ ধরা হয় না।

কালবীজং—ম্। বহ্নিবীজং—র্।

নাদেন্দুসমলঙ্কৃতম্—ঁশোভিত।

এইভাবে উদ্ধার করা হল ক্ষ্ ম্ র্ ঈঁ অর্থাৎ ক্ষ্ম্রীঁ এইটি কৌলিনীবীজ।

ভাস্কররায়ের মতে শবর্গস্থা বাগ্‌দেবতা কৌলিনীর পূজামন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং ক্ষং ক্ষ্ম্রীঁ কৌলিনীবাগ্‌দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

এবমেতানি বীজানি ক্রমাদষ্টৌ মহেশ্বরি ॥ ১০১ ॥
কথিতানি ময়েদানীং শৃণু বিদ্যাঙ্গরূপিণীঃ[২]।
করশুদ্ধিকরীং[৩] বিদ্যাং[৪] তথাঽঙ্গন্যাসরূপিণীম্[৫] ॥ ১০২ ॥
আত্মাসনগতাং[৬] চাপি তথা চক্রাসনস্থিতাম্[৭]।

১। নাদেন্দু সমলঙ্কৃতম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। রূপিণীম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। করী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। বিদ্যা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৫। রূপিণী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৬। গতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৭। স্থিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বমন্ত্রাসনগতাং[1] সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতাম্[2] ॥ ১০৩ ॥
দেব্যাবাহনবিদ্যাং চ[3] মূলবিদ্যাং শৃণু প্রিয়ে। ১০৪

মহেশ্বরী, এই প্রকারে যথানুক্রমে অষ্ট বীজ আমি ব্যক্ত করলাম। এবার বিদ্যাঙ্গরূপিণীদের কথা বলছি, শোন। প্রিয়ে, করশুদ্ধিকরী বিদ্যা, অঙ্গন্যাসরূপিণীবিদ্যা, আত্মাসনগতা বিদ্যা, চক্রাসনগতা বিদ্যা, সর্বমন্ত্রাসনগতা বিদ্যা, সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা বিদ্যা, দেবীর আবাহনবিদ্যা এবং মূলবিদ্যার বিষয় শোন। ১০১-১০৪

বীজানি ক্রমাদষ্টৌ—যথানুক্রমে বশিনী-আদি অষ্ট বাগ্‌দেবতার বীজ।

বিদ্যাঙ্গরূপিণীঃ—বিদ্যা মানে পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যা, তার অঙ্গরূপিণী বিদ্যাদের।

করশুদ্ধিকরীং—শিবানন্দ স্পৃষ্ট পদার্থের শুদ্ধির জন্য অঙ্গুলিতলশোধিনী বিদ্যাকে বলেছেন করশুদ্ধিকরী বিদ্যা।

বিদ্যানন্দের মতে যে-বিদ্যা করস্থ পূজোপকরণদ্রব্যের স্পর্শযোগ্যতা লাভ করায় তা করশুদ্ধিকরী বিদ্যা।

অঙ্গন্যাসসংস্থিতাম্—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন অঙ্গন্যাসরূপিণী। মূলবিদ্যার ষড়ঙ্গন্যাসে যে-বিদ্যার বিনিয়োগ হয় তা অঙ্গন্যাসরূপিণী।

আত্মাসনগতাং[4]—বিদ্যানন্দের মতে দেবীরূপ সাধকের আত্মাসনে বিনিযুক্তা যে-বিদ্যা তা আত্মাসনগতা।

চক্রাসনস্থিতাং—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন চক্রাসনে বিনিযুক্তা বিদ্যা।

দেব্যাবাহনবিদ্যাং—দেবীর অর্থাৎ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীর আবাহনবিদ্যা।

সর্বমন্ত্রাসনগতাং—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ সর্ব মন্ত্রের আসনে বিনিযুক্তা বিদ্যা।

সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতাম্—সাধ্যসিদ্ধাসনে বিনিযুক্তা বিদ্যা।

মূলবিদ্যাং—শিবানন্দ মূলবিদ্যা অর্থ করেছেন অঙ্গিবিদ্যা।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সমস্তবিদ্যার আদিভূতা শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীর বাচিকা বিদ্যা।

১। গতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। স্থিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। বিদ্যাঽপি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৪। এখানে উল্লেখ করা যায় শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ১১/১৬৯-১৭৩ শ্লোকে ষড়াসনন্যাসের মন্ত্র বিবৃত হয়েছে। ষড়াসন—অমৃতাসন বা অমৃতার্ণবাসন, পোতাম্বুজাসন, আত্মাসন, চক্রাসন, সর্বমন্ত্রাসন, সাধ্যসিদ্ধাসন।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বাগ্‌ভবং প্রথমং দেবি কামরাজং দ্বিতীয়কম্‌ ॥ ১০৪ ॥
শান্তান্তং কাদিসংযুক্তমৈকারান্তান্তযোজিতম্‌।
এষা বিদ্যা মহেশানি করশুদ্ধিকরী স্মৃতা ॥ ১০৫ ॥

দেবী, প্রথম বীজ বাগ্‌ভব। দ্বিতীয় বীজ কামরাজ। তৃতীয় বীজ[1] ঔকার ও বিসর্গযুক্ত সকার। মহেশানী, এই বিদ্যাকে করশুদ্ধিকরী বলা হয়। ১০৪-১০৫

বাগ্‌ভবং—ভাস্কররায় বলেন 'বাক্‌ ভবতি অস্মাৎ ইতি বাগভবং' অর্থাৎ এ থেকে বাকের উদ্ভব হয় তাই এ বাগ্‌ভব।

শিবানন্দ বলেন অনুত্তর অর্থাৎ অকার থেকেই সর্ব বর্ণের উৎপত্তি। কাজেই, অকারকে বাগ্‌ভব বলা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বীয় মতের সমর্থনে তিনি শ্রৌত প্রমাণাদির উল্লেখ করেছেন।

প্রথমং—বর্ণক্রমের প্রথম অর্থাৎ অ।

কামরাজং—ভাস্কররায়ের ব্যাখ্যা 'কামো রাজতে যত্র তৎকামরাজং' কাম যেখানে বিরাজ করেন তা কামরাজ। কাম শিব। শিব আনন্দ। শিবানন্দ বলেন 'আনন্দঃ শিবস্তদ্‌বীজং কামরাজসংজ্ঞম্‌'—আনন্দ শিব। তাঁর বীজকে বলা হয় কামরাজ।

দ্বিতীয়কং—বর্ণক্রমের দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ আ।
'আ'কেই কামরাজ বলা হয়।

শান্তান্তং—শকারের অন্তে ষ, তার অন্তে স।
কাদিসংযুক্তম্‌—কাদি বিসর্গ, তা যুক্ত।
এ থেকে এই করশুদ্ধিকরী বিদ্যা উদ্ধার করা যায়—অঁ আঁ সৌঃ।

এওমধ্যগতং বীজং বাগ্‌বিধানায় কেবলম্‌।
রুদ্রযামলতন্ত্রে তু নির্দিষ্টং পরমাক্ষরম্‌ ॥১০৬॥

একার এবং ওকারের মধ্যগত কেবল বীজ বাগ্‌বিধানের হেতু। বিশেষ ক'রে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এই বীজ রুদ্রযামলতন্ত্রে পরমাক্ষর বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।১০৬

১। তৃতীয় বীজের উল্লেখ না থাকলেও বিবরণ থেকে তা বুঝা যায়। তৃতীয় বীজ শক্তিবীজ, মতান্তরে মায়াবীজ। প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের মতো তৃতীয় বীজের নামোল্লেখ করা না হলেও তন্ত্রপ্রমাণে তা নির্ধারিত হয়। লক্ষণীয় বক্ষ্যমাণ প্রত্যেক বিদ্যার বাগ্‌ভব কামরাজ ও শক্তি এই তিনটি বীজ বিবৃত হয়েছে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এওমধ্যগতং—একার এবং ওকারের মধ্যগত ঐকার। বাগ্‌বিধানায়—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন "বাচঃ সারস্বতস্য কবিত্বস্য বিধানায় প্রাপ্তয়ে ভবতি" বাকের অর্থাৎ সারস্বত কবিত্বের প্রাপ্তিহেতু হয়। শিবানন্দের মতে এর অর্থ বাকের ব্যক্ত্যর্থে।

কেবলং— ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ বিন্দুহীন হয়েও। ভাবখানা হল বিন্দুহীন হয়েও 'ঐ' যখন সারস্বত কবিত্বের হেতু হয় তখন বিন্দুযুক্ত হলে যে হবেই সে সম্বন্ধে আর বলার কি আছে।

কেবলং পদের অন্য অর্থ হল অন্য বীজের সহকারিত্ব ছাড়াই। ভাস্কররায় বলেন এইজন্যই রুদ্রযামলতন্ত্রে শুধু বাগ্‌বীজের দ্বারা বাগ্‌বীজমাত্রের পুরশ্চরণাদি নির্দিষ্ট হয়েছে[১]।

শিবানন্দ কেবল পদের অর্থ করেছেন ধ্যানযোগাদি-অনপেক্ষ।

তু—শিবানন্দের মতে এর তাৎপর্য বীজটি অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত হবে।

পরমাক্ষরম্—শিবানন্দ বলেন বিশ্বের সহিত অভেদময়ত্বহেতু পারম্য। "ন ক্ষরত্যশ্নুতে বেতি"—যা ক্ষরিত হয় না বা ব্যাপ্ত হয় না তা অক্ষর। পারম্যযুক্ত অক্ষর পরমাক্ষর।

মাদনং শক্রসংযুক্তং চতুর্থস্বরসংযুতম্।
ঊর্ধ্বমর্ধেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং কামরাজং সমুদ্ধৃতম্[২] ॥১০৭॥

লযুক্ত ক, তার সঙ্গে চতুর্থস্বর যোগ ক'রে তার মস্তকে অর্ধেন্দু ও বিন্দু দিলে কামরাজবীজ উদ্ধৃত হবে।১০৭

মাদনং—ককার। শক্রসংযুক্তং—শক্র ল, তা যুক্ত। চতুর্থ স্বর ঈ। তা হলে দাঁড়াল ক্লীঁ। এটি কামরাজ বীজ।

শাস্তান্তং কাদিসংযুক্তমৈকারান্তান্তযোজিতম্।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা যোগিনীনাং মহোদয়া ॥১০৮॥
কুলবিদ্যা মহেশানি সর্বকার্যার্থসাধিনী[৩]।
অনয়া বিদ্যয়া গৌরি রক্ষামাত্মনি কারয়েৎ ॥১০৯॥

সকারের সঙ্গে ঔকার যোগ ক'রে তার সঙ্গে বিসর্গ যোগ করতে হবে। এইভাবে উদ্ধৃত ত্রিবীজাত্মক বিদ্যা মহাবিদ্যা, যোগিনীদের মহোদয়া।১০৮

১। অতএব বাগ্‌বীজমাত্রস্যৈব পুরশ্চর্যাদিকং রুদ্রযামলাখ্যে তন্ত্রে স্বৈনৈব নির্দিষ্টম্।

২। আদ্যন্তেহতঃপরং পুনঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ; কামরাজং ভবেৎ প্রিয়ে ইতি চ পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। সাধিকা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহেশানী, এই কুলবিদ্যা সর্বকার্যার্থসাধিকা। গৌরী, এই বিদ্যা দ্বারা আত্মরক্ষা করাতে হবে।১০৯

শান্তান্তং—শকারের পরবর্তী, তার পরবর্তী, মানে স।

কাদিসংযুক্তম্—কাদি অর্থাৎ ক-এর আদি মানে পূর্ববর্তী, তা হল ঃ। কাজেই কাদিসংযুক্ত মানে বিসর্গযুক্ত।

ঐকারান্তান্তযোজিতম্—ঐকারের পর ওকার, তার পর ঔকার। ঔকার-যোজিত।

তা হলে দাঁড়াল সৌঃ। এটি শক্তিবীজ।

এষা বিদ্যা—এইভাবে উদ্ধৃতা বিদ্যা।

সম্পূর্ণ বিদ্যাটি হল—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। এ ত্রিপুরাবালাবিদ্যা। এটি অঙ্গ-ন্যাসবিদ্যা।

মহাবিদ্যা—শিবানন্দের মতে পূর্ণাহন্তাপ্রদত্বের জন্য মহা আর স্বরূপ-প্রকাশত্বের জন্য বিদ্যা। বিদ্যানন্দ মহাপদের অর্থ করেছেন মহত্ত্বসম্পাদিনী আর বিদ্যাপদের জ্ঞানপ্রদা।

যোগিনীনাং শিবানন্দ যোগিনী শব্দের অর্থ করেছেন নিত্যসমাবেশযুক্তা।

মহোদয়া—শিবানন্দের মতে এর অর্থ ভোগমোক্ষলক্ষ্মী-আত্মকতৃপ্তিপ্রদা। বিদ্যানন্দ উদয় শব্দের অর্থ করেছেন সম্পৎকরী। কাজেই, মহোদয়া মানে মহাসম্পৎকরী।

কুলবিদ্যা—এই পদের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা কুলাঙ্গনার মতো অতি কৌতুকে স্বীকর্তব্যা অর্থাৎ গ্রহণীয়া যে-বিদ্যা তা কুলবিদ্যা।

বিদ্যানন্দের মতে কুলবিদ্যাপদের অর্থ এই বিদ্যা যোগিনীদের কুলধনের মূলভাণ্ডার। এর তাৎপর্য হল এটি সুগোপ্যা।

সর্বকার্যার্থসাধিকা—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সাধিকা অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়-প্রদায়িনী।

গৌরি—শিবানন্দ বলেন দেবী প্রকাশাত্মতার জন্য স্বচ্ছভাবা বলে তাঁকে গৌরি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

রক্ষামাত্মনি কারয়েৎ—ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন আত্মশব্দের দ্বারা এখানে দেহ নির্দিষ্ট হয়েছে। রক্ষার্থে দেহে ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে।

এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ শিবমায়াগ্নিবিন্দুমৎ।
বীজমাদিপদে যুক্তং[১] তদা[২]ঽঽত্মাসনরূপিণী ॥১১০॥

১। যুক্তা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। কার্যা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এর অর্থাৎ এই কুলবিদ্যার মানে আত্মরক্ষাবিদ্যার আদিপদে অর্থাৎ আদিপদের স্থলে যদি হকারের সঙ্গে র-কার যোগ ক'রে তার সঙ্গে ঈ-কার ও বিন্দু যোগ ক'রে যে বীজ পাওয়া যাবে তা যোগ করা হয় তা হ'লে তা হবে আত্মাসনরূপা বিদ্যা ।১১০

শিবঃ —হকার। মায়া—ঈকার। অগ্নিঃ—রকার। বিন্দুঃ—অনুস্বার। এইভাবে যে-বীজ উদ্ধার করা যায় তা হল হ্রীং বা হ্রীঁ।

আদিপদে --আদিপদের স্থলে। কুলবিদ্যার আদিপদ ঐঁ, তার স্থলে।

আত্মাসনরূপিণী—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ "তস্যা দেব্যা আত্মাসনরূপা" সেই দেবীর আত্মাসনরূপা।

এই পদের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন "আত্মনঃ স্বস্য সাধকস্য" আত্মনঃ মানে নিজের অর্থাৎ সাধকের আসনরূপিণী।

এই আত্মাসনরূপিণী বিদ্যা—হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ।

পুনর্বিদ্যাদ্য[১]মস্যোর্ধ্বমন্তরং তু শিবান্বিতম্।
ত্রৈলোক্যমোহিনীয়ং সা বিদ্যা চক্রাসনস্থিতা ॥১১১॥

আত্মাসনবিদ্যার যা আদ্য অর্থাৎ আত্মরক্ষাবিদ্যা তা-ই এই আত্মসনবিদ্যার উত্তরত্র অর্থাৎ পরবর্তী বিদ্যারূপে উদ্ধার করতে হবে। এক্ষেত্রে বৈলক্ষণ্য হল আত্মরক্ষাবিদ্যার প্রত্যেক বীজের সঙ্গে হকার যোগ। এইভাবে প্রাপ্ত বিদ্যার নাম ত্রৈলোক্যমোহিনী। এই চক্রাসনস্থিতা বিদ্যা ।১১১

পুনর্বিদ্যাদ্যম্—ভাস্কররায়ের মতে এখানে বিদ্যা মানে আত্মাসনবিদ্যা। তার আদ্যম্ মানে পূর্বপঠিত যে বিদ্যা অর্থাৎ আত্মরক্ষাবিদ্যা বা ত্রিপুরাবালা-বিদ্যা। এটি ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

অস্যোর্ধ্বম্ —ভাস্কররায় অস্য অর্থ করেছেন আত্মাসনবিদ্যার আর ঊর্ধ্বম্ অর্থ উত্তরত্র।

অন্তরং—বৈলক্ষণ্য।

শিবান্বিতম্ —হকারযুক্ত।

এইভাবে উদ্ধার করা যায় যে-বিদ্যা তা হল—হৈঁ হ্‌ক্লীঁ হ্‌সৌঃ।

ত্রৈলোক্যমোহিনী—ত্রৈলোক্যমোহকারিণী। বিদ্যানন্দ বলেন এই কারণে এই বিদ্যার নামও ত্রৈলোক্যমোহিনী।

১। দি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চক্রাসনস্থিতা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ চক্রাসনরূপে অবস্থিতা।

বিদ্যানন্দের মতে এখানে অর্থ হবে চক্রাসনে এই বিদ্যার বিনিয়োগ।

পুনরাদ্যাং মহাবিদ্যাং শিবচন্দ্রসমন্বিতাম্।
কৃত্বা কামপ্রদা বিদ্যা সর্বমন্ত্রাসনস্থিতা ॥১১২॥

পুনরায় মহাবিদ্যা আদ্যাকে অর্থাৎ আত্মরক্ষাবিদ্যাকে হকার ও সকার-যুক্ত করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত বিদ্যা কামপ্রদা সর্বমন্ত্রাসনস্থিতা। ১১২

আদ্যাং—আদ্য বলতে এখানে কুলবিদ্যা বা আত্মরক্ষাবিদ্যা।

মহাবিদ্যাং—শিবানন্দের মতে সর্ববিদ্যার কন্দভূমি বলে মহাবিদ্যা বলা হয়েছে।

শিবচন্দ্রসমন্বিতাম্—শিবঃ—হকার। চন্দ্রঃ—সকার। এই উভয়সমন্বিতা অর্থাৎ কুলবিদ্যার প্রত্যেক বীজের সঙ্গে হ্ স্ যোগ করতে হবে।

এইভাবে প্রাপ্ত বিদ্যা—হ্সৈং হ্ স্ ক্লীং হ্ সৌঃ। টীকাকারদের মতে তৃতীয় বীজে সম্প্রদায়ানুসারে শুধু হ্ যুক্ত হবে, স্ যুক্ত হবে না।

কামপ্রদা—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন ঐশ্বর্যপ্রদা।

সর্বমন্ত্রাসনস্থিতা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ সর্বমন্ত্রের আসনরূপে অবস্থিতা।

বিদ্যানন্দের মতে এই পদের তাৎপর্য সর্বমন্ত্রের আসনে উক্ত বিদ্যার বিনিয়োগ।

দেব্যাত্মাসনবিদ্যায়াঃ পূর্বোক্তায়া যথাক্রমম্।
অন্তদেশে তোয়বিন্দুশক্রশক্তীরনুক্রমাৎ ॥১১৩॥
সংযোজ্য পরমেশানি সাকমর্ধেন্দুনা ততঃ[১]।
কেবলাক্ষরভেদেন সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা ॥১১৪॥

পূর্বোক্ত দেব্যাত্মাসনবিদ্যার যথাক্রম অন্তদেশে ব-কার ল-কার ও এ-কার এর সঙ্গে, ওগো পরমেশানী, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দু যোগ করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত বিদ্যা কেবলমাত্র অন্তদেশস্থ বীজাক্ষরের দ্বারা পূর্বোক্তা আত্মাসনবিদ্যা থেকে ভিন্ন। এই বিদ্যা সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা। ১১৩-১১৪

১। সাকমর্ধেন্দুনাদতঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেব্যাত্মাসনবিদ্যায়াঃ—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ দেবীরূপতাপ্রাপ্ত সাধকের আসনরূপে অবস্থিতার।

ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন দেবীসম্বন্ধী আত্মাসনবিদ্যার।

যথাক্রমম্—প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের ক্রম অব্যাহত রেখে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বীজ যেমন আছে তেমনি রেখে।

অন্তদেশে—তৃতীয় বীজের স্থলে।

তোয়ঃ—বকার। বিন্দুঃ—অনুস্বার। শক্রঃ—লকার। শক্তিঃ—একার।

সাকমর্ধেন্দুনা—অর্ধেন্দুর সহিত।

অনুক্রমাৎ—গুরুর উপদেশানুসারে যথাক্রম।

কেবলাক্ষরভেদেন—ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন কেবলমাত্র অন্তদেশস্থ বীজের অর্থাৎ তৃতীয় বীজের ব্যত্যাস অর্থাৎ ব্যতিক্রম সহ পূর্বোক্তা আত্মাসন-বিদ্যাই সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা বিদ্যা।

সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা—ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন সেই সেই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সাধ্য ও সিদ্ধ দেবতাদের আসনরূপে অবস্থিতা।

শ্লোকদ্বয়বিবৃত মন্ত্রটি উদ্ধার করলে দাঁড়াবে—হ্রীঁ ক্লীঁ রেঁ।

হংসবীজসমারূঢ়ামাদ্যামগ্ন্যাসনস্থিতাম্।
সর্বার্থসাধিকা বিদ্যা দেব্যাবাহনকর্মণি ॥১১৫॥

হকার-ও সকার-আরূঢ় আত্মরক্ষাবিদ্যাকে রকারযুক্ত করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত বিদ্যা সর্বার্থসাধিকা। দেবীর আবাহনকর্মে এর বিনিযোগ। ১১৫

হংসবীজসমারূঢ়াম্—শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ উভয়েই হংসবীজ অর্থ করেছেন হকার সকার। তাতে আরূঢ়াকে।

এর তাৎপর্য হল প্রত্যেক বীজের আদিতে হ্ স্ যুক্ত হবে।

আদ্যাং—আদ্যা অর্থ এখানে আত্মরক্ষাবিদ্যা অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

অগ্ন্যাসনস্থিতাং—অগ্নিঃ রকার। রকারাসনস্থিতা। এর অর্থ হল রকারযুক্তা করতে হবে।

এ সম্বন্ধে ভাস্কররায় বলেছেন, হকার সকারের পর এবং রকারের পূর্বে পূর্বসিদ্ধ ব্যঞ্জন থাকবে। প্রথম বীজ ঐঁ। এতে ব্যঞ্জন নেই। অতএব, এর সঙ্গে হ্ স্ র্ যোগ করলে দাঁড়াবে হ্স্রৈঁ। দ্বিতীয় বীজ ক্লীঁ। এর সঙ্গে হ্ স্ র্ যোগ করলে হয়ে যাবে হ্ স্ ক্ ল্ রীঁ। তৃতীয় বীজ সৌঃ। এর সঙ্গে হ্ স্ র্ যোগ করলে হয়ে যাবে হ্ স্ স্রৌঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তা হলে বিদ্যাটি দাঁড়াল—হ্স্রৈং হ্ স্ ক্ ল্ হ্রীং হ্ স্ স্রৌঃ।
সর্বার্থসাধিকা—পুরুষার্থচতুষ্টয়সাধনকারিণী।

এবমেতা মহাবিদ্যা দেবি সর্বার্থসিদ্ধিদাঃ।
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মূলবিদ্যাং শৃণু প্রিয়ে ॥১১৬॥

দেবী, এই সব মহাবিদ্যা সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদা। প্রিয়ে, এসব যাঁর অঙ্গভূতা মহাত্রিপুরসুন্দরীর সেই মূলবিদ্যা বলছি, শোন।১১৬

এবমেতাঃ—এই সব অর্থাৎ করশুদ্ধিবিদ্যা (শ্লোক ১০৪) থেকে আরম্ভ ক'রে দেবীর আবাহনকর্মে বিনিয়োগের বিদ্যা পর্যন্ত (শ্লোক ১১৫) পূর্ববিবৃতা সপ্ত বিদ্যা। যথা—করশুদ্ধিবিদ্যা, আত্মরক্ষাবিদ্যা, দেব্যাত্মাসনবিদ্যা, চক্রাসনস্থা-বিদ্যা, ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা, সাধ্যসিদ্ধাসনস্থাবিদ্যা ও দেব্যাবাহনবিদ্যা।

মাদনং তদধঃ শক্তিস্তদধো বিন্দুমালিনী।
ঐন্দ্রমাকাশবীজস্থমধস্তাজ্জ্বলনাক্ষরম ॥১১৭॥
মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং[১] সর্বোপরিনিযোজিতম্[২]।
অয়ং স বাগ্ভবো দেবি বাগীশত্বপ্রবর্তকঃ ॥১১৮॥

মাদন, তারপরে শক্তি, তারপরে বিন্দুমালিনী, তারপরে ঐন্দ্র, তার পরে ঈ আর রকারযুক্ত হকার এবং এই শেষোক্তের সঙ্গে মায়া বিন্দু ও ঈশ্বর যুক্ত হবে। দেবী, এইভাবে উদ্ধার করা হবে বাগীশ্বরত্বপ্রবর্তক বাগ্ভববীজ বা বাগ্ভবকূট।১১৭-১১৮

মহাত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যা উদ্ধার করা হয় হাদিমতে ও কাদিমতে। হাদিমতে যথা—

মাদনং—হ। শক্তিঃ—স। বিন্দুমালিনী—ক। ঐন্দ্রং—ল। আকাশ-বীজং—হ। জ্বলনাক্ষরং—র। মায়া—ঈ। বিন্দ্বীশ্বরঃ—ং।

এইভাবে উদ্ধার করা হবে বাগ্ভবকূট—হ স ক ল হ্রীং।
কাদিমতে—

মাদনং—ক। শক্তিঃ—এ। বিন্দুমালিনী—ঈ। ঐন্দ্রং—ল। আকাশ-বীজং—হ। জ্বলনাক্ষরং—র। মায়া—ঈ। বিন্দ্বীশ্বরঃ—ং।

এইভাবে উদ্ধার করা হবে বাগ্ভবকূট—ক এ ঈ ল হ্রীঃ।

১। যুতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। নিযোজিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিববীজং ত্রিধা কৃত্বা[১] সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাৎ[২]।
দ্বয়মাদ্যেন রহিতমাদ্যাধো মদনাক্ষরম্ ॥১১৯॥
পুনঃ স্থিতিশিবাধস্তাদিন্দ্রবীজং নিযোজয়েৎ।
তথা লয়শিবাধোঽপি জ্বলনার্ণং মহেশ্বরি ॥১২০॥
চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দুখণ্ডেন্দুসংযুতম্[৩]।
এবমেতন্মহাবীজং কামরাজং মহোদয়ম্ ॥১২১॥

মহাদেবী, সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমে হকারকে তিন স্থানে স্থাপন করতে হবে। প্রথমে সৃষ্টি-আত্মক হকার। স্থিতি-আত্মক হকার ও লয়াত্মক হকার আদ্যরহিত হবে। সৃষ্ট্যাত্মক হকারের পর আদ্য। আদ্যের পর ককার। তারপর আবার স্থিত্যাত্মক হকারের পর লকার নিয়োগ করতে হবে আর লয়াত্মক হকারের সঙ্গে র যোগ ক'রে উক্ত অক্ষরের সঙ্গে ঈ এবং খণ্ডচন্দ্র ও বিন্দু যোগ করতে হবে। এইভাবে উদ্ধার করা হবে কামরাজবীজ বা কামরাজকূট। এটি সর্বপুরুষার্থ-সাধক ।১১৯-১২১

শিববীজং—হকার। দ্বয়মাদ্যেন রহিতম্—দ্বয়ং মানে স্থিত্যাত্মক হকার ও লয়াত্মক হকার। আদ্যং—সকার। তা হলে দাঁড়াল উক্ত দুই হকারের সঙ্গে সকার থাকবে না।

মদনাক্ষরম্—ককার। ইন্দ্রবীজং—লকার। জ্বলনার্ণম্—রকার। চতুর্থ-স্বরঃ—ঈ। বিন্দুখণ্ডেন্দুঃ—ঁ।

এইভাবে উদ্ধার করা হবে কামরাজবীজ বা কামরাজকূট · হ স ক হ ল হ্রীঁ।

এই কূট উদ্ধারের ক্ষেত্রে হাদি ও কাদি মতে ভেদ নেই।
মহোদয়ম্—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সকলপুরুষার্থসাধন।

মায়াবীজং মহেশানি মাদনং শক্রসংযুতম্।
চন্দ্রবীজং কেবলং তু বিনিযোজ্য বরাননে ॥ ১২২ ॥
ত্যক্ত্বা সৃষ্টিক্রমং দেবি প্রাগুদ্ধারক্রমেণ তু।
সংহারক্রমযোগেন শক্তিবীজং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১২৩ ॥

১। যুক্ত্বা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ক্রমৈঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। বিন্দুখণ্ডেন্দুলঙ্কৃতম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহেশানী মায়াবীজ, শক্রসংযুক্ত মাদন, তারপরে ওগো বরাননা, কেবল চন্দ্রবীজ যুক্ত করতে হবে। পূর্ববীজ অর্থাৎ কামরাজবীজ উদ্ধারের ক্রম যে সৃষ্টিক্রম তা এক্ষেত্রে ত্যাগ ক'রে সংহারক্রমে শক্তিবীজ উদ্ধার করতে হবে। তার অর্থ শ্লোকে মায়াবীজাদি যে-ক্রমে বিবৃত হয়েছে তা উল্টে দিলেই শক্তিবীজ উদ্ধার হবে। ১২২-১২৩

মায়াবীজং—হ্রীঁ। মাদনং—ক। শক্রসংযুতম্—শক্র ল, লকারসংযুত। এই পদের ব্যাখ্যায় টীকাকাররা বলেছেন মায়াবীজ ও মাদনের মধ্যে ল থাকবে।

চন্দ্রবীজং—স।

সৃষ্টিক্রমঃ—অনুলোমক্রম। সংহারক্রমঃ—প্রতিলোমক্রম।

এইভাবে উদ্ধার করা হবে শক্তিবীজ বা শক্তিকূট—স ক ল হ্রীঁ।

এবমেষা মহাবিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
সংস্মৃতৈব মহেশানি[১] ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥ ১২৪ ॥
এতয়ৈতস্য চক্রস্য সাধকোঽর্চনমারভেৎ।

এই মহাত্রিপুরসুন্দরীবাচিকা মহাবিদ্যা[২] এই প্রকার। এর জপ করামাত্র ত্রৈলোক্য সাধকের বশীভূত হয়।

এই মহাবিদ্যা দ্বারা সাধক শ্রীচক্রের অর্চনা আরম্ভ করবে। ১২৪-১২৫

মহাবিদ্যা—ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন সকল বিদ্যার মধ্যে উত্তমা বলে মহাবিদ্যা।

সংস্মৃতৈব—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন 'জপিতৈব' অর্থাৎ এর জপ করলে পরেই।

এতস্য চক্রস্য—এই চক্রের অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত শ্রীচক্রের। শ্রীচক্র মহাত্রিপুরসুন্দরীরই বপু। কাজেই, শ্রীচক্রের অর্চনা মানে মহাত্রিপুরসুন্দরীর অর্চনা।

কুঙ্কুমারুণদেহস্তু রক্তবস্ত্রাদিসংযুতঃ[৩] ॥ ১২৫ ॥
তাম্বূলপূরিতমুখো ধূপামোদসুগন্ধিতঃ[৪]।

১। মাহাদেবি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যাটিই এই—
(i) হাদিমতে—হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।
(ii) কাদিমতে—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।
৩। বস্ত্রারুণবিভূষিতঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। নঃ নং চেদিতবাদম ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কর্পূরক্ষোদদিগ্ধাঙ্গো রত্নাভরণ[1] মণ্ডিতঃ ॥ ১২৬ ॥
রক্তপুষ্পাবৃতো যোগী রক্তগন্ধানুলেপনঃ।
রক্তাসনো[2]পবিষ্টস্তু লাক্ষারুণগৃহস্থিতঃ[3] ॥ ১২৭ ॥
সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যস্ত্রিপুরাকৃতবিগ্রহঃ।
মনঃসঙ্কল্পরক্তো বা সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ১২৮ ॥

পূজারম্ভের সময় সাধক কেমন হবেন তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে—

সাধক হবে কুঙ্কুমারুণদেহ, রক্তবস্ত্রাদিযুক্ত। তাম্বূলপূর্ণ হবে তার মুখ। সে হবে ধূপের সৌরভে সুগন্ধিত, কর্পূরচূর্ণলিপ্তাঙ্গ, রক্তাভরণমণ্ডিত, রক্তপুষ্পাবৃত, যোগী, রক্তবর্ণের চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত, রক্তবর্ণের আসনে উপবিষ্ট, অলক্তের মতো রক্তবর্ণ গৃহে অবস্থিত, শৃঙ্গারবেষসম্পন্ন, ন্যাসাদি দ্বারা দেবীদেহভূত, উক্তপ্রকার রক্তদ্রব্যের অভাবে মনের সঙ্কল্পের দ্বারা উক্তপ্রকার রক্তবর্ণসমাবিষ্ট এবং একাগ্রচিত্ত। ১২৫-১২৮

কর্পূরক্ষোদদিগ্ধাঙ্গঃ—কর্পূরক্ষোদ মানে কপূরচূর্ণ, তা দ্বারা অনুলিপ্ত অঙ্গ যার।

যোগী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন নিত্যসমাবেশযুক্ত।

রক্তপুষ্পাবৃতঃ—এই পদের একটি গূঢ় অর্থ আছে। বিদ্যানন্দের মতে প্রথম স্ত্রীরজোযুক্ত কুণ্ডগোলোম্মিশ্রিত গোরচনাভাবিত কুঙ্কুমাদি পঙ্কমিশ্রিত দ্রব্যের দ্বারা সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করতে হবে এই হল পদটির অন্তর্নিহিত ভাব। এ সব গূঢ় বিষয় গুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন তিলক অঞ্জন মৃগমদ ইত্যাদি দ্বারা উজ্জ্বল অবয়ব।

বিদ্যানন্দের মতে ভাবরসস্থিতিপ্রেক্ষণাদিলক্ষণ যুক্ত যা তা শৃঙ্গার, বেষ মানে স্ত্রীরূপধারিত্ব। কাজেই পদটির অর্থ দাঁড়াল শৃঙ্গারসূচক প্রেক্ষণাদি লক্ষণযুক্ত স্ত্রীরূপসম্পন্ন।

ত্রিপুরাকৃতবিগ্রহঃ—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন ন্যাসাদি দ্বারা কৃতদেবীদেহ অর্থাৎ দেবীবপু হওয়া এই হল আসল কথা।

১। রক্তাভরণ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। স্বরো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। গৃহস্থিতিঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মনঃসঙ্কল্পরক্ত ঃ—বিবৃত রক্তবর্ণ দ্রব্যের অভাব হলে মনের সঙ্কল্পের দ্বারা উক্তপ্রকার দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করেন, এমন। মোট কথা, বাহ্য দ্রব্যের অভাব হ'লে মানস দ্রব্যের দ্বারা কাজ হবে।

স্থিরমানসঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অচঞ্চলমনা। বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ একাগ্রচিত্ত।

ভূপ্রদেশে সমে শুদ্ধে গোময়েনোপলেপিতে।
পুষ্পপ্রকরসঙ্কীর্ণে ধূপামোদসুগন্ধিতে ॥ ১২৯ ॥
সিন্দূররজসা দেবি কুঙ্কুমেনাথবা পুনঃ।
আলিখেৎ প্রথমং চক্রং সমরেখং মনোহরম্ ॥ ১৩০ ॥
সমত্রিকোণশক্ত্যগ্রং সমাস্রং চাতিসুন্দরম্[১]।

দেবী, গোময়লিপ্ত, শুদ্ধ, পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত, ধূপের গন্ধে সুগন্ধিত সমভূমিস্থলে সিন্দূরচূর্ণ অথবা কুঙ্কুমের দ্বারা প্রথমে সমরেখ, সমত্রিকোণ-শক্ত্যগ্র, সমাস্র, মনোহর, অতি সুন্দর চক্র অঙ্কন করতে হবে। ১২৯-১৩১

ভূপ্রদেশে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ভূস্থলে। তাঁর মতে এখানে প্রদেশ-শব্দ স্থলবাচী।

সমে—শিবানন্দ সম অর্থ করেছেন নিম্নোন্নতবর্জিত।

শুদ্ধে—শিবানন্দ শুদ্ধ অর্থ করেছেন যজনার্হ।

ভাস্কররায়ের মতে শুদ্ধ বলতে বুঝাচ্ছে অঙ্গার তুষ কেশ অস্থিকীটাদি-বর্জিত।

পুষ্পপ্রকরসঙ্কীর্ণে—ভাস্কররায়ের মতে পুষ্পপ্রকর মানে পুষ্পাঞ্জলি আর সঙ্কীর্ণ মানে যুক্ত; অতএব, পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত। সহজ কথায়, এর তাৎপর্য হল উক্ত ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

সিন্দূররজসা দেবি কুঙ্কুমেনাথবা পুনঃ—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন উত্তরতন্ত্রে এক্ষেত্রে গোরচনাদি মেশানর কথা আছে। তা না পাওয়া গেলে সিন্দূর ও কুঙ্কুমের নিরপেক্ষকরণ বিহিত অর্থাৎ সিন্দূরচূর্ণ অথবা কুঙ্কুমের দ্বারা করতে হবে।

প্রথমং—শিবানন্দ প্রথমং অর্থ করেছেন ন্যাসের পূর্বে। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পাত্রস্থাপনের পূর্বে। তবে তিনি বিকল্প হিসাবে শিবানন্দকৃত অর্থেরও উল্লেখ করেছেন।

১। সমাশ্রমতিসুন্দরম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সমরেখং—শিবানন্দের মতে এর অর্থ চক্ররচনাকারীর অভিলাষানুসারে রেখাগুলি বড় বা ছোট হতে পারে কিন্তু সমান আকারের হবে।

সমত্রিকোণশক্ত্যগ্রং—ভাস্কররায়ের মতে ত্রিকোণ বলতে এখানে চার বহ্নি-ত্রিকোণ এবং শক্তি বলতে পাঁচ শক্তিত্রিকোণ বুঝাচ্ছে। তাদের অগ্র সমরেখায় থাকবে যাতে, এমন।

অতিসুন্দরম্—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সন্ধি মর্ম ইত্যাদি যথোক্ত লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত।

হেমাদ্রিপাত্রে সাধারে স্থাপয়েদর্ঘ্যমম্বুনা ॥ ১৩১ ॥
রোচনাচন্দ্রকাশ্মীরলঘুকস্তূরিকাযুতম্।
ভাবয়েদ্ বহ্নিসূর্যেন্দুভূতানি পরমেশ্বরি ॥ ১৩২ ॥
জপেচ্চ দশবারং তত্তর্পয়েত্তেন যোগিনীঃ।

আধারের উপরে স্থাপিত পাত্রে জল দিয়ে অর্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। আর সেই অর্ঘ্যকে করতে হবে গোরচনা কর্পূর কেসর অগুরু ও কস্তুরীযুক্ত। ওগো পরমেশ্বরী, বহ্নি সূর্য ও ইন্দু থেকে উদ্ভূতদের আধারাদিতে ভাবতে হবে, তার পর জল স্পর্শ ক'রে মূলবিদ্যা দশবার জপ করতে হবে। আর সেই সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা উক্ত পাত্রেই যোগিনীদের তর্পণ করতে হবে। ১৩১-১৩৩

হেমাদিপাত্রে—ভাস্কররায় কুলার্ণবতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন হেমাদিপাত্র বলতে রৌপ্য শিলা ইত্যাদি নির্মিত পাত্রও নির্দিষ্ট হয়েছে।

সাধারে—সুবর্ণাদিনির্মিত আধারের উপর পাত্রস্থাপন করা বিহিত।

অম্বুনা—ভাস্কররায়ের মতে এর তাৎপর্য হল মদ্য দিয়ে নয়।

চন্দ্রঃ—কর্পূর। কাশ্মীরঃ—কেসর। লঘুঃ—অগুরু। রোচনাচন্দ্রকাশ্মীর-লঘুকস্তূরিকাযুতম্—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ হল উক্ত পাঁচটি গন্ধদ্রব্য ঘষে অর্ঘ্যজলে মেশাতে হবে।

বহ্নিসূর্যেন্দুভূতানি—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন বহ্নি থেকে জাত ধূম্রার্চি-আদি দশ বহ্নিকলার ভাবনা করতে হবে আধারে। সূর্য থেকে জাত তপিনী-আদি দ্বাদশ সৌরকলার ভাবনা করতে হবে পাত্রে। আর ইন্দু থেকে জাত অমৃতা-আদি ষোড়শ চন্দ্রকলার ভাবনা করতে হবে জলে।

তৎ—মূলবিদ্যা। তেন—তাদ্বারা অর্থাৎ সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মনঃসঙ্কল্পরক্ত ঃ—বিবৃত রক্তবর্ণ দ্রব্যের অভাব হলে মনের সঙ্কল্পের দ্বারা উক্তপ্রকার দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করেন, এমন। মোট কথা, বাহ্য দ্রব্যের অভাব হ'লে মানস দ্রব্যের দ্বারা কাজ হবে।

স্থিরমানসঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অচঞ্চলমনা। বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ একাগ্রচিত্ত।

ভূপ্রদেশে সমে শুদ্ধে গোময়েনোপলেপিতে।
পুষ্পপ্রকরসঙ্কীর্ণে ধূপামোদসুগন্ধিতে ॥ ১২৯ ॥
সিন্দূররজসা দেবি কুঙ্কুমেনাথবা পুনঃ।
আলিখেৎ প্রথমং চক্রং সমরেখং মনোহরম্ ॥ ১৩০ ॥
সমত্রিকোণশক্ত্যগ্রং সমাস্রং চাতিসুন্দরম্[১]।

দেবী, গোময়লিপ্ত, শুদ্ধ, পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত, ধূপের গন্ধে সুগন্ধিত সমভূমিস্থলে সিন্দূরচূর্ণ অথবা কুঙ্কুমের দ্বারা প্রথমে সমরেখ, সমত্রিকোণ-শক্ত্যগ্র, সমাস্র, মনোহর, অতি সুন্দর চক্র অঙ্কন করতে হবে। ১২৯-১৩১

ভূপ্রদেশে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ভূস্থলে। তাঁর মতে এখানে প্রদেশ-শব্দ স্থলবাচী।

সমে—শিবানন্দ সম অর্থ করেছেন নিম্নোন্নতবর্জিত।

শুদ্ধে—শিবানন্দ শুদ্ধ অর্থ করেছেন যজনার্হ।

ভাস্কররায়ের মতে শুদ্ধ বলতে বুঝাচ্ছে অঙ্গার তুষ কেশ অস্থিকীটাদি-বর্জিত।

পুষ্পপ্রকরসঙ্কীর্ণে—ভাস্কররায়ের মতে পুষ্পপ্রকর মানে পুষ্পাঞ্জলি আর সঙ্কীর্ণ মানে যুক্ত; অতএব, পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত। সহজ কথায়, এর তাৎপর্য হল উক্ত ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

সিন্দূররজসা দেবি কুঙ্কুমেনাথবা পুনঃ—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন উত্তরতন্ত্রে এক্ষেত্রে গোরচনাদি মেশানর কথা আছে। তা না পাওয়া গেলে সিন্দূর ও কুঙ্কুমের নিরপেক্ষকরণ বিহিত অর্থাৎ সিন্দূরচূর্ণ অথবা কুঙ্কুমের দ্বারা করতে হবে।

প্রথমং—শিবানন্দ প্রথমং অর্থ করেছেন ন্যাসের পূর্বে। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পাত্রস্থাপনের পূর্বে। তবে তিনি বিকল্প হিসাবে শিবানন্দকৃত অর্থেরও উল্লেখ করেছেন।

১। সমাশ্রমতিসুন্দরম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সমরেখং—শিবানন্দের মতে এর অর্থ চক্ররচনাকারীর অভিলাষানুসারে রেখাগুলি বড় বা ছোট হতে পারে কিন্তু সমান আকারের হবে।

সমত্রিকোণশক্ত্যগ্রং—ভাস্কররায়ের মতে ত্রিকোণ বলতে এখানে চার বহ্নি-ত্রিকোণ এবং শক্তি বলতে পাঁচ শক্তিত্রিকোণ বুঝাচ্ছে। তাদের অগ্র সমরেখায় থাকবে যাতে, এমন।

অতিসুন্দরম্—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সন্ধি মর্ম ইত্যাদি যথোক্ত লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত।

হেমাদ্রিপাত্রে সাধারে স্থাপয়েদর্ঘ্যমম্বুনা ॥ ১৩১ ॥
রোচনাচন্দ্রকাশ্মীরলঘুকস্তুরিকাযুতম্।
ভাবয়েদ্ বহ্নিসূর্যেন্দুভূতানি পরমেশ্বরি ॥ ১৩২ ॥
জপেচ্চ দশবারং তত্তর্পয়েত্তেন যোগিনীঃ।

আধারের উপরে স্থাপিত পাত্রে জল দিয়ে অর্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। আর সেই অর্ঘ্যকে করতে হবে গোরচনা কর্পূর কেসর অগুরু ও কস্তুরীযুক্ত। ওগো পরমেশ্বরী, বহ্নি সূর্য ও ইন্দু থেকে উদ্ভূতদের আধারাদিতে ভাবতে হবে, তার পর জল স্পর্শ ক'রে মূলবিদ্যা দশবার জপ করতে হবে। আর সেই সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা উক্ত পাত্রেই যোগিনীদের তর্পণ করতে হবে। ১৩১-১৩৩

হেমাদিপাত্রে—ভাস্কররায় কুলার্ণবতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন হেমাদিপাত্র বলতে রৌপ্য শিলা ইত্যাদি নির্মিত পাত্রও নির্দিষ্ট হয়েছে।

সাধারে—সুবর্ণাদিনির্মিত আধারের উপর পাত্রস্থাপন করা বিহিত।

অম্বুনা—ভাস্কররায়ের মতে এর তাৎপর্য হল মদ্য দিয়ে নয়।

চন্দ্রঃ—কর্পূর। কাশ্মীরঃ—কেসর। লঘুঃ—অগুরু। রোচনাচন্দ্রকাশ্মীর-লঘুকস্তুরিকাযুতম্—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ হল উক্ত পাঁচটি গন্ধদ্রব্য ঘষে অর্ঘ্যজলে মেশাতে হবে।

বহ্নিসূর্যেন্দুভূতানি—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন বহ্নি থেকে জাত ধূম্রার্চি-আদি দশ বহ্নিকলার ভাবনা করতে হবে আধারে। সূর্য থেকে জাত তপিনী-আদি দ্বাদশ সৌরকলার ভাবনা করতে হবে পাত্রে। আর ইন্দু থেকে জাত অমৃতা-আদি ষোড়শ চন্দ্রকলার ভাবনা করতে হবে জলে।

তৎ—মূলবিদ্যা। তেন—তাদ্বারা অর্থাৎ সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যোগিনীঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ত্রিপুরসুন্দরীর ষড়ঙ্গদেবতা। তিনি যোগিনী পদের ডাকিনী-আদি ধাতুদেবতা অর্থও করেছেন।

ধ্যাত্বা পুরত্রয়ং দেবি বীজত্রয়সমন্বিতম্ ॥ ১৩৩ ॥
সর্বাদ্যবিদ্যয়া দেবি করশুদ্ধিং তু কারয়েৎ।

দেবী, বীজত্রয়সমন্বিত পুরত্রয় ধ্যান ক'রে সর্বাদি বিদ্যা দ্বারা করশুদ্ধি করতে হবে। ১৩৩-১৩৪

পুরত্রয়ং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সূর্য-সোম-অনলরূপ শ্রীচক্র।

বীজত্রয়সমন্বিতম্—বিদ্যানন্দের মতে বাগ্‌ভব কামরাজ ও শক্তি নামক বীজত্রয়, তদ্‌যুক্ত। এর তাৎপর্য হল একেক চক্রকে একেক বীজযুক্ত ক'রে ধ্যান করতে হবে।

সর্বাদ্যাবিদ্যয়া—ভাস্কররায় বলেছেন এখানে সর্বাদ্যাবিদ্যা বলতে বুঝাচ্ছে পূর্বোক্ত অষ্টবিদ্যার মধ্যে প্রথমা করশুদ্ধিকরী নামক বিদ্যা। তা দ্বারা। করশুদ্ধিকরী বিদ্যা—অং আং সৌঃ। দ্রঃ পূর্ববিবৃত শ্লোক ১০৪-১০৫।

করশুদ্ধিং - শ্রীবিদ্যার ক্ষেত্রে করশুদ্ধি মধ্যমা থেকে আরম্ভ করতে হয়। তা এইপ্রকার—"অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং তর্জনীভ্যাং নমঃ। সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সং. পৃঃ ২৬১।

তত আত্মাসনং দদ্যাচ্চক্রাসনমথেশ্বরি ॥ ১৩৪ ॥
সর্বমন্ত্রাসনং দেবি সাধ্যসিদ্ধাসনং তথা।

ঈশ্বরী, ওগো দেবী, তারপর আত্মাসন, চক্রাসন, সর্বমন্ত্রাসন ও সাধ্যসিদ্ধাসন প্রদান করতে হবে। ১৩৪-৩৫

আত্মাসনং—পূর্ববিবৃত ১১০ সংখ্যক শ্লোকে আত্মাসনবিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে। ভাস্কররায় পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত এই আত্মাসন-প্রদানমন্ত্রটি উদ্ধার করেছেন—হ্রীং ক্লীং সৌঃ দেব্যাত্মাসনায় নমঃ।

চক্রাসনং—পূর্ববিবৃত ১১১ সংখ্যক শ্লোকে চক্রাসনবিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে। ভাস্কররায় চক্রাসন প্রদানের এই মন্ত্রটি উদ্ধার করেছেন—হৈং হ্‌ক্লীঃ হ্‌সৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ।

সর্বমন্ত্রাসনং—পূর্ববিবৃত ১১২ সংখ্যক শ্লোকে সর্বমন্ত্রাসনবিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে। ভাস্কররায় সর্বমন্ত্রাসন প্রদানের এই মন্ত্রটি উদ্ধার করেছেন—হ্‌সৈং হ্‌স্‌ক্লীং হ্‌স্‌সৌঃ সর্বমন্ত্রাসনায় নমঃ।

সাধ্যসিদ্ধাসনং—পূর্ববিবৃত ১১৩ ও ১১৪ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে সাধ্যসিদ্ধাসন-

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে। ভাস্কররায় সাধ্যসিদ্ধাসন প্রদানের এই মন্ত্রটি উদ্ধার করেছেন—হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ।

টীকাকারের মতে আত্মাসনাদি প্রদান করার অর্থ শ্রীচক্রে উক্ত আসনচতুষ্টয় ন্যাস করা বা ভাবনা করা।

ততো রক্ষাং প্রকুর্বীত পূর্বোক্তকুলবিদ্যয়া ॥ ১৩৫ ॥
ষড়ঙ্গন্যাসযোগেন নমস্কারাদিযুক্তয়া।

তারপর পূর্বোক্ত কুলবিদ্যা দ্বারা নমঃ-আদি-যুক্ত ষড়ঙ্গন্যাসযোগে আত্মরক্ষা করতে হবে। ১৩৫-১৩৬

পূর্বোক্তকুলবিদ্যয়া—পূর্বোক্ত কুলবিদ্যা দ্বারা। পূর্ববিবৃত ১০৬-১০৯ সংখ্যক শ্লোকচতুষ্টয়ে কুলবিদ্যা ব্যক্ত হয়েছে। বিদ্যাটি ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।

ষড়ঙ্গন্যাসযোগেন—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন হৃদয় শিরঃ শিখা কবচ নেত্রত্রয় ও অস্ত্র এই ষড়ঙ্গ। এই ষড়ঙ্গের 'ন্যাসযোগেন' মানে ন্যাসদশায় এদের যেরূপ যোগ, তা দ্বারা। এর তাৎপর্য হল চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত হৃদয়াদি পদ বীজের পর যোগ করতে হবে।

নমস্কারাদিযুক্তয়া—নমঃ-আদি যুক্ত ক'রে। নমঃ-আদি বলতে বুঝাচ্ছে নমঃ স্বাহা বষট্ হুং বৌষট্ ও ফট্। তা দ্বারা যুক্ত। তা দ্বারা।

ষড়ঙ্গন্যাসের দ্বারা আত্মরক্ষার এই প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন ভাস্কররায়—ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐঁ কবচায় হুং। ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অস্ত্রায় ফট্। এই প্রকার মন্ত্রে যথা-নির্দিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে হৃদয়াদি স্থানে ন্যাস করতে হবে।

শিরোললাটভ্রূমধ্যকণ্ঠহৃন্নাভিগোচরে ॥ ১৩৬ ॥
আধারে ব্যাহকং যাবন্ন্যাসমষ্টভিরাচরেৎ।

বশিনী-আদির অষ্ট বীজমন্ত্রের দ্বারা শির ললাট ভ্রূমধ্য কণ্ঠ হৃদয় নাভি গোচর এবং মূলাধার থেকে পাদাগ্রান্ত পর্যন্ত বা পদতলাবধি বা পদদ্বয়গুল্ফ পর্যন্ত ন্যাস করতে হবে। ১৩৬-১৩৭

গোচরে—স্বাধিষ্ঠানে। আধারে—মূলাধারে। ব্যাহকং যাবৎ—ভাস্কর রায় বলেন সম্প্রদায়ানুসারে এর অর্থ মূলাধার থেকে পাদাগ্রান্ত পর্যন্ত।

শিবানন্দ অর্থ করেছেন পদতলাবধি।

বিদ্যানন্দ বলেছেন পদদ্বয়গুল্ফের নাম ব্যাহক।

অষ্টভিঃ—বশিন্যাদি অষ্টের দ্বারা। বশিন্যাদি অষ্ট, যথা—বশিনী কামেশ্বরী মোদিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী এবং কৌলিনী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বশিনীর বীজমন্ত্র—ব্‌ল্‌ঁ। কামেশ্বরীর বীজমন্ত্র—ক্‌ ল্‌ হ্রীঁ।
মোদিনীর বীজমন্ত্র—ন্‌ ব্‌ লীঁ। বিমলার বীজমন্ত্র—য্‌ল্‌ঁ।
অরুণার বীজমন্ত্র—ন্‌ ব্‌ লীঁ। জয়িনীর বীজমন্ত্র—হ্‌ স্‌ ল্‌ ব্‌ য্‌ঁ।
সর্বেশ্বরীর বীজমন্ত্র—ঝ্‌ ম্‌ র্‌ য্‌ঁ। কৌলিনীর বীজমন্ত্র—ক্ষ্‌ ম্রীঁ।

ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণারুণাম্‌ ॥ ১৩৭ ॥
জপাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্‌।
পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমোদকসন্নিভাম্‌ ॥ ১৩৮ ॥
স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্‌
কালালিকুলসঙ্কাশকুরলালকসঙ্কুলাম্‌[১] ॥ ১৩৯ ॥
প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাম্‌।
কিঞ্চিদর্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাম্‌ ॥ ১৪০ ॥
পিনাকধনুরাকারভ্রূলতাং[২] পরমেশ্বরীম্‌।
আনন্দমুদিতোল্লোললীলান্দোলিতলোচনাম্‌ ॥ ১৪১ ॥
স্ফুরন্ময়ূখসংঘাতবিলসদ্ধেম[৩]কুণ্ডলাম্‌।
সুগণ্ডমণ্ডলাভোগজিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্‌ ॥ ১৪২ ॥
বিশ্বকর্মাদিনির্মাণসূত্রবিস্পষ্টনাসিকাম্‌।
তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্‌ ॥ ১৪৩ ॥
স্মিতমাধুর্যবিজিতমাধুর্যরসসাগরাম্‌।
দাড়িমীবীজবদ্ভাভদন্তপঙ্‌ক্তিবিরাজিতাম্‌ ॥ ১৪৪ ॥
রত্নবীজজগদ্‌ভাসিজিহ্বামলসভাষিণীম্‌।
অনৌপম্যগুণোপেতচিবুকোদ্দেশশোভিতাম্‌ ॥ ১৪৫ ॥
কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং[৪] মৃণালললিতৈর্ভুজৈঃ।
রক্তোৎপলদলাকারসুকুমারকরাম্বুজাম্‌ ॥ ১৪৬ ॥
করাম্বুজনখজ্যোৎস্নাবিতানিতনভস্থলাম্‌।

১। কুটিলালকপল্লবাম্‌ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। পিনাকিধনুরাকারসুভ্রুবং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। বিততস্বর্ণ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। বিশালাক্ষীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মুক্তাহাররলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্ ॥ ১৪৭ ॥
ত্রিবলীবলনাযুক্ত[১]মধ্যদেশসুশোভিতাম্ ।
লাবণ্যসরিদাবর্তাকারনাভিবিভূষিতাম্ ॥ ১৪৮ ॥
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতকাঞ্চীযুক্তনিতম্বিনীম্ ।
নিতম্বিম্বদ্বিরদরোমরাজিবরাঙ্কুশাম্ ॥ ১৪৯ ॥
কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্ ।
মাণিক্যমুকুটাকারজানুদ্বয়বিরাজিতাম্ ॥ ১৫০ ॥
লাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম্ ।
গূঢ়গুল্ফপদদ্বন্দ্বাং প্রপদাজিতকচ্ছপাম্ ॥ ১৫১ ॥
তনুদীর্ঘাঙ্গুলীভাস্বন্নখচন্দ্রবিরাজিতাম্ ।
শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীম্ ॥ ১৫২ ॥
লৌহিত্যজিতসিন্দূরজপাদাড়িমরাগিণীম্ ।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্ ॥ ১৫৩ ॥
রক্তপুষ্পনিবিষ্টাং তাং[২] রক্তাভরণভূষিতাম্[৩] ।
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং[৪] পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্ ॥ ১৫৪ ॥
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলাপূরিতাননাম্ ।
করণ্ডবাহিনেন্দ্রেণ দত্তাম্বুলপত্রিকাম্ ॥ ১৫৫ ॥
মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাম্ ।
সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যাং সর্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ১৫৬ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্ ।
জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্[৫] ॥ ১৫৭ ॥
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীম্ ।
সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্ ॥ ১৫৮ ॥
সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং পরমানন্দনন্দিতাম্ ।

১। বলসংযুক্ত ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
২। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
৩। মণ্ডিতাম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
৪। ত্রিনেত্রাং তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
৫। কারিকাম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তারপর দেবীর ধ্যান করতে হবে। দেবী বালার্ককিরণা জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িমীকুসুমোপমা পদ্মরাগপ্রতীকাশা কুঙ্কুমোদকসন্নিভা। তাঁর মুকুটের মাণিক্য জ্বল জ্বল করছে, কটিদেশ কিঙ্কিণিজালমণ্ডিত। কৃষ্ণভ্রমরকুলতুল্য তাঁর কুঞ্চিতকেশ। সদ্য উদীয়মান সূর্যের মতো দেবীর মুখপদ্মমণ্ডল। তাঁর কুটিল ললাটে কোমল পট্টিকার মতো অষ্টমীর চন্দ্র বিরাজমান। তাঁর ভ্রূলতা পিনাক-ধনুর আকৃতিবিশিষ্ট। তিনি পরমেশ্বরী। আনন্দমুদিত অতিচঞ্চল লীলায় আন্দোলিত তাঁর নয়ন। প্রকাশমান কিরণজালে তাঁর স্বর্ণকুণ্ডল দীপ্ত। তাঁর শোভন গণ্ডমণ্ডলের বিস্তার চন্দ্রের অমৃতমণ্ডলকে পরাজিত করেছে। বিশ্বকর্মার আদিনির্মাণের সূত্রের মতো ঋজু তাঁর নাসিকা। তাঁর ওষ্ঠ তাম্রের মতো প্রবালতরুর মতো বিম্বের মতো রক্তবর্ণ। তিনি অমৃতোপমা। তাঁর স্মিত-হাসির মাধুর্য মাধুর্যরসসাগরকে পরাজিত করেছে। ডালিমের বীজের মতো তাঁর দন্তপঙ্ক্তি হীরকতুল্য। তাঁর জিহ্বা রত্নবীজজগৎ প্রকাশকারী। তিনি ধীরভাষিণী। অনুপমগুণযুক্ত চিবুকস্থলশোভিতা তিনি। মহাদেবী কম্বুগ্রীবা। মৃণালের মতো দীর্ঘ কোমল তাঁর ভুজলতা। তাঁর সুকুমার করপদ্ম রক্তোৎপল-দলাকৃতি। তাঁর করপদ্মের নখের জ্যোৎস্না নভস্থলে চন্দ্রাতপ রচনা করেছে। দেবীর সমুন্নত পয়োধরের উপর মুক্তাহারলতা বিরাজিত। তিনি ত্রিবলীবলন-সংযুক্তমধ্যদেশশোভিতা। লাবণ্যসরিতের আবর্তের আকারে তাঁর নাভি শোভা পাচ্ছে। তাঁর নিতম্ব অমূল্যরত্নঘটিত কাঞ্চীযুক্ত। তাঁর নিতম্ববিম্ব দ্বিরদ এবং তার রোমরাজি উত্তম অঙ্কুশ। ঈশ্বরীর উরু কদম্বের মতো ললিত এবং স্তম্ভের মতো সুকুমার। তাঁর জানুদ্বয় মাণিক্যমুকুটাকার, এইরূপে তিনি বিরাজিতা। লাবণ্য-কদলীতুল্য তাঁর জঙ্ঘাযুগল। তাঁর পদদ্বয় গূঢ়গুল্ফবিশিষ্ট। কূর্মজয়ী তাঁর পাদাগ্র। তাঁর কৃশ দীর্ঘ অঙ্গুলীতে উজ্জ্বল নখচন্দ্র বিরাজিত। দেবীর হাসি শতচন্দ্রের কান্তিপ্রবাহ। সিন্দুর-জবা-দাড়িমকে পরাজিত করেছে তাঁর বর্ণের লৌহিত্য। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র। উর্ধ্ব করে পাশ ও অঙ্কুশ বিরাজিত। তিনি রক্তপুষ্পনিবিষ্টা, রক্তাভরণভূষিতা চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, পঞ্চবাণধনুর্ধারিণী। কর্পূরখণ্ডমিশ্রিত তাম্বূলপূর্ণ তাঁর মুখ। করণ্ডবাহী ইন্দ্র তাঁকে পানপাত্র দিচ্ছেন। প্রভূত কস্তুরীকুঙ্কুমের দ্বারা অরুণ তার দেহ। তিনি সর্বশৃঙ্গার-বেষাঢ্যা, সর্বালঙ্কারভূষিতা। ব্রহ্মাবিষ্ণুর শিরোরত্ননিঘৃষ্ট তাঁর চরণ। তিনি জগতের আহ্লাদ উৎপাদনকারিণী জগদ্‌রঞ্জনকারিণী জগদাকর্ষণকারিণী জগৎকারণরূপিণী। সর্বমন্ত্রময়ী দেবী নিত্যা সর্বসৌভাগ্যসুন্দরী সর্বলক্ষ্মীময়ী পরমানন্দনন্দিতা। ১৩৮-১৫৯

পদ্মনিভাং—বিদ্যানন্দ পদ্মনিভা অর্থ করেছেন আহ্লাদদায়িপ্রভা অর্থাৎ আহ্লাদদায়ী প্রভা যার, সেরূপ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শিবানন্দের মতে পদ্মনিভাশব্দে সঙ্কোচবিকাশাত্মক ধর্মদ্বয় সূচিত হয়েছে।

বালার্ককিরণাম্—শিবানন্দ বলেন বালার্ককিরণের রক্তবর্ণত্বে প্রকাশমানতা ও ও সুসেব্যতা লক্ষিত হয়েছে।

জপাকুসুমসঙ্কাশাং—শিবানন্দের মতে জবাকুসুমের রক্তবর্ণত্বে বহুলতা লক্ষিত হয়েছে।

দাড়িমীকুসুমোপমামিতি—শিবানন্দ মনে করেন দাড়িমকুসুমের রক্তবর্ণত্বে প্রকাশাত্মতা লক্ষিত হয়েছে।

পদ্মরাগপ্রতীকাশাং—শিবানন্দের মতে এতে রক্তবর্ণ ও প্রভা উভয়ের অপৃথক্‌ত্ব লক্ষিত হয়েছে।

কুঙ্কুমোদকসন্নিভাম্—শিবানন্দ মনে করেন এই পদের দ্বারা রক্তবর্ণত্বের স্নিগ্ধতা সূচিত হয়েছে।

বালার্ককিরণাম্ ইত্যাদি পাঁচটি বিশেষণের দ্বারা রক্তবর্ণত্বের এই বিভিন্ন দিক্ সূচিত হয়েছে বলে শিবানন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কালালিকুলসঙ্কাশকুরলালকসঙ্কুলাম্—কালালিকুল মানে কৃষ্ণ অলিকুল, তার সঙ্কাশ মানে তুল্য, কুরল মানে সঙ্কুচিতাগ্র অর্থাৎ কোকড়ান, অলক, তা দ্বারা সঙ্কুল মানে ব্যাপ্ত, এমন। অর্থাৎ কৃষ্ণভ্রমরকুলতুল্যকুঞ্চিতকেশরাশি-পরিব্যাপ্তা।

প্রত্যগ্রারুণঃ—শিবানন্দ প্রত্যগ্রশব্দের অর্থ করেছেন প্রথমোন্মেষ। অতএব প্রত্যগ্রারুণ মানে প্রথমোন্মেষিত সূর্য।

ভাস্কররায় প্রত্যগ্রারুণশব্দের অর্থ করেছেন উদীয়মান সূর্য।

কিঞ্চিদর্ধেন্দুঃ—ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন অষ্টমীর চন্দ্র।

পিনাকধনুঃ—শিবের ধনুর নাম পিনাক।

বিশ্বকর্মাদিনির্মাণসূত্রবিস্পষ্টনাসিকাম্—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন বিশ্বকর্মা কর্তৃক আদি নির্মাণে যে-সূত্র ব্যবহৃত হয়েছিল তার তুল্য বিস্পষ্ট মানে ঋজু নাসিকা যাঁর, তাঁকে।

তিনি এই পদের অন্যরকম অর্থও করেছেন। যথা—বিশ্বই কর্ম অর্থাৎ কার্য, তার আদিনির্মাণে যে-সব সূত্র অর্থাৎ সূচকবাক্য মানে বেদ, শ্বাসরূপে যে নাসিকায় স্পষ্ট হয়েছিল, সেরূপ নাসিকা যাঁর, তাঁকে। শ্রুতিতেও আছে "যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ"—চতুর্বেদ যাঁর নিশ্বাস।

দাড়িমীবীজবজ্রাভদন্তপঙ্ক্তিবিরাজিতাম্—বজ্র মানে হীরক। বজ্রাভ মানে হীরকতুল্য অর্থাৎ হীরকের মত শুভ্র ও দৃঢ়। অথবা বজ্র মানে কুলিশ। বজ্রাভ মানে কুলিশের মতো অর্থাৎ কুলিশের মতো দৃঢ়। সহজ কথায়,

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আলোচ্য পদের অর্থ ডালিমের বীজের মতো যাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি বজ্রতুল্য এমনি-ভাবে বিরাজিতাকে।

কম্বুগ্রীবাং—কম্বু শঙ্খ। তার মতো ত্রিরেখাযুক্ত সমগ্রীবা যাঁর, তাঁকে।

মৃণাললালিতৈর্ভুজৈঃ—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন মৃণাল মানে পদ্মনাল তার মতো কোমল দীর্ঘ ভুজলতা দ্বারা।

ত্রিবলীবলনাযুক্তমধ্যদেশসুশোভিতাম্—ত্রিবলীর বলন মানে ঊর্মিমত্তা, তা দ্বারা আযুক্ত মধ্যদেশ মানে কটিভাগ, তা দ্বারা শোভিতাকে।

নিতম্ববিম্বদ্বিরদরোমরাজিবরাঙ্কুশাম্—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন নিতম্বের বিম্ব অর্থাৎ মণ্ডল, স্থূলত্বের জন্য তা-ই দ্বিরদ, তার রোমরাজি, তা যাঁর বর অর্থাৎ উত্তম অঙ্কুশ, তাঁকে।

প্রপদাজিতকচ্ছপাম্—ভাস্কররায় ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "প্রপদেন পাদাগ্রেণ আ সমন্তাৎ জিতঃ কচ্ছপঃ কূর্মো যয়া"—পাদাগ্রের দ্বারা যৎকর্তৃক সমন্তাৎ কূর্ম জিত হয়েছে। অর্থাৎ কচ্ছপজয়ী যাঁর পাদাগ্র।

পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ঊর্ধ্ব বাম ও দক্ষিণ করে পাশ ও অঙ্কুশ যাঁর, তাকে।

পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্—অধঃ দক্ষিণ ও বাম করে যিনি পঞ্চবাণ ও ধনু ধারণ ক'রে আছেন, তাঁকে।

ভাস্কররায়োদ্ধৃত বচনানুসারে কাদিমতে পঞ্চবান হল কমল, কৈরব অর্থাৎ কুমুদ, রক্ত কহ্লার, ইন্দীবর ও সহকার এই পঞ্চ পুষ্প।

সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যাং—বিদ্যানন্দ শৃঙ্গার অর্থ করেছেন পত্রলতাদি কপোলালঙ্কার। এবংবিধ 'শৃঙ্গারবেষাঢ্যাং' মানে শৃঙ্গারসম্পন্নাকে।

মহাত্রিপুরমুদ্রাং তু স্মৃত্বাঽঽবাহনরূপয়া ॥১৫৯॥
বিদ্যয়াঽঽবাহ্য সুভগে নমস্কারাদিযুক্তয়া[১]।
পূর্বোক্তয়া সাধকেন্দ্রো মহাত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥১৬০॥
চক্রমধ্যে তু সংচিন্ত্য ততঃ পূজাং সমারভেৎ[২]।

ওগো সুভগা, মহাত্রিপুরমুদ্রা স্মরণ ক'রে সাধকেন্দ্র নমস্কারাদিযুক্তা পূর্বোক্তা[৩] আবাহনরূপা বিদ্যা[৪] দ্বারা মহাত্রিপুরসুন্দরীকে আবাহন

১। নমস্কারান্তয়া তয়া ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। পূজনমারভেৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। পূর্বোক্ত ১১৫ সংখ্যক শ্লোকে বিবৃত।
৪। বিদ্যাটী এই—হ্স্রৈঁ হ্স্ক্লহ্রীঁ হ্স্রৌঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

করবে এবং চক্রমধ্যে তাঁর ভাবনা ক'রে তারপর পূজা আরম্ভ করবে।১৫৯-১৬১

মহাত্রিপুরমুদ্রাং—ভাস্কররায়ের মতে এটি ত্রিখণ্ডা নামক মুদ্রা।

মহাত্রিপুরমুদ্রাং তু স্থত্বা—ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন, এর মূল ভাবটি হ'ল দেবীর আবাহনকালে অন্তর্যাগের পর মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নব আধারে পরশক্তিবিভ্রমরূপা নব আন্তরমুদ্রা স্মরণ করতে হবে।

আবাহনরূপয়া বিদ্যয়া আবাহ্য সুভগে নমস্কারাদিযুক্তয়া—ভাস্কররায় বলেন কারো কারো মতে এর অর্থ আবাহন-বিদ্যার পর "নমঃ ইহাগচ্ছ আগচ্ছ" এই বাক্য যোজনা করতে হবে। অন্যদের মতে আবাহনবিদ্যার পর 'সুভগে নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর যোগ ক'রে দেবীকে আবাহন করতে হবে।

বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ আবাহনবিদ্যার পর "ত্রিপুরসুন্দরি!" বলে তারপর "নমঃ" বলতে হবে।

সুভগে—বিদ্যানন্দ সুভগা অর্থ করেছেন সুন্দরী।

চক্রমধ্যে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সর্বানন্দময় নামক স্থানে। অর্থাৎ সর্বানন্দময়চক্রে। তার মানে বিন্দুস্থানে।

সংচিন্ত্য—ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন এর অর্থ মহাবিভূতিযুক্তাকেও বহিঃসকলীকরণাদি ভাবের দ্বারা সম্যক্ অভেদে ভাবনা ক'রে।

পূজাং—ভাস্কররায়ের মতে এখানে পূজাশব্দের দ্বারা পঞ্চ অথবা দশ অথবা ষোড়শ অথবা চতুঃষষ্টি উপচারে পূজা সূচিত হয়েছে।

ভাস্কররায় আলোচ্যমান শ্লোকগুলির এই ক্রিয়াত্মক অর্থ করেছেন—নমঃ-অন্তা আবাহনবিদ্যা দ্বারা আন্তর তেজকে ত্রিখণ্ডামুদ্রাবদ্ধ অঞ্জলিতে আনয়ন ক'রে পুষ্পের দ্বারা বিন্দুতে নিক্ষেপ করতঃ ধ্যানশ্লোকনির্দিষ্ট মূর্তির চিন্তা ক'রে তারপর পূজা করতে হবে।

শিবাগ্নিবিন্দবো দেবি দিনকৃদ্বহ্নিবিন্দবঃ ॥১৬১॥
যুগপৎ ক্রমরূপেণ যোজনীয়া মহেশ্বরি।
মায়ার্ধেন্দুকলা[১] যুক্তং বীজযুগ্মং যদুত্থিতম্ ॥১৬২॥
মায়ালক্ষ্মীময়ং তেন যাবৎ পূজ্যাস্তু মাতরঃ।

দেবী মহেশ্বরী, হ্ র্ ঈ বিন্দু ও অর্ধচন্দ্র এবং শ্ র্ ঈ বিন্দু ও অর্ধচন্দ্র এই ক্রমে অক্ষরগুলি যোগ ক'রে যে-বীজদ্বয় উত্থিত হবে তা হ'ল মায়াবীজ

১। সমা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

হ্রীঁ ও লক্ষ্মীবীজ শ্রীঁ। এই বীজদ্বয়ের দ্বারা শক্তিদেবতাদের সাকল্যে পূজা করতে হবে। ১৬১-১৬৩

শিবঃ—হ্। অগ্নিঃ—র্। বিন্দুঃ—ঁ।

দিনকৃৎ – শ্। বহ্নিঃ—র্। অর্ধেন্দুকলা—অর্ধচন্দ্রকলা।

মায়াময়ং বীজং—হ্রীঁ। লক্ষ্মীময়ং বীজং—শ্রীঁ।

উত্থিতম্—উদ্ধারকৃত।

মাতরঃ—শক্তিরা।

যাবৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সাকল্যে।

মায়ালক্ষ্মীময়ং ইত্যাদি শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন এই বীজদ্বয়ের বিনিয়োগ শুধু শক্তিপূজায় নির্দিষ্ট হওয়ায় পুরুষদেবতার পূজায় বা স্ত্রীদেবতার ন্যাসে তার বিনিয়োগ হবে না। শক্তিপূজায়ও যেখানে বিশেষ মন্ত্রান্তর বিহিত, যেমন বশিনী-আদি কামেশ্বরী-আদি শক্তির পূজায়, সেখানে এই বীজদ্বয়ের ব্যবহার হবে না।

ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী চ সুন্দরী পুরবাসিনী ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীর্মালিনী চ সিদ্ধাহম্বা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
প্রকটাশ্চ তথা গুপ্তাস্তথা গুপ্ততরাঃ পরাঃ ॥ ১৬৪ ॥
নবধা চক্রযোগিন্যো নামভিস্তাঃ সমর্চয়েৎ।

ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিপুরবাসিনী ত্রিপুরাশ্রী ত্রিপুরমালিনী ত্রিপুরসিদ্ধা ত্রিপুরাম্বা ও মহাত্রিপুরসুন্দরী এই নব চক্রেশ্বরী[১] আর প্রকটা গুপ্তা গুপ্ততরা সম্প্রদায়া কুলকৌলা নিগর্ভা রহস্যা অতিরহস্যা ও পরাপররহস্যা এই নব চক্রযোগিনী। এঁদের নাম ক'রে পূজা করতে হবে। ১৬৩-১৬৫

১। চক্র চক্রেশ্বরী ও চক্রযোগিনীর যথাক্রম নাম—

চক্র	চক্রেশ্বরী	চক্রযোগিনী
ত্রৈলোক্যমোহন	ত্রিপুরা	প্রকটা
সর্বাশাপরিপূরক	ত্রিপুরেশী	গুপ্তা
সর্বসংক্ষোভক	ত্রিপুরসুন্দরী	গুপ্ততরা
সর্বসৌভাগ্যদায়ক	ত্রিপুরবাসিনী	সম্প্রদায়া
সর্বার্থসাধক	ত্রিপুরাশ্রী	কুলকৌলা
সর্বরক্ষাকর	ত্রিপুরমালিনী	নিগর্ভা
সর্বরোগহর	ত্রিপুরসিদ্ধা	রহস্যা
সর্বসিদ্ধিপ্রদ	ত্রিপুরাম্বা	অতিরহস্যা
সর্বানন্দময়	মহাত্রিপুরসুন্দরী	পরাপররহস্যা

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রকটাঃ—ভাস্কররায়ের মতে প্রকটা ইত্যাদি সেই সেই চক্রের আবরণ-দেবতার ও অণিমাসিদ্ধি ইত্যাদি যোগিনীদের সমষ্টিরূপের নাম।

পরাঃ—ভাস্কররায় বলেন এই পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে সম্প্রদায়া কুল-কৌলা নিগর্ভা রহস্যা অতিরহস্যা ও পরাপররহস্যা যোগিনী। তন্ত্রান্তরে এই তালিকার অতিরহস্যার স্থলে পরাপররহস্যা এবং পরাপররহস্যার স্থলে পরাপরাতিরহস্যা নাম পাওয়া যায়। এগুলি বিকল্প।

নামভিস্তাঃ সমর্চয়েৎ—তাঃ মানে পূর্বোক্ত চক্রেশ্বরী ও চক্রযোগিনী। এ'দের নাম সহযোগে পূজা করতে হবে। এর অর্থ পূজামন্ত্রে নাম থাকবে। ভাস্কররায়ের মতে পূজামন্ত্র হবে এই প্রকার—হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীপাদুকাং পূজয়ামি[১], হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকটাযোগিনীপাদুকাং পূজয়ামি ইত্যাদি।

অণিমাং পশ্চিমদ্বারে লঘিমামপি চোত্তরে ॥ ১৬৫ ॥
পূর্বদ্বারে তু মহিমামীশি[২]ত্বাখ্যাং তু দক্ষিণে।
বশিত্বাখ্যাং তু বায়ব্যে প্রাকাম্যামীশদেশকে ॥ ১৬৬ ॥
ভুক্তিসিদ্ধিং তথাঽগ্নেয্যামিচ্ছা[৩]সিদ্ধিং তু নৈঋর্তে।
অধস্তাৎ প্রাপ্তিসিদ্ধিং তু সর্বকামাং ততোর্ধ্বতঃ[৪] ॥ ১৬৭ ॥
এবমেতা মহাদেব্যো দেবি সর্বার্থসিদ্ধিদাঃ।

অণিমাসিদ্ধি পশ্চিমদ্বারে, লঘিমাসিদ্ধি উত্তরে, পূর্বদ্বারে মহিমাসিদ্ধি, ঈশিত্বসিদ্ধি দক্ষিণে, বায়ুকোণে বশিত্বসিদ্ধি, ঈশান-কোণে প্রকাম্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভুক্তিসিদ্ধি, নৈঋর্তকোণে ইচ্ছাসিদ্ধি, অধোদিকে প্রাপ্তিসিদ্ধি এবং ঊর্ধ্বদিকে সর্বকামসিদ্ধি পূজ্যা। দেবী, এঁরা সব সর্বার্থসিদ্ধিদায়িনী।১৬৫-১৬৮

অণিমাসিদ্ধি ইত্যাদি দশ সিদ্ধি চতুরস্রের অর্থাৎ ভূপুরের প্রথম রেখায় পূজ্যা। ভাস্কররায় আলোচ্যমান শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় বলেছেন অণিমাদি

১। পূজামন্ত্রের প্রকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বরং বলা যায় কল্প বা সম্প্রদায়ভেদে পূজামন্ত্র ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন ভাস্কররায়েরই শিষ্য উমানন্দনাথ নিত্যোৎসবে ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীর এই পূজামন্ত্রটি দিয়েছেন—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। দ্রঃ যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়-শ্রীক্রমঃ—প্রথমাবরণপূজা।

২। মহিমাং পূর্বদ্বারে তু ঈশি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। তথাগ্নেয়ে ইচ্ছা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৪। তদূর্ধ্বতঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রথম চার সিদ্ধি অর্থাৎ অণিমা লঘিমা মহিমা ও ঈশিত্ব যথাক্রমে পশ্চিম উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে পূজ্যা। তারপরের চার সিদ্ধি অর্থাৎ বশিত্ব প্রকাম্য ভুক্তি ও ইচ্ছা যথাক্রমে বায়ু ঈশান অগ্নি ও নৈঋ্ঁত এই চারকোণে পূজ্যা। অবশিষ্ট দুই সিদ্ধি প্রাপ্তি ও সর্বকামা অধোদিকে ও ঊর্ধ্বদিকে পূজ্যা। মূলে 'অধস্তাৎ' ও 'ঊর্ধ্বতঃ' পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাস্কররায় অধস্তাৎপদের অর্থ করেছেন নির্ঋতি ও বরুণের মধ্যে অর্থাৎ নৈঋ্ঁতকোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যে আর ঊর্ধ্বতঃপদের অর্থ করেছেন ঈশান ও পূর্বের মধ্যে অর্থাৎ ঈশানকোণ ও পূর্বদিকের মধ্যে।

এ ক্ষেত্রে লোকপ্রসিদ্ধ দিক্ স্বীকার ক'রে পশ্চিমাদি দিগ্‌নির্ণয় গুরুমুখাগত আম্নায়ানুসারে এইভাবে করা হয়—পূজক যদি পশ্চিমাভিমুখী হন তা হলে দেবীর পিছনে হবে পশ্চিম ও তাঁর সামনে পূর্ব। আর পূজক পূর্বাভিমুখী হলে দেবীর সামনে পশ্চিম ও পিছনে পূর্ব হবে। অন্য দিগভিমুখী পূজায় অর্থাৎ পূজক অন্য দিকের অভিমুখী পূজা করলে পূর্বদিগভিমুখ পূজার মতো দিগ্‌ব্যবস্থা হবে। পশ্চিমাভিমুখ পূজায় দেবীর পৃষ্ঠভাগে অণিমাসিদ্ধি, বামভাগে লঘিমাসিদ্ধি, সম্মুখে মহিমাসিদ্ধি, দক্ষিণভাগে ঈশিত্বসিদ্ধি। অণিমাসিদ্ধি ও লঘিমাসিদ্ধির মধ্যকোণে বশিত্বসিদ্ধি, লঘিমাসিদ্ধি ও মহিমাসিদ্ধির মধ্যকোণে প্রকাম্যসিদ্ধি, মহিমাসিদ্ধি ও ঈশিত্বসিদ্ধির মধ্যকোণে ভুক্তিসিদ্ধি. ঈশিত্বসিদ্ধি ও অণিমাসিদ্ধির মধ্যকোণে ইচ্ছাসিদ্ধি পূজ্যা। পূজক পূর্বাভিমুখী হলে দেবীর সম্মুখে অণিমাসিদ্ধি, দক্ষিণে লঘিমাসিদ্ধি, উভয়ের মধ্যে বশিত্বসিদ্ধি এইক্রমে অণিমাদির পূজা হবে।

এই দিগ্‌ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। ভাস্কররায়কৃত সেতুবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণীং পশ্চিমদ্বারে মাহেশীমপি চোত্তরে ॥ ১৬৮ ॥
পূর্বদ্বারে তু কৌমারীং দক্ষিণে বৈষ্ণবীমপি[১]।
বারাহীমপি বায়ব্যে তথৈন্দ্রীমৈশদেশকে[২] ॥ ১৬৯ ॥
চামুণ্ডামপি চাহগ্নেয়ে মহালক্ষ্মীং চ[৩] নৈঋ্ঁতে।
মাতৃরষ্টৌ মহেশানি পূজয়েৎ সর্বকামদাঃ ॥ ১৭০ ॥

পশ্চিমদ্বারে ব্রহ্মাণী, উত্তরে মাহেশী, পূর্বদ্বারে কৌমারী, দক্ষিণে বৈষ্ণবী,

১। কৌমারীং পূর্বদিগ্‌ভাগে বৈষ্ণবীং দক্ষিণে তথা ইতিপাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ইন্দ্রাণীমীশদেশকে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বায়ুকোণে বারাহী ঈশানকোণে ঐন্দ্রী, অগ্নিকোণে চামুণ্ডা এবং নৈঋতকোণে মহালক্ষ্মী। মহেশানী, এই প্রকারে সর্বকামপ্রদা অষ্ট মাতৃকার পূজা করতে হবে।১৬৮-১৭০

অষ্ট মাতৃকার পূজা হবে চতুরস্রের দ্বিতীয় রেখায়।

পূজয়েৎ—এই পদের ব্যাখ্যায় ভাস্কর রায় বলেছেন এখানে পূজা অর্থ সম্প্রদায়-অনুসারে পুষ্প ও বিন্দু প্রক্ষেপ।

কামাকর্ষণরূপাং চ বুদ্ধ্যাকর্ষণরূপিণীম্।
অহংকাররূপিণীং ১ক চ শব্দাকর্ষণরূপিণীম্ ॥ ১৭১ ॥
স্পর্শাকর্ষণরূপাং চ[১] রূপাকর্ষণরূপিণীম্।
রসাকর্ষণরূপাং চ[২] গন্ধাকর্ষণরূপিণীম্ ॥ ১৭২ ॥
চিত্তাকর্ষণরূপাং চ[৩] ধৈর্যাকর্ষণরূপিণীম্।
স্মৃত্যাকর্ষণরূপাং চ[৪] নামাকর্ষণরূপিণীম্ ॥ ১৭৩ ॥
বীজাকর্ষণরূপাং চ তথাঽঽত্মাকর্ষিণীং পরাম্[৫]।
অমৃতাকর্ষিণীং দেবীং শরীরাকর্ষিণীং তথা ॥ ১৭৪ ॥
ষোড়শারে মহাদেবি বামাবর্তেন পূজয়েৎ।
মায়ালক্ষ্মীকলাভিস্তু কলাষোড়শকং ত্বিদম্ ॥ ১৭৫ ॥

কামাকর্ষিণী, বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, অহংকারাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গন্ধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্যাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, পরা আত্মাকর্ষিণী, দেবী অমৃতাকর্ষিণী ও শরীরাকর্ষিণী, ওগো মহাদেবী, এই ষোলকলাকে অর্থাৎ ষোল নিত্যাকে[৬] ষোড়শারে হ্রীঁ শ্রীঁ এবং ষোড়শ স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত মন্ত্রে পূজা করতে হবে।১৭১-১৭৫

১ক। অহংকারাকর্ষিণীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

১। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ২। রসাকর্ষকরীং দেবীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ৩। চিত্তাকর্ষকরীং দেবীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ৪। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ৫। বীজাকর্ষকরীং দেবীমাত্মাকর্ষণকারিকাম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ৬। ষোল নিত্যার অন্যরকম তালিকাও পাওয়া যায়। যথা-কামেশ্বরী ভগমালিনী নিত্যাক্লিন্না ভেরুণ্ডা বহ্নিবাসিনী মহানিত্যেশ্বরী শিবদূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী মহানিত্যা নীলপতাকিনী বিজয়া সর্বমঙ্গলা জ্বালামালিনী বিচিত্রা ও শ্রীবিদ্যা। দ্রঃ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিঃ পঞ্চদশঃ প্রকাশঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কামাকর্ষণরূপাং চ বুদ্ধ্যাকর্ষণরূপিণীম্—ভাস্কর রায় বলেছেন রূপা রূপিণী ইত্যাদি শব্দ শ্লোকপূরণার্থ ব্যবহৃত হয়েছে, এগুলি নামাবয়ব নয়। নাম হবে কামাকর্ষিণী বুদ্ধ্যাকর্ষিণী ইত্যাদি।

ষোড়শারে—ষোড়শদল পদ্মে। এর নাম সর্বাশাপরিপূরক চক্র।

বামাবর্তেন—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন অপ্রদক্ষিণক্রমে। এর অর্থ ষোড়শদলের মধ্যে দেবীর অগ্রদল থেকে আরম্ভ ক'রে অপ্রদক্ষিণক্রমে।

মায়ালক্ষ্মীকলাভিঃ—মায়া হ্রীঁ, লক্ষ্মী শ্রীঁ। শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ উভয়েই কলাশব্দের অর্থ করেছেন ষোড়শ স্বরবর্ণ।

কলাষোড়শকং—ভাস্কর রায় বলেন কলা বলতে বুঝাচ্ছে এই সব দেবীদের নাম। আর সম্প্রদায়ানুসারে প্রত্যেক নামের অন্তে 'নিত্যা' এবং তারপর 'কলা' যোগ করতে হবে। ষোড়শক পদের দ্যোতনা হল প্রত্যেক দেবীর মন্ত্রে যথাক্রম একটি করে স্বরবর্ণ যুক্ত হবে।

ভাস্কররায়ের মতে মন্ত্র হবে এই প্রকার—হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যা-কলাপাদুকাং পূজয়ামি। অন্য মন্ত্রগুলিও এইরূপ হবে।

বিদ্যানন্দ পূর্বোক্ত 'কলা'পদের পর 'দেবী'পদ এবং 'পাদুকা'পদের পূর্বে 'শ্রী'পদ যোগ ক'রে এই প্রকার মন্ত্র নির্দেশ করেছেন—হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামাকর্ষিণী-নিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি। অন্য মন্ত্রগুলিও এইরকম হবে।

অনঙ্গকুসুমাং পূর্বে দক্ষিণেঽনঙ্গমেখলাম্।
পশ্চিমেঽনঙ্গমদনামুত্তরে মদনাতুরাম্॥ ১৭৬॥
অনঙ্গরেখামাগ্নেয়ে নৈর্ঋতেঽনঙ্গবেগিনীম্।
অনঙ্গাঙ্কুশাং বায়ব্য ঈশানেঽনঙ্গমালিনীম্॥ ১৭৭॥
অষ্টপত্রে মহাপদ্মবেষ্টিতে বৈ প্রপূজয়েৎ।

পূর্বে অনঙ্গকুসুমা, দক্ষিণে অনঙ্গমেখলা, পশ্চিমে অনঙ্গমদনা, উত্তরে অনঙ্গমদনাতুরা, অগ্নিকোণে অনঙ্গরেখা, নৈর্ঋতকোণে অনঙ্গবেগিনী, বায়ুকোণে অনঙ্গাঙ্কুশা এবং ঈশানকোণে অনঙ্গ-মালিনী, এইভাবে মহাপদ্মবেষ্টিত অষ্টদলপদ্মের অষ্টদলে এই দেবীদের পূজা করতে হবে। ১৭৬-১৭৮

পূর্বে—পূর্বাদি দিঙ্‌নির্ণয় যেমনভাবে ১৬৫-১৬৭ সংখ্যক শ্লোকে করা হয়েছে তেমনিভাবে করতে হবে।

অষ্টপত্রে—অষ্টদলপদ্মে অর্থাৎ অষ্টদলপদ্মের অষ্টপত্রে। অষ্টদলপদ্মের নাম সর্বসংক্ষোভক চক্র।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহাপদ্মবেষ্টিতে—ভাস্কররায় মহাপদ্মবেষ্টিতপদের অর্থ করেছেন ষোড়শদলপদ্মের অন্তর্গত। আলোচ্য পদটি 'অষ্টপত্রে' পদের বিশেষণ বলে সপ্তম্যন্ত হয়েছে।

'ভাস্কররায়ের মতে পূজা মন্ত্র হবে এই প্রকার হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গকুসুমাপাদুকাং পূজয়ামি। অন্যমন্ত্রগুলিও এই রকমই হবে।

সর্বসংক্ষোভিণীং[১] শক্তিং[২] সর্ববিদ্রাবিণীং[৩] তথা ॥ ১৭৮ ॥
সর্বাকর্ষণশক্তিং চ[৪] সর্বাহ্লাদনকারিণীম্[৫]।
সর্বসম্মোহিনীং[৬] শক্তিং[৭] সর্বস্তম্ভনকারিণীম্[৮] ॥ ১৭৯ ॥
সর্বজৃম্ভণশক্তিং চ[৯] তথা সর্ববশঙ্করীম্[১০]।
সর্বরঞ্জনশক্তিং[১১] চ সর্বোন্মাদনরূপিণীম্[১২] ॥ ১৮০ ॥
সর্বার্থসাধনীং[১৩] শক্তিং[১৪] সব সম্পত্তিপূরিণীম্[১৫]।
সর্বমন্ত্রময়ীং[১৬] শক্তিং[১৭] সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করীম্[১৮] ॥ ১৮১ ॥
বামাবর্তক্রমেণৈব পশ্চিমাদেব[১৯] দক্ষিণম্।
গৃহীত্বা পূজয়েদেতা দেবীস্ত্রিভুবনেশ্বরীঃ ॥ ১৮২ ॥

১। ভিণী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। বিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। সর্বাকর্ষকরী চাপি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। রিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৬। হিনী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৭। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৮। রূপিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৯। সর্বজম্ভনরূপা তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১০। সর্বতোবশরূপিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১১। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১২। সর্বোন্মাদস্বরূপিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৩। সাধিকা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
১৪। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৫। পূরিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৬। ময়ী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৭। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৮। ক্ষয়ঙ্করী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১৯। মাদ্ দেবি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষিণী সর্বাহ্লাদকারিণী সর্ব-সম্মোহিনী সর্বস্তম্ভনকারিণী সর্বজৃম্ভিণী সর্ববশঙ্করী সর্বরঞ্জনী সর্বোন্মাদরূপিণী সর্বার্থসাধনী সর্বসম্পত্তিপূরিণী সর্বমন্ত্রময়ী এবং সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী এই চতুর্দশ শক্তি। এই ভুবনেশ্বরী দেবীদের পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বামাবর্তক্রমে গ্রহণ ক'রে পূজা করতে হবে।.৭৮-১৮২

এই দেবীরা চতুর্দশারচক্রে পূজনীয়া। এই চক্রের নাম সর্বসৌভাগ্য-দায়কচক্র।

পশ্চিমাদেব দক্ষিণং—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ পশ্চিমকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন ক'রে। অর্থাৎ তাঁর মতে পূজক পশ্চিমাভিমুখী হয়ে পূজা করলে দেবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে দেবীর দক্ষিণ দিক গ্রহণ ক'রে আর পূজক পূর্বাভিমুখী হয়ে পূজা করলে দেবীর সম্মুখ দিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ দিক্ গ্রহণ ক'রে পূজা করতে হবে।

ভাস্কররায় এই মতকে ভ্রান্ত বলেছেন। তাঁর মতে পূজ্য ও পূজকের মধ্যবর্ত্তী হবে পশ্চিম। এইরূপ পশ্চিম ধরলে সর্বত্রই একরূপ নিয়মে পশ্চিম নির্দিষ্ট হবে।

বিদ্যানন্দ বলেন 'সর্বসংক্ষোভিণী শক্তি' এক্ষেত্রে শক্তিশব্দের প্রয়োগ করার জন্য সব মন্ত্রেই শক্তি-পাদুকাং পূজয়ামি এরূপ হবে। তা হলে মন্ত্র হবে এই প্রকার—হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণীশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। অন্যান্য মন্ত্রও এইরূপ হবে।

সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী[১] সবসম্পৎপ্রদা তথা।
সর্বপ্রিয়ংকরী[২] চাপি সর্বমঙ্গলকারিণী ॥ ১৮৩ ॥
সর্বকামপ্রদা দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী[৩]।
সর্বমৃত্যুপ্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী ॥ ১৮৪ ॥
সর্বাঙ্গসুন্দরী দেবী সর্বদুঃখবিমোচনী[৪]।
তথৈব দেবদেবেশি পুনরেবাহহৃদ্যবিদ্যয়া ॥ ১৮৫ ॥
দ্বিতীয়াবরণে দেবি দেবীদশকমর্চয়েৎ।

১। শক্তিঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। সর্বশ্রেয়স্করী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। সর্বদুঃখবিমোচনী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। সর্বসৌভাগ্যকারিণী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বসিদ্ধিপ্রদা সর্বসম্পৎপ্রদা সর্বপ্রিয়ংকরী সর্বমঙ্গলকারিণী সর্বকামপ্রদা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী সর্বমৃত্যুপ্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং সর্বদুঃখবিমোচনী, ওগো দেবী, এই দশ দেবীকে আবার সেই প্রকারে বহির্দশারে আদ্যবিদ্যা দ্বারা পূজা করতে হবে। ১৮৩-১৮৫

তথৈব—সেই প্রকারে অর্থাৎ বামাবর্তক্রমে পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ দিক্ ধরে।

আদ্যবিদ্যয়া—ভাস্কর রায়ের মতে আদ্যবিদ্যা বলতে বুঝছে হ্রীং শ্রীং, তা দ্বারা।

দ্বিতীয়াবরণে—ভাস্কর রায়ের মতে সংহারক্রমে বহির্দশার দ্বিতীয়াবরণ। বহির্দশারচক্রের নাম সর্বার্থ-সাধকচক্র।

ভাস্কররায়নির্দিষ্ট ক্রমে পূজামন্ত্র—হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধিপ্রদদেবীপাদুকাং পূজয়ামি। অন্য মন্ত্রগুলিও এই রকম।

সর্বজ্ঞা সর্বশক্তিশ্চ সর্বৈশ্বর্যপ্রদা তথা[১] ॥ ১৮৬ ॥
সর্বজ্ঞানময়ী দেবী সর্বব্যাধিবিনাশিনী।
সর্বাধারস্বরূপা চ[২] সর্বপাপহরা তথা ॥ ১৮৭ ॥
সর্বানন্দময়ী দেবী সর্বরক্ষাস্বরূপিণী।
পুনরেব মহেশানি সর্বেপ্সিতফলপ্রদা ॥ ১৮৮ ॥
দশৈব দেবতাঃ খ্যাতাঃ স্বনামসদৃশোদয়াঃ।
এবমেতা মহাদেব্যো দেবি সর্বার্থসিদ্ধিদাঃ ॥ ১৮৯ ॥
পূর্বোক্তেন বিধানেন তৃতীয়াবরণেঽর্চয়েৎ।

সর্বজ্ঞা সর্বশক্তি সর্বৈশ্বর্যপ্রদা সর্বজ্ঞানময়ী সর্বব্যাধি-বিনাশিনী সর্বাধারস্বরূপা সর্বপাপহরা সর্বানন্দময়ী সর্বরক্ষা-স্বরূপিণী এবং সর্বেপ্সিতফলপ্রদা এই দশ দেবতা নিজ নিজ নামসদৃশ উদ্যোগকারিণী। দেবী, এই মহাদেবীরা সর্বার্থসিদ্ধিদায়িকা। পূর্বোক্ত অন্তর্দশারে এঁদের পূজা করতে হবে। ১৮৬-১৯০

স্বনামসদৃশোদয়াঃ—ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—'স্বমাত্মীয়ং যন্নাম তৎসদৃশ উদয় উদ্যোগো যাসাং তাঃ' স্বনাম অর্থাৎ আপন নাম,

১। সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িনী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তৎসদৃশ উদয় অর্থাৎ উদ্যোগ যাঁদের তাঁরা। যেমন সর্বজ্ঞা এই নামসদৃশ উদ্যোগ সর্বজ্ঞানবত্তা। এইরূপ উদ্যোগশালিনী। সহজ কথায়, যে-অর্থপ্রতিপাদক নাম সেই অর্থবিষয়ক উদ্যোগশালিনী।

পূর্বোক্তেন বিধানেন—পশ্চিম থেকে আরম্ভ ক'রে বামাবর্তক্রমে দক্ষিণ দিক্ ধরে।

তৃতীয়াবরণে—চতুর্দশারকে প্রথম আবরণ ধ'রে সংহারক্রমে তৃতীয়াবরণ অন্তর্দশারচক্র। এর নাম সর্বরক্ষাকরচক্র।

ভাস্কররায়নির্দিষ্ট ক্রমে পূজা মন্ত্র—হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞাদেবীপাদুকাং পূজয়ামি। অন্য মন্ত্রগুলিও এই রকম।

মধ্যচক্রে মহেশানি শৃণু পূজাং যথাক্রমম্ ॥১৯০॥
বশিনীমপি কামেশীং মোদিনীং বিমলামপি।
অরুণাং জয়িনীং চাপি সর্বেশীং কৌলিনীমপি ॥১৯১॥
একৈকং দেবতানাম প্রোক্তবীজসমন্বিতম্।
অধস্তাদ্দেবদেবেশি বামাবর্তেন পূজয়েৎ ॥১৯২॥
যাবদ্দক্ষিণমার্গং তু রক্তপুষ্পৈর্মহেশ্বরি।

মহেশানী, মধ্যচক্রে পূজার কথা বলছি, শোন। বশিনী কামেশী মোদিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশী এবং কৌলিনী এই দেবতাদের নামের পূর্বে পূর্বোক্ত বীজ যোগ ক'রে মন্ত্রোদ্ধার করতঃ, ওগো দেবদেবেশী. সেই মন্ত্রে রক্ত পুষ্পের দ্বারা দেবীর সম্মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে বামাবর্তে দক্ষিণপর্যন্ত এঁদের পূজা করতে হবে। ১৯০-১৯৩

মধ্যচক্রে—অষ্টকোণচক্রে। এই চক্রের নাম সর্বরোগহরচক্র।

একৈকং দেবতানাম—বশিনী-আদি এক এক দেবতার নাম।

প্রোক্তবীজসমন্বিতম্—পূর্বোক্ত বীজসমন্বিত। ৮৬ থেকে ১০১ পর্যন্ত শ্লোকে এই বীজগুলি বিবৃত হয়েছে। বশিনী-আদি প্রত্যেকের বীজ স্বতন্ত্র।

অধস্তাৎ—শিবানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এর অর্থ বাশিনী আদি নাম পূর্বোক্ত বীজের পরে থাকবে। তা এই রকম হবে—প্রথমে বর্গের সব বর্ণ, তারপর বীজ, তারপর দেবতার নাম। প্রত্যেক দেবতার বেলা এই হবে। যেমন, এইভাবে বশিনীর পূজামন্ত্র হবে—হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্ব্লৃং বশিনীবাগ্দেবতাপাদুকাং পূজয়ামি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যানন্দ অধস্তাৎ পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন অধস্তাৎ ইত্যাদির অর্থ দেবীর সম্মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে বামাবর্তে দক্ষিণপর্যন্ত পূজা করতে হবে।

পশ্চিমোত্তরপূর্বাশা[1]দক্ষিণাশাক্রমেণ তু ॥১৯৩॥
চক্রমধ্যে চতুষ্কে তু ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ।
কামবাণান্মহেশানি ধনুস্তৎপাশমেব চ ॥১৯৪॥
জম্ভমোহবশস্তম্ভপদৈঃ সহিতমঙ্কুশম্।

মহেশানী, অষ্টকোণ ও ত্রিকোণ চক্রের মধ্যবর্তী স্থলে পশ্চিমদিক্ উত্তরদিক্ পূর্বদিক্ ও দক্ষিণদিক্ এই দিক্‌চতুষ্টয়ে কামবাণ, কামধনু, কামপাশ এবং কাম-অঙ্কুশ এই আয়ুধচতুষ্কের যথাক্রমে বাণের সঙ্গে জম্ভ, ধনুর সঙ্গে মোহ, পাপের সঙ্গে বশ এবং অঙ্কুশের সঙ্গে স্তম্ভ যোগ ক'রে মন্ত্রোদ্ধার করতঃ সেই মন্ত্রে পূজা করতে হবে। ১৯৩-১৯৫

চক্রমধ্যে—ভাস্কররায়ের মতে 'চক্রয়োঃ মধ্যম্' অর্থাৎ অষ্টকোণচক্র ও ত্রি-কোণের মধ্য, তাতে।

কামবাণান্—কামেশ্বরের বাণসমূহ। ভাস্কররায় "কামশ্চ কামী চ ইতি কামৌ, তয়োঃ বাণান্ কামবাণান্" এইভাবে সমাস ক'রে ব্যাখ্যা করতঃ বলেছেন 'কামবাণান্' বলতে কামেশ্বরের বাণ এবং কামেশ্বরীর বাণ উভয়ই নির্দিষ্ট হয়েছে।

ধনুঃ ইত্যাদি আয়ুধের সঙ্গেও কামশব্দ যুক্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাই হবে। অর্থাৎ কামেশ্বরের ধনু ও কামেশ্বরীর ধনু এই হবে।

ধনুস্তৎপাশমেব চ—ভাস্কররায়ের মতে এখানে চকারের প্রয়োগের দ্বারা কামেশ্বরীর আয়ুধও পূজ্য তাই সূচিত হয়েছে।

'কামবাণান্ মহেশানি' দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং 'সহিতমঙ্কুশম্' দিয়ে সমাপ্ত ক'রে যে-দেড়খানি শ্লোক রচনা করা হয়েছে তাতে আয়ুধপূজার মন্ত্র সঙ্কেতিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে ভাস্কররায় প্রথমে পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত আয়ুধপূজার মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তা এই প্রকার—হ্রীঁ শ্রীঁ যাং রাং লাং বাং সাং সর্বজম্ভনেভ্যঃ কামেশ্বরীবাণেভ্যো নমঃ সর্বজম্ভনবাণশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজম্ভনেভ্যঃ কামেশ্বরবাণেভ্যো নমঃ সর্বজম্ভনবাণশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি।

১। পশ্চিমোত্তরপৌরস্ত্য ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিকার রামেশ্বরকথিত রীতি-অনুসারে অন্য মন্ত্রগুলি এই প্রকার—হ্রীং শ্রীং থং ধং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ সর্বসম্মোহনধনুঃশক্তি-পাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং হ্রীং আং সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ সর্ববশী-করণপাশশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং ক্রোং সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ সর্বস্তম্ভন-অঙ্কুশশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি।

থং শক্তিধনুর্বীজ। ধং শিবধনুর্বীজ। হ্রীং শক্তিপাশবীজ। আং শিব-পাশবীজ। ক্রোং উভয়ের অঙ্কুশবীজ। (দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ৫।১০-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি)।

ভাস্কররায়ের মতানুসারে ধনুরাদি আয়ুধের পূজামন্ত্রও দ্বিবিধ হবে। যথা—হ্রীং শ্রীং থং সর্বসম্মোহনায় কামেশ্বরীধনুষে নমঃ সর্বসম্মোহনধনুঃশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং ধং সর্বসম্মোহনায় কামেশ্বরধনুষে নমঃ সর্বসম্মোহনধনুঃশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি।

হ্রীং শ্রীং হ্রীং সর্ববশীকরণায় কামেশ্বরীপাশায় নমঃ সর্ববশীকরণপাশশক্তি-পাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং আং সর্ববশীকরণায় কামেশ্বরপাশায় নমঃ সর্ব-বশীকরণপাশশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং ক্রোং সর্বস্তম্ভনায় কামেশ্বরী-অঙ্কুশায় নমঃ সর্বস্তম্ভন-অঙ্কুশশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি। হ্রীং শ্রীং ক্রোং সর্ব-স্তম্ভনায় কামেশ্বর-অঙ্কুশায় নমঃ সর্বস্তম্ভন-অঙ্কুশশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি।

উদ্ধৃত মন্ত্রের বাণশক্তিপাদুকাং ধনুঃশক্তিপাদুকাং ইত্যাদিস্থলে কেউ কেউ বাণশক্তিশ্রীপাদুকাং ধনুঃশক্তিশ্রীপাদুকাং ইত্যাদি প্রয়োগের কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে রামেশ্বর মন্তব্য করেছেন, কারো কারো মতে যেখানে দেবতার নাম থাকবে কেবলমাত্র সেখানে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই 'অষ্টাক্ষরী' যুক্ত হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। শাস্ত্রে যেখানে 'দেবতানামসু' এই নির্দেশ আছে সেখানে তার অর্থ হবে দেবতানামঘটিত মন্ত্রে। এই ব্যাখ্যানুসারে দেবতার আয়ুধমন্ত্রেও 'অষ্টাক্ষরী'-যোগ বিহিত নয়।

বলা বাহুল্য, এ সব মতভেদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব গুরু তথা সম্প্রদায়ের অনুসরণই সাধকেরা করে থাকেন।

সর্বমধ্যে ত্রিকোণে চ[১] পূজয়েন্মুলবিদ্যয়া ॥১৯৫॥
কেবলাক্ষরভেদেন সমস্তব্যস্তয়েশ্বরি।
কামেশ্বরীমগ্রকোণে বজ্রেশীং দক্ষিণে তথা ॥১৯৬॥
ভগমালাং তথা বামে[২] মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীম্।

১। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। বামেঽপি ভগমালাং তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ঈশ্বরী, বিন্দুচক্রে সমস্ত মূলবিদ্যা দ্বারা মহাত্রিপুরসুন্দরীর আর ত্রিকোণচক্রে ব্যস্ত মূলবিদ্যা দ্বারা কামেশ্বরী বজ্রেশ্বরী ও ভগমালিনীর পূজা করতে হবে। ত্রিকোণের অগ্রকোণে কামেশ্বরী, দক্ষিণে বজ্রেশ্বরী, বামকোণে ভগমালিনী এবং বিন্দুতে মহাত্রিপুরসুন্দরী এই ক্রমে এঁদের পূজা হবে। ১৯৫-১৯৬

সর্বমধ্যে—বিন্দুচক্রে। এই চক্রের নাম সর্বানন্দময়চক্র। ত্রিকোণে—ত্রিকোণচক্রে। এই চক্রের নাম সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র। মূলবিদ্যয়া—পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যা দ্বারা।

সমস্তয়া মূলবিদ্যয়া—ভাস্কররায় সমস্ত শব্দের অর্থ করেছেন পঞ্চদশী অর্থাৎ পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যা।

বিদ্যানন্দ 'সমস্তয়া' অর্থ করেছেন 'বীজত্রয়োপেতয়া' অর্থাৎ বীজত্রয়সমন্বিতা দ্বারা।

আবার কেউ কেউ সমস্তশব্দের অর্থ করেছেন তুরীয়কূট মানে চতুর্থকূট। তা হলে এক্ষেত্রে অর্থ হবে চতুর্থকূটোপেতা পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ চতুষ্কূটা শ্রীবিদ্যা দ্বারা। (চতুষ্কূট শ্রীবিদ্যা সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, সাধনা অধ্যায়)

ব্যস্তয়া মূলবিদ্যয়া—ত্রিকূটোপেতা মূলবিদ্যার ত্রিকূট পৃথক্ পৃথক্ ক'রে অর্থাৎ এক এক কূটের দ্বারা কামেশ্বরী আদি এক এক দেবীর পূজা করতে হবে।

দক্ষিণে— অর্থাৎ দেবীর দক্ষিণে। মধ্যে—বিন্দুতে।

এবং পূজাবিধানং তু কৃত্বাঽঽদৌ সাধকোত্তমঃ॥১৯৭॥
ধূপগন্ধাদিনৈবেদ্যতর্পণানি[১] নিবেদয়েৎ।

সাধকোত্তম প্রথমে পূজাবিধান ক'রে তার পর এইপ্রকারে আবরণ-পূজা করতঃ পুনরায় ধূপ গন্ধ নৈবেদ্যাদি তর্পণদ্রব্য নিবেদন করবে। ১৯৭-১৯৮

ধূপগন্ধাদিনৈবেদ্যতর্পণানি—শিবানন্দ তর্পণ শব্দের অর্থ করেছেন "তর্পণং তৃপ্তিনয়নং দৈবতস্যামৃতেন তু" অমৃতের দ্বারা দেবতার তৃপ্তিবিধান তর্পণ। সাধারণভাবে তর্পণশব্দের অন্যতম অর্থ পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন। তন্ত্রে দেবতার তৃপ্তিসাধন অর্থে তর্পণ শব্দের বহু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তৃপ্তিসাধন

১। ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যতর্পণাদি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দ্রব্যকেও তর্পণ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন বিবিধসংখ্যক উপচারদ্যোতনার জন্য এখানে তর্পণশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

তর্পণশব্দের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন এ দ্বারা প্রথমদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যের দ্বারা দেবীচক্রের পূজা সূচিত হয়েছে। অন্যথা পাশপূজা এখানে শাস্ত্রসম্মত হত না। তাঁর মতে এরূপ যে করে না সে কুলদ্রোহী, তাকে যোগিনীদের শাপ লাগে। সেই প্রথমদ্রব্য বহুবিধ—মধুজাত, পিষ্টজাত, গুড়োদ্ভব ইত্যাদি। এমনি সব স্বাদু পরম আনন্দজনক দ্রব্য নিবেদন করতে হবে। বিদ্যানন্দের মতে কুলাচারক্রমে এই চক্রপূজা বিহিত। তাই, প্রথমদ্রব্য গ্রহণের দ্বারা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমদ্রব্যেরও অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মকারেরও অবশ্যম্ভাবিত্ব সূচিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য এ মত সকলে স্বীকার করেন না। ভাস্কররায় মন্তব্য করেছেন যাঁরা বলেন কেবলমাত্র বামমার্গেই ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা হবে দক্ষিণমার্গে নয়, প্রমাণাভাবে তাঁদের এ অভিমত উপেক্ষণীয়। (দ্রঃ সংসৃষ্ট সেতুবন্ধ)।

সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষবশ্যোন্মাদমহাঙ্কুশাঃ ॥১৯৮॥
খেচরীবীজযোন্যাখ্যা নব মুদ্রাস্ত্বনুক্রমাৎ।
বিরচ্য সাধকেন্দ্রস্তু ধ্যানং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ॥১৯৯॥

সংক্ষোভিণী, দ্রাবিণী বা বিদ্রাবিণী, আকর্ষণী, বশ্যা বা আবেশকারিণী, উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরী, বীজ ও যোনি নামক নব মুদ্রা যথাক্রমে রচনা ক'রে সাধকেন্দ্র সমাহিত হয়ে ধ্যান করবে ॥১৯৮-১৯৯

বিরচ্য—রচনা ক'রে অর্থাৎ প্রদর্শন করতঃ।

ভাস্কররায় বলেন এই মুদ্রাপ্রদর্শন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক পক্ষের মত নবচক্রের প্রত্যেক চক্রে আবরণপূজান্তে এক এক মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। এঁরা স্বমতের সমর্থনে মূলের 'অনুক্রমাৎ' পদটির উল্লেখ করেন। সংহারক্রমে ভূপুর থেকে আরম্ভ ক'রে এক এক চক্রে সংক্ষোভিণী আদি এক এক মুদ্রা প্রদর্শিত হবে।

অপরপক্ষের মতে ধ্যানের পূর্বেই নব মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। দশ মুদ্রার মধ্যে ত্রিখণ্ডামুদ্রা আবাহনকর্মে ব্যবহৃত হয় ব'লে এখানে তা বাদ দিয়ে নব মুদ্রা বিবৃত হয়েছে। এটি এঁরা স্বপক্ষের সমর্থনে যুক্তিরূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু এ যুক্তি দুর্বল। কেননা, খেচরীমুদ্রার বিনিয়োগ হয় বিসর্জনে। তা হ'লে এই যুক্তি অনুসারে অষ্টমুদ্রা প্রদর্শন করতে হয়। আবার যোনিমুদ্রার বিনিয়োগ হয় প্রণামে। তা হলে প্রদর্শনীয় মুদ্রা হয় সাত। কাজেই, ভাস্কররায়ের মতে প্রথম পক্ষের মতই সমীচীন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ধ্যানং কুর্যাৎ—ধ্যান করবে। ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন কামকলার ধ্যান করতে হবে।

বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রং তু তদধস্থং[১] কুচদ্বয়ম্।
তদধঃ সপরার্ধং তু[২] চিন্তয়েত্তদধোমুখম্ ॥২০০॥
এবং কামকলারূপমক্ষরং যৎ সমুত্থিতম্।
কামাদিবিষ[৩]মোক্ষাণামালয়ং পরমেশ্বরি[৪] ॥২০১॥
তদেব তত্ত্বপ্রবরং নিজদেহং বিচিন্তয়েৎ।

ঊর্ধ্বস্থ বিন্দুকে মুখ কল্পনা করতে হবে; তার অধস্থ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল এবং তার অধস্থ সপরার্ধকে যোনি ভাবনা করতে হবে। এই প্রকারে যে-অক্ষর কামকলারূপ সমুত্থিত হয়, ওগো পরমেশ্বরী, তা কামাদিবিষমোক্ষের আলয়। নিজ দেহকে তত্ত্বপ্রবর এই কামকলা ভাবনা করতে হবে।২০০-১০২

বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রং ইত্যাদি—এ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন কামকলাভূত চতুর্থস্বর অর্থাৎ ঈকারের চার অবয়ব—তিনটি বিন্দু আর মাত্রা। এখানে বলা আবশ্যক এই ঈকার প্রচলিত দেবনাগরীলিপির বা বাংলালিপির ঈকার নয়। এ ব্রাহ্মীলিপির ঈকার। প্রথম বিন্দু দ্বারা মুখের, বিন্দুদ্বয়ের দ্বারা স্তনদ্বয়ের এবং মাত্রা দ্বারা অর্থাৎ হকারার্ধের অর্ধাঙ্গতা দ্বারা যোনির কল্পনা নির্দিষ্ট হয়েছে।

ভাস্কররায় বলেন গ্রন্থারম্ভে (শ্লোক ১/৪) শ্রীবিদ্যার যে কামকলা নামক মুখ্য রহস্য অক্ষরের উল্লেখ করা হয়েছে তার তিন অবয়ব। ঊর্ধ্বে একটি বিন্দু এক অবয়ব, তার নাম কাম। তার নীচে অগ্নিষোমাত্মক দুই বিন্দু অপর অবয়ব আর তার নীচে হকারার্ধরূপ তৃতীয় অবয়ব। এই তৃতীয় অবয়বের নাম কলা। আদিতে কাম অন্তে কলা। প্রত্যাহার ন্যায়ানুসারে তাই একে কামকলা বলা হয়।

সপরার্ধং—ভাস্কররায় বলেন—সকারের পর হকার, তার অর্ধ সপরার্ধ।

বিদ্যানন্দ সপরার্ধের অর্থ করেছেন হার্ধার্ধ অর্থাৎ হকারার্ধের অর্ধ। বলেছেন স্বরবর্ণবিযুক্ত হকারের অর্ধ গ্রহণ করলে তার বাচক হয় অর্ধার্ধ।

১। তদধস্তাদ্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। কামার্থধর্ম ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। পরমং ধ্রুবম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অধোমুখম্—ভাস্কররায় বলেন সম্প্রদায়ানুসারে অধোমুখশব্দের অর্থ যোনি।

অক্ষরং—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন গ্রন্থারম্ভে অষ্টম শ্লোকে বিবৃত কামকলারূপ অক্ষর।

ভাস্কররায় অক্ষরশব্দের অর্থ করেছেন নাশরহিত, ব্যাপক, ব্রহ্ম।

সমুত্থিতং — বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ নিত্যাষোড়শিকার্ণবমন্থনোদ্ভূত।

ভাস্কররায়ের মতে অর্থ দেবীশরীররূপে পরিণত।

কামাদিবিষমোক্ষাণামালয়ং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন কামঃ মানে কামবীজ বা কামকূট, আদিঃ মানে বাগ্‌ভববীজ বা বাগ্‌ভবকূট আর বিষমোক্ষঃ মানে শক্তিবীজ বা শক্তিকূট। এই ত্রিবীজ বা ত্রিকূটের আলয়।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন এইভাবে—"কাম আদির্যেষাং তানি কামার্থধর্ম-রূপাণি ত্রীণি বিষাণি চ মোক্ষোঽমৃতং চ তেষামালয়ং জনকম্"। কাম যাদের আদি তা হল কাম-অর্থ-ধর্ম-রূপ তিন বিষ আর মোক্ষ হল অমৃত। তাদের আলয় মানে তাদের জনক অর্থাৎ উৎপাদক। সহজ অর্থ হল যথাবিহিত ধ্যান করা হলে কামকলা চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রদান করেন।

তত্ত্বপ্রবরং—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের কারণ। ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন অক্ষর কামকলাই তত্ত্বে অর্থাৎ সপদার্থে প্রবর মানে শ্রেষ্ঠ। এর তাৎপর্য হল পারমার্থিক সত্য ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীত।

নিজদেহং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বকীয় দেহ, এর দ্বারা স্বরূপ বুঝান হয়েছে। একে কামকলারূপ থেকে অভিন্ন চিন্তা করতে হবে।

ধ্যাত্বা চক্রেণ সহিতাং ততস্ত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥২০২॥
স্বমুদ্রয়া শক্তিচক্রং খেচর্যাদ্যাশ্চ যোজয়েৎ।
খেচর্যা শক্তিচক্রং তু ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ॥২০৩॥

ইতি শ্রীনিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য[১] প্রথমঃ পটলঃ।

তারপর শ্রীচক্রের দ্বারা সমন্বিত ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান করতে হবে। এবার শ্রীচক্রস্থ অণিমাদিশক্তিকদম্ব ও খেচরী-আদি মুদ্রা স্বমুদ্রা দ্বারা যোজনা করতে হবে। অতঃপর 'ক্ষমস্ব' এই প্রার্থনামন্ত্রে শক্তিচক্র খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে বিসর্জন দিতে হবে।২০২-২০৩

ধ্যাত্বা—ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন সমূহ-আলম্বনাত্মক-জ্ঞান-বিষয়তা প্রাপ্ত করিয়ে।

১। ষোড়শিকার্ণবে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চক্রেণ সহিতাং—শিবানন্দের মতে 'চক্রেণ সহিতা' বলতে বুঝাচ্ছে বহিরারাধিতশক্তিচক্রোপেতা অর্থাৎ বহিরারাধিতশক্তিচক্র-সমন্বিতা।

ভাস্কররায় 'চক্রেণ সহিতা' অর্থ করেছেন সম্পূর্ণশ্রীচক্রের দ্বারা সমন্বিতা।

ততঃ—তারপর অর্থাৎ কামকলা ও সাধকের অভেদভাবনার পর।

স্বমুদ্রয়া—এই পদের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ভাস্কররায় বলেছেন প্রাচীনেরা বলেন "স্বাং মুদমানন্দং রাতি বিষয়ীকরোতীতি স্বমুদ্রা স্বসম্বিৎ খেচর্য্যাদ্যা নব মুদ্রা অণিমাদিশক্তিচক্রং চ স্বস্বসম্বিদা যোজয়েৎ, শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপং ভাবয়েদিতি ব্যাচক্ষতে।" স্বীয় 'মুদং' মানে আনন্দ, 'রাতি' মানে বিষয়ীকরণ করে, যা তা স্বমুদ্রা অর্থাৎ স্বসম্বিৎ। খেচরী-আদি নব মুদ্রা ও অণিমাদিশক্তিচক্র স্বীয় স্বসম্বিদের দ্বারা যুক্ত করবে অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপে ভাবনা করবে।

অন্যেরা বলেন 'স্বমুদ্রয়া' পদের তৃতীয়া বিভক্তি সহার্থে। তাঁদের মতে প্রত্যেক আবরণে একটি ক'রে মুদ্রার পূজা সূচিত করার জন্য স্বস্বমুদ্রার সহিত সেই সেই আবরণের শক্তিচক্র ও খেচরী-আদি সেই সেই মুদ্রা যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ একীকরণ করতে হবে. 'স্বমুদ্রয়া' পদের দ্বারা তাই বুঝান হয়েছে।

শিবানন্দ 'স্বমুদ্রয়া' পদের অর্থ করেছেন কামকলাত্মা ভাবিতকারণরূপ-মহাশক্তিরূপা স্বভূতা যে-মুদ্রা তার সহিত।

বিদ্যানন্দের মতে 'স্বমুদ্রয়া' পদের দ্বারা দেখান হয়েছে পূজাকালে মুদ্রাশক্তিদেবীদের, চক্র মানে সমূহের. পূজা হবে চতুরস্রস্থ ব্রাহ্মী-আদি দেবীদের পূজার পর।

শক্তিচক্রং—শিবানন্দ শক্তিচক্রপদের অর্থ করেছেন অণিমা থেকে আরম্ভ ক'রে মহাদেবী পর্যন্ত আরাধিত শক্তিচক্র।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অণিমাদিশক্তিবৃন্দস্ব।

খেচর্যাদ্যাঃ—খেচরী আদি মুদ্রা। ভাস্কররায় প্রাচীনদের মতানুসারে এই পদের অর্থ করেছেন 'খেচর্যাদ্যাঃ নব মুদ্রাঃ' খেচরী আদি নব মুদ্রা।

কোনো কোনো টীকাকারের মতে খেচর্যাদ্যাঃ পদের আদিশব্দের দ্বারা বীজমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা বুঝান হয়েছে। কেননা, সংহারক্রমে মুদ্রার অবস্থিতি অনুসারে খেচরীমুদ্রার পর আসে বীজমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা। এ সম্পর্কে এঁরা বলেন খেচরীমুদ্রা ও বীজমুদ্রা দ্বারা প্রণাম ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারাও প্রণাম করতে হবে, এই হল তাৎপর্য। কিন্তু যে-শ্লোকার্ধে খেচর্যাদ্যাঃ পদের উল্লেখ আছে সেখানে এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। খেচরীকে আদি বলার অন্য কারণ অবশ্যই আছে। এ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দের ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অধোমুখম্—ভাস্কররায় বলেন সম্প্রদায়ানুসারে অধোমুখশব্দের অর্থ যোনি।

অক্ষরং—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন গ্রন্থারম্ভে অষ্টম শ্লোকে বিবৃত কামকলারূপ অক্ষর।

ভাস্কররায় অক্ষরশব্দের অর্থ করেছেন নাশরহিত, ব্যাপক, ব্রহ্ম।

সমুত্থিতং — বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ নিত্যাষোড়শিকার্ণবমন্থনোদ্ভূত।

ভাস্কররায়ের মতে অর্থ দেবীশরীররূপে পরিণত।

কামাদিবিষমোক্ষাণামালয়ং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন কামঃ মানে কামবীজ বা কামকূট, আদিঃ মানে বাগ্‌ভববীজ বা বাগ্‌ভবকূট আর বিষমোক্ষঃ মানে শক্তিবীজ বা শক্তিকূট। এই ত্রিবীজ বা ত্রিকূটের আলয়।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন এইভাবে—"কাম আদির্যেষাং তানি কামার্থধর্ম-রূপাণি ত্রীণি বিষাণি চ মোক্ষোঽমৃতং চ তেষামালয়ং জনকম্"। কাম যাদের আদি তা হল কাম-অর্থ-ধর্ম-রূপ তিন বিষ আর মোক্ষ হল অমৃত। তাদের আলয় মানে তাদের জনক অর্থাৎ উৎপাদক। সহজ অর্থ হল যথাবিহিত ধ্যান করা হলে কামকলা চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রদান করেন।

তত্ত্বপ্রবরং—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের কারণ। ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন অক্ষর কামকলাই তত্ত্বে অর্থাৎ সপদার্থে প্রবর মানে শ্রেষ্ঠ। এর তাৎপর্য হল পারমার্থিক সত্য ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীত।

নিজদেহং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বকীয় দেহ, এর দ্বারা স্বরূপ বুঝান হয়েছে। একে কামকলারূপ থেকে অভিন্ন চিন্তা করতে হবে।

ধ্যাত্বা চক্রেণ সহিতাং ততস্ত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥২০২॥
স্বমুদ্রয়া শক্তিচক্রং খেচর্যাদ্যাশ্চ যোজয়েৎ।
খেচর্যা শক্তিচক্রং তু ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ॥২০৩॥

ইতি শ্রীনিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য[১] প্রথমঃ পটলঃ।

তারপর শ্রীচক্রের দ্বারা সমন্বিত ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান করতে হবে। এবার শ্রীচক্রস্থ অণিমাদিশক্তিকদম্ব ও খেচরী-আদি মুদ্রা স্বমুদ্রা দ্বারা যোজনা করতে হবে। অতঃপর 'ক্ষমস্ব' এই প্রার্থনামন্ত্রে শক্তিচক্র খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে বিসর্জন দিতে হবে।২০২-২০৩

ধ্যাত্বা—ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন সমূহ-আলম্বনাত্মক-জ্ঞান-বিষয়তা প্রাপ্ত করিয়ে।

১। ষোড়শিকার্ণবে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চক্রেণ সহিতাং—শিবানন্দের মতে 'চক্রেণ সহিতা' বলতে বুঝাচ্ছে বহিরারাধিতশক্তিচক্রোপেতা অর্থাৎ বহিরারাধিতশক্তিচক্র-সমন্বিতা।

ভাস্কররায় 'চক্রেণ সহিতা' অর্থ করেছেন সম্পূর্ণশ্রীচক্রের দ্বারা সমন্বিতা।

ততঃ—তারপর অর্থাৎ কামকলা ও সাধকের অভেদভাবনার পর।

স্বমুদ্রয়া—এই পদের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ভাস্কররায় বলেছেন প্রাচীনেরা বলেন "স্বাং মুদমানন্দং রাতি বিষয়ীকরোতীতি স্বমুদ্রা স্বসম্বিৎ খেচর্য্যাদ্যা নব মুদ্রা অণিমাদিশক্তিচক্রং চ স্বস্বসম্বিদা যোজয়েৎ, শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপং ভাবয়েদিতি ব্যাচক্ষতে।" স্বীয় 'মুদং' মানে আনন্দ, 'রাতি' মানে বিষয়ীকরণ করে, যা তা স্বমুদ্রা অর্থাৎ স্বসম্বিৎ। খেচরী-আদি নব মুদ্রা ও অণিমাদি-শক্তিচক্র স্বীয় স্বসম্বিদের দ্বারা যুক্ত করবে অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপে ভাবনা করবে।

অন্যেরা বলেন 'স্বমুদ্রয়া' পদের তৃতীয়া বিভক্তি সহার্থে। তাঁদের মতে প্রত্যেক আবরণে একটি ক'রে মুদ্রার পূজা সূচিত করার জন্য স্বস্বমুদ্রার সহিত সেই সেই আবরণের শক্তিচক্র ও খেচরী-আদি সেই সেই মুদ্রা যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ একীকরণ করতে হবে. 'স্বমুদ্রয়া' পদের দ্বারা তাই বুঝান হয়েছে।

শিবানন্দ 'স্বমুদ্রয়া' পদের অর্থ করেছেন কামকলাত্মা ভাবিতকারণরূপ-মহা-শক্তিরূপা স্বভূতা যে-মুদ্রা তার সহিত।

বিদ্যানন্দের মতে 'স্বমুদ্রয়া' পদের দ্বারা দেখান হয়েছে পূজাকালে মুদ্রাশক্তিদেবীদের, চক্র মানে সমূহের, পূজা হবে চতুরস্রস্থ ব্রাহ্মী-আদি দেবীদের পূজার পর।

শক্তিচক্রং—শিবানন্দ শক্তিচক্রপদের অর্থ করেছেন অণিমা থেকে আরম্ভ ক'রে মহাদেবী পর্যন্ত আরাধিত শক্তিচক্র।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অণিমাদিশক্তিবৃন্দম্।

খেচর্যাদ্যাঃ—খেচরী আদি মুদ্রা। ভাস্কররায় প্রাচীনদের মতানুসারে এই পদের অর্থ করেছেন 'খেচর্যাদ্যাঃ নব মুদ্রাঃ' খেচরী আদি নব মুদ্রা।

কোনো কোনো টীকাকারের মতে খেচর্যাদ্যাঃ পদের আদিশব্দের দ্বারা বীজ-মুদ্রা ও যোনিমুদ্রা বুঝান হয়েছে। কেননা, সংহারক্রমে মুদ্রার অবস্থিতি অনুসারে খেচরীমুদ্রার পর আসে বীজমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা। এ সম্পর্কে এঁরা বলেন খেচরীমুদ্রা ও বীজমুদ্রা দ্বারা প্রণাম ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারাও প্রণাম করতে হবে, এই হল তাৎপর্য। কিন্তু যে-শ্লোকার্ধে খেচর্যাদ্যাঃ পদের উল্লেখ আছে সেখানে এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। খেচরীকে আদি বলার অন্য কারণ অবশ্যই আছে। এ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দের ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

"খে আকাশে সুষুম্নোপলক্ষিতে পরাম্বরে কুণ্ডলিনীরূপেণ চরতীতি কৃত্বা খেচরীতি দেব্যা নাম। তস্যাঃখেচর্যা যা মুদ্রাস্তাঃ পূজাকালে পূজাত্বেন দর্শিতা ইতি ভাবঃ।" খে মানে আকাশে অর্থাৎ সুষুম্ণা-নাড়ী-উপলক্ষিত পরাম্বরে, যিনি কুণ্ডলিনীরূপে বিচরণ করেন তিনি খেচরী। খেচরী দেবীর নাম। সেই খেচরীর যে যে মুদ্রা তা পূজাকালে পূজারূপে প্রদর্শিত হয়েছে, ভাবটি হল এই। মনে হয় বিদ্যানন্দ বলতে চেয়েছেন দেবীর সহিত খেচরী এই নামসমতার জন্য খেচরীমুদ্রার প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা দ্বারা পূজ্যা সব মুদ্রাই সূচিত হয়েছে।

যোজয়েৎ—পূর্বোক্ত প্রাচীনদের একপক্ষের মতানুসারে এর অর্থ শক্তিচক্র ও খেচরী-আদি মুদ্রাকে শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপে ভাবনা করতে হবে।

অন্য পক্ষের মতে যোজয়েৎ মানে শক্তিচক্র ও খেচরী-আদি মুদ্রার সহিত প্রতি আবরণে পূজ্যা মুদ্রার একীকরণ করতে হবে।

শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন মুদ্রা রচনা ক'রে তা পরমকারণমহাশক্তিরূপা সম্বিৎস্বরূপপরমার্থা স্বভূতা মুদ্রার সহিত একীকরণ করতে হবে।

খেচর্যা—শিবানন্দ খেচরী অর্থ করেছেন সংহারমুদ্রা, তা দ্বারা। বিসর্জনের সময় খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন বিহিত।

শক্তিচক্রং—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ দেবীচক্র।

ক্ষমস্ব—ক্ষমা কর। এই ক্ষমাপ্রার্থনার হেতুনির্দেশ করতে গিয়ে টীকাকরেরা বলেছেন ত্রিপুরসুন্দরীর স্বানুভূতসম্বিৎস্বভাব অকৃত্রিমাহংপরামর্শময় যেরূপ তা পূজাকালে পূজামণ্ডলে বহিস্থ শ্রীচক্রে ইদন্তারূপে উপস্থিত করান, এটি একটি প্রমাদ। সহজ কথায়, উপাসক ও দেবীর মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও ভেদভাবনা প্রমাদ। অথচ, পূজাকালে এই ভেদভাবনা করতে হয়। তাই পূজান্তে এই প্রমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা।

পরশুরামকল্পসূত্রের ৫।২৩ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর এই ক্ষমাপ্রার্থনা মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাঽপি যদ্‌যদাচরিতং শিবে।
তব কৃত্যমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি॥

বিসর্জয়েৎ—বিসর্জন দেবে। এই বিসর্জনের অর্থ পূজার জন্য বহিরাহূত দেবীকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিনয়ন। এর তাৎপর্য হল দেবীকে আবার সাধকের হৃৎকমলে স্থাপন করতে হবে।

শ্রীনিত্যাষোড়শিকার্ণবের প্রথম পটল সমাপ্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

ঈশ্বর[1] উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রযোগং যথাবিধি।
যত্রানেন বিধানেন সাধকেন প্রপূজ্যতে।। ১ ।।
দেশে বা নগরে গ্রামে তত্র ক্ষোভঃ প্রজায়তে।

ঈশ্বর বললেন,

দেবী, যথাবিধি মন্ত্রযোগ বলছি, শোন। এই বিধানে সাধককে পূজা করতে হবে। দেশে নগরে বা গ্রামে যেখানেই পূজা হোক না কেন সেখানে ক্ষোভ জন্মাবে।১-২

মন্ত্রযোগং—শিবানন্দ মন্ত্রযোগের অর্থ করেছেন মন্ত্রানুবন্ধী প্রয়োগ।

বিদ্যানন্দও এখানে যোগ অর্থ করেছেন বিনিয়োগ, ভাস্কররায় মন্ত্রযোগ-পদের অর্থ করেছেন চক্রসন্নাহ অর্থাৎ চক্রসাধন।

যত্র—শিবানন্দের মতে দেশ গ্রাম নগরের সঙ্গে এর সম্বন্ধ।

অনেন বিধানেন—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন বশীকরণাদি প্রয়োগে বক্ষ্যমাণ ক্রমানুসারে।

ভাস্কররায়ের মতে 'অনেন' মানে 'পূর্বোক্তেন' আর 'বিধানেন' মানে 'প্রকারেণ।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে।

সাধকেন—ভাস্কররায় এখানে সাধকশব্দের অর্থ করেছেন চক্রসিদ্ধীচ্ছু অর্থাৎ চক্রসিদ্ধি-অভিলাষী।

প্রপূজ্যতে—ভাস্কররায় বলেন এই পদের প্রয়োগের দ্বারা পূজাই চক্র-সাধনের স্বরূপ এইটি সূচিত হয়েছে।

ক্ষোভঃ—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন মান্মথবিকার অর্থাৎ কামবিকার।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন বিঘ্ন।

দেশে বা নগরে গ্রামে—বিদ্যানন্দ বলেন এরূপ উক্তির অভিপ্রায় হল গ্রাম নগর পত্তনাদি স্থানে যেখানে অভিরুচি, যেখানে পূজাঙ্গভূত দ্রব্যাদি

১। শ্রীভৈরব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পাওয়া যায়, যেখানে রাজা চোর দুর্ভিক্ষাদিহেতু বিপদ নেই, সেখানে জপ হোম পূজা মন্ত্রপুরশ্চরণাদি করা উচিত। এসব অনুষ্ঠানের জন্য পশুশাস্ত্রোক্ত নদীতীর পর্বতশীর্ষ তীর্থাদি স্থান অন্বেষণের প্রয়োজন নেই।

ভাস্কররায় এ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা হবে এই প্রকার—পূজারম্ভমাত্রই গ্রামীণ স্ত্রীলোকের মনঃক্ষোভ উপস্থিত হবে এবং তজ্জনিত কটাক্ষপাতাদি দ্বারা সাধকের চিত্তবিভ্রমের জন্য হেতুভঙ্গ হয় অর্থাৎ যে কারণে পূজা তা বিঘ্নিত হয়। সাধক ধৈর্য সহকারে তা অগ্রাহ্য করলে তখন নগরবাসিনীদের দ্বারা বিঘ্ন সংঘটিত হয়। তাও অবহেলা করলে সেই দেশবাসিনী দূরস্থিতা নারীরা কাছে এসে বিঘ্ন ঘটায়।

জ্বলৎকামাগ্নিসন্তাপপ্রতাপোত্তপ্তমানসাঃ ॥ ২ ॥
পিপীলিকাস্থিন্যায়েন দূরাদায়ান্তি যোষিতঃ।
মন্ত্রসম্মূঢ়হৃদয়াঃ স্ফুরজ্জঘনমণ্ডলাঃ ॥ ৩ ॥
তদ্দর্শনান্মহাদেবি জায়ন্তে সর্বযোষিতঃ।

মহাদেবী, জলন্ত কামাগ্নির তাপপ্রতাপে উত্তপ্তমানসা নারীরা পিপীলিকাস্থিন্যায়ে দূর থেকে সাধকের কাছে চলে আসে। সাধককে দর্শন ক'রে মন্ত্র-সম্মূঢ়হৃদয়া সব নারী অনাবৃতজঘনমণ্ডলা হয়ে পড়ে।২-৪

পিপীলিকাস্থিন্যায়েন—অস্থির অভ্যন্তরে থাকে মজ্জা। মৃতদেহের অস্থিরক্ষিত মজ্জার কাছে পিপীলিকা দূর থেকেও এসে উপস্থিত হয়। এই হল পিপীলিকাস্থিন্যায়। এইরূপ অনেক নিয়মের দ্বারা রক্ষিত মন্ত্রানুষ্ঠান-রত যে-সাধক তার কাছেও নারীরা দূর থেকে চলে আসে।

শিবানন্দ পিপীলিকাস্থিন্যায়েন পদের অন্য রকম ব্যাখ্যা করেছেন। যথা, মাটির ভিতর গর্তেও যদি পিঁপড়ে থাকে আর অতি উঁচু গাছের মগডালে থাকে পাকা বেল তা হলেও পিঁপড়ে যেমন সেই মগডালে গিয়ে বেলের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে তার সারের মধ্যে ঢুকে পড়ে তেমনি অনেক দূরস্থা নারীরাও বিবিধ নিয়মের দ্বারা রক্ষিত সাধকের কাছে এসে পৌঁছে যায়।

মন্ত্রসম্মূঢ়হৃদয়াঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মন্ত্রপ্রয়োগের জন্য কর্তব্য বিস্মৃত হয় এরূপ হৃদয়বিশিষ্টা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

জপ্তে লক্ষৈকমাত্রে তু ক্ষুভ্যন্তে ভূতলাঙ্গনাঃ[১] ॥ ৪ ॥
যদি ন ক্ষুভ্যতীত্থং হি সাধকস্য মনো মনাক্।
সংক্ষুভ্যন্তি ততঃ সর্বাঃ পাতালে নাগকন্যকাঃ ॥ ৫ ॥

সাধক একলক্ষমাত্র জপ করলে ভূতলবাসিনী সব নারী কাম-বিকারগ্রস্তা হবে। আর এতে সাধকের মন যদি একটুও বিকারগ্রস্ত না হয় তা হলে পাতালবাসিনী সব নাগকন্যা কামবিকারগ্রস্তা হবে। ৪-৫

এই দেড়খানি শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকাররা যা বলেছেন তার মোদ্দা কথা হল সাধক যদি মূলবিদ্যা একলক্ষ জপ করেন তা হলে তার ফলে পৃথিবীর সব নারী কামবিকারগ্রস্তা হবে। ভাস্কররায়ের মতে তখন তারা কটাক্ষাদি নানা হাবভাবের দ্বারা সাধকের পূজায় বিঘ্ন উপস্থিত করবে। এতেও যদি সাধকের মন একটুও বিকারগ্রস্ত না হয় এবং সাধক দুই লক্ষ[২] জপ করেন তা হলে পাতালের সব নাগকন্যা কামবিকারগ্রস্তা হবে। ভাস্কর-রায়দের মতে এই অবস্থায় তারা সাধকের কাছে এসে তাঁর পূজায় বিঘ্ন ঘটাতে চাইবে। মূলে দুই লক্ষ জপের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু ভাস্কররায় যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন দুই লক্ষ জপই এখানে আকাঙ্ক্ষিত।

তাসামপি যদা নাসৌ ক্ষোভং যাতি মনাগপি।
ততঃ স্বর্গনিবাসিন্যো বিদ্রবন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৬ ॥
এবং লক্ষত্রয়ং জপ্ত্বা ব্রতস্থঃ সাধকোত্তমঃ।
সংক্ষোভয়তি দেবেশি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৭ ॥

তাদের দ্বারাও যদি সাধকের একটুও ক্ষোভ না হয় তা হ'লে স্বর্গবাসিনী সুরনারীরা কামবিকারগ্রস্তা হবে। ব্রতধারী সাধকোত্তম এই প্রকারে তিনলক্ষ জপ করলে, ওগো দেবেশী, সে সচরাচর ত্রৈলোক্য ক্ষোভযুক্ত করবে। ৬-৭

তাসামপি—ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন নাগকন্যাদেরও। অন্য টীকাকারেরা কেউ কেউ 'তাসামপি' পদের সঙ্গে 'দর্শনেন' পদ যোগ

১। ভূতলেহঙ্গনাঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। দুই লক্ষ জপের কথা ভাস্কররায় বলেছেন। শিবানন্দের মতে লক্ষ জপেই নাগকন্যারা সাধকের কাছে আসবে এবং মন্ত্রবলে কামবিকারগ্রস্তা হবে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

করে অর্থ করেছেন তাদের দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ নাগকন্যাদের দর্শনের দ্বারা।

ব্রতস্থঃ—বিদ্যানন্দের মতে এই পদের অর্থ ব্রহ্মচর্যাদিনিয়মরত।

ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন বলবত্তর বিঘ্নসমূহের মধ্যেও অস্খলিতব্রহ্মচর্যবান্।

লিখিত্বা বিপুলং চক্রং তন্মধ্যে প্রতিমাং যদা[১]।
নাম্না লিখন্তি সংযুক্তাং জ্বলন্তীং চিন্তয়েত্ততঃ ॥ ৮ ॥
শতযোজনমাত্রস্থা ত্বদৃষ্টাঽপি চ যা ভবেৎ।
ভয়লজ্জাবিনির্মুক্তা সাঽপ্যায়াতি বিমোহিতা ॥ ৯ ॥

বিপুল চক্র লিখে তার মধ্যে নামসংযুক্ত সাধ্যার প্রতিকৃতি আঁকতে হবে। তারপর সাধ্যাকে দহ্যমানারূপে ভাবনা করতে হবে। এরূপ করলে শতযোজন-দূরস্থা অদৃষ্টা সাধ্যাও বিমোহিতা হয়ে ভয়লজ্জামুক্ত হয়ে এসে পড়ে। ৮-৯

বিপুলং চক্রং—বিদ্যানন্দের মতে বিপুল চক্র মানে সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক চক্র অর্থাৎ শ্রীচক্র।

ভাস্কররায়ের মতে এই সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক শ্রীচক্র বিন্দু বাদ দিয়ে লিখতে হবে। কারণ, এই বিন্দুস্থানেই বশীকরণকর্মের সাধ্যার প্রতিকৃতি লিখতে হয়।

প্রতিমাং—প্রতিমা মানে প্রতিকৃতি; বশীকরণকর্মে যে-সাধ্যা তার প্রতিকৃতি।

নাম্না সংযুক্তাং—এর সঙ্গে প্রতিমার সম্বন্ধ অর্থাৎ অন্বয় হবে 'নাম্না সংযুক্তাং প্রতিমাং' এইভাবে। সহজ অর্থ নামসংযুক্তা প্রতিকৃতি।

বিদ্যানন্দ এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন—প্রতিকৃতির হৃদয়দেশে মূলবিদ্যা লিখে সেই মূলবিদ্যার হকারের মধ্যে ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত সাধকনাম, তারপর হকার ও রকারের মধ্যে দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত সাধ্যার নামাক্ষর এবং তার সঙ্গে আকর্ষয় আকর্ষয় লিখতে হবে।

ভাস্কররায় অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'নাম্না সংযুক্তাং' মানে 'নামসহিতাম্।' তিনি নামসহিতাং ও জ্বলন্তীং এই দুই পদের এক সঙ্গে অর্থ করেছেন মহাবীজবিদর্ভিতনামসহিতা, তাকে। মহাবীজ বলতে বুঝায় কামরাজবীজ বা কামরাজকূট। তা হলে অর্থ দাঁড়াল সাধ্যার নামকে কামরাজবীজের দ্বারা বিদর্ভিত করতে হবে। বিদর্ভণ বলতে বুঝায়

১। যদি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মন্ত্রবর্ণদ্বন্দ্বের মধ্যে সাধ্যনামাক্ষর লেখন। ধরা যাক্, সাধ্যনাম লক্ষ্মী। কামরাজকূট ষড়ক্ষর। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরের মধ্যে লিখতে হবে লক্ষ্মীনামের প্রথম অক্ষর; চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরের মধ্যে লিখতে হবে লক্ষ্মীনামের দ্বিতীয় অক্ষর। সেখানে সাধ্যনামের অক্ষর মন্ত্রাক্ষরের চেয়ে বেশী হবে সেখানে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করে সব নামাক্ষরের বিদর্ভণ করতে হবে।

জ্বলন্তীং—শিবানন্দ জ্বলন্তী অর্থ করেছেন মন্ত্রপাবকশিখা দ্বারা দহ্যমানা।

বিদ্যানন্দের মতে জ্বলন্তী অর্থ সাধ্যাকৃতির যোনির অন্তরালোখিতা মন্ত্রপাবকশিখা দ্বারা দহ্যমানা।

বিমোহিতা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন আবিষ্টা।

তন্মধ্যগোঽথবা ভূত্বা মন্ত্রী[১] সঞ্চিন্তয়েদ্ যদা।
সর্বমাত্মানমরুণং সাধ্যমপ্যরুণীকৃতম্ ॥ ১০ ॥
ততঃ স জায়তে দেবি সর্বসৌভাগ্যসুন্দরঃ।
বল্লভঃ সর্বলোকস্য সাধকঃ পরমেশ্বরি ॥ ১১ ॥

অথবা তন্মধ্যগ হয়ে মন্ত্রী যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অরুণ এবং সাধ্যকেও অরুণীকৃত চিন্তা করবে তখন, ওগো দেবী পরমেশ্বরী, সেই সাধক সর্বসৌভাগ্যসুন্দর এবং সর্বলোকের বল্লভ হবে। ১০-১১

তন্মধ্যগঃ—চক্রের মধ্যগত, চক্রমধ্যে স্থিত। বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এর তাৎপর্য হ'ল মহাচক্রের মধ্যে মহাকামকলারূপ আত্ম-বিগ্রহের ধ্যান করতে হবে।

মন্ত্রী—মন্ত্রসাধক, সাধক।

অরুণং—ভাস্কররায় অরুণ অর্থ করেছেন সহস্র উদীয়মান সূর্যতুল্য।

সাধ্যং—ভাস্কররায় সাধ্যপদের অর্থ করেছেন বশীকরণক্রিয়াকর্মভূত।

অরুণীকৃতং—ভাস্কররায়ের মতে অরুণীকৃত অর্থ স্বীয় তেজের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

সর্বমাত্মানমরুণং সাধ্যমপ্যরুণীকৃতম্—বিদ্যানন্দ এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন বিদ্যুৎ-লতার মতো উজ্জ্বল আপন শক্তিকে অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে বহন্নাড়ীপথে বাইরে এনে সাধ্যের নাসিকাবিবরপথে তার মূলাধারে প্রবেশ করিয়ে তার কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত ঐক্যভাবনা ক'রে অর্থাৎ একীকৃত ক'রে তাকে সাধ্যের হৃদয়কমলে নিয়ে গিয়ে সেই কুণ্ডলিনী

১। মন্ত্রং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শক্তি দ্বারা কবলিত প্রাণমন সহ মূর্ত্ত সেই সাধ্যজীবকে স্বীয় আসনস্থ করতঃ সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে যে চিচ্চন্দ্রমণ্ডল রয়েছে তা থেকে নিঃসৃত প্রবালাকার, মস্তক থেকে নাদান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত অমৃতধারা দ্বারা, চক্রাগ্নিজ্বালা-প্রজ্বলিতগাত্র নিজেকে এবং স্বীয়াসনভূত সাধ্যকে যাতে অরুণিত করা যায় সেইভাবে প্লাবিত করতে হবে।

বল্লভঃ—শিবানন্দের মতে বল্লভ অর্থ যাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করা যায় না।

সর্বরক্তোপচারৈস্তু পূজয়েন্মুদ্রয়া[1] যুতম্।
যস্য নাম্নৈব সংযুক্তং স ভবেদ্ দাসবৎ বশী। ১২॥

রক্তবর্ণ সব উপচারে মুদ্রাসহযোগে পূজা করতে হবে। মন্ত্রে যার নাম যুক্ত হয় সে দাসবৎ বশীভূত হয়। ১২

মুদ্রয়া যুতম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ যোনিমুদ্রাবন্ধ বিধান ক'রে।

নাম্নৈব সংযুক্তং—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ মন্ত্রকে নামবিদর্ভিত ক'রে। কি ক'রে তা করা হয় সেটি পূর্বেই বলা হয়েছে।

দাসবৎ—শিবানন্দ দাসশব্দের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা, (১) "যঃ উপক্ষপয়িতা কর্মণঃ স দাসঃ"—যে প্রভুর কর্ম করতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেয় সে দাস; (২) দীয়তে যস্মৈ স্বামিনা সর্বং যথাঽভিলষিতমিতি দাসঃ—প্রভু যাকে যথেপ্সিত সব দেন সে দাস।

বশী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সর্বসহ।

অদৃষ্টায়াস্তু সংযোজ্য নাম চক্রস্য মধ্যগম্।
বিরচ্য যোনিমুদ্রাং চ[2] তামাকর্ষয়তি ক্ষণাৎ॥ ১৩॥
যক্ষিণীং বাঽথ গন্ধর্বীং কিন্নরীং বা সুরেশ্বরীম্।
সিদ্ধকন্যাং নাগকন্যাং যক্ষকন্যাং[3] চ খেচরীম্॥ ১৪।
বিদ্যাধরীমপ্সরসমৃষিকন্যামথোর্বশীম্।
মদনোদ্ভববিক্ষোভস্ফুরজ্জঘনমণ্ডলাম্[4]। ১৫॥
মহাকামকলাধ্যানাৎ[5] ক্ষোভয়েৎ সর্বযোষিতঃ।

১। পূজাতে মুদ্রয়া ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। দেবকন্যাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। ঝরজ্জঘনলম্বিকাম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। মহাকামকলাং ধ্যায়ন ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দৃষ্টিবহির্ভূতার নাম চক্রমধ্যে সংযোজন করতঃ যোনিমুদ্রা রচনা করলে পর সাধক অবিলম্বে তাকে আকর্ষণ করতে পারে। যক্ষিণী, গন্ধর্বী, কিন্নরী, সুরেশ্বরী, সিদ্ধকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা, খেচরী, বিদ্যাধরী, অপ্সরা, ঋষিকন্যা এবং উর্বশী, এদের যে-কোন জনকে আকর্ষণ করতে পারে। কামসঞ্জাত বিক্ষোভহেতু এদের প্রত্যেকের জঘনমণ্ডল উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। সাধক মহাকামকলার ধ্যানের দ্বারা সব অঙ্গনাদের ক্ষোভিত করবে। ১৩-১৬

অদৃষ্টায়াঃ—অদৃষ্টা মানে যে দৃষ্টির বহির্ভূত, যার কথা শুধু শোনা গেছে। শিবানন্দের মতে যক্ষিণী থেকে খেচরী পর্যন্ত অদৃষ্টার তালিকা। এই তালিকা থেকে বিদ্যাধরী অপ্সরা ঋষিকন্যা ও উর্বশীকে তিনি কেন বাদ দিয়েছেন তা বলেন নি।

সংযোজ্য নাম—এ সম্বন্ধে ভাস্কররায় বলেছেন যে-নাম ব্যবহারযোগ্য চক্র-মধ্যে তার প্রাতিপদিকমাত্র লিখতে হবে, এখানে মন্ত্রের সঙ্গে বিদর্ভিত করতে হবে না।

যক্ষিণীং—ভাস্কররায়ের মতে যক্ষিণী যক্ষজাতি থেকে ভিন্ন জাতির অঙ্গনা। এই জন্য পরে যক্ষকন্যাঃ পদের ব্যবহারে পুনরুক্তি হয় নি।

উর্বশীম্—এ সম্পর্কে ভাস্কররায় মন্তব্য করেছেন উর্বশী অপ্সরা। পূর্বে অপ্সরসম্ পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই উর্বশী তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবু আবার পৃথগ্‌ভাবে উর্বশীম্-পদের প্রয়োগ গোবলীবর্দন্যায়-অনুসারে হয়েছে।

রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং বা[১] সমভাগং তু[২] চন্দনম্ ॥১৬॥
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তিলকং ধারয়েদ্ বুধঃ।
ততো যমীক্ষতে বক্তি স্পৃশতে চিন্তয়েচ্চ যম্[৩] ॥১৭॥
অর্থেন চ শরীরেণ স বশং[৪] যাতি দাসবৎ[৫]।

সমান সমান ভাগ গোরোচনা ও কুঙ্কুম এবং উভয়ের মিলিত ভাগের

১। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। চিন্তয়ত্যয়ম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। সোঽবশ্যং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। দাসতাম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

৭

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সমান চন্দন মিশিয়ে তা দিয়ে, একশ আটবার মন্ত্র জপ ক'রে, যে তিলক ধারণ করে সে তারপর যার দিকে তাকায়, যার সঙ্গে কথা বলে, যাকে স্পর্শ করে এবং যার চিন্তা করে, সেই ব্যক্তি অর্থের ও শরীরের সহিত দাসবৎ উক্ত তিলকধারীর বশ হয়।১৬-১৮

যম্—ভাস্কররায়ের মতে যম্‌পদ পুংলিঙ্গ হলেও এখানে কোনো বিশেষ লিঙ্গকথন অনীপ্সিত।

অর্থেন—ভাস্কররায় বলেন এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কাজেই, অর্থেন মানে অর্থের সহিত।

তথা পুষ্পং ফলং গন্ধং পানং বস্ত্রং মহেশ্বরি ॥১৮॥
অষ্টোত্তরশতং[1] জপ্ত্বা যস্যাঃ সংপ্রেষ্যতে স্ত্রিয়াঃ।
সদ্য আকৃষ্যতে সা তু বিমূঢ়হৃদয়া সতী ॥১৯॥
হঠাকৃষ্টিরিয়ং ভদ্রে ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।

মহেশ্বরী, সাধক একশ আটবার মন্ত্র জপ ক'রে পুষ্প ফল গন্ধ পানীয় বস্ত্র যে-অঙ্গনার উদ্দেশে প্রেরণ করে সে বিমূঢ়হৃদয়া হয়ে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্টা হয়। ভদ্রে, বলপ্রয়োগমূলক এই আকর্ষণ। একে কখনো প্রতিরোধ করা যায় না।১৮—২০

পুষ্পং—ভাস্কররায় বলেন পুষ্পপদ পত্রাদির উপলক্ষণ অর্থাৎ এ দ্বারা পত্রাদিও সূচিত হয়েছে।

তেমনি, ফলং পদ অন্ন তাম্বূলাদির উপলক্ষণ; গন্ধং পদ কর্পূরাদির উপলক্ষণ, পানং পদ দধিদুগ্ধাদির উপলক্ষণ এবং বস্ত্রং পদ ভূষণাদির উপলক্ষণ।

যস্যাঃ—ভাস্কররায় বলেন এখানে স্ত্রীলিঙ্গের পদ ব্যবহৃত হলেও কোনো বিশেষ লিঙ্গকথন অনীপ্সিত।

বিমূঢ়হৃদয়া—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন বিবেকশূন্যহৃদয়া।

হঠাকৃষ্টিঃ—হঠ মানে বলপ্রয়োগ আর আকৃষ্টি মানে আকর্ষণ। অর্থাৎ জোর ক'রে আকর্ষণ।

এই পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন যদি সাধ্য ব্যক্তি পরমন্ত্রস্তম্ভনকারী ক্রিয়াকর্ম করে তা হলে তা দ্বারা সাধকের প্রয়োগ প্রতিহত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বলবান্ প্রয়োগের দ্বারাও সাধকের প্রয়োগ প্রতিহত হবে না।

শিবানন্দ হঠাকৃষ্টিঃ পদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন,

১। শতমষ্টোত্তরং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

"মন্ত্রপাবকমহাজ্বালাকবলীকৃতত্বাদ্ গলেপাতিকাকর্ষমিত্যর্থঃ।"

—মন্ত্রপাবকের মহাজ্বালার কবলীকৃত হওয়ার জন্য ভৃত্যকে প্রভু যেমন ঘাড় ধরে আকর্ষণ করেন তেমনি আকর্ষণ।

লিখেদ্ রোচনয়ৈকান্তে প্রতিমামবনীতলে ॥ ২০ ॥
সুরূপাং চারুশৃঙ্গারবেষাভরণভূষিতাম্[১]।
তদ্ভালগলহৃন্নাভিজন্মমণ্ডলযোজিতাম্ ॥ ২১ ॥
জন্মনামমহাবিদ্যামঙ্কুশান্তর্[২] বিদর্ভিতাম্।
সর্বাঙ্গসন্ধিসংলীনমালিখ্য মদনাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥
তদাশাভিমুখো ভূত্বা ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ।
বদ্ধ্বা তু ক্ষোভিণী[৩]মুদ্রাং বিদ্যামষ্টশতং জপেৎ ॥ ২৩ ॥
নিযোজ্য দহনাগারে চন্দ্রসূর্যকলালয়ে[৪]।

একান্তে ভূমিতলে গোরোচনা দিয়ে চারুশৃঙ্গারভূষণমণ্ডিতা সুরূপা সাধ্যার প্রতিকৃতি আঁকতে হবে। তারপর ললাট গলা হৃদয় নাভি ও যোনি পর্যন্ত তার জন্মনামের সহিত শ্রীবিদ্যা অংকুশবীজবিদর্ভিত ক'রে লিখতে হবে। এরপর, সেই প্রতিকৃতির সর্বাঙ্গে যতগুলি সন্ধিস্থল আছে তাতে মদনাক্ষর লিখতে হবে। এবার সাধক সাধ্যার দিকে মুখ ক'রে এবং নিজেকে মহাত্রিপুরসুন্দরীর বিগ্রহ ভাবনা ক'রে ক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ চন্দ্রসূর্যকলালয়ভূত দহনাগারে সাধ্যাকে যোজনা ক'রে মূলবিদ্যা আটশবার জপ করবে। ২০-২৪

একান্তে—বিজন স্থানে। শিবানন্দের মতে পশুজনের দৃষ্টিবর্জিত স্থানে।
অবনীতলে—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ গোময়লিপ্ত ভূমিতলে।
জন্মমণ্ডলং—যোনি।
জন্মনাম—শিবানন্দের মতে এর অর্থ মা বাবা জাতকের যে নাম রাখেন।
মহাবিদ্যা—শিবানন্দ—অর্থ করেছেন মূলবিদ্যা। এখানে শ্রীবিদ্যা।
অঙ্কুশঃ—ক্রোং।

১। মণ্ডিতাম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। মহাবিদ্যামঙ্কুশেন ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে
৩। ক্ষোভিণীং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। চন্দ্রসূর্যপ্রভাকুলে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

জন্মনামমহাবিদ্যাঙ্কুশান্তবিদর্ভিতাম্—জন্মনামের সহিত অঙ্কুশান্তশ্রীবিদ্যা-বিদর্ভিতাকে। ভাস্কররায়ের মতে ব্যাপারটি এইভাবে হবে—ক্রোং তারপর জন্মনামের আদ্যক্ষর, তারপর বিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর; আবার ক্রোং, তারপর জন্মনামের দ্বিতীয় অক্ষর, তারপর বিদ্যার তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর; এই রীতিতে বিদর্ভিত হবে।

এ বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যানন্দের মতে প্রথমে ক্রোং, তারপর মূলবিদ্যার দুই অক্ষর, তারপর সাধ্যার জন্মনামের আদ্যক্ষর। আবার ক্রোং তারপর মূলবিদ্যার দুই অক্ষর, তারপর সাধ্যার জন্মনামের দ্বিতীয় অক্ষর। এই রীতিতে বিদর্ভিত হবে।

মদনাক্ষরম্—শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ মদনাক্ষর অর্থ করেছেন কামবীজ।

ভাস্কররায়ের মতে মদনাক্ষর মানে দ্বিতীয়কূট অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার কামরাজ-কূট। কামবীজ বলতে সাধারণতঃ ক্লীং এই বীজ বুঝায়। কিন্তু ভাস্কররায় মনে করেন এখানে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তদাশাভিমুখঃ—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন যেদিকে সাধ্যা রয়েছে সেই দিগভিমুখী।

ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মন্ত্রন্যস্তশরীর, ত্রিপুরা-ভট্টারিকারূপে নিজদেহকে ভাবনা করেছেন, এমন। সহজ কথায় এই পদের তাৎপর্য হল যথাবিহিত ন্যাসাদি দ্বারা ও নিজেকে ত্রিপুরসুন্দরী ভাবনাদ্বারা নিজদেহকে ত্রিপুরসুন্দরীর বিগ্রহ করতে হবে।

দহনাগারে—শিবানন্দের মতে দহনাগারশব্দের অর্থ চন্দ্র-সূর্য-অগ্নিচক্রাত্মক শ্রীচক্র।

বিদ্যানন্দ দহনাগারশব্দের দুটি অর্থ দিয়েছেন। যথা, (১) সাধকের মূলাধার, (২) চন্দ্রসূর্যকলালয়ভূত চক্র।

ভাস্কররায় দহনাগার শব্দের অর্থ করেছেন মদনমন্দির।

চন্দ্রসূর্যকলালয়ে—ভাস্কররায় চন্দ্রসূর্যকলালয় অর্থ করেছেন চন্দ্রসূর্য-কলাবৃত। মদনাগারে-পদের বিশেষণ বলে এই পদে সপ্তমীবিভক্তি হয়েছে।

নিযোজ্য—বিদ্যানন্দের মতে এই যোজনা সাধ্যার যোজনা।

ভাস্কররায়ের মতে এই যোজনা মুদ্রার যোজনা।

বদ্ধা তু ক্ষোভিণীমুদ্রাং...চন্দ্রসূর্যকলালয়ে—এই দুই শ্লোকার্ধের ভাস্কররায়-অনুমত ব্যাখ্যা হল, চন্দ্রসূর্যকলাবৃত মদনমন্দিরে ক্ষোভিণীমুদ্রা ও তার বীজ যোজনা ক'রে শ্রীবিদ্যা আটশবার জপ করতে হবে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ততো বিচলিতাপাঙ্গা[1]মনঙ্গশরপীড়িতাম্ ॥ ২৪ ॥
দূরীকৃতস্বচারিত্রভয়লজ্জানয়াঙ্কুশাম্ ।
আকৃষ্টহৃদয়াং নষ্টধৈর্যামুড্ডীনজীবিতাম্ ॥ ২৫ ॥
বপ্রপ্রাসাদনিগড়নদীযন্ত্রসুরক্ষিতাম্ ।
প্রোচ্ছলন্মদকল্লোল[2]প্রস্ফুরজ্জঘনস্থলীম্ ॥ ২৬ ॥
শক্তিচক্রোচ্ছলচ্ছক্তি[3]বলনাকবলীকৃতাম্ ।
নবানুরাগসন্ধানবেপ[4]মানহৃদম্বুজাম্ ॥ ২৭ ॥
মনোঽধিকমহামন্ত্রপবনাপহৃতাংশুকাম্ ।
বিমূঢ়ামিব বিক্ষুব্ধামিব শ্রান্তামিব দ্রুতাম্ ॥ ২৮ ॥
লিখিতামিব নিঃসংজ্ঞামিব প্রমথিতামিব ।
গলিতা[5]মিব সম্ভ্রান্তামিবোড্ডামরিতা[6]মিব ॥ ২৯ ॥
বিহস্তামিব সঙ্কীর্ণামিবাহঽকুলিতমানসাম্ ।
নিলীনামিব নিশ্চেষ্টামিবান্যত্বং গতামিব ॥ ৩০ ॥
ভ্রমন্মন্ত্রানিলোদ্ধূতপত্রাকারাং[7] নভস্তলে[8] ।
ভ্রমন্তীমানয়েন্নারীং যোজনানাং শতৈরপি ॥ ৩১ ॥

বিচলিতাপাঙ্গী, অনঙ্গশরপীড়িতা আত্মীয় চারিত্র ভয় লজ্জা নীতি এসব অঙ্কুশ যা দ্বারা দূরীকৃত হয়েছে এমন, আকৃষ্টহৃদয়া, ধৈর্যহীনা, উড্ডীনজীবিতা, বপ্র প্রাসাদ নিগড় পরিখা এ সবের দ্বারা সুরক্ষিতা, মদময় মহাতরঙ্গের দ্বারা কম্পমানজঘনস্থল যার এমন, শক্তিচক্র থেকে উদ্‌গত শক্তির বলনের দ্বারা কবলীকৃতা প্রথম অনুরাগের সংযোগে যার হৃৎকমল কম্পমান এমন, মনের চেয়েও অধিক

১। পাঙ্গী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। প্রোজ্জলন্মদনোন্মেষ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। শক্তিচক্রোচ্ছলদ্রশ্মি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। কম্প ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। দলিতা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৬। মিবোৎত্রাসমিতা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৭। ভ্রমন্মহানিলোদ্ভূতযন্ত্রাকারাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৮। নভঃস্থলে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বেগবান্ মন্ত্রবায়ুর দ্বারা যার অংশুক অপহৃত হয়েছে এমন, বিমূঢ়া বিক্ষুব্ধা শ্রান্তা দ্রবীভূতা চিত্রার্পিতা মূর্চ্ছিতা বিলোড়িতা বিগলিতা অতিভীতা ভূতাবিষ্টা ব্যাকুলা সঙ্কীর্ণা আকুলিতমানসা নিলীনা মৃতপ্রায়া অন্যরূপপ্রাপ্তা—এমনি যাকে মনে হচ্ছে, মন্ত্রবায়ুর দ্বারা উদ্ধূত পত্রের মতো যে কাঁপছে, এমনি যে-নারী মন্ত্রবায়ুতাড়িত হয়ে নভস্তলে নিরালম্ব ঘুরছে, শত শত যোজন দূরে থাকলেও তাকে সাধক আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসবে। ২৪-৩১

বিচলিতাপাঙ্গাম্—কামবিকারে যার অপাঙ্গ বিচলিত অর্থাৎ অস্থির।

স্বঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন আত্মীয় ব্যক্তি।

চারিত্রং—ভাস্কররায় চারিত্রশব্দের অর্থ করেছেন আচার।

নয়ঃ—নীতি।

উড্ডীনজীবিতাম্—শিবানন্দ উড্ডীনজীবিতাশব্দের অর্থ করেছেন গতপ্রায়প্রাণা।

বপ্রঃ—প্রাকার। প্রাসাদঃ—হর্ম্য।

নিগড়ঃ—দ্বারনিরোধক। নদীযন্ত্রং—পরিখা।

প্রোচ্চলন্মদকল্লোলপ্রস্ফুরজ্জঘনস্থলীম্—ভাস্কররায় এইভাবে অর্থ করেছেন "প্রোচ্চলদ্ভিঃ মদময়ৈঃ কল্লোলৈঃ মহাতরঙ্গৈঃ প্রস্ফুরন্তী জঘনস্থলী যস্যাস্তাম্" প্রোচ্চলৎ মানে মদময় কল্লোল মানে মহাতরঙ্গ, তা দ্বারা প্রস্ফুরন্তী মানে কম্পমান, জঘনস্থল যার এমন অঙ্গনাকে।

শক্তিচক্রোচ্চলৎ—ভাস্কররায় শক্তিচক্রের অর্থ করেছেন সাধকের উপাস্যা দেবীর পরিবার, তা থেকে উচ্চলৎ মানে উদ্গতা বা নির্গতা।

বলনা—ব্যাপ্তি, বেষ্টন।

কবলীকৃতাম্—ভাস্কররায় কবলীকৃতাশব্দের অর্থ করেছেন স্বায়ত্তীকৃতা।

বিমূঢ়াম্—শিবানন্দ বিমূঢ়াশব্দের অর্থ করেছেন আবিলমানসা।

শ্রান্তাং—শিবানন্দ শ্রান্তাশব্দের অর্থ করেছেন স্বরূপ অপ্রত্যভিজ্ঞাত বলে দীর্ঘকাল অবসাদপ্রাপ্তা।

দ্রুতাং—দ্রুতা অর্থ দ্রবীভূতা।

লিখিতাং—শিবানন্দ লিখিতাশব্দের অর্থ করেছেন চিত্রস্থিতা।

প্রমথিতাং—শিবানন্দ প্রমথিতাশব্দের অর্থ করেছেন বিলোলিতা।

উড্ডামরিতাং—ভাস্কররায়ের মতে উড্ডামরিতা মানে ভূতাবিষ্টা।

বিহস্তাং—ভাস্কররায় বিহস্তাশব্দের অর্থ করেছেন ব্যাকুলা আর শিবানন্দ অর্থ করেছেন পরবশা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সঙ্কীর্ণাং—শিবানন্দের মতে সঙ্কীর্ণা অর্থ প্রতিপত্তিরহিতা, বিশীর্ণাবয়বা।

আকুলিতমানসাং—শিবানন্দ আকুলিতমানসাশব্দের অর্থ করেছেন প্রস্তুত-বিস্মৃতমানসা।

নিলীনাং—শিবানন্দ নিলীনাশব্দের অর্থ করেছেন অনুদ্যোগা।

নিশ্চেষ্টাং—শিবানন্দের মতে এখানে নিশ্চেষ্টা শব্দের অর্থ মৃতপ্রায়া।

অন্যত্বং গতাং—শিবানন্দ 'অন্যত্বং গতা' অর্থ করেছেন—দ্রষ্টারা মনে করে এত সে নয়, এ যে অন্য।

মন্ত্রানিলোদ্ধূতপত্রাকারাং—শিবানন্দ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন "মন্ত্র এবানিলো মন্ত্রানিলঃ, তেনোদ্ধূতস্য উৎকম্পিতস্য পত্রস্য পর্ণস্যাকার ইব যা কম্পতে তাম্" মন্ত্রই অনিল মন্ত্রানিল, তা দ্বারা উদ্ধূত মানে উৎকম্পিত, পত্রের মানে পর্ণের আকারের মতো অর্থাৎ পর্ণাকারে যে কম্পিতা হয়, তাকে।

নভস্তলে—শিবানন্দের মতে এখানে নভস্তলে পদের অন্তর্নিহিত ভাব হল মন্ত্রপবনের দ্বারা প্রকম্পিতা নিরালম্বনা হয়ে ভ্রাম্যমানা।

অথবা মাতৃকাং সর্বাং লিখিত্বা চক্রবাহ্যতঃ।
ধায়য়েদ্ বাহুমূলে যঃ সোঽবধ্যঃ[1]সর্বজন্তুষু ॥ ৩২ ॥

প্রয়োগান্তরের আরম্ভ করছেন এইভাবে—

চক্রের বাহ্যদেশে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ লিখে যে বাহুমূলে ধারণ করে সে সর্বজন্তুর অবধ্য হয়।৩২

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারেরা বলেছেন ভূর্জপত্রাদিতে চন্দনাদি দ্বারা বাইরে অর্থাৎ ভূপুরের বাইরে তাকে বেষ্টন ক'রে অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ লিখে তা কবচ ক'রে যথাশাস্ত্র যে ধারণ করে সে ব্যাঘ্রাদি সব দুষ্ট জন্তুর অবধ্য হয়।

তথৈব হি মহেশানি স্বসংজ্ঞাক্রমযোগতঃ।
চন্দনাগুরুকর্পূরৈরজরামরতাং ব্রজেৎ[2] ॥ ৩৩ ॥

মহেশানী, পূর্বের মতো চন্দন অগুরু কর্পূরাদি মিশ্রিত ক'রে তা দিয়ে ভূর্জপত্রাদিতে শ্রীচক্র অঙ্কন ক'রে তার বহির্দেশে মাতৃকাবর্ণ স্বনামক্রমযোগে লিখে যে-সাধক ধারণ করে সে অজর অমর হয়।৩৩

স্বসংজ্ঞাক্রমযোগতঃ—ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন পূর্বের মতো চক্র লিখে

১। যস্ত্ববধ্যঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। লভেৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চক্রের বহির্দেশে মাতৃকাবর্ণ লেখার সময় তার প্রত্যেক অক্ষর সাধকনামের আদ্যক্ষরান্তরিত করে লিখতে হবে।

শিবানন্দ 'স্বসংজ্ঞাক্রমযোগতঃ' অর্থ করেছন সাধকের নামাক্ষরমন্ত্রাক্ষর-ক্রমযোগে।

এবং দেবি বিধানেন রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
লিখিতং চক্রযোগেন যস্মিন্ কস্মিন্নপি স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥
সাধ্যনাম স্বনাম্না তু চক্রস্যান্তর্বিদর্ভিতম্।
করোতি সকলান্ লোকানচিরাৎ পাদবর্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবী, এমনি বিধানে গোরোচনা অগুরু কুঙ্কুম দিয়ে ভূর্জপত্র স্বর্ণপত্র ইত্যাদি যে-কোনো আধারে লিখিতচক্রে স্বীয় নামের দ্বারা সাধ্যনাম বিদর্ভিত করে যে সাধক, সব লোক অচিরে তার পদানত হয়। ৩৪-৩৫

সাধ্যনাম স্বনাম্না তু চক্রস্যান্তর্বিদর্ভিতম্—এই অংশের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন মূলবিদ্যার হকার ও রকারের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের বিদর্ভিত নাম লিখে, তাতে কর্ম লিখতে হবে। সে ক্ষেত্রেও বিশেষত্ব হল সাধকনামের দুই অক্ষর এবং সাধ্যনামের এক অক্ষর এই ভাবে বিদর্ভিত হবে। আর মাতৃকাক্ষরবেষ্টন হবে সাধকনামের আদ্যাক্ষরযোগে। এই হল বিদর্ভবিধি।

মধ্যংগতেন বীজেন মহাকামকলাত্মনা।
একমেকমবষ্টভ্য সাধ্যনামাক্ষরং প্রিয়ে॥ ৩৬ ॥
বহিরপ্যখিলৈরেব বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ।
হেমমধ্যগতং কৃত্বা ধারয়েদ্ বামকে ভুজে॥ ৩৭ ॥
শিখায়ামথবা বস্ত্রে[১] ধারয়েদ্ যত্র তত্র বা।
করোতি দাসভূতং হি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ৩৮ ॥
সম্মোহয়তি রাজানং বাজিনং দুষ্টকুঞ্জরম্।
চোরং[২] কেসরিণং সর্পং[৩] পরচক্রং[৪] মহাবলম্[৫] ॥ ৩৯ ॥

১। শিখামথবাহস্তাদৌ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চৌরং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। সর্বং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। পরতন্ত্রং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৫। মহাগ্রহং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শত্রূন্[1] বজ্রাশনিং শস্ত্রং বেতালং রাক্ষসং তথা।
ভূতপ্রেতপিশাচাংশ্চ ধারিতা চক্ররূপিণী ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ে, চক্রমধ্যত্রিকোণের মধ্যে মহাকামকলাত্মক বীজের দ্বারা সাধ্যনামের এক একটি অক্ষর গ্রথিত ক'রে তা বহিঃ সমস্ত মাতৃকাক্ষরের দ্বারা বেষ্টিত করতে হবে। তারপর উক্তপ্রকার চক্রকে হেমপট্টের মধ্যগত ক'রে অর্থাৎ সোনার পাতে মুড়ে বাম বাহুতে ধারণ করতে হবে। অথবা শিখায় কিংবা বস্ত্রে যেখানে হোক ধারণ করলে সেই চক্র চরাচরের সহিত ত্রিলোক ধারণকারীর দাসভূত করবে। চক্র-রূপিণী দেবতাকে ধারণ করলে তিনি রাজা, ঘোটক, দুষ্টহস্তী, চোর, সিংহ, সর্প, মহাবল পরসৈন্য, শত্রু, দারুণ অশনি, বেতাল, রাক্ষস, ভূতপিশাচাদি এই সবকে সম্মোহিত করবেন। ৩৬-৪০

মধ্যগতেন···সাধ্যনামাক্ষরং প্রিয়ে—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ ও ভাস্কররায় বলেছেন প্রথমে কামরাজকূট তারপর সাধ্যনামের আদ্যক্ষর, আবার কামরাজকূট তারপর সাধ্যনামের দ্বিতীয় অক্ষর, পুনরায় কামরাজকূট তারপর সাধ্যনামের তৃতীয় অক্ষর। এইভাবে সাধ্যনামের সব অক্ষর গ্রথিত করতে হবে।

বীজেন মহাকামকলাত্মনা—শিবানন্দ ও ভাস্কররায় মহাকামকলাত্মক বীজ বলতে ঈকার নির্দেশ করেছেন। তা দ্বারা।

বিদ্যানন্দের মতে মহাকামকলাত্মক বীজ বলতে বুঝাচ্ছে মূলবিদ্যামধ্যগত মহাকামরাজবীজ।

অবষ্টভ্য—শিবানন্দ অর্থ করেছেন আত্মীকরণ করে।

বিদ্যানন্দ বলেছেন এখানে অবষ্টভ্যশব্দের অভিপ্রায় গ্রথণ।

ভাস্কররায় অবষ্টভ্যশব্দের অর্থ করেছেন সম্পুটীকরণ।

বহিরপ্যখিলৈরেব বেষ্টয়ন্মাতৃকাক্ষরৈঃ—শিবানন্দ এখানে বহিঃশব্দের অর্থ করেছেন চক্রের বহির্দেশে। ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ নবযোনিচক্রের বহির্দেশে। বিদ্যানন্দ অন্য রকম অর্থ করেছেন। তিনি বলেছেন এখানে বহিঃ বলতে বুঝাচ্ছে কামরাজকূটের দ্বারা গ্রথিত সাধ্যনামাক্ষর লেখার পর তার বাইরে সেই ত্রিকোণের মধ্যেই তা মাতৃকাক্ষরের দ্বারা বেষ্টিত করতে হবে।

হেমমধ্যগতং—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন হেমপট্টমধ্যগতং অর্থাৎ সোনার পাতে মোড়া।

১। শত্রুং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তেন ক্রমেণ সন্দর্ভ্য পুরাণাং নাম সুন্দরি।
মধ্যে চতুষ্পথে চাপি চতুর্দিক্ষু নিধাপয়েৎ ॥ ৪১ ॥
মহান্ কোলাহলস্তত্র ততো লোকস্য জায়তে।
যোষিতাং চ বিশেষেণ বিদ্বিষ্টানামপীশ্বরি ॥ ৪২ ॥

সুন্দরী, পূর্বোক্ত প্রকারে চক্রে পুরের নাম গ্রথিত ক'রে তা পুরের মধ্যস্থলে, চৌরাস্তায় এবং পূর্বাদি চারদিকে পুঁতে দিতে হবে। এতে সেখানকার লোকের মধ্যে মহাবিক্ষোভ উপস্থিত হবে। ঈশ্বরী, এতে বিশেষ ক'রে পরস্পর কৃতবিদ্বেষ নারীদের বিক্ষোভ উপস্থিত হবে ॥৪১-৪২

পুরাণাং—শিবানন্দ পুরশব্দের অর্থ করেছেন প্রসিদ্ধ নগর। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন নগর।

মহান্ কোলাহলস্তত্র... ভাস্কররায়ের মতে এই শ্লোকের তাৎপর্য হল সমগ্র নগর সাধকের স্ববশে থাকবে।

এতন্মধ্যগতাং পৃথ্বীং সশৈলবনকাননাম্।
চতুঃসমুদ্রপর্যন্তাং জ্বলন্তীং চিন্তয়েৎ প্রিয়ে[১] ॥ ৪৩ ॥
ষণ্মাসান্ ধ্যানযোগেন[২] জায়তে মদনোঽপরঃ।
দৃষ্ট্যৈবাকর্ষয়েল্লোকং[৩] দৃষ্ট্যৈব কুরুতে বশম্[৪] ॥ ৪৪ ॥
দৃষ্ট্যা সংক্ষোভয়েন্নারীং[৫] দৃষ্ট্যা সংহরতে[৬] বিষম্।
দৃষ্ট্যা করোতি বাগীশং দৃষ্ট্যা সর্বং বিমোহয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
দৃষ্ট্যা করোতি চাঽঽবেশং দৃষ্ট্যা সর্বং বিমোচয়েৎ।
দৃষ্ট্যা চাতুর্থিকাদীংশ্চ নাশয়েদ্ বিষমজ্বরান্[৭] ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, এই চক্ররাজের মধ্যগতা সশৈলবনকাননা চতুঃসমুদ্রপর্যন্তা

১। চাপি চিন্তয়েৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ষণ্মাসধ্যানযোগেন ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। দৃষ্টৈবাকর্ষয়েল্লোকান্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। বশে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। ক্ষোভয়তে নারীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৬। দৃষ্টৈবাপহরেদ্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৭। অচিরাজ্জ্বরান্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অতিদীপ্তিমতী পৃথিবীর ধ্যান করতে হবে। ছ মাস ধরে এরূপ ধ্যান করলে সাধক দ্বিতীয় মদন হবে। দৃষ্টিমাত্র দ্বারা সে লোকদের আকর্ষণ করবে; দৃষ্টিমাত্র দ্বারা বশীভূত করবে।

দৃষ্টি দ্বারা সে নারীকে সংক্ষুব্ধ করবে; দৃষ্টি দ্বারা বিষ নাশ করবে। দৃষ্টি দ্বারা বাগ্মী করবে; দৃষ্টি দ্বারা সকলকে বিমোহিত করবে। দৃষ্টি দ্বারা সে আবিষ্ট করবে; দৃষ্টি দ্বারা সবাইকে করবে মুক্ত। দৃষ্টি দ্বারা সে চাতুর্থিকাদি বিষম জ্বর নাশ করবে। ৪৩-৪৬

চাতুর্থিকাদীন্—চতুর্থ দিনে প্রকাশিত জ্বরকে বলে চতুর্থক বা চাতুর্থিক।

জ্বরান্—ভাস্কররায় বলেন এখানে জ্বরপদ অসাধ্য রোগমাত্রের উপলক্ষণ।

এতৎপ্রপূজিতং রাত্রৌ চক্রং সিন্দূররঞ্জিতম্[1]।
করোতি মহদাকর্ষং সুদূরাদপি যোষিতম্ ॥ ৪৭ ॥

সিন্দূররঞ্জিত এই মহৎ চক্র রাত্রে পূজিত হলে বহুদূর থেকেও নারীদের আকর্ষণ করে আনে। ৪৭

সিন্দূররঞ্জিতম্—শিবানন্দ সিন্দূররঞ্জিত শব্দের অর্থ করেছেন সিন্দূর-চিত্রিত।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সিন্দূরচূর্ণের দ্বারা লিখিত।

সদা দিক্ষু বিদিক্ষেবং যদা দেবি[2] প্রপূজ্যতে।
দিগনুক্রমযোগেন তদা সর্বং জগদ্বশে ॥ ৪৮ ॥

দেবী, দিকে ও বিদিকে এই প্রকারে দিক্‌ক্রমে চক্র পূজিত হলে জগৎ পূজকের বশীভূত হয়। ৪৮

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন সাধক যে-দিকের সব বশীভূত করতে ইচ্ছুক সেই দিকের অভিমুখী হয়ে সদা অর্থাৎ অখণ্ড পূজা করবেন। এইভাবে ক্রমে সব দিগ্‌বিদিগভিমুখী হয়ে পূজা করলে সমস্ত জগৎ বশীভূত হবে। এক্ষেত্রে দিকের নামই সাধ্যনাম।

ভূর্জপত্রে বিলিখ্যৈতন্নবে নির্বিবরোদরে।
রোচনাগুরুকাশ্মীরৈর্মধ্যে সন্দর্ভয়েৎ পুরম্ ॥ ৪৯ ॥

১। সিন্দুরচিত্রিতম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। দেবী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিপুলং দেশমথবা বিষয়ং মণ্ডলং তথা[১]।
স্বনামসহিতং কৃত্বা যদি ভূমৌ নিধাপয়েৎ ॥ ৫০ ॥
ধারয়েদথবা হস্তে কণ্ঠে বা বাহু[২]মূলতঃ।
শিখায়ামথবা বস্ত্রে যত্র তত্র স্থিতং চ বা ॥ ৫১ ॥
চক্রমেতন্মহাভাগে পুরক্ষোভণমুত্তমম্।

নিশ্ছিদ্র নূতন ভূর্জপত্রে গোরোচনা অগুরু ও কুঙ্কুম দিয়ে চক্র অঙ্কিত ক'রে তার মধ্যে সাধকের স্বীয় নামাক্ষরের সহিত নগর, বিরাট দেশ, বিষয় বা মণ্ডলের নামাক্ষর গ্রথিত ক'রে লিখতে হবে এবং এই চক্রকে মাটিতে পুততে হবে অথবা হস্তে কণ্ঠে বাহুমূলে শিখায় কিংবা বস্ত্রে যেখানে হোক রেখে ধারণ করতে হবে। ওগো মহাভাগা, এই চক্র পুরক্ষোভণকারক। ৪৯-৫২

প্রাচীন টীকাকারদের মতে আলোচ্য শ্লোকগুলিতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে—যথোক্তপ্রকারে অঙ্কিত শ্রীচক্রমধ্যস্থ ত্রিকোণের অভ্যন্তরে লিখিত কামরাজ-বীজগর্ভগৃহে অর্থাৎ রকার ও হকারের মধ্যে পুরাদির নামাক্ষর সাধকের নামাক্ষরের দ্বারা বিদর্ভিত ক'রে লিখতে হবে। তারপর যথাবিধি পূজা ক'রে মাটিতে পুততে হবে অথবা হস্তাদিতে ধারণ করতে হবে।

অর্কক্ষীরং কুঙ্কুমং চ ধত্তূরকরসং তথা ॥ ৫২ ॥
রোচনাসক্তকং লাক্ষারসং মৃগমদোৎকটম্।
একীকৃত্বা[৩] চক্রমেতল্লিখ্যতে যস্য সংজ্ঞয়া ॥ ৫৩ ॥
তস্য চোরগ্রহব্যাধিরিপুসিংহাহিবাজি[৪]জম্।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতপিশাচজম্[৫] ॥ ৫৪ ॥
লূতাবৃশ্চিককীটানাং কামলাশীতিকোদ্ভবম্।
ভয়ং ন বিদ্যতে তস্য পরমন্ত্রাভিচারজম্ ॥ ৫৫ ॥

১। তদা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
২। ভুজ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। একীকৃত্য ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। বাহ্নি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। ভূতপ্রেতাশুভাত্মনাম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যং সন্ধারণাদ্দেবি[1] কালমৃত্যুযমাদয়ঃ।
ন শক্তা হিংসিতুং সম্যগ্ রোমৈকমপি সর্বথা[2] ॥ ৫৬ ॥

আকন্দের আঠা, কুঙ্কুম, ধুতুরা ফুলের রস, গোরোচনা, অলক্তক, লাক্ষারস, কস্তূরীপঙ্ক একত্র ক'রে তা দিয়ে চক্র অঙ্কন করতঃ তার মধ্যে যার নাম লেখা হয় তার চোর গ্রহ ব্যাধি রিপু সিংহ অহি ঘোটক এ সবের ভয়, যক্ষ রাক্ষস বেতাল ভূত প্রেত পিশাচ এদের ভয়, লূতা বৃশ্চিক কীট এ সবের ভয়, কামলারোগের ভয়, শীতজ্বরের ভয়, এই সব ভয় এবং শত্রুদের মন্ত্রসাধিত অভিচারজনিত ভয়, কোনো ভয়ই থাকে না। দেবী, এই চক্র নিত্য ধারণ করলে কাল মৃত্যু যমাদি ধারণকারীর একগাছি লোম ছিঁড়েও কোনো প্রকারে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। ৫২-৫৬

অলক্তকং—ভাস্কররায় বলেন এখানে অলক্তকপদের দ্বারা বাবলার ছাল ইত্যাদি দ্রব্যের যোগে তৈরী রস বুঝাচ্ছে। তার কারণ, এই প্রসঙ্গেই লাক্ষা-রসের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রহঃ—শিবানন্দ গ্রহ বলতে সূর্যাদি গ্রহ নির্দেশ করেছেন।

ব্যাধিঃ—শিবানন্দের মতে ব্যাধি আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়াত্মক।

শীতিকা—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন শীতজ্বর।

পরমন্ত্রাভিচারজম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন শত্রুদের মন্ত্রসাধিত অভিচার-জাত।

অথবা মধ্যগাং দেবীং ত্রিকোণোভয়গাং[3] তথা।
অধস্তান্নামসংযুক্তাং রোচনাকুঙ্কুমাঙ্কিতাম্ ॥ ৫৭ ॥
কুর্যাদ্ যস্তু চ[4] সপ্তাহাদ্ দাসবৎ কিঙ্করো ভবেৎ।

অতঃপর অন্য প্রয়োগ। ত্রিকোণের মধ্যস্থলে এবং তিন কোণে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দিয়ে দেবীকে লিখে তার নীচে উক্ত চার স্থান সাধ্যের ও সাধকের নাম সংযুক্ত করতে হবে। যে-সাধক এরূপ করবে সপ্তাহকালের মধ্যে সাধ্য তার দাসবৎ কিঙ্কর হবে। ৫৭-৫৮

১। নিত্যসন্ধারণাচ্চাপি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। সর্বদা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। ত্রিকোণোদরগাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। নিধাপয়েচ্চ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেবীং শিবানন্দ দেবীশব্দের অর্থ করেছেন মন্ত্ররূপিণী অর্থাৎ মূলবিদ্যা। ভাস্কররায়ও এই অর্থই করেছেন।

অধস্তান্নামসংযুক্তাং—ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ত্রিকোণের মধ্যে ও তিন কোণে প্রত্যেকটি স্থানে মূলবিদ্যা লিখতে হবে এবং তার নীচে উক্ত চার স্থানে সাধ্যনামও পুনঃ পুনঃ লিখতে হবে।

শিবানন্দ অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন পূর্বোক্ত চার স্থানে শ্রীবিদ্যার কামরাজবীজ লিখতে হবে এবং তার নীচে চার স্থানেই সাধ্যনামাক্ষর সাধকনামাক্ষর ও কর্মাক্ষর যোগ করতে হবে।

এই নামসংযোগ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ বলেছেন সাধ্যের নাম, সাধকের নাম এবং সম্বোধন ক'রে দেবীর নাম লিখে তারপর কর্ম অর্থাৎ কর্মের নাম লিখতে হবে।

পীতদ্রব্যেণ বালিখ্য[১] ধারয়েদুজ্জিঘৃক্ষতাম্ ॥ ৫৮ ॥
নাম্না সর্বজ্ঞভূতোঽপি মূকো ভবতি তৎক্ষণাৎ।

হরিদ্রাদি দ্রব্য দিয়ে চক্র লিখে তাতে বাদানুবাদ করতে ইচ্ছুক এরূপ ব্যক্তিদের নাম লিখে ধারণ করতে হবে। তা করলে সর্বজ্ঞ ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ মূক হয়ে যাবে। ৫৮-৫৯

উজ্জিঘৃক্ষতাম্—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন শাস্ত্রীয় বা লৌকিক ব্যাপারে বিবাদ অর্থাৎ বাদানুবাদ করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিদের।

এই সার্ধশ্লোকনির্দিষ্ট প্রয়োগ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ লিখেছেন হরিদ্রাদি দ্বারা চক্র লিখে তত্রস্থ ত্রিকোণমধ্যে প্রথমে মূলবিদ্যা, তারপর সম্বোধনান্ত দেবীনাম, তার পর অমুকস্য বাচং স্তম্ভয় স্তম্ভয়, আবার মূলবিদ্যা, এইভাবে লিখতে হবে।

চক্রধারণ সম্পর্কে ভাস্কররায় লিখেছেন ভূর্জপত্রাদিতে পীতদ্রব্যের দ্বারা চক্র লিখে এবং তাতে যথোক্তপ্রকারে নাম সংযোগ ক'রে পূর্বাভিমুখী হয়ে পীত পুষ্পের দ্বারা পূজা করতঃ ধারণ করতে হবে।

মহানীলীরসেনাপি নাম সংযোজ্য পূর্ববৎ ॥ ৫৯ ॥
দক্ষিণাভিমুখো বহ্নৌ দগ্ধ্বা তং মারয়েৎ[২] ক্ষণাৎ।

মহানীলরসের দ্বারা পূর্ববৎ চক্র লিখে এবং নাম সংযোগ ক'রে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে সাধ্যকে মারতে হবে। ৫৯-৬০

১। অঙ্কিতাং লিখিতাং নিত্যং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। দগ্ধ্বা মারয়তে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহানীলীরসেন—মহানীলীরস অর্থ মহানীলপঙ্ক।

নাম - সাধ্যনাম বা দ্বেষ্যনাম।

পূর্ববৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বাক্‌স্তম্ভনচক্রের ব্যাপারে যে-রীতিতে করা হয়েছে তেমনিভাবে।

এ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ লিখেছেন মহানীলরসের দ্বারা চক্র লিখে তার মধ্যে পূর্বের মতো মূলবিদ্যা, তারপর সম্বোধনান্ত দেবীনাম লিখে অমুকং মারয় মারয়, এই রকম লিখতে হবে।

মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণাঙ্কিতং লিখেৎ ॥ ৬০ ॥
নাম্নাঽঽরনালমধ্যস্থং[১] বিদ্বিষ্টঃ সর্বজন্তুষু।

মহিষ ও অশ্বের পুরীষের সহিত গোমূত্র মিশিয়ে তা দিয়ে নাম সহ চক্র লিখে তা কাঁজির মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে। এরূপ করলে সাধ্য সর্বপ্রাণীর দ্বারা বিদ্বিষ্ট হবে। ৬০-৬১

মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং—এ সম্পর্কে ভাস্কররায় লিখেছেন মহিষ ও অশ্বের মধ্যে পরস্পর বৈরীভাব। এই জন্য, কেউ কেউ মহিষাশ্বকে গোব্যাঘ্রাদির উপলক্ষণ বলেন। মহিষ ও অশ্বের পুরীষের সঙ্গে গোমূত্র মিশিয়ে তা দিয়ে চক্র লিখতে হবে। বিদ্যানন্দ বলেন এর তাৎপর্য হল সহজবৈরী দুই জীবের মূত্রপুরীষ দিয়ে বিদ্বেষণযন্ত্র লিখতে হবে।

আরনালমধ্যস্থং—এ বিষয়ে ভাস্কররায় লিখেছেন অমরকোষানুসারে আরনাল অর্থ সৌবীর মানে কাঁজি। চক্রকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।

বিদ্যানন্দের মতে এই চক্রলেখন এই প্রকার হবে—প্রথমে মূলবিদ্যা, আবার অমুকামুকয়োঃ (যজ্ঞদত্তদেবদত্তয়োঃ) বিদ্বেষণং কুরু কুরু, আবার মূলবিদ্যা, পুনরায় পূর্বের মতো নাম, পুনরায় মূলবিদ্যা। এইভাবে লিখতে হবে।

যুক্ত্বা রোচনয়া নাম কাকপক্ষেণ সংলিখেৎ ॥৬১॥
নীলকর্পটকে সম্যঙ্‌নীলসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
লম্বমানং তদাকাশে পরমুচ্চাটনং ভবেৎ[২] ॥৬২॥

নীলবস্ত্রে গোরোচনা দ্বারা কাকের পালকের কলম দিয়ে চক্র লিখে তাতে সাধ্যনাম লিখতে হবে। তার পর সেই বস্ত্র নীলসূত্রের দ্বারা সম্যক্ আবেষ্টিত ক'রে লাঠিতে বেঁধে আকাশে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে হবে পরম উচ্চাটন। ৬১-৬২

১। নামাম্ন ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। উচ্চাটনাকরং পরম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নীলকর্পটকে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন কৃষ্ণপটে।

বিদ্যানন্দের মতে এই চক্রের লেখনপ্রকার এই—প্রথমে দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত সাধ্যনাম, তারপর উচ্চাটয় উচ্চাটয় এই দুই ক্রিয়াপদ, তারপর মূলবিদ্যা।

দুগ্ধলাক্ষারোচনাভির্মহা[1]নীলীরসেন চ[2]।
লিখিত্বা ধারয়েৎ চক্রং[3] চাতুর্বর্ণ্যং বশং ভবেৎ[4] ॥৬৩॥

দুধ আলতা গোরোচনা মহানীলপঙ্ক মিশ্রিত ক'রে তা দিয়ে চক্র লিখে ধারণ করতে হবে। তা হ'লে বর্ণচতুষ্টয় বশীভূত হবে।

এতেনৈব বিধানেন জলমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ[5]।
সৌভাগ্যমতুলং তস্য স্নানপানাদিনা ভবেৎ ॥৬৪॥

এই বিধানেই চক্র লিখে তা জলে নিক্ষেপ করতে হবে। সেই জলে স্নান ও সেই জল পানাদি দ্বারা সাধকের অতুল সৌভাগ্য হবে। ৬৪

এতেন বিধিনা—পূর্বশ্লোকবিবৃত বিধি-অনুসারে। অর্থাৎ দুগ্ধাদি দ্বারা চক্র লিখে।

জলমধ্যে—শিবানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন দীক্ষাভিষেকের সময়ে যথাশাস্ত্র স্থাপিত অভিষেককুম্ভের মধ্যে কনকপট্টে অঙ্কিত চক্র নিক্ষেপ করতে হবে এবং অভিষেকান্তে কুম্ভাদি সহ সেই কনকচক্র দক্ষিণা সহ গুরুকে দান করতে হবে।

ভাস্কররায় বলেন এ রকম অর্থ অন্যতন্ত্রে পাওয়া যায় না। এ শিবানন্দের নিজস্ব ব্যাখ্যা।

স্নানপানাদিনা—ভাস্কররায় বলেন এখানে আদিশব্দের দ্বারা মুখপ্রক্ষালন সূচিত হয়েছে। তিনি বলেন তন্ত্রান্তরে পান সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইভাবে, যারা এই জল পান করবে তারা বশগ হবে। অনেক লোক বশীভূত হওয়া অবশ্যই সৌভাগ্য।

১। দিমহা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
২। নীলরসাদিভিঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। দেবি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। নয়েৎ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। যদা ক্ষিপেৎ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এতন্মধ্যগতাং দেবীং[1] নাগরীং[2] বা সুরা[3]ঙ্গনাম্ ।
সপ্তাহাৎ ক্ষোভয়েৎ সত্যং জ্বলমানাং বিচিন্তিতাম্[4] ॥৬৫॥

এই চক্রমধ্যগতা রাজমহিষী অথবা নগরবাসিনী কিংবা সুরাঙ্গনা যেই হোক তাকে মন্ত্রাগ্নিশিখা দ্বারা জ্বলমানা ধ্যান করলে সে সপ্তাহ-কালমধ্যে ক্ষোভিত হবে ।৬৫

দেবীং—ভাস্কররায় দেবীশব্দের অর্থ করেছেন রাজমহিষী ।

জ্বলমানাং—শিবানন্দ জ্বলমানাশব্দের অর্থ করেছেন মন্ত্রপাবকশিখা দ্বারা জ্বলমানা ।

মহাপাতকযুক্তাত্মা যদি দেবীং[5] প্রপূজয়েৎ ।
শমীদূর্বাসহা[6]শ্বত্থপল্লবৈরথবার্কজৈঃ ॥৬৬॥
মাসেন হন্তি কলুষং সপ্তজন্মকৃতং নরঃ ।

শমী দূর্বা ঘৃতকুমারী ও অশ্বত্থের পল্লব অথবা অর্কপল্লবের দ্বারা যদি কোনো সাধক দেবীর পূজা করে তা হলে তা দ্বারা সে সপ্তজন্মকৃত কলুষ নাশ করে । ৬৬-৬৭

সহা—ঘৃতকুমারী ।

অর্কজৈঃ—অর্কপল্লবের দ্বারা । শিবানন্দ বলেন এই পদ অর্কপুষ্পেরও উপলক্ষণ ।

সপ্তজন্মকৃতং—শিবানন্দের মতে এই পদটি পূর্বতন অনন্তকোটিজন্মকৃত পাপের উপলক্ষণ ।

লিখিত্বা পীতবর্ণেন[7] চক্রমেতদ্ যদার্চয়েৎ ।৬৭॥
পূর্বাশাভিমুখো ভূত্বা স্তম্ভয়েৎ সর্ববাদিনঃ ।
সিন্দূরেণাপ্যুল্লিখিতং[8] পূজয়েদুত্তরামুখঃ ।৬৮॥

---

১ । দেবি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
২ । নগরীং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব ।
৩ । বরা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব ।
৪ । বিচিন্ত্য তাম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
৫ । দেবি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।
৬ । শমীদূর্বাঙ্কুরা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব ।
৭ । পীতবর্ণং তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব ।
৮ । সিন্দুররেণুলিখিতং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যদা তদাঽস্য বশগো লোকো ভবতি সর্বথা[১] ।
গৈরিকেণৈতদালিখ্য[২] পূজয়েৎ পশ্চিমামুখঃ ॥৬৯॥
সোঽপি[৩] সর্বাঙ্গনাকর্ষবশ্যক্ষোভকরো ভবেৎ ।
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা কৃষ্ণবর্ণং যদাঽর্চয়েৎ[৪] ॥৭০॥
যস্য নাম্না তস্য নিত্যং মন্ত্রহানিস্তু জায়তে ।
তদ্বদ্ দিগন্তরালেষু পূজিতং পরমেশ্বরি ॥৭১॥
স্তম্ভবিদ্বেষণব্যাধিশত্রূচ্চাটনকারকম্ ।
রোচনালিখিতং দেবি দুগ্ধমধ্যে বশংকরম্ ॥৭২॥
ক্ষিপ্তং গোমূত্রমধ্যে তু[৫] শত্রূচ্চাটনকারকম্ ।
তৈলমধ্যগতং চক্রং বিদ্বেষণকরং পরম্ ॥৭৩॥
তক্রমধ্যগতং চাপি[৬] বিদ্বেষণকরং ভবেৎ ।
জ্বলজ্জ্বলনমধ্যস্থং সর্বশত্রুবিনাশনম্ ॥৭৪॥

সাধক যখন পূর্বাভিমুখী হয়ে পীতবর্ণ দিয়ে লিখিত এই চক্রের পূজা করবে তখন সে সব বিবাদকারীদের স্তম্ভন করবে।

সিন্দূর দিয়ে লিখিত চক্র যখন উত্তরাভিমুখী হয়ে পূজা করবে তখন লোক সর্বপ্রকারে.তার বশীভূত হবে ।

গৈরিক দিয়ে চক্র লিখে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে পূজা করলে সেই পূজাকারী সাধকও সব অঙ্গনার আকর্ষণকারী বশীকরণকারী ও ক্ষোভণ-কারী হবে।

সাধক দক্ষিণাভিমুখী হয়ে কৃষ্ণবর্ণ চক্র যার নাম যুক্ত ক'রে পূজা করবে তার নিত্য মন্ত্রহানি হবে।

ওগো পরমেশ্বরী, তেমনিভাবে ঈশানাদি কোণাভিমুখী হয়ে চক্রের পূজা করলে তা শত্রুর স্তম্ভন-বিদ্বেষণ-ব্যাধি-ও উচ্চাটন-কারক হবে।

১। সর্বদা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
২। গৈরিকেণ তদালিখ্য ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। স চ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। কৃষ্ণং চক্রে সমর্চয়েৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ?
৫। বা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৬। চক্রং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেবী, গোরোচনা দিয়ে লিখিত চক্র যথাবিধি দুগ্ধমধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে তা বশীকরণকারী হবে। কিন্তু গোমূত্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে শত্রুর উচ্চাটনকারী হবে।

তৈলমধ্যে নিক্ষিপ্ত চক্র পরম বিদ্বেষণকারী হয়, তক্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেও বিদ্বেষণকারক হয়। প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হলে তা হবে সর্বশত্রুবিনাশক। ৬৭-৭৪

পীতবর্ণেন—শিবানন্দ পীতবর্ণশব্দের অর্থ করেছেন হরিতালহরিদ্রাদি।

গৈরিকেণ—শিবানন্দের মতে গৈরিক মানে গৈরিক ধাতু। গৈরিক-শব্দের অর্থান্তর গেরিমাটি।

কৃষ্ণবর্ণং—বিদ্যানন্দ কর অর্থ করেছেন মহানীলরসাদি দ্বারা অঙ্কিত।

মন্ত্রহানিস্তু জায়তে—মন্ত্রহানি হবে। এ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ বলেছেন মহা-নীলরসাদি দ্বারা চক্র অঙ্কিত ক'রে তার মধ্যে মূলবিদ্যা লিখে, তারপর, অমুকস্য মন্ত্রহানিং কুরু কুরু, এইরূপ লিখে পূজা করলে পর মন্ত্রহানি হবে।

তদ্বৎ—পূর্বাদিদিঙ্‌মুখী হয়ে যেমনভাবে করা হয়েছে তেমনিভাবে।

দিগন্তরালেষু—বিদ্যানন্দকৃত অর্থ ঈশানাদি-বায়ুপর্যন্ত কোণে।

জ্বলনঃ—অগ্নি।

অথবা দেবদেবেশি যদেকান্তে চতুষ্পথম্ ।
তৎসমীপে লিখেচ্চক্রং সিন্দূরেণ মহাপ্রভম্ ॥৭৫॥
সর্ববাহ্যত আরভ্য যাবন্মধ্যং মহেশ্বরি ।
অকারাদিক্ষকারান্তাং মাতৃকাং তত্র বিন্যসেৎ ॥৭৬॥
পূজয়েদ্‌রাত্রিসময়ে কুলাচারক্রমেণ যঃ ।
তৎক্ষণাৎ স মহেশানি সাধকঃ খেচরো ভবেৎ ॥৭৭॥

অথবা, দেবদেবেশী, একান্তে চতুষ্পথে সিন্দূর দিয়ে অত্যুজ্জ্বল চক্র লিখতে হবে। মহেশ্বরী, তারপর তাতে সর্ববাহ্য থেকে অর্থাৎ চতুরস্র থেকে আরম্ভ ক'রে ত্রিকোণের মধ্যপর্যন্ত অকারাদিক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ লিখতে হবে এবং কুলাচারক্রমে রাত্রিকালে পূজা করতে হবে। যে-সাধক এরূপ করে, ওগো মহেশানী, সে তৎক্ষণাৎ খেচর হয়ে যায়। ৭৫-৭৭।

একান্তে—ভাস্কররায় একান্তশব্দের অর্থ করেছেন পশুজনবর্জিত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চতুষ্পথম্—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ চতুষ্পথসমীপদেশ।

সর্ববাহ্যতঃ—এই পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিবানন্দ বলেছেন এই মহাচক্রে অণিমাদিসিদ্ধি থেকে আরম্ভ ক'রে মহাত্রিপুরসুন্দরীপর্যন্ত দেবতাদের যে যে পূজাস্থান রয়েছে সেই সেই পূজাস্থানে অকারাদি-ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ বিন্যাস ক'রে এবং ত্রিকোণের অ-ক-থ-আদি রেখাত্রয়রূপে এবং ত্রিকোণমধ্যে হ ক্ষ এই-ভাবে ত্রিকোণরূপ কুলাসনরূপে বিন্যাস ক'রে পূজা করতে হবে।

রাত্রিসময়ে—শিবানন্দের মতে এর অর্থ অর্ধরাত্রে।

কুলাচারক্রমেণ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ কুলাচাররীতিতে পঞ্চমকারের সহিত।

পূজয়িত্বা মহেশানি তদ্বদেকতরৌ[1] গিরৌ।
অজরামরতাং সত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৮॥

মহেশানী, তেমনিভাবে একবৃক্ষ পর্বতে পূজা করলে সাধক সত্যই অজরামরতা লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৭৮

তদ্বৎ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ খেচরত্বলাভ সম্পর্কে যেরূপ পূজা নির্দিষ্ট হয়েছে সেইভাবে।

মহাভূতদিনে বাঽপি শ্মশানে যদি পূজয়েৎ।
পূর্ববন্নিশি দেবেশি সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥৭৯॥
পাদুকাখড়্গবেতালসিদ্ধদ্রব্যমনঃশিলাঃ[2]।
অঞ্জনং বিবরং চেটী যক্ষী দূরগতিস্তথা ॥৮০॥
যৎকিঞ্চিৎসিদ্ধিসন্তানং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে।
তৎসর্বমেব সহসা সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৮১॥
ইতি শ্রীনিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য[3] দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥২॥

দেবেশী, স্থিরমানস সাধক যদি চতুর্দশীর রাত্রে শ্মশানে পূর্বোক্ত-মতো পূজা করে তা হলে সেই সাধকোত্তম পাদুকাসিদ্ধি খড়্গসিদ্ধি বেতালসিদ্ধি সিদ্ধসিদ্ধি দ্রব্যসিদ্ধি মনঃসিদ্ধি শিলাসিদ্ধি অঞ্জনসিদ্ধি বিবরসিদ্ধি চেটীসিদ্ধি যক্ষীসিদ্ধি দূরগতসিদ্ধি এবং অন্য যে-সিদ্ধিনিচয় ত্রিভুবনে বিদ্যমান সে-সব সহসা সাধিত করে। ৭৯-৮১

শ্রীনিত্যাষোড়শিকার্ণবের দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

১। একতরো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। মহোদয়াঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। ষোড়শিকার্ণবে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মহাভূতদিনে—শিবানন্দ মহাভূতদিনশব্দের অর্থ করেছেন কৃষ্ণচতুর্দশী।

বিদ্যানন্দ এর অর্থ করেছেন মঙ্গলবারের কৃষ্ণচতুর্দশী। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন চতুর্দশী।

স্থিরমানসঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন নির্ভয়।

পাদুকাসিদ্ধিঃ—পাদুকাসিদ্ধি বলতে বুঝায় পাদুকারূঢ় সাধকের জল অগ্নি ইত্যাদির উপর দিয়ে অনায়াসে গমন সামর্থ্য।

খড়্গাসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায়ের মতে খড়্গাসিদ্ধির ফলে খড়্গ নিজেই গিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আঘাত ক'রে আবার সাধকের হাতে ফিরে আসে।

বেতালসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন বেতালবশীকার অর্থাৎ বেতালবশীভূতকরণ।

সিদ্ধাসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ সিদ্ধদের সহবাস।

দ্রব্যাসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন ইচ্ছামাত্র বহুমূল্য দ্রব্যনির্মাণ।

শিবানন্দ সিদ্ধদ্রব্যাসিদ্ধিঃ এইপ্রকার অন্বয় ক'রে তার অর্থ করেছেন অযত্ন-সম্পন্নপায়সপিষ্টকাদিসিদ্ধি।

মনঃসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন মনের নিগ্রহ।

শিলাসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ চিন্তামণিলাভ।

বিদ্যানন্দ মনঃশিলাসিদ্ধিঃ এইভাবে অন্বয় ক'রে অর্থ করেছেন স্পর্শশিলা অর্থাৎ পরশপাথরলাভ।

অঞ্জনসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ব্যবহিতদর্শন অর্থাৎ দূরদর্শন।

বিবরসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পাতালবিলাদিপ্রবেশ। এর অর্থ বিবরসিদ্ধ ব্যক্তি ইচ্ছামত পাতাল গর্ত ইত্যাদিতে প্রবেশ করতে পারেন।

চেটীসিদ্ধিঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন দাসীসিদ্ধি। ভাস্কররায় চেটীশব্দের অর্থ করেছেন দেবতাবিশেষ। তাঁর মতে চেটীসিদ্ধি মানে দেবতাবিশেষকে নিজের অধীন করা।

যক্ষীসিদ্ধিঃ—শিবানন্দ যক্ষীশব্দের অর্থ করেছেন ভোগযোগ্যা বিশিষ্টালঙ্কার-ভূষিতা দিব্যপুরস্ত্রী। তার সিদ্ধি মানে তাকে স্বায়ত্ত করা।

ভাস্কররায় যক্ষীশব্দের অর্থ করেছেন দেবতাবিশেষ। কাজেই তাঁর মতে যক্ষীসিদ্ধি মানে দেবতাবিশেষকে নিজের অধীন করা।

দূরগতিসিদ্ধিঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন মুহূর্তে দূরদেশে গমন।

শিবানন্দ দূরগতিঃ পদের অর্থ করেছেন দূরাধ্বগমন অর্থাৎ দূরপথগমন। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় বলেছেন চিৎসারপরমার্থা দেবতা সর্বগতা। সাধক যদি

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সেই দেবতাত্ম হতে পারেন তা হলে তিনিও হবেন সর্বগত। এ অবস্থায় যে-স্থানে গমনের সঙ্কল্প তাঁর মনে জাগবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেইস্থানেই থাকবেন।

যৎকিঞ্চিৎসিদ্ধিসন্তানং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অণিমাদিরূপ অনন্ত-প্রকার অন্য যেসব সিদ্ধি।

সহসা—শিবানন্দ সহসাশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন "সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য নাসাধ্যমিহ কিঞ্চন"—একটি মন্ত্রের সম্যক্ সিদ্ধি হলে তার অসাধ্য কিছু থাকে না—এই অবস্থায় মন্ত্রসিদ্ধ সাধক মনে মনে যা সঙ্কল্প করবেন তা সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

———

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবংস্ত্রিপুরামুদ্রাঃ সূচিতা ন প্রকাশিতাঃ।
কথং বিরচনং তাসাং ক্রিয়তে বদ শঙ্কর ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন

ভগবান্, ত্রিপুরামুদ্রা তোমার দ্বারা সূচিত হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয় নি। হে শঙ্কর, এ সব মুদ্রা কি ভাবে রচনা করা যায় তা বল।১

ত্রিপুরামুদ্রাঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ত্রিপুরাসম্বন্ধিনী মুদ্রা। তাঁর মতে মুদ্রা বলতে বুঝাচ্ছে কয়েকটি শক্তি। এ সম্পর্কে তিনি এই প্রমাণবচন উদ্ধৃত করেছেন—

মোচয়ন্তি গ্রহাদিভ্যঃ পাশৌঘং দ্রাবয়ন্তি চ।
মোচনং দ্রাবণং যস্মান্মুদ্রাস্তাঃ শক্তয়ো মতাঃ॥

—গ্রহাদির প্রকোপ থেকে মুক্ত করে, পাশসমূহ গলিয়ে দেয় যে-সব শক্তি উক্ত মোচন ও দ্রাবণের জন্য তাদের বলা হয় মুদ্রা।

সূচিতাঃ—প্রথম পটলে সূচিত হয়েছে। দ্রঃ ১।১৫৯, ১।১৯৮-৯৯

ঈশ্বর[১] উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মুদ্রাঃ সর্বার্থসিদ্ধিদাঃ।
যাভির্বিরচিতাভিস্তু সম্মুখা ত্রিপুরা ভবেৎ ॥২॥

সর্বার্থসিদ্ধিদায়িনী সব মুদ্রা বলছি, শোন। সাধক কর্তৃক এই সব মুদ্রা রচিতা হলে ত্রিপুরা তার সম্মুখস্থা হবেন। ২

সম্মুখা ত্রিপুরা ভবেৎ - শিবানন্দের মতে এর অর্থ মুদ্রা রচিতা হলে ত্রিপুরা সাধককে প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিবর্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ।
অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জন্যৌ কুটিলাকৃতী ॥৩॥
কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি।
ত্রিখণ্ডেয়ং[২] মহামুদ্রা ত্রিপুরাহ্বানকর্মণি ॥৪॥

হস্তদ্বয় পরস্পরপ্রবেশিতাঙ্গুলিক করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পরাভিমুখী

১। শ্রীভৈরব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ত্রিখণ্ডৈষা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক'রে সরল অর্থাৎ সোজা করতে হবে। তর্জনীদ্বয়কে কুটিলাকার ক'রে অনামিকাদ্বয়কে তাদের অন্তর্গত করতে হবে। মহেশ্বরী, কনিষ্ঠাদ্বয়কে নিজ স্থানে রাখতে হবে অর্থাৎ পূর্বে যে রকম ছিল সেই রকম রাখতে হবে। এই ভাবে রচিত হবে মহামুদ্রা ত্রিখণ্ডা। ত্রিপুরার আবাহনকর্মে হয় এটির বিনিয়োগ। ৩-৪

পরিবর্ত্য করৌ—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন হস্তদ্বয় পরস্পরক্ষিপ্তাঙ্গুলিক ক'রে।

ভাস্কররায়ের মতেও এর অর্থ হস্তদ্বয় পরস্পরান্তঃ-প্রবেশিতাঙ্গুলিক ক'রে।

স্পৃষ্টৌ—ভাস্কররায় স্পৃষ্টশব্দের অর্থ করেছেন সংযুক্ত।

অঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যাতে পরস্পর স্পৃষ্ট হয়ে দণ্ডাকার হয় তাই করতে হবে।

অনামান্তর্গতে—ভাস্কররায় এই পদটিকে 'তর্জন্যৌ' পদের বিশেষণ ধ'রে অর্থ করেছেন অনামাদ্বয় যে দুইয়ের অন্তর্গত।

বিদ্যানন্দের মতে আলোচ্য পদের অর্থ উভয়হস্তের অনামা অধঃ অর্থাৎ অধোনিহিত করতে হবে।

কুটিলাকৃতী—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন আকুঞ্চিতাগ্র।

কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ কনিষ্ঠাদ্বয়কে পরস্পর যুক্ত করতে হবে।

নিজস্থানে—বিদ্যানন্দ এর অর্থ করেছেন পূর্বে যেরূপ অবস্থিত ছিল তেমনি অবস্থায়।

ভাস্কররায়ের অন্য মত। তিনি বলেন নিজস্থান পদটি লক্ষণা দ্বারা মধ্যস্থান মধ্যমাঙ্গুলি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকদুটির এই অর্থ করেছেন—পরস্পরান্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুলিক হস্তদ্বয় পরস্পর-অভিমুখী করতঃ দক্ষিণ তর্জনীদ্বারা বাম অনামিকার অগ্র এবং বাম তর্জনীদ্বারা দক্ষিণ অনামিকার অগ্র গ্রহণ করতে হবে। তারপর কনিষ্ঠাদ্বয় মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর-অভিমুখী ক'রে সরল অর্থাৎ সোজা করতে হবে। এইভাবে যুগলাত্মক খণ্ডত্রয়যুক্তা ত্রিখণ্ডা ত্রিপুরার আবাহনে বিনিযুক্তা হয়।

মধ্যমে মধ্যগে[১] কৃত্বা কনিষ্ঠাঽঙ্গুষ্ঠরোপিতে[২]।
তর্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্যনামিকে ॥৫॥
এষা তু প্রথমা মুদ্রা সর্বসংক্ষোভকারিণী।

১। মধ্যমে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। রোধিতে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় মধ্যগ ক'রে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠরোপিত অনামিকাদ্বয় মধ্যমাদ্বয়ের উপরে রাখতে হবে। আর তর্জনীদ্বয় দণ্ডাকারে প্রসারিত করতে হবে। এইটি হল সর্বসংক্ষোভকারিণী প্রথমা মুদ্রা। ৫-৬

মধ্যমে—মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়।

মধ্যগে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মধ্যস্থানগতা।

দণ্ডবৎ কৃত্বা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ দণ্ডাকারে প্রসারিত ক'রে।

মধ্যমোপরি— বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়োপরি।

প্রথমা—ভাস্কররায়ের মতে এই পদের তাৎপর্য হল মুদ্রাপ্রদর্শনের বেলা এই সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা দিয়েই আরম্ভ হবে, ত্রিখণ্ডা মুদ্রা দিয়ে নয়।

এই মুদ্রারচনার প্রকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে আলোচ্য শ্লোকের ভাস্কররায়কৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এতস্যা এব মুদ্রায়া মধ্যমে সরলে যদি[১] ॥৬॥
ক্রিয়তে চেন্মহেশানি[২] সর্ববিদ্রাবিণী তদা।

এই মুদ্রারই মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় যদি সোজা করা হয় তা হলে, ওগো মহেশানী, সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা রচিত হবে। ৬-৭

এতস্যা এব মুদ্রায়াঃ—এই সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রারই।

মধ্যমে সরলে যদি—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন যদি সর্বসংক্ষোভিণীর তর্জনীদ্বয়ের মতো সোজা করা হয়।

মধ্যমাতর্জনীভ্যাং তু কনিষ্ঠানামিকে সমে ॥৭॥
অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যগে[৩] পরমেশ্বরি।
ইয়মাকর্ষিণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণকারিণী ॥৮॥

মধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রভাগ অঙ্কুশাকার করতে হবে। তৎসহ সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রার মতো মধ্যস্থিত কনিষ্ঠা ও অনামিকার সংযোগ করতে হবে। পরমেশ্বরী, এই হল ত্রৈলোক্যাকর্ষণকারিণী আকর্ষণী মুদ্রা। ৭-৮

পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী।
পরিবর্ত্য ক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে ॥৯॥

১। যদা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। পরমেশানি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। মধ্যমে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকে অপি।
সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্বা অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ ॥১০॥
মুদ্রেয়ং পরমেশানি সর্বাবেশকরী স্মৃতা।

হস্তদ্বয় পরাঙ্মুখভাবে পুটাকার ক'রে তর্জনীদ্বয়কে অঙ্কুশাকার করতে হবে। দেবী, পরাঙ্মুখরূপ পরিবর্তন ক'রে অঙ্কুশাকৃতিক্রমে মধ্যমাদ্বয় তর্জনীদ্বয়ের অধোগত, অনামিকাদ্বয় মধ্যমাদ্বয়ের অধোগত এবং কনিষ্ঠাদ্বয় অনামিকাদ্বয় মধ্যমাদ্বয়ের অধোগত এবং কনিষ্ঠাদ্বয় অনামিকাদ্বয়ের অধোগত করতে হবে। এই প্রকারে সব অঙ্গুলি পরস্পর নিবিড় করতে হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে মুদ্রার অগ্রদেশে স্থাপন করতে হবে। পরমেশানী, একেই বলে সর্বাবেশকরী মুদ্রা। ৯-১১

পুটাকারৌ—পরস্পর পরাঙ্মুখরূপে আশ্লিষ্ট।

নিবিড়াঃ—বিদ্যানন্দ নিবিড়শব্দের অর্থ করেছেন দৃঢ়।

অঙ্গুষ্ঠৌ অগ্রদেশতঃ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে অঙ্কুশাকৃতি তর্জনীর অগ্রদেশে অবস্থিত করতে হবে।

বিদ্যানন্দের মতে-এর অর্থ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে মুদ্রার অগ্রদেশে অবস্থিত করতে হবে।

সম্মুখৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমামধ্যগেঽনুজে ॥১১॥
অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জনীদ্বয়ম্।
দণ্ডাকারৌ ততোঽঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমানখদেশগৌ ॥১২॥
মুদ্রেষোন্মাদিনী নাম ক্লেদিনী সর্বযোষিতাম্।

হাত দুটি পরস্পরাভিমুখী করতে হবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থানে স্থাপন করতে হবে। অনামিকাদ্বয় হবে সোজা আর তার বাইরে থাকবে তর্জনীদ্বয়। তারপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডাকার করে তাদের অগ্রভাগ মধ্যমাদ্বয়ের নখস্থানে যুক্ত করতে হবে। এইভাবে রচিত হবে সর্বযোষিতের দ্রাবক উন্মাদিনী মুদ্রা। ১১-১৩

মধ্যমামধ্যগেঽনুজে—এর অর্থ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের মধ্যমার মধ্যভাগে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার মধ্যভাগে স্থাপন করতে হবে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অনামিকে তু সরলে—বিদ্যানন্দ এর অর্থ করেছেন অনামিকাদ্বয় দণ্ডাকার সোজা করতে হবে।

অন্ত্যান্তনামিকাযুগ্মমধঃ কৃত্বাহঙ্কুশাকৃতী[১] ॥১৩॥
তর্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ।
ইয়ং মহাঙ্কুশা মুদ্রা সর্বকার্যার্থসাধিনী[২] ॥১৪॥

এর অর্থাৎ উন্মাদিনীমুদ্রার অনামিকাদ্বয় অন্তর্মুখী করতে হবে এবং তর্জনীদ্বয়ও অঙ্কুশাকার ক'রে সেই ভাবে অন্তর্মুখী করতে হবে। এই মহাঙ্কুশা মুদ্রা। এটি সর্বপুরুষার্থসাধনকারিণী। ১৩-১৪

সব্যং দক্ষিণদেশে[৩] তু দক্ষিণং সব্যদেশতঃ[৪]।
বাহুং কৃত্বা মহেশানি হস্তৌ সম্পরিবর্ত্ত্য চ ॥১৫॥
কনিষ্ঠানামিকে দেবি যুক্তা তেন ক্রমেণ তু।
তর্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্বোর্ধ্বমপি মধ্যমে ॥১৬॥
অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি কারয়েৎ সরলাবপি।
ইয়ং সা খেচরী নাম[৫] মুদ্রা সর্বোত্তমা প্রিয়ে ॥১৭॥

বাম বাহু দক্ষিণদিকে আর দক্ষিণ বাহু বাঁদিকে নিয়ে তারপর ডান হাত পরিবেষ্টনক্রমে বাঁহাতের উপর এনে একের অঙ্গুলিবিবরে অন্যের অঙ্গুলি প্রবেশ করাতে হবে। এবার পরিবর্তনক্রমে কনিষ্ঠাদ্বয় ও অনামিকাদ্বয় যুক্ত করতে হবে। আর মধ্যমাদ্বয়কে উর্ধ্বোন্মুখী ক'রে তার দুইদিকে রাখতে হবে তর্জনীদ্বয় এবং, ওগো মহেশানী, মধ্যমাদি অঙ্গুলি দ্বারা সংশ্লিষ্ট অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডবৎ সরল করতে হবে। প্রিয়ে, এইভাবে রচিত হবে খেচরী নামক সর্বোত্তমা মুদ্রা। ১৫—১৭

তেন ক্রমেণ তু—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন পরিবর্তনক্রমে।

সমাক্রান্তে—শিবানন্দের মতে এর অর্থ উর্ধ্বোন্মুখ মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের উভয়ভাগে।

১। কৃতি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। সাধকী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। হস্তে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। হস্ততঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব। ৫। নাম্না ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

রচিতেয়ং মহাদেবি সর্বতেজোপহারিণী।
বদ্ধয়ৈবৈতয়া দেবি দৃশ্যতে সাধকোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
যোগিনীসর্ববৃন্দৈস্তু জ্বলৎপাবক[1]সন্নিভঃ।
ডাকিনীরাকিণীবৃন্দৈর্লাকিনীকাকিনীগণৈঃ ॥ ১৯ ॥
সাকিনীহাকিনীভিস্তু ধ্যাতেয়ং পরমেশ্বরি।
এতয়া জ্ঞাতয়া দেবি যোগিনীনাং ভবেৎ প্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥
যতঃ সময়মুদ্রেয়ং সর্বাসাং পরিকীর্তিতা।

মহাদেবী, এই মুদ্রা রচিত হলে সকলের তেজ অপহরণ করে। রচিত এই মুদ্রা দ্বারা সব যোগিনীবৃন্দের সহিত সাধকোত্তমকে জ্বলন্ত অগ্নির মতো দেখায়। পরমেশ্বরী, ডাকিনী রাকিণী লাকিনী কাকিনী সাকিনী হাকিনীরা এই মুদ্রার ধ্যান করে। দেবী, এই মুদ্রাকে সব শক্তির সময়মুদ্রা বলা হয় বলে এই মুদ্রা যে-সাধকের জ্ঞাত সে তা দ্বারা যোগিনীদের প্রিয় হয়। ১৮—২১

যোগিনীসর্ববৃন্দৈঃ—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন সর্বযোগিনীবৃন্দৈঃ। অর্থাৎ সব যোগিনীবৃন্দের সহিত অথবা সব যোগিনীবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত।

ডাকিনীরাকিণীবৃন্দৈঃ ...—শিবানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ষট্‌চক্র ষট্‌উর্মি ও ষট্‌কোশের অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী রাকিণী লাকিনী কাকিনী সাকিনী ও হাকিনী এই ছয় দেবীর দ্বারা।

ষট্‌চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা। ডাকিনী-আদি যথাক্রমে মূলাধারাদি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ষট্‌ঊর্মি—শারদাতিলকের ১।৪৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাঘবভট্ট ঊর্মি-শব্দের অর্থ করেছেন "ঊর্মির্নাম আর্তুৎপাদকোঽবস্থাবিশেষঃ"—আর্তি-উৎপাদক অবস্থাবিশেষের নাম ঊর্মি। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে আছে—

বুভুক্ষা চ পিপাসা চ শোকমোহৌ জরামৃতৌ।
ষড়ূর্ময়ঃ প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মেষু সংস্থিতাঃ ॥

বুভুক্ষা পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যু এই ষট্‌ ঊর্মি প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মে অবস্থিত।

বুভুক্ষা ও পিপাসা প্রাণের, শোক ও মোহ বুদ্ধির (স্মৃতির) আর জরা ও মৃত্যু দেহের। দ্রঃ শারদাতিলক ১।৪৬

১। প্রাকার ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ষট্‌কোশ—ত্বক্‌ অসৃক্‌ মাংস মেদ অস্থি ও মজ্জা এই ষট্‌ দেহকোশ।

যোগিনীনাং—শিবানন্দ এখানে যোগিনী অর্থ করেছেন ব্রাহ্মী-আদি সব শক্তি।

প্রযতোঽপ্রযতো বাঽপি শুচৌ দেশেঽথবাঽশুচৌ ॥ ২১ ॥
উত্থিতো বোপবিষ্টস্তু চক্রমন্নিশ্চলোঽপি বা।
উচ্ছিষ্টো বা শুচির্ভূত্বা ভুঞ্জানো মৈথুনে রতঃ ॥ ২২ ॥
মুদ্রায়া মধ্যমাঙ্গুল্যৌ পরিবর্ত্য ক্রমেণ তু।
পার্থিবে স্থানকে যুক্ত্বা সদ্যঃ খেচরতাং ব্রজেৎ ॥২৩ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সাধক, শুচি কিংবা অশুচি যে-কোনো স্থানে, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, ভ্রমণরত বা নিশ্চল, ভোজনের পর অকৃতাচমন কিংবা কৃতাচমন, মৈথুনে রত, যে—অবস্থাতেই থাক না কেন, খেচরীমুদ্রা রচনা করতঃ তার মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় পার্থিবস্থানে যুক্ত করলে তৎক্ষণাৎ খেচরতা প্রাপ্ত হবে। ২১—২৩

প্রযতঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন শুদ্ধ।

অপ্রযতঃ—অশুদ্ধ।

শুচৌ—শিবানন্দ শুচিশব্দের অর্থ করেছেন মেধ্য আর অশুচিশব্দের অমেধ্য।

উচ্ছিষ্টঃ—ভোজনের পর অকৃতাচমন।

পার্থিবে স্থানকে—ভাস্কররায় বলেছেন "পার্থিবস্থানং নাম মূর্ধাস্থিতমহাবিন্দুস্থানমিত্যাহুঃ।" মূর্ধাস্থিত মহাবিন্দুস্থানকে পার্থিবস্থান বলা হয়।

মুদ্রায়া মধ্যমাঙ্গুল্যৌ—মুদ্রার মানে খেচরীমুদ্রার মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়।

অন্তর্মুদ্রাপক্ষে এর একটি গূঢ় অর্থও নির্দেশ করা হয়। বিদ্যানন্দের মতে তা এই—মুদ্রার অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর চন্দ্রসূর্যাত্মিকা দুই অঙ্গুলি অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী, সেই দুটিকে মধ্যমায় অর্থাৎ মধ্যম নাড়ীতে মানে সুষুম্ণায় লুপ্ত ক'রে তাদের পার্থিবস্থানরূপ শিরে স্থাপন করতে হবে।

খেচরতাং—"খে বোধগগনে চরতীতি খেচরঃ। খেচরস্য ভাবঃ খেচরতা।" খে, মানে বোধগগনে, চরে যে সে খেচর। খেচরের ভাব খেচরতা অর্থাৎ বোধগগনচারিতা।

পরিবর্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবর্ধচন্দ্রাকৃতি[১]...প্রিয়ে।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েৎ ততঃ ॥ ২৪ ॥

১। কৃতী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অধঃ কনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ।
তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্বাধস্তাদনামিকে ॥ ২৫ ॥
বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তিনী।

প্রিয়ে, পরস্পরস্পৃষ্ট হস্তদ্বয় পরিবর্তন করতে হবে। তারপর তর্জনীযুগল ও অঙ্গুষ্ঠযুগল যুগপৎ অর্ধচন্দ্রাকৃতি করতে হবে। এবার তার অধোদেশে অবস্থিত কনিষ্ঠাদ্বয়ের দ্বারা অবষ্টব্ধ মধ্যমাদ্বয় ঐ সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেইভাবে সর্বাধোদেশে অনামিকাদ্বয় ঈষৎ কুটিলাকৃতি ক'রে যুক্ত করতে হবে। এই হল অচিরে সর্বসিদ্ধি-প্রবর্তিনী বীজমুদ্রা। ২৪—২৬

পরিবর্ত্য—পরিবর্তন ক'রে। ভাস্কররায় পরিবর্ত্যশব্দের অর্থ করেছেন করদ্বয়ের পরস্পরান্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুলিকত্বরূপ পরিবর্তন। সহজ কথায়, এই পরিবর্তন হল হাতদুটির আঙ্গুলগুলি পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া।

অধঃ কনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে বিনিযোজয়েৎ—বিদ্যানন্দ এর অর্থ করেছেন অধোদেশস্থিত মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে মানে মধ্যদেশে কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করতে হবে।

সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তিনী—অনিমাদি সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তকী।

মধ্যমে কুটিলাকারতর্জন্যুপরিসংস্থিতে ॥ ২৬ ॥
অনামিকামধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে।
সর্বা একত্র সংযোজ্যা অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ ॥ ২৭ ॥
এষা তু প্রথমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেতি সংস্মৃতা[১]।

তর্জনীদ্বয় কুটিলাকার ক'রে তার উপর মধ্যমাদ্বয় স্থাপন করতে হবে। তার পর কনিষ্ঠাদ্বয় ব্যত্যস্ত অনামিকাদ্বয়ের মধ্যগত করতে হবে। এইভাবে সব একত্র সংযুক্ত করে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা তা পরি-পীড়িত করতে হবে। এই হল যোনিমুদ্রা নামে পরিচিতা প্রথমা মুদ্রা। ২৬—২৮

সর্বা একত্র সংযোজ্যাঃ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ অনামিকাদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় এই চতুষ্টয় একীকৃত করতে হবে এবং তা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ করতে হবে। তার মানে অনামিকাদ্বয়ের নখের উপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ন্যুব্জ ক'রে স্থাপন করতে হবে।

১। য: স্থিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রথমা—টীকাকাররা প্রথমাশব্দের একাধিক অর্থ নির্দেশ করেছেন। যথা—১। প্রথমে বর্ণনীয়া, কেননা এই মুদ্রা সর্বোত্তমা ; ২। অন্তর্যজনের বেলা যোনিমুদ্রা প্রথমা, তাই প্রথমা ; ৩। শ্রীচক্ররচনায় বিন্দু প্রথমে রচিত হয় আর এই বিন্দুচক্রে প্রদর্শনীয়া মুদ্রা যোনিমুদ্রা, তাই প্রথমা ; ৪। মহামুদ্রা যোনিমুদ্রা সংক্ষোভিণী-আদি অন্যান্য মুদ্রারূপ পরিগ্রহ করে, অন্যান্য মুদ্রার উৎপত্তিস্থল বলে প্রথমা।

এতা মুদ্রা মহেশানি ত্রিপুরায়া ময়োদিতাঃ ॥ ২৮ ॥
পূজাকালে প্রযোক্তব্যা যথানুক্রমযোগতঃ। ২৯।
ইতি শ্রী[1]নিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য[1] তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

মহেশানী, ত্রিপুরার এই নব মুদ্রার কথা আমি বলেছি। পূজার সময় যথানুক্রমে এই সব মুদ্রা প্রয়োগ করতে হয়। ২৮-২৯

নিত্যাষোড়শিকার্ণবের তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

যথানুক্রমযোগতঃ—এ সম্পর্কে ভাস্কররায় বলেছেন সংহারক্রমে সংক্ষোভিণী-আদিক্রমে অর্থাৎ সংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রথমা মুদ্রা হবে আর সৃষ্টিক্রমে যোনি-আদিক্রমে অর্থাৎ যোনিমুদ্রা প্রথমা মুদ্রা হবে। এই ক্রম অনুসারে মুদ্রার প্রয়োগ হবে।

———

১। ষোড়শিকার্ণবে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবন্ সর্বমাখ্যাতং মুদ্রাণাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

বদেদানীং মহাদেব্যা একৈকাক্ষরসাধনম্ ।। ১ ।।

মহাজ্ঞানং প্রভাবং চ ব্যাপ্তিং স্থানং[১] ভবং লয়ম্ ।

স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন শরীরে পরমেশ্বর ।। ২ ।।

শ্রীদেবী বললেন

হে ভগবান্, মুদ্রাসমূহের উত্তম জ্ঞান ব্যক্ত করলে। এবার মন্ত্ররূপিণী মহাদেবীর অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার একেকটি কূটের সাধন বল।

হে পরমেশ্বর, মহাজ্ঞান, তার প্রভাব, ব্যাপ্তি, স্থান, জন্ম, লয়, স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ শরীর, এ সব বল। ১-২

সর্বম্—বিদ্যানন্দের মতে সর্বম্ বলতে বুঝাচ্ছে বহির্মুদ্রারচনা ও আন্তরমুদ্রাবন্ধন এই উভয় প্রকার।

জ্ঞানম্—বিদ্যানন্দ বলেন জ্ঞান মানে উক্ত উভয়গোচর জ্ঞান।

একৈকাক্ষরসাধনম্—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, একেক অক্ষর অর্থাৎ কূটের সাধন মানে প্রত্যেকের সিদ্ধিপ্রকার।

মহাজ্ঞানং—শিবানন্দ মহাজ্ঞান শব্দের অর্থ করেছেন মহাদেবীর স্বরূপবিষয়।

বিদ্যানন্দ ও ভাস্কররায় উভয়েই 'মহচ্চ তজ্জ্ঞানং চ মহাজ্ঞানম্' মহৎ এবং তৎ-জ্ঞান মহাজ্ঞান এই অর্থ করেছেন। ভাস্কররায় বলেন এই পদের দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সূচিত হয়েছে।

প্রভাবং—শিবানন্দ প্রভাবশব্দের অর্থ করেছেন সামর্থ্য আর ভাস্কররায় করেছেন জ্ঞানমাহাত্ম্য।

ব্যাপ্তিং—ভাস্কররায় ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ করেছেন বিশ্বরূপে পরিণাম।

স্থানং—ভাস্কররায়ের মতে এখানে স্থান অর্থ জগতের স্থিতি।

ভবং—ভাস্কররায় ভব শব্দের অর্থ করেছেন জন্ম অর্থাৎ জগতের জন্ম।

শিবানন্দ ভব শব্দের অর্থ করেছেন উল্লাস। বিদ্যানন্দ ভবশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন "ভবতি অস্মাদিতি ভবঃ" এ থেকে অর্থাৎ পশ্যন্তীরূপ-অক্ষরসন্দর্ভ থেকে মধ্যমাবৈখরীরূপ অক্ষরসন্দর্ভের উৎপত্তি হয়, তাই এ ভব।

১। ব্যাপ্তিস্থানং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

লয়ম্—শিবানন্দ লয়শব্দের অর্থ করেছেন বিশ্রান্তি। বিদ্যানন্দের মতে লয়শব্দের অর্থ এই—"লীয়তে অস্মিন্ ইতি লয়ঃ"—এর মধ্যে অর্থাৎ পশ্যন্তী-রূপে[১] মধ্যমা ও বৈখরীরূপ লয় প্রাপ্ত হয়, তাই এ লয়।

ভাস্কররায় লয়শব্দের অর্থ করেছেন সংহার।

স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন—স্থূল-ও সূক্ষ্ম-ভেদে। শিবানন্দের মতে স্থূল বলতে বুঝাচ্ছে বৈখরীরূপে আর সূক্ষ্ম বলতে বুঝাচ্ছে মধ্যমাপশ্যন্তীরূপে।

বিদ্যানন্দের মত কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁর মতে স্থূল বলতে বুঝাচ্ছে বৈখরী-রূপ আর সূক্ষ্ম বলতে মধ্যমারূপ। তাদের উভয়ের কারণ হল পশ্যন্তীরূপ।

ঈশ্বর[২] উবাচ

শৃণু দেবী মহাজ্ঞানং সর্বজ্ঞানোত্তমং পরম্।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥ ৩ ॥

দেবী, সব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম পরতত্ত্ববিষয়ক মহাজ্ঞান শোন। এই জ্ঞানের উদয় হওয়ামাত্র সাধক আর সংসারসাগরে নিমজ্জিত হবে না।৩

মহাজ্ঞানং—বিদ্যানন্দ মহাজ্ঞানশব্দের অর্থ করেছেন পরমপ্রকাশবিমর্শরূপ বর্ণক্রমাদিভূতপশ্যন্তীময় শিবের স্বরূপজ্ঞান।

সর্বজ্ঞানোত্তমং—বিদ্যানন্দের মতে সংসারমোচকত্বহেতু এই জ্ঞান সর্ব-জ্ঞানের মধ্যে উত্তম।

অনুষ্ঠিতমাত্রেণ—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন 'উদিতমাত্রেণ' অর্থাৎ উদয় হওয়ামাত্র।

ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি—শিবানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন উক্তপ্রকার জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধক সংসার ক'রেও সংসারক্লেশ অনুভব করেন না।

ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ[৩] প্রিয়ে।
স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে, ত্রিপুরা পরমা শক্তি। ইনি আদ্যা, জ্ঞানজ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপত্রিপুটী-কল্পনাক্ষমা। স্থূল ত্রৈলোক্য ও সূক্ষ্ম ত্রৈলোক্যের ইনি উৎপত্তি-মাতৃকা। ৪

১। বাক্-এর চতুর্বিধ রূপ। যথা—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী।
২। শ্রীভৈরব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। জ্ঞাতাদিতঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ত্রিপুরা—এই শব্দের ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন "ত্রিভ্যঃ পুরা ত্রিপুরা।" ত্রিশব্দের মানে ত্রিতত্ত্ব, ত্রিবিন্দু। তা থেকে পুরা অর্থাৎ পূর্বস্থিতা।

পরমা—বিদ্যানন্দ এর অর্থ করেছেন বিশ্বোত্তীর্ণা।

শক্তিঃ—শিবানন্দের মতে এখানে শক্তি অর্থ সর্বধারিকা মায়ালক্ষণা বিমোহিনী।

বিদ্যানন্দের মতে শক্তি অর্থ সামর্থ্য।

আদ্যা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন প্রথমোন্মেষরূপা। বিদ্যানন্দের মতে আদ্যা অর্থ বর্ণসমূহের আদিভূতা কারণরূপা।

ভাস্কররায় বলেছেন, কেউ কেউ আদ্যা অর্থ করেছেন জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াত্মক শক্তিত্রিতয়ের আদ্যা তৎসমষ্টিরূপা শান্তাত্মিকা।

জ্ঞানাদিতঃ—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন জ্ঞানজ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপত্রিপুটীত।

তিনি বলেছেন, কেউ কেউ জ্ঞানা আদিতঃ—এইরূপ সন্ধিবিশ্লেষ ক'রে জ্ঞানা ও আদিতঃ অর্থ পৃথক্ ক'রে নির্দেশ করেছেন। এঁদের মতে জ্ঞানা মানে জ্ঞানরূপা। জ্ঞানা ত্রিপুরার বিশেষণ। আদিতঃ মানে সর্বাদিভূত ব্রহ্মের কাছ থেকে।

শিবানন্দ আদিতঃ অর্থ করেছেন মহাপ্রকাশরূপ অনুত্তর শিব থেকে।

স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন—স্থূল-ও সূক্ষ্ম-ভেদে। শিবানন্দের মতে স্থূল বলতে বুঝাচ্ছে কলা তত্ত্ব ভুবন এই অভিধেয়রূপ অর্থত্রিক আর সূক্ষ্ম বলতে বুঝাচ্ছে বর্ণ পদ মন্ত্র এই অভিধানরূপ শব্দত্রিক।

বিদ্যানন্দের মতে স্থূল বলতে বৈখরী আর সূক্ষ্ম বলতে মধ্যমা বুঝান হয়েছে।

ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা—ত্রৈলোক্যের উৎপত্তিমাতৃকা অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের উৎপত্তিতে মাতৃকা মানে কারণভূতা। শিবানন্দ ত্রৈলোক্য অর্থ করেছেন কর্তৃ-করণ-কর্ম-ব্যুৎপত্তি-হেতু লোক-লোকন-লোক্য-আত্মক প্রপঞ্চ অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব-সমুদায়।

বিদ্যানন্দের মতে ত্রৈলোক্যশব্দের অর্থ ধামত্রয় অর্থাৎ সোম সূর্য অগ্নি। তার উৎপত্তিমাতৃকা মানে জননী। অবশ্য তিনি ত্রৈলোক্যশব্দের অন্যরকম অর্থও করেছেন। যথা, ত্রিবীজাত্মক প্রকাশ ত্রৈলোক্য। বৈখরীরূপ বাগ্‌-ভববীজ, মধ্যমারূপ কামরাজবীজ এবং পশ্যন্তীরূপ শক্তিবীজ এই প্রকার ত্রিবীজাত্মক প্রকাশ। এর উৎপত্তিকারিণী মাতৃকা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী ।
তস্যাং[1] পরিণতায়াং তু ন কশ্চিৎ পর ঈষ্যতে ॥ ৫ ॥

তত্ত্বসমুদায় নিঃশেষে কবলীকৃত করেছেন এমন স্বরূপিণী যিনি তিনি বিমর্শশক্তি মাতৃকা। ইনি বিকাশভাব প্রাপ্ত হলে বিমর্শপদবী-ব্যতিরিক্ত কোনো পরমেশ্বর ঈপ্সিত হন না অর্থাৎ তাঁর আবশ্যকতা নেই। ৫

কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী—ভাস্কররায় এইভাবে অর্থ করেছেন, "প্রলয়কালে কবলীকৃতা নিগীর্ণা নিঃশেষাস্তত্ত্বগ্রামাঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমূহা যেন তাদৃশরূপবতী"। প্রলয়কালে নিঃশেষ তত্ত্বসমুদায় অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমূহ কবলীকৃত অর্থাৎ অন্তঃকৃত করেছেন যিনি তাদৃশরূপবতী।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব ত্রিবিধ—অশুদ্ধ শুদ্ধাশুদ্ধ ও শুদ্ধ। আরোহক্রমে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত অশুদ্ধ; শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত শুদ্ধাশুদ্ধ আর শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব শুদ্ধ।

ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব বাচ্য। তন্ত্রমতে বাচ্য ও বাচকে ভেদ নেই। ইনি বাচ্য-রূপ তত্ত্বসমূহকে বাচকরূপ বর্ণে অন্তঃকৃত করেন।

শিবানন্দ আলোচ্য শ্লোকার্ধের এই তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন—বীজের মধ্যে অঙ্কুর কাণ্ড পত্র পুষ্প ফলের মতো শক্তির মধ্যে কার্যরূপ প্রপঞ্চ সদ্‌রূপে বর্তমান।

পরিণতায়াং—বিকাশদশাপ্রাপ্তা হলে। বিদ্যানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন যিনি পরমপ্রকাশরূপা চিৎশক্তি তিনিই বাচক-ও বাচ্য-ভেদে বর্ণ-ও তত্ত্ব-রূপে বিভক্তা ও সঙ্কুচিতা হয়ে কুলাভিমানিনী হন। তিনিই আবার যখন বর্ণ-পদ-মন্ত্র এবং কলা-তত্ত্ব-ভুবন এই ষড়্‌ভেদবিশিষ্ট ষড়ধ্বা বিলাপনকারয়িত্রী হয়ে নাম-গুণ-জাতিলক্ষণের অতীত পরম প্রকাশভূমিকায় প্রবিষ্টা হন, তখন বিকাশদশা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরিণতা হন।

বিদ্যানন্দ এ সম্পর্কে সঙ্কেতপদ্ধতি থেকে এই বচনটি উদ্ধৃত করেছেনে—

সঙ্কোচঃ পরমা শক্তির্বিকাসঃ পরমঃ শিবঃ।

পরমা শক্তি হলেন সঙ্কোচ আর পরম শিব বিকাস।

পরঃ—শিবানন্দ পর অর্থ করেছেন বিমর্শপদবীব্যতিরিক্ত, অবিমৃষ্টরূপ।

১। অস্যাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে—বিদ্যানন্দ এই শ্লোকার্ধের অন্তর্নিহিত ভাব এই-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—উক্ত প্রকার লক্ষণবিশিষ্টবিমর্শশক্ত্যাত্মকই পরমেশ্বর। তিনি কখনও শক্তিস্বরূপ থেকে বিচ্যুত হন না। যদি কখনও হন তা হলে আর পরমেশ্বর থাকেন না ; কেন না, তখন তিনি জড়ত্বপ্রাপ্ত হন। অতএব, সিদ্ধান্ত হ'ল পরমেশ্বর শক্ত্যাত্মকই, অন্য নন। কেন না, শিবশক্তির নিত্য তাদাত্ম্য, অবিনাভাবসম্বন্ধ। বিকাশভাবপ্রাপ্তা বিমর্শশক্তিই প্রকাশরূপ পরম শিব। কাজেই, তদতিরিক্ত আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না।

পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ ॥৬॥

পরমেশ্বর শক্তিরহিত হ'লে কিছুই করতে সমর্থ হন না। পরমেশানী, যখন তিনি শক্তিযুক্ত হন তখনই কিছু করতে সমর্থ হন।৬

পরঃ—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন পরমেশ্বর।

হি—কারণ। পূর্বশ্লোকে যে 'ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে' এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এখানে তার কারণ প্রদর্শন করা হ'ল।

কিঞ্চন—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সৃষ্ট্যাদি কর্মের মধ্যে কিছু।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকাররা যা বলেছেন তার সার কথা এই—শিব শক্ত্যাত্মক। শিবশক্তির ভেদ নেই। ভেদ স্বীকার করলে জগৎ অনীশ্বর হয়ে যায়। কারণ, শক্তিব্যতিরিক্ত শিবের নিয়মনসামর্থ্য থাকে না। শিব শক্ত্যাত্মক এই অঙ্গীকার করলে পরেই শিব সৃষ্ট্যাদি সব কর্ম করতে পারেন। বস্তুতঃ শাক্তমতে শক্তিই সৃষ্ট্যাদি সব করেন। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—

শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥

শক্তি অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন ও পালন করেন। তিনিই চরাচর জগৎ ইচ্ছা দ্বারা সংহার করেন।

শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।
জ্ঞাতেনাপি মহাদেবি[১] শর্ম কর্ম ন কিঞ্চন ॥ ৭ ॥
ধ্যানাবষ্টম্ভকালে তু ন রতির্ন মনঃস্থিতিঃ।

১। মহেশানি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শক্তিরহিত সূক্ষ্ম শিবের নাম ধাম কিছুই থাকে না। মহাদেবী, এরূপ শিব জ্ঞাত হ'লেও তাতে শর্ম কর্ম কিছুই থাকে না। এরূপ শিবের ধ্যানাষ্টম্ভকালে না থাকে রতি না থাকে মনের স্থিতি।৭—৮

শক্ত্যা—ভাস্কররায় এখানে শক্তিশব্দের অর্থ করেছেন শক্ততাবচ্ছেদক ধর্ম।

বিদ্যানন্দ শক্তিশব্দের অর্থ করেছেন বিমর্শশক্তি।

সূক্ষ্মে—বিদ্যানন্দ সূক্ষ্মশব্দের অর্থ করেছেন দুর্বিজ্ঞেয়।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন প্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যতাহেতু দুর্জ্ঞেয়।

নাম—শিবানন্দের মতে এর অর্থ শিব মহেশ্বর শঙ্কর পরমেশ্বর ইত্যাদি।

ধাম—শিবানন্দ ধামশব্দের অর্থ করেছেন প্রকাশ বোধ জ্ঞান অনুভব উন্মেষাদি সিদ্ধি।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন প্রকাশ, জ্ঞান।

জ্ঞাতেন—শিবানন্দ জ্ঞাতশব্দের অর্থ করেছেন জ্ঞানকর্মভূত।

শর্ম—শিবানন্দের মতে শর্ম অর্থ শিবশক্তিসামরস্যাত্মক পরিপূর্ণাহংপরামর্শ-স্থিতিলক্ষণ অকৃত্রিম সুখ।

কর্ম—শিবানন্দের মতে কর্ম অর্থ আভাসন-রক্তি-বিমর্শন-বীজাবস্থাপন-তদ্বিলাপনাত্মক কর্ম।

আবার কেউ কেউ কর্ম অর্থ করেছেন পঞ্চকৃত্যকরণ। পঞ্চকৃত্য বলতে বুঝায় উদ্ভব স্থিতি সংহার তিরোভাব ও অনুগ্রহ।

জ্ঞাতেনাপি মহেশানি শর্ম কর্ম ন কিঞ্চন—এই শ্লোকার্ধের সহজ অর্থ করা হয়েছে শক্তিরহিত শিবের কোনো প্রকারে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হলেও তা দ্বারা কারো পুরুষার্থ লাভ হয় না।

ধ্যানাবষ্টম্ভকালে—অবষ্টম্ভ শব্দের অর্থ আলম্বন। তা হলে ধ্যানাবষ্টম্ভকালে অর্থ ধ্যানালম্বনকালে মানে ধ্যানের সময়। শিবানন্দ ধ্যানকে এখানে সমাধির উপলক্ষণ বলেছেন।

রতিঃ—বিদ্যানন্দ রতিশব্দের অর্থ করেছেন স্বরসপরমানন্দবিভবব্যতিরিক্ত তুচ্ছবুদ্‌বুদ্‌প্রায় বিষয়াভিলাষ—স্বরসপরমানন্দবিভব বাদ দিয়ে তুচ্ছ বুদ্‌বুদ্‌প্রায় বিষয়াভিলাষ।

শিবানন্দ অর্থ করেছেন "বিশ্বৈকাত্ম্যশিবশক্তিসামরস্যমহাহ্রদরমণ"—বিশ্বৈকাত্মক শিবশক্তির সামরস্যরূপ মহাহ্রদে আনন্দলাভ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মনঃস্থিতিঃ—মনের স্থিরীকরণ।

ধ্যানাবষ্টম্ভকালে তু ন রতির্ন মনঃস্থিতিঃ—

বিদ্যানন্দ এই শ্লোকার্ধের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা, ১। শিবের ধ্যানপক্ষে শক্তিরহিত শিবের ধ্যানে রতি ও মনঃস্থৈর্য সম্ভবপর নয়। ২। শক্তির ধ্যানপক্ষে—সঙ্কুচিতসমস্তরূপবিশিষ্টা, পরমানন্দপ্রকাশলক্ষণ শিবের সহিত সামরস্যে উপনীতা, পরাশক্তির অনুসন্ধানবেলা রতি অর্থাৎ স্বরসপরমানন্দ-বিভবব্যতিরিক্ত তুচ্ছবুদ্‌বুদ্‌প্রায় বিষয়াভিলাষ সম্ভবপর নয় আর পরমশিবশক্তির সামরস্যের অনুসন্ধানবেলা সমস্ত সুখদুঃখের হেতু সঙ্কল্পবিকল্পাস্পদ মনেরও পৃথক্ অবস্থান সম্ভব নয়।

ভাস্কররায় উক্ত শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় বলেছেন শক্তিহীন শিব শুভাশুভধর্মহীন বলে অসুন্দর, তাঁতে মনের অনুরাগ হয় না। সেইজন্য, তাঁর ধ্যান সম্ভবপর নয়। জোর ক'রে মনকে সেই ধ্যানে প্রবৃত্ত করলেও মন তাতে ক্ষণমাত্র অবস্থান করে, দীর্ঘকাল অবস্থান করে না। তাই, তাতে ধ্যানাবষ্টম্ভরূপ স্থৈর্য অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি সম্ভব নয়।

প্রবিশ্য পরমার্গান্তঃ সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী ॥ ৮ ॥
কবলীকৃতনিঃশেষা বীজাঙ্কুরতয়া[১] স্থিতা।

নিঃশেষবিষয়জাত যিনি কবলীকৃত করেছেন সেই সূক্ষ্মাকার-স্বরূপিণী পরমার্গান্তঃ প্রবিষ্টা হয়ে বীজাঙ্কুরভাবে অবস্থান করছেন।৮-৯

পরমার্গান্তঃ—শিবানন্দ এই পদের এইভাবে অর্থ করেছেন—পর মানে শিব, তাঁর প্রাপক মার্গ সুষুম্ণা, তার অন্তঃ। এ মার্গ ইন্দ্রিয়প্রসরা ইদন্তাভূমি নয়।

বিদ্যানন্দ পরমার্গান্তপদের অর্থ করেছেন পঞ্চশক্তিময় অনাত্মক সঙ্কোচরূপ সৃষ্টিমার্গ।

ভাস্কররায়ের মতে উক্ত পদের অর্থ এই প্রকার—পর মানে পরশিব, পরই মার্গ পরমার্গ। অথবা পরের মার্গ পরমার্গ। মার্গ মানে ব্যাপ্তিস্থান। তার অন্তঃ অর্থাৎ এই ব্যাপ্তিস্থান যতটা ততটাই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে।

সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন স্বরূপজ্যোতীরূপা, বিভাগাগ্র-গুণীভূতপ্রাণপশ্যন্তী-আকাররূপিণী। বিদ্যানন্দের মতে এই পদের দ্বারা বিমর্শ-শক্তি বুঝান হয়েছে।

১। কবলীকৃতনিঃশেষবীজাঙ্কুরতয়া ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায় এই পদের আকার অর্থ করেছেন অবয়বসংস্থান। যেমন বৃক্ষের পত্রপুষ্পফলশাখাদিবিশিষ্টতা তার অবয়বসংস্থান। বৃক্ষত্ব এর সূক্ষ্ম রূপ। তেমনি ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব বিমর্শশক্তির অবয়বসংস্থান। তাঁর স্বরূপ এর সূক্ষ্ম রূপ।

কবলীকৃতনিঃশেষা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ "যয়া নিঃশেষং বিষয়-জাতং কবলীকৃতং গ্রাসীকৃতং সা কবলীকৃতনিঃশেষা" যা দ্বারা নিঃশেষ বিষয়-জাত কবলীকৃত অর্থাৎ গ্রাসীকৃত হয়েছে তিনি কবলীকৃতনিঃশেষা। শিবা-নন্দোক্ত নিঃশেষ বিষয়জাত আর ভাস্কররায়কথিত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব একই। কেননা, এই প্রপঞ্চ ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক; তার বাইরে কোনো বিষয় নেই।

বীজাঙ্কুরতয়া স্থিতা—শিবানন্দের মতে এখানে বীজ মানে কারণ আর অঙ্কুর মানে কার্য। এই অবস্থাদ্বয়ের দ্বারা কথিতা।

বিদ্যানন্দের মতে এই শ্লোকাংশের অর্থ এই—বামাদিপঞ্চক[১] ও ইচ্ছাদি-পঞ্চক[২] গ্রাস ক'রে সমরসভাবে স্থিত যে অনামরূপাত্মক বিন্দু তাই বীজ। আর তদন্তর্বর্তী বিমর্শরূপে অবস্থিতা যে-শক্তি তিনি স্বেচ্ছায় বীজের উচ্ছূনদশায় নির্গতা হন। এইরূপে তিনি মৃণালতন্তুরূপা প্রথমরেখা, তিনি অঙ্কুর। এবংবিধ বীজ ও অঙ্কুররূপে অবস্থিতা।

ভাস্কররায় আলোচ্য পদ দুটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন বীজ মানে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের সূক্ষ্মশরীর আর অঙ্কুর মানে তাদের স্থূলশরীর। তাঁর মতে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের সূক্ষ্মশরীররূপ সব বীজ আর স্থূলশরীররূপ সব অঙ্কুর, এই উভয়রূপতায় অবস্থিতা।

বামা শিবা[৩] তথা[৪] জ্যেষ্ঠা শৃঙ্গাটাকারতাং গতা।। ৯ ॥
রৌদ্রী তু পরমেশানি জগদ্‌গ্রসনরূপিণী।

পরমেশানী, পূর্বোক্ত পরমার্গান্তঃ প্রবিষ্টা বিমর্শশক্তি ত্রিপুরা শিবা, বামা জ্যেষ্ঠা ও জগদ্‌গ্রসনরূপিণী রৌদ্রীরূপে শৃঙ্গাটাকার প্রাপ্ত হন। ৯ – ১০

১। বামাদিপঞ্চক—বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী অম্বিকা এই চার এবং তাদের সমষ্টি এক, এই পাঁচ।

২। ইচ্ছাদিপঞ্চক—ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শান্তা এই চার এবং তাদের সমষ্টি এক, এই পাঁচ।

দ্রঃ নিত্যাষোড়শিকার্ণব ১।১২ শ্লোকের বিদ্যানন্দকৃত ব্যাখ্যা।

৩। শিখা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৪। ততো ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বামা—শিবানন্দের মতে "বামা তত্ত্বানি বমতীতি" তত্ত্বসমূহ বমন অর্থাৎ উদ্‌গিরণ করেন বলে বামা। অথবা সংসারপ্রত্যনীকভূতা শাক্ত বামা। প্রত্যনীক মানে বিরুদ্ধ।

বিশ্বের বমনকর্তৃত্বহেতু অথবা অঙ্কুশবৎ বক্ররূপত্বহেতু বামা, ভাস্কররায় বামাশব্দের এইভাবে অর্থ নির্দেশ করেছেন। বামা সৃষ্টিশক্তি। দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব ৬।৩৭ সংখ্যক শ্লোকের টীকা।

শিবা—শিবময়ী।

জ্যেষ্ঠা—শিবানন্দ জ্যেষ্ঠাকে বলেছেন বিশ্বোদয়প্রসরভূমি। জ্যেষ্ঠা স্থিতিশক্তি।

রৌদ্রী—শিবানন্দ বলেন "জগতশ্চিৎপদে নিরোধনাদ্ দ্রাবণাদ্ রুদ্রঃ, তদ্‌বিভূতিময়ী রৌদ্রী চিতিশক্তিঃ।"—চিৎপদে জগতের নিরোধন মানে লয়, এবং দ্রাবণ মানে দ্রবীকরণ, করেন বলে রুদ্র। রুদ্রের বিভূতিময়ী যে চিৎশক্তি তিনি রৌদ্রী।

শৃঙ্গাটাকারতাং গতা—শৃঙ্গাট মানে ত্রিকোণ। অতএব, অর্থ দাঁড়াল ত্রিকোণাকার প্রাপ্তা।

এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন এই আলোচ্যমানা চিৎশক্তিই স্থিতি-সংহার-সৃষ্টিকরী ত্রিকোণাত্মতা প্রাপ্তা হন।

দীপকাচার্য ত্রিকোণাকারপ্রাপ্তির এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন—সাধকের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশানকোণ পর্যন্ত বিস্তৃত রেখা বামা এবং অগ্নিকোণ পর্যন্ত বিস্তৃত রেখা জ্যেষ্ঠা আর বিন্দুর সম্মুখবর্তী তির্যগ্ রেখা রৌদ্রী। এই তিনের সমষ্টি অর্থাৎ বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রীর সমষ্টি অম্বিকা উক্তপ্রকারে রচিত ত্রিকোণাকার প্রাপ্তা হন।

দ্রঃ ভাস্কররায়কৃত আলোচ্য শ্লোকের টীকা।

জগদ্‌গ্রসনরূপিণী— গর্ভীকৃতাশেষজগদ্‌বীজরূপিণী। শিবানন্দের মতে এই পদের অন্তর্নিহিত ভাব হল আদ্যাশক্তি সৃষ্ট্যাদিক্রমাত্মক জগৎ গ্রাস ক'রে সমস্তই স্বাত্মতারূপে প্রকাশ করছেন।

এষা সা পরমা শক্তিরেকৈব পরমেশ্বরী। ১০॥
ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপিণী।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিচ্ছাশক্ত্যাত্মিকা প্রিয়ে॥ ১১॥
ত্রৈলোক্যং সংসৃজত্যেষা ত্রিপুরা পরিকীর্ত্যতে।

দেবী, ইনি সেই পরমেশ্বরী পরমা শক্তি একবিধা। ইনিই আবার

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ত্রিপুরা ত্রিবিধা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরস্বরূপিণী।
প্রিয়ে, জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তি-ইচ্ছাশক্তিরূপা ইনিই ত্রৈলোক্য সৃজন করেন। এঁকে ত্রিপুরা বলা হয়। ১০—১২

পরমা—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন বিমর্শরূপা, 'আমি আত্মবৎই' এইরূপে ভাসমানা; অর্থাৎ অহন্তারূপে ভাসমানা, ইদন্তারূপে নয়।

একা—একবিধা।

ত্রিপুরা—ভাস্কররায় বলেছেন "পুরশব্দঃ শরীরার্থঃ। ত্রীণি পুরাণি যস্যাঃ সেতি বিগ্রহঃ"। পুরশব্দের অর্থ শরীর। তিন পুর যার এই ব্যাসবাক্য ক'রে ত্রিপুরাশব্দ সাধিত হয়েছে।

অবশ্য, ত্রিপুরাশব্দের অন্যরকম আরও ব্যাখ্যা আছে। যেমন প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে বলা হয়েছে—

ত্রিমূর্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ।
লয়ে ত্রিলোক্যা অপি পূরণত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম॥ ৯।২

অম্বিকার ত্রিপুরা এই নাম দেওয়া হয় এইজন্য যে তিনি ত্রিমূর্তির সৃষ্টি করেন, ত্রিমূর্তির পূর্বে বিরাজমানা ছিলেন, পূর্ব থেকেই তিনি ত্রিবেদময়ী এবং ত্রিলোকের লয়ে তিনি সব দেশ পূর্ণ ক'রে বিরাজ করেন।

তাছাড়া, বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী এই তিন শক্তি, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান এই তিন শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন চক্র, চন্দ্র সূর্য অগ্নি এই তিন ধাম, শক্তি কামরাজ ও বাগ্‌ভব এই তিন বীজ, শিবতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই তিন তত্ত্ব, রজঃ সত্ত্ব তমঃ এই তিন গুণ এবং ত্রিকোণাদি ভেদত্রয়াবির্ভাবের দ্বারা ত্রিবৃৎকরণচতুরা বলে দেবীকে ত্রিপুরা বলা হয়। দ্রঃ আলোচ্য শ্লোকের বিদ্যানন্দকৃত টীকা।

ত্রিবিধা—ত্রিপ্রকারা।

ব্রহ্মাবিষ্ণ্বীশরূপিণী—ভাস্কররায় বলেন বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রীই পুরুষবেষাবিষ্টা হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র হন।

জ্ঞানশক্তি—শিবানন্দ বলেন জ্ঞানশক্তি অবভাসনাত্মিকা। কিন্তু বিদ্যানন্দের মতে জ্ঞানশক্তি রুদ্র বলে সংহারকারিণী। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির গুণভূতত্ব ও জ্ঞানশক্তির আধিক্য হ'লে বিমর্শ-রূপিণী শক্তি রুদ্রমূর্তি ধারণ ক'রে সংহার করেন।

ক্রিয়াশক্তিঃ—শিবানন্দ বলেন ক্রিয়াশক্তি উল্লেখনরূপা। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বিদ্যানন্দের মতে ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণু বলে পালয়িত্রী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বলেছেন যখন জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির গুণভূতত্ব এবং ক্রিয়াশক্তির আধিক্য হয় তখন বিমর্শরূপিণী শক্তি বিষ্ণুমূর্তি ধারণ ক'রে পালন করেন।

ইচ্ছাশক্তিঃ—শিবানন্দ বলেছেন ইচ্ছাশক্তি বিচ্ছেদন-অবভাসন-স্বাতন্ত্র্যাত্মা মায়ালক্ষণা সমবায়িনী শক্তি।

বিদ্যানন্দের মতে ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মা বলে সৃষ্টিকারিণী। তিনি বলেছেন যখন ইচ্ছাশক্তির আধিক্য ও জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির গুণভূতত্ব হয় তখন বিমর্শ-রূপিণী শক্তি ব্রহ্মার মূর্তি ধারণ ক'রে সৃষ্টি করেন।

ত্রৈলোক্যং—শিবানন্দের মতে ত্রৈলোক্য গ্রাহক-গ্রহণ-গ্রাহ্য-আত্মক।

জ্ঞানশক্তিঃ......পরিকীর্ত্যতে।—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদ্যানন্দ বলেছেন—বর্ণ পদ মন্ত্র কলা তত্ত্ব ভুবন এই ষড়ধ্বা। ষড়ধ্বা শব্দাত্মক ও অর্থাত্মক। বর্ণ পদ মন্ত্র শব্দাত্মক; কলা তত্ত্ব ভুবন অর্থাত্মক। এই ষড়ধ্বা আবার কার্যকারণভাবে অবস্থিত। যা স্থূল তা কার্য, যা সূক্ষ্ম তা কারণ। যেমন ভুবন কার্য আর তত্ত্ব কারণ। মন্ত্র কার্য আর পদ কারণ। লয়সাধনের বেলা কার্যকে কারণে লয় করতে হয়। যেমন ভুবনকে তত্ত্বে, তত্ত্বকে কলায়, মন্ত্রকে পদে, পদকে বর্ণে লয় করতে হবে। কলা ও বর্ণ বাচ্যবাচকভাবে অবস্থিত। সেইজন্য, বাচ্য কলাকে বাচক বর্ণে লয় করতে হবে।

বিদ্যানন্দ কলাধ্বার আলোচনা করেন নি। এখানে উল্লেখ করা যায় কার্যরূপ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের কারণরূপ পাঁচটি কলার কথা বলা হয়। যথা, ক্ষিতিতত্ত্ব—নিবৃত্তিকলা। অপ্‌তত্ত্ব থেকে প্রকৃতিতত্ত্ব—প্রতিষ্ঠাকলা। পুরুষ-তত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব—বিদ্যাকলা। শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব—শান্তি-কলা। শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—শান্ত্যতীতা কলা।

(কলা সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, সাধনা ও শাক্ত দর্শন)

বিদ্যানন্দ বলেছেন ক্ষ থেকে ট পর্যন্ত চতুর্বিংশতি বর্ণে নিবৃত্তিকলার অন্তর্ভাবনা করতে হবে অর্থাৎ লয়ভাবনা করতে হবে; ঞ থেকে ঘ পর্যন্ত সপ্ত বর্ণে প্রতিষ্ঠাকলার; গ থেকে ক পর্যন্ত তিন বর্ণে বিদ্যাকলার; অষ্ট দীর্ঘ স্বরবর্ণে শান্তিকলার এবং অষ্ট হ্রস্ব স্বরবর্ণে শান্ত্যতীতা কলার অন্তর্ভাবনা করতে হবে। এই হল বর্ণাধ্বায় পঞ্চকলাধ্বার সংহারক্রম। এইপ্রকারে ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবে অবস্থিত পদাদি পঞ্চাধ্বার বর্ণক্রমের অন্তর্গতত্ব সিদ্ধ হয়। বর্ণক্রমরূপিণী চিচ্ছক্তিও বৈখর্যাদিত্রিভেদে (বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী) ত্রিতত্ত্বগামিনী (আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব)। তিনিই ধামসম্বিদ্‌রূপে পররূপিণী। তিনিই সর্ব-তত্ত্বরূপিণী। ত্রিবৃৎকরণের পূর্বে তিনি একবিধা, এইরূপে তাঁর চিন্তা করতে হবে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

এই বিমর্শশক্তি ইচ্ছাদিকলাচতুষ্টয়[১] কূর্মাঙ্গের মতো গুটিয়ে নিয়ে পঞ্চকারণরূপ অকুলবিন্দুতে শৃঙ্গাটাকারে বিরাজমানা হয়ে আবার শৃঙ্গাটরূপ সেই কন্দাভিমানিনী কলাচতুষ্টয় গ্রাস ক'রে নিঃশেষবীজাত্মক কেবল বিন্দুতে অন্তঃসারবিমর্শরূপে ত্রিবৃৎকরণতার পূর্বে অবস্থিতা হন। তাই তাঁকে ত্রিপুরা বলা হয়।

যদোল্লসতি শৃঙ্গাটপীঠাৎ কুটিলরূপিণী ॥ ১২ ॥
শিবাহর্কমণ্ডলং ভিত্বা দ্রাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্।
তদুদ্ভবামৃতস্যন্দপরমানন্দনন্দিতা ॥ ১৩ ॥
কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পরং পুরুষমেতি সা।
নির্লক্ষণং নির্গুণং চ কুলরূপবিবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
ততঃ স্বচ্ছন্দরূপা তু পরিভ্রাম্য জগৎ পুনঃ।
তেনাহহচারেণ[২] সন্তুষ্টা পুনরেকাকিনী সতী ॥ ১৫ ॥
রমতে স্বয়মব্যক্তা ত্রিপুরাখ্যাতিমাগতা[৩]।
তত্ত্বত্রয়বিনির্দিষ্টা বর্ণশক্তিত্রয়াত্মিকা ॥ ১৬ ॥

যখন কুটিলরূপিণী শৃঙ্গাটপীঠ থেকে উর্ধ্বে স্ফুরিতা হয়ে শিবার্কমণ্ডল ভেদ ক'রে ইন্দুমণ্ডলকে দ্রাবিত করেন তখন তিনি তা থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ ইন্দুমণ্ডলদ্রাবণজনিত অমৃতক্ষরণরূপ পরমানন্দে নন্দিতা হন। সেই কুলযোষিৎ কুল ত্যাগ ক'রে পর পুরুষের সঙ্গে মিলিতা হন। এই পর পুরুষ নির্লক্ষণ, নির্গুণ, কুলবর্জিত ও রূপবর্জিত। তারপর সেই স্বচ্ছন্দরূপা আবার জগৎ পরিভ্রমণ ক'রে সেই আচারে সন্তুষ্টা সেই সতী একাকিনী রমণ করেন। এই অব্যক্তা তত্ত্বত্রয়বিনির্দিষ্টা বর্ণত্রয়াত্মিকা ও শক্তিত্রয়াত্মিকা হয়ে ত্রিপুরা এই আখ্যা লাভ করেন। ১২-১৬

উল্লসতি—শিবানন্দের মতে এর অর্থ মধ্যচারমার্গে অর্থাৎ সুষুম্ণামার্গে উর্ধ্বে স্ফুরিতা হন।

১। কলাশব্দের এক অর্থ শক্তি। ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানা শান্তা এই কলাচতুষ্টয়।

২। তেন চারেণ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। ত্রিপুরা ব্যক্তিমাগতা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শৃঙ্গাটপীঠাৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মূলাধারগত চতুর্দলপদ্মমধ্যস্থ ত্রিকোণরূপ কুলস্থান থেকে।

কুটিলরূপিণী—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন, ইদন্তাপ্রসরোন্মুখী যিনি স্বাভাবিক সৃষ্টিমার্গ পরিত্যাগ করতঃ গুরুকথিত যুক্তি অনুসারে সংহারমার্গের প্রতি স্ফুরিতা।

ভাস্কররায়ের মতে এই পদের অর্থ প্রত্যাবর্তনপথে প্রত্যাবৃত্তমুখত্বহেতু বক্ররূপিণী।

শিবার্কমণ্ডলং ভিত্ত্বা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ মূলাধার থেকে আরম্ভ ক'রে সেই সেই আধারগত অর্থাৎ চক্রগত পদ্ম ভেদ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রগত হংসাত্মক শিবাধিষ্ঠান অর্কোপলক্ষিত প্রকাশভূমি প্রাপ্ত হয়ে।

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকাংশের এইভাবে অর্থ করেছেন—"শিবরূপং চ অর্কমণ্ডলং উচ্ছূনবিন্দুকামাখ্যং রবিমপি ভিত্ত্বা"—শিবরূপ অর্কমণ্ডল অর্থাৎ কামনামক যে উচ্ছূনবিন্দু, যাকে রবি বা রবিবিন্দু বলা হয়, তা ভেদ ক'রে।

এখানে উল্লেখ করা যায় শিববিন্দু ও শক্তিবিন্দুর সমরসীভূত যে-মিশ্রবিন্দু তাকে বলা হয় রবিবিন্দু। (এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, সাধনা ও শাক্ত দর্শন)।

ইন্দুমণ্ডলম্—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মহাপ্রকাশশিব-সম্মেলনসমুজ্জৃম্ভিত মহানন্দলক্ষণ চন্দ্রমণ্ডল।

ভাস্কররায় এই পদের অর্থ করেছেন শূন্যাকার বিন্দু। অমৃতময়ত্বহেতু একে ইন্দুমণ্ডল বলা হয়। এই ইন্দুমণ্ডল সহস্রারে অবস্থিত।

তদুদ্ভবামৃতস্যন্দপরমানন্দনন্দিতা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন, মহাসামরস্য-জনিত মহানন্দানুভবরূপ অমৃতস্যন্দাত্মক পরমানন্দের দ্বারা নন্দিতা মানে পরিপূর্ণা।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ইন্দুমণ্ডল বিদ্রাবিত হলে সেখানে পীযূষস্রাবনিভ যে-পরমানন্দ বিদ্যমান থাকে তা দ্বারা নন্দিতা হন অর্থাৎ তৎসমরসভাব প্রাপ্তা হন।

কুলযোষিৎ—শিবানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন অতিস্পৃহনীয়ত্বহেতু এবং সর্বজনের অগোচরত্বহেতু দেহপ্রমাতার পত্নীকে কুলযোষিৎ বলা হয়। আগমের ভাষায় কুলযোষিৎ কুলেশ্বরী, দেহাভিমানিনী সম্বিৎ।

কুলং ত্যক্ত্বা—শিবানন্দের মতে কুল অর্থ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমুদায়রূপ শরীর, তা ত্যাগ ক'রে মানে তার অভিমান ত্যাগ ক'রে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায়ের মতে কুলশব্দের এক অর্থ প্রপঞ্চ, তা ত্যাগ ক'রে; অপর অর্থ সদ্‌বংশ, তা ত্যাগ ক'রে অর্থাৎ কুলত্যাগিনী হয়ে।

পরং পুরুষম্—শিবানন্দ পরশব্দের অর্থ করেছেন অন্য, উৎকৃষ্ট, অকুলস্থানবর্তী আর পুরুষশব্দের অর্থ করেছেন পূর্ণ, পুংস্ত্বযুক্ত অকৃত্রিমপ্রমাতা।

ভাস্কররায় পরপুরুষপদের দুই অর্থ করেছেন। যথা, ১। পরশিব; ২। জার।

নির্লক্ষণং—ভাস্কররায়ের মতে নির্লক্ষণশব্দের এক অর্থ অসাধারণ-ধর্মহীন, অপর অর্থ সামুদ্রিকোক্ত শুভলক্ষণহীন।

নির্গুণং—ভাস্কররায় নির্গুণশব্দের দুই অর্থ করেছেন যথা, ১। সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াতীত; ২। চাতুর্যাদিগুণরহিত।

কুলরূপাবিবর্জিতং—ভাস্কররায় কুলরূপাবিবর্জিতপদেরও দুই অর্থ করেছেন। যথা, ১। কুল মানে মাতৃমেয়াদি, তৎপ্রযুক্ত রূপ মানে সবিষয়ত্ব, তদ্‌বিবর্জিত, সহজ কথায় নির্বিষয়চিদ্‌রূপ। ২। কুল-ও রূপাবিবর্জিত মানে দুষ্টবংশোৎপন্ন ও অসুন্দর।

এতি—শিবানন্দ অর্থ করেছেন 'গচ্ছতি' অর্থাৎ যায়।

ভাস্কররায় দুটি অর্থ করেছেন—১। অভেদভাবে প্রাপ্ত হয়; ২। তার সঙ্গে রমণ করে।

স্বচ্ছন্দরূপা—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বৈরবৃত্তিশীলা। তাঁর মতে এখানে স্বপদটি চিৎশক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জগৎ—শিবানন্দ জগৎশব্দের অর্থ করেছেন চিদম্বর অবলম্বন ক'রে তদ্রূপে যা প্রকাশমান।

পরিভ্রাম্য জগৎ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন প্রপঞ্চরূপে অনেকবিধা পরিণতা।

তেন আচারেণ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বৈরিণীর আচারে।

সন্তুষ্টা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন পরমানন্দময়ী, প্রীতিমতী।

একাকিনী—শিবানন্দের মতে এর অর্থ অদ্বিতীয়া। ভাস্কররায় একাকিনী শব্দের দুই অর্থ করেছেন—১। ত্যক্তানেকরূপা অর্থাৎ অনেকরূপ ত্যাগ করেছেন এমন; ২। দাসীপ্রভৃতিবর্জিতা।

সতী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মহাস্ফুরত্তারূপা।

অব্যক্তা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বিশ্বোত্তীর্ণা ভানৈকশরীরিণী।

ভাস্কররায়ের মতে অব্যক্তাশব্দের এক অর্থ বাক্য ও মনের অগম্যা; অপর অর্থ লোকের অগোচরা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

রমতে স্বয়ং—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন অদ্বয়ানন্দময়ী মহাহন্তাত্মিকা স্বসম্বিৎ অনুভব করেন। ভাস্কররায় 'রমতে' অর্থ করেছেন সৃষ্ট্যাদি ক্রীড়া করেন। তিনি 'স্বয়ং' শব্দকে একাকিনীপদের সঙ্গে অন্বিত করেছেন।

তত্ত্বত্রয়বিনির্দিষ্টা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়রূপে কথিতা।

বর্ণশক্তিত্রয়াত্মিকা—বর্ণত্রয়াত্মিকা ও শক্তিত্রয়াত্মিকা।

বর্ণত্রয়াত্মিকা—অক্ষরত্রয়াত্মিকা অর্থাৎ বীজত্রয়াত্মিকা। অক্ষর অর্থ এখানে বীজ। (বিদ্যানন্দ আলোচ্য গ্রন্থের ৪/১ সংখ্যক শ্লোকের অন্তর্গত একৈকাক্ষরসাধনম্ এই পদের অর্থ করেছেন একৈকবীজ-সাধনম্)।

শক্তিত্রয়াত্মিকা—ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই শক্তিত্রয়াত্মিকা।

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকগুলির সার কথা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—মূলাধারপীঠস্থত্রিকোণগা কুলকুণ্ডলিনী সূক্ষ্মরূপে সুষুম্‌ণামার্গের অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়ে অনাহতচক্রস্থ রবিকে ভেদ ক'রে সহস্রারস্থ ইন্দুমণ্ডল দ্রাবিত করতঃ অকুল-কুণ্ডলিনীর সহিত সঙ্গতা হন। এই মিলনোদ্ভূত অমৃতধারায় আপ্যায়িতা হয়ে প্রত্যাবর্তনক্রমে স্বস্থানে আসেন।

বাগীশ্বরী জ্ঞানশক্তির্বাগ্‌ভবে মোক্ষরূপিণী।
কামরাজে কামকলা কামরূপা ক্রিয়াত্মিকা॥ ১৭॥
শক্তিবীজে পরা শক্তিরিচ্ছৈব শিবরূপিণী।
এবং দেবী ত্র্যক্ষরী[1] তু মহাত্রিপুরসুন্দরী॥১৮॥

বাগ্‌ভব বীজে বা কূটে মোক্ষরূপিণী জ্ঞানশক্তি বাগীশ্বরী, কাম-রাজবীজে বা কূটে কামরূপা ক্রিয়াত্মিকা কামকলা এবং শক্তিবীজে বা কূটে শিবরূপিণী পরা ইচ্ছাশক্তি অবস্থিতা। এইপ্রকারে দেবী মহা-ত্রিপুরসুন্দরীই ত্র্যক্ষরী। ১৭-১৮

বাগীশ্বরী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বাগ্‌ভবাধিষ্ঠাত্রী।

জ্ঞানশক্তিঃ—শিবানন্দের মতে জ্ঞানপ্রবর্তন করেন বলে জ্ঞানশক্তি।

ভাস্কররায়ের মতে জ্ঞানশক্তিঃ মানে জ্ঞানশক্ত্যাত্মিকা। জ্ঞানশক্তিঃ বাগীশ্বরীর বিশেষণ।

বাগ্‌ভবে—শ্রীবিদ্যার বাগ্‌ভব বীজে বা কূটে।

১। ত্র্যক্ষরা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মোক্ষরূপিণী—শিবানন্দের মতে এর অর্থ বিদ্যাস্বরূপতাহেতু অমৃতত্ব-প্রকাশিকা।

ভাস্কররায়ের মতে এই পদের অর্থ মোক্ষপ্রদা।

কামরাজে—শ্রীবিদ্যার কামরাজ বীজে বা কূটে।

কামকলা—কামেশ্বরী। শিবানন্দ কামকলা অর্থ করেছেন কামরাজ-বীজসারভূতা।

কামরূপা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ মহাচমৎকাররূপা। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন কামপ্রদা।

ক্রিয়াত্মিকা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন কামশক্তিরূপা। ভাস্কররায়ের মতে এই পদের অর্থ ক্রিয়াশক্ত্যাত্মিকা।

শক্তিবীজে—শ্রীবিদ্যার শক্তিবীজে বা কূটে।

পরা—শিবানন্দের মতে এখানে পরা অর্থ ব্যাপিকা।

ইচ্ছা—ইচ্ছাশক্তি।

শিবরূপিণী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন পরমশিব-সামরস্যরূপিণী।

ভাস্কররায়ের মতে এই পদের দ্বারা ধর্মপ্রদা এই অর্থ সূচিত হয়েছে।

ত্র্যক্ষরী ত্রিবর্ণাত্মিকা। ত্রিবীজাত্মিকা শ্রীবিদ্যারূপা।

পারম্পর্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচনী[১]।
সংস্মৃতা পাপহরণী জপ্তা মৃত্যুবিনাশিনী ॥১৯॥
পূজিতা দুঃখদৌর্ভাগ্যব্যাধিদারিদ্র্যঘাতিনী[২]।
হুতা বিঘ্নৌঘশমনী ধ্যাতা সর্বার্থসাধিকা[৩] ॥২০॥

শ্রীবিদ্যা পারম্পর্যানুসারে সম্যক্ জ্ঞাতা হলে ভববন্ধন মোচন করেন। তাঁর চিন্তা করলে তিনি পাপহরণ করেন। তাঁর জপ করলে তিনি মৃত্যু বিনাশ করেন। তাঁর হোম করলে তিনি বিঘ্নসমূহ প্রশমন করেন এবং তাঁর ধ্যান করলে তিনি সর্বার্থসাধিকা হন। ১৯-২০

পারম্পর্যক্রমেণ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন শিবাদিস্বদেশিকপর্যন্ত গুরুপরম্পরা-ক্রমে। তিনি বলেছেন দিব্য-সিদ্ধ-মানবৌঘভেদে পারম্পর্য ত্রিবিধ। আবার

১। বিমোক্ষণী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। দুঃখদারিদ্র্যব্যাধিদৌর্ভাগ্যঘাতকী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। সাধকী ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শ্রীবিদ্যার কামরাজসন্তান ও লোপামুদ্রাসন্তান এই দ্বিবিধ সন্তান অর্থাৎ সম্প্রদায় বিদ্যমান। প্রত্যেক সন্তানের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দিব্যৌঘাদি ত্রিবিধ পরম্পরা।

বিজ্ঞাতা—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন "শব্দতঃ অধিগতা অর্থতঃ বিজ্ঞাতা চ" শব্দের দিক্ দিয়ে অধিগতা এবং অর্থের দিক্ দিয়ে বিজ্ঞাতা।

'পারম্পর্যেণ' পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে এ কাজ হবে গুরুর উপদেশানুসারে, শুধু বই পড়ে হবে না।

পাপহরণী—পাপহরণকারিণী। শিবানন্দ বলেন এখানে পাপপদ পুণ্যেরও উপলক্ষণ। কেননা, যিনি পরমার্থবিৎ তাঁকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করে না।

লক্ষণীয়, আলোচ্য শ্লোকদুটিতে স্মরণ জপ পূজা হোম ও ধ্যান এর প্রত্যেকটির পৃথক্ ফল বিবৃত হয়েছে।

এতস্যা শৃণু দেবেশি বীজত্রিতয়সাধনম্।
ধবলাম্বরসংবীতো ধবলাবাসমধ্যগঃ ॥২১॥
পূজয়েদ্ ধবলৈঃ পুষ্পৈর্ব্রহ্মচর্যরতো নরঃ।
ধবলৈরেব নৈবেদ্যৈর্দধিক্ষীরৌদনাদিভিঃ ॥২২॥
সঙ্কল্পধবলৈর্বাঽপি যথাকামফলপ্রদাম্[১]।
সম্পূজ্য পরমেশানি ধ্যায়েদ্ বাগীশ্বরীং পরাম্ ॥২৩॥

ধবলাম্বরসংবীত সৌধগৃহমধ্যগ ব্রহ্মচর্যরত ব্যক্তি ধবল পুষ্প নৈবেদ্য দধি দুগ্ধৌদনাদি দ্বারা অথবা সঙ্কল্পধবল পুষ্পাদি দ্বারা যথাভিলষিত ফল প্রদানকারিণী পরা বাগীশ্বরীর পূজা করতঃ, ওগো পরমেশানী, তাঁর ধ্যান করবে। ২১-২৩

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বাগ্ভববীজের সাধনপ্রকার বিবৃত হয়েছে।

ধবলাম্বরসংবীতঃ—শুক্লবস্ত্রপরিহিত।

ধবলাবাসমধ্যগঃ—ধবলাবাস মানে সৌধগৃহ। তার মধ্যগ মানে সৌধগৃহের মধ্যে আসন গ্রহণকারী।

ব্রহ্মচর্যরতঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অষ্টাঙ্গমৈথুন-বর্জিত। স্মরণ কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সঙ্কল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্টাঙ্গ

১। যথাকামং যথা লভেৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

মৈথুন। শিবানন্দ বলেন নারীকে বাগ্‌দেবতা মনে ক'রে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জন করতে হবে।

দধিক্ষীরৌদনাদিভিঃ—দধি ক্ষীরৌদনাদি দ্বারা। ক্ষীরৌদন মানে পায়েস। ভাস্কররায় বলেন ক্ষীরৌদনাদিভিঃ এই পদের দ্বারা ঘৃতগোলক (লুচি), নারকেলের জল ইত্যাদিও সূচিত হয়েছে।

সঙ্কল্পধবলৈ র্বা—এদ্বারা ধবলপদার্থের বিকল্প বলা হয়েছে। যদি ধবল পুষ্পাদি সংগ্রহ করা না যায় তা হলে [illegible] পদার্থকেই ধবল ভাবনা ক'রে, তা দ্বারা।

ধ্যায়েৎ—ধ্যান করবে। মূলে ধ্যানটি দেওয়া হয়নি। টীকায় বিদ্যানন্দ বলেছেন "দ্বিভুজা শ্বেতবর্ণা বালারূপা পুস্তকাক্ষমালাধারিণী ধ্যেয়েতি ভাবঃ।" —দ্বিভুজা শ্বেতবর্ণা বালারূপা পুস্তক-ও অক্ষমালা-ধারিণী ধ্যেয়া।

ভাস্কররায়ের মতে এ ধ্যান টীকাকারের স্বকপোলকল্পিত বলে উপেক্ষণীয়। তিনি জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রোক্ত এই ধ্যান উদ্ধৃত করেছেন—

বাগ্‌ভবাখ্যাং জপেদ্ বিদ্যাং বাগীশীং সংস্মরন্ বুধঃ।
কর্পূরধবলাং শুভ্রপুষ্পাভরণভূষিতাম্ ॥
অত্যন্তশুভ্রবসনাং বজ্রমৌক্তিকভূষণাম্।
মুক্তাফলামলমণিজপমালালসংকরাম্ ॥
পুস্তকং বরদানং চ দধতীমভয়প্রদাম্।
এবং ধ্যায়েন্মহেশানি সর্ববিদ্যাধিপো ভবেৎ ॥

জ্ঞানী সাধক বাগীশ্বরীর ধ্যান ক'রে বাগ্‌ভব নামক বিদ্যা জপ করবে।

ধ্যান—কর্পূরধবলা, শুভ্রপুষ্পাভরণভূষিতা, অত্যন্তশুভ্রবসনা, হীরকভূষণা, এক হস্তে মুক্তা বা স্ফটিকের জপমালাশোভিতা, অপর এক হস্তে পুস্তক, আরেক হস্তে বরমুদ্রা এবং অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা। মহেশানী, বাগীশ্বরীর এইরূপ ধ্যান করতে হবে। যে এরূপ করে সে সর্ববিদ্যার অধীশ্বর হয়।

বাগীশ্বরীং পরাং—শিবানন্দের মতে এর অর্থ মহাস্ফুরত্তা পূর্ণাহংবিমর্শরূপা অনাহতলক্ষণা বাক্‌কে।

বীজরূপামুল্লসন্তীং ততোঽহনঙ্গপদাবধি।
ব্রহ্মগ্রন্থিং বিনির্ভিদ্য জিহ্বাগ্রে দীপরূপিণীম্ ॥২৪॥
চিন্তয়েন্নষ্টহৃদয়ো গ্রাম্যো মূর্খোঽতিপাতকী।
শঠোঽপি যঃ পদং স্পষ্টমক্ষরং[১] বক্তুমক্ষমঃ ॥২৫॥

১। পাদমেকং সুস্পষ্টং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

জড়ো মূকোঽতিদুর্মেধা গতপ্রজ্ঞো বিনষ্টধীঃ।
সোঽপি সঞ্জায়তে বাগ্মী বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥২৬॥

তারপর, ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ ক'রে বীজরূপা অনঙ্গপদাবধি উর্ধ্বগামিনী হয়ে, তারপর দীপরূপিণী হয়ে, জিহ্বাগ্রে অবস্থান করছেন এইরূপ চিন্তা করতে হবে। যে এরূপ করে সে নষ্টহৃদয়, গ্রাম্য, মূর্খ, অতি-পাতকী, শঠ, স্পষ্ট ক'রে একটি বর্ণ একটি পদ বলতে পারে না এমন, জড়, মূক, দুর্মেধা, গতপ্রজ্ঞ, বিনষ্টধী হলেও দ্বিতীয় বাচস্পতির মতো বাগ্মী হয়ে যায়। ২৪-২৬

বীজরূপাম্—শিবানন্দ বীজরূপাশব্দের অর্থ করেছেন বাগ্‌ভববীজাধিষ্ঠান-মহাশক্তিরূপা।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন বাগ্‌ভববীজাভিন্না কুণ্ডলিনীরূপা।

ততঃ—তারপর। ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন মন্ত্রসিদ্ধির পর।

অনঙ্গপদাবধি—ভাস্কররায়কৃত ব্যাখ্যা "অনঙ্গোঽশরীরঃ কামেশাত্মা পরশিবস্তস্য পদং ব্রহ্মরন্ধ্রং তদবধি"—অনঙ্গ মানে অশরীর কামেশাত্মা পরশিব, তাঁর পদ মানে স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র, তদবধি মানে সেই পর্যন্ত।

ব্রহ্মরন্ধ্রে আছে অকুলসহস্রদলপদ্ম। তাই পরশিবের স্থান।

ব্রহ্মগ্রন্থিং—মূলাধারচক্রস্থিত গ্রন্থিকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলা হয়। ভাস্কররায় ব্রহ্ম-গ্রন্থিপদের এই অর্থই করেছেন। তবে তিনি বলেছেন কেউ কেউ ব্রহ্মগ্রন্থি-পদের অর্থ করেছেন ব্রহ্মরন্ধ্র।

জিহ্বাগ্রে দীপরূপিণীম্—বিদ্যানন্দ দীপরূপিণীশব্দের অর্থ করেছেন জ্যোতিস্তন্তুরূপা।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন জ্যোতিরূপে স্থিতা। আলোচ্য শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন পরশিবের স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গিয়ে অমৃত ক্ষরণ করিয়ে তারপর জিহ্বাগ্রে জ্যোতিরূপে অবস্থান করছেন এরূপ চিন্তা করতে হবে।

নষ্টহৃদয়ঃ—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ নষ্টধৈর্য। ভাস্কররায়ের মতে কলুষিতচিত্ত।

গ্রাম্যঃ—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন পশুকর্মরত। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন কামপরবশীকৃত আর ভাস্কররায় অর্থ করেছেন নাগরিকচাতুর্যহীন।

মূর্খঃ—শিবানন্দ মূর্খশব্দের অর্থ করেছেন সদসদ্‌বিবেকানভিজ্ঞ; বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সদসদ্‌বিবেচনায় অকুশল।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অতিপাতকী—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ নিষিদ্ধৈকসেবী; বিদ্যানন্দের মতে স্বধর্মচ্যুত; ভাস্কররায়ের মতে পাতককৃত প্রতিবন্ধকযুক্ত।

শঠঃ—বঞ্চক।

জড়ঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অনবহিত; বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন নিশ্চেষ্ট, আর ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অলস।

অতিদুর্মেধা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অতিশয় দুর্বুদ্ধি।

গতপ্রজ্ঞঃ—বিদানন্দ এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন স্বাভাবিক প্রজ্ঞা থাকলেও গুরুদেবতাদির অবমাননার জন্য যার প্রজ্ঞা নষ্ট হয়ে গেছে, এমন। ভাস্কররায় গতপ্রজ্ঞপদের অর্থ কবেছেন প্রতিভাশূন্য।

বিনষ্টধীঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অনুৎপন্নধী। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন অবধারণে যার বুদ্ধি অকুশল, এমন। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ভ্রান্তবুদ্ধি।

সৎপণ্ডিতঘটাটোপজেতাঽপ্রতিহতপ্রভঃ।
সত্তর্কপদবাক্যার্থশব্দালঙ্কারসারবিৎ ॥২৭॥
বাতাহত[1]সমুদ্রোর্মিমালাতুল্যৈরুপন্যসেৎ।
সুকুমারতরস্ফারবৃত্তালঙ্কার[2]পূর্বকম্[3] ॥২৮॥
পদগুম্ফৈর্মহাকাব্যকর্তা দেবেশি জায়তে।

সৎপণ্ডিতসমূহের গর্বহরণকারী, অপ্রতিহতপ্রভ, সত্তর্ক পদ বাক্য অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার এ সবের সারবিৎ হবে।

এরূপ ব্যক্তি প্রচণ্ড ব্যাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহতুল্য শব্দসমূহের দ্বারা বচনারম্ভ করবে এবং সুকুমারস্ফার-বৃত্ত ও-অলঙ্কারযুক্ত পদসমূহের দ্বারা, ওগো দেবেশী, মহাকাব্য রচনা করবে। ২৭-২৯

সৎপণ্ডিতঘটাটোপজেতা—ভাস্কররায় এইভাবে অর্থ করেছেন, সৎপণ্ডিতদের অর্থাৎ উত্তম দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের ঘটা মানে সমূহ, তার আটোপ মানে গর্ব, তার জেতা মানে হরণকারী। অর্থাৎ উত্তম দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের গর্বহরণকারী।

শিবানন্দ 'পণ্ডিতাঃ' পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন "পণ্ডা সম্যকৃতত্ত্বদর্শিনী

১। বাতোদ্ধূত ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। স্বীত্যলঙ্কার ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। পূর্বকৈঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

প্রজ্ঞা সঞ্জাতা যেষাং তে পণ্ডিতাঃ"—পণ্ডা মানে সম্যক্ তত্ত্বদর্শিনী প্রজ্ঞা, তা যাঁদের সঞ্জাত হয়েছে তাঁরা পণ্ডিত।

অপ্রতিহতপ্রভঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন অপ্রতিহত মানে অকুণ্ঠিত বা অম্লান, প্রভা মানে প্রতিভা বা মুখশ্রী, যাঁর তিনি।

সত্তর্কপদবাক্যার্থশব্দালঙ্কারসারবিৎ—এর অর্থ করতে গিয়ে ভাস্কররায় বলেছেন, শাস্ত্র চতুর্বিধ—পদশাস্ত্র, পদার্থশাস্ত্র, বাক্যশাস্ত্র ও বাক্যার্থশাস্ত্র। পদবাক্যার্থ এই পদের দ্বারা উক্ত চতুর্বিধ শাস্ত্রই গৃহীত হয়েছে। সত্তর্ক পদবাক্যার্থের বিশেষণ। সত্তর্ক মানে বেদের অবিরুদ্ধ ও অবাধিত যুক্তিযুক্ত। আবার অর্থশব্দকে পরবর্তী অলঙ্কার শব্দের সঙ্গে অন্বিত ক'রে অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার এইভাবে পদান্বয় ক'রেও অর্থ নির্দেশ করা যায়।

শিবানন্দ সত্তর্কশব্দের অর্থ করেছেন আগমযুক্তি-অনুভবযুক্ত।

বিদ্যানন্দ তর্ক পদ বাক্য অর্থ শব্দ ও অলঙ্কার এই ছয় পদের সঙ্গে সৎপদের অন্বয় করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে সত্তর্ক সৎপদ সদ্বাক্য সদর্থ সচ্ছব্দ ও সদলঙ্কার এইরূপ পদান্বয় হবে।

শিবানন্দের মতে সারশব্দ উৎকর্ষবাচক; ভাস্কররায়ের মতে সার অর্থ নিষ্কর্ষ। সারবিৎ মানে সত্তর্কপদ ইত্যাদির নিষ্কর্ষ যিনি অবগত হয়েছেন।

বাতাহতসমুদ্রোর্মিমালাতুল্যৈঃ—ভাস্কররায় বাতাহত পদের অর্থ করেছেন চণ্ডবাত্যানির্ধূত অর্থাৎ প্রচণ্ডবাত্যাক্ষুব্ধ, এমন যে সমুদ্র, তার ঊর্মিমালা-তুল্য মানে তরঙ্গসমূহতুল্য, তদ্দ্বারা।

উপন্যসেৎ—ভাস্কররায় এই পদের পূর্বে শব্দৈঃ এই পদটির অধ্যাহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে অর্থ হবে, পূর্বোক্ত তরঙ্গসমূহতুল্য শব্দসমূহের দ্বারা 'উপন্যসেৎ' মানে বচনারম্ভ করতে হবে।

সুকুমারতরস্ফারবৃত্তালঙ্কারপূর্বকম্—বিদ্যানন্দের মতে সুকুমারতরঃ মানে অধিকতর সুকুমার; সুকুমারঃ মানে ললিত; তা হ'লে সুকুমারতর অর্থ হল ললিততর; স্ফারঃ মানে মূর্তিমান্; সুকুমারতরস্ফার বৃত্তালঙ্কারের বিশেষণ; বৃত্ত বলতে বুঝাচ্ছে বসন্ততিলকাদি ছন্দ আর অলঙ্কার বলতে বুঝাচ্ছে উপমাদি। ভাস্কররায়ের মতে এখানে অলঙ্কারশব্দ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বকম্ মানে এখানে সহিত অর্থাৎ বৃত্তালঙ্কারের সহিত।

মহাকাব্যকর্তা—মহাকাব্যের রচনাকারী। ভাস্কররায় বলেছেন এখানে মহাকাব্য দশ রূপক, অষ্টাদশ উপরূপক ইত্যাদিরও উপলক্ষণ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বেদবেদাঙ্গবেদান্তসিদ্ধান্তজ্ঞানপারগঃ ॥২৯॥
জ্যোতিঃশাস্ত্রেতিহাসাদিমীমাংসাস্মৃতিবাক্যবিৎ।
পুরাণরসবাদাদিগারুড়ানেকমন্ত্রবিৎ ॥৩০॥
পাতালশাস্ত্রবিজ্ঞানভূততন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
বিচিত্রচিত্রকর্মাদিশিল্পানেকবিচক্ষণঃ ॥৩১॥
মহাব্যাকরণোদারশব্দসংস্কৃতসর্বগীঃ।
সর্বভাষারুতজ্ঞানী সমস্তলিপিকর্মকৃৎ[1] ॥৩২॥
নানাশাস্ত্রার্থশিক্ষাদিবেত্তা ভুবনবিশ্রুতঃ।
সর্ববাঙ্ময়বেত্তা চ সর্বজ্ঞো দেবি জায়তে ॥৩৩॥

বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত সিদ্ধান্ত এই চতুষ্টয়ে জ্ঞানপারগ; জ্যোতিশাস্ত্র, ইতিহাসাদি, মীমাংসা, স্মৃতি ও বাক্য এ সবের বেত্তা; পুরাণ, রসবাদাদি, গারুড় ও অনেক মন্ত্র এ সবের বেত্তা; পাতালশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ভূততন্ত্র, এ সবের অর্থতত্ত্ববিৎ; বিচিত্র চিত্রকর্মাদি অনেকশিল্প-বিচক্ষণ; মহাব্যাকরণসম্মত উদার সংস্কৃত শব্দবহুল যার বচন এমন; সর্বভাষা এবং রুত যে অবগত; সমস্তলিপিকর্ম যে করতে পারে এমন, নানাশাস্ত্রার্থ শিক্ষাদি যে অবগত এমন; ভুবনবিশ্রুত উক্ত সাধক, ওগো দেবী, সর্ববাঙ্ময়বেত্তা ও সর্বজ্ঞ হয়। ২৯-৩৩

বেদাঃ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ ঋগ্‌বেদাদি কর্মকাণ্ড।

বেদাঙ্গানি—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ ছন্দঃ কল্প ও নিরুক্ত এই তিন বেদাঙ্গ।

বেদান্তাঃ —শিবানন্দ অর্থ করেছেন বেদের অধ্যাত্মভাগ; ভস্কেররায় অর্থ করেছেন উপনিষৎ।

সিদ্ধান্তাঃ —শিবানন্দের মতে এর অর্থ শৈবশাস্ত্র; ভাস্কররায়ের মতে পঞ্চাম্নায়াত্মক শাস্ত্র।

পারগঃ —শিবানন্দ অর্থ করেছেন কাষ্ঠাপ্রাপ্ত মানে উৎকর্ষপ্রাপ্ত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ আর্যভট্টীয়াদি শাস্ত্র অর্থাৎ আর্যভট্টাদিরচিত শাস্ত্র।

ভাস্কররায়ের মতে গর্গাদি-অষ্টাদশ সিদ্ধান্তরূপ শাস্ত্র।

ইতিহাসাদি—বিদ্যানন্দ ইতিহাস অর্থ করেছেন উপাখ্যান।

১। বিৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায় বলেন, 'ইতিহাসঃ' মানে ভারতাদি অর্থাৎ মহাভারতাদি। তাঁর মতে ইতিহাসের সঙ্গে আদিশব্দ যুক্ত থাকায় তা দ্বারা রামায়ণ, বাসিষ্ঠাদি কাব্য এসবও বুঝান হয়েছে।

মীমাংসা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন বেদার্থবিচার।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন উত্তরমীমাংসা ও ভক্তিমীমাংসা।

স্মৃতিঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মনুপ্রণীতাদি শাস্ত্র।

বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন যাজ্ঞবল্ক্যাদি অষ্টাদশ শাস্ত্র।

বাক্যানি—শিবানন্দের মতে বাক্য বলতে বুঝান হয়েছে বিদগ্ধগোষ্ঠীতে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রযুক্ত পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য।

পুরাণানি—শিবানন্দের মতে এর অর্থ অষ্টাদশ পুরাণ। ভাস্কররায়ের মতে ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ অর্থাৎ তাঁর মতে পুরাণ শব্দের দ্বারা অষ্টাদশ পুরাণের সঙ্গে অষ্টাদশ উপপুরাণও বুঝান হয়েছে।

রসবাদঃ—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন রসবাদতন্ত্র অর্থাৎ কাকচণ্ডেশ্বরী-মতাদি।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন পারদাদিবিষয়ক শাস্ত্র। তাঁর মতে রসবাদ-পদের সঙ্গে যুক্ত আদিশব্দের দ্বারা চরকসুশ্রুতাদি বুঝান হয়েছে।

গারুড়ম্—ভাস্কররায় গারুড়শব্দের অর্থ করেছেন ঐন্দ্রজাল।

পাতালশাস্ত্রম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ বিলদ্বারপ্রকাশক শাস্ত্র; ভাস্কররায়ের মতে বিলদ্বারপ্রবেশবিষয়ক শাস্ত্র।

চিত্রকর্মাদি—ভাস্কররায় চিত্রকর্ম অর্থ করেছেন চিত্ররচনা। তাঁর মতে আদিশব্দের দ্বারা গৃহনির্মাণাদিবিষয়ক বিশ্বকর্মশাস্ত্র বুঝান হয়েছে।

শিল্পানেকবিচক্ষণঃ—শিবানন্দের মতে এই পদের অর্থ গিরিস্তম্ভ উদধিপান আসুরভক্ষণ ইন্দ্রপদভ্রংশন ইত্যাদিতে প্রবীণ।

মহাব্যাকরণম্—শিবানন্দের মতে এই পদের মহৎশব্দের দ্বারা মহর্ষি-প্রণীত মহাভাষ্যাদি লক্ষিত হয়েছে।

সর্বভাষারুতজ্ঞানী—শিবানন্দ বলেন এখানে ভাষা মানে মানুষের ভাষা আর রুত মানে পশুপক্ষী-আদির ভাষা। তা হ'লে আলোচ্য পদের অর্থ হল সব মানুষের ও পশুপক্ষীর ভাষাজ্ঞানী।

সমস্তলিপিকর্মকৃৎ—ভাস্কররায় সমস্তলিপি অর্থ করেছেন যবনানী-আদি অষ্টাদশ লিপি। সেই লিপিকর্ম অর্থাৎ লিপিলেখন যিনি করতে পারেন এমন।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নানাশাস্ত্রশিক্ষাদিবেত্তা—শিবানন্দের মতে নানাশাস্ত্র বলতে বুঝাচ্ছে ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য যোগ বৌদ্ধদর্শন জৈনদর্শন পাশুপতদর্শন পাঞ্চরাত্র নাট্যশাস্ত্র কামশাস্ত্র ইত্যাদি। এ সবের অর্থ নানাশাস্ত্রার্থ। ভাস্কররায় নানাশাস্ত্র অর্থ করেছেন জৈন বৌদ্ধ চার্বাকাদি নানা শাস্ত্রের অর্থ এবং শিক্ষাদিপদের অর্থ করেছেন পাণিনি-আদি শিক্ষা অথবা প্রাতিশাখ্যাদি শিক্ষা। প্রাতিশাখ্য বৈদিক ব্যাকরণবিশেষ। এরূপ নানাশাস্ত্র ও শিক্ষাদির যিনি বেত্তা অর্থাৎ এসব যিনি অধিগত করেছেন।

সর্বজ্ঞঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ঈশ্বরকল্প। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ত্রিকালজ্ঞ।

এবমেতন্মহাদেবি বাগ্‌ভবস্য তু সাধনম্।
ততস্তু শৃণু বক্ষ্যামি কামরাজস্য সাধনম্ ॥৩৪॥

মহাদেবী, এইপ্রকার এসব বাগ্‌ভব বীজের সাধন। তার পর কামরাজবীজের সাধন বলছি, শোন।৩৪

তথা কামকলারূপা মদনাঙ্কুরগোচরে।
উদ্যদাদিত্য[1]বিম্বাভা সমুজ্জ্বলবপুঃ প্রিয়ে ॥৩৫॥
স্ফুরদ্দীপশিখাকারা বিন্দুধারাপ্রবর্ষিণী।
সমস্তভুবনাভোগকবলীকৃতজীবিতা ॥৩৬॥
মহাস্বমহিমাক্রান্তি[2]স্বস্থাহংকৃতিভূমিকা।
ক্রমেণ তু ততোঽনঙ্গপর্যন্তং প্রোল্লসন্ত্যপি ॥৩৭॥
শরীরানঙ্গপর্যন্তমেকৈবমুভয়াত্মিকা।

প্রিয়ে, কামকলাও সেইরূপ মদনাঙ্কুরগোচরে সাধনীয়া। উদ্যদ্-আদিত্যবিম্বাভা সমুজ্জ্বলবপু স্ফুরদ্-দীপশিখাকারা বিন্দুধারাপ্রবর্ষিণী সমস্তাভোগ-কবলীকৃতজীবিতা মহাস্বমহিমাক্রান্তিস্বস্থাহংকৃতিভূমিকা কামকলা ক্রমে অনঙ্গপর্যন্ত প্রকৃষ্টরূপে উল্লসিতা হন আবার সেখান থেকে শরীরানঙ্গ পর্যন্ত ফিরে আসেন। এইরূপ কামকলারূপা একই চিৎশক্তি উভয়াত্মিকা। ৩৫-৩৮

১। উদয়ার্ধম ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ক্রান্ত ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তথা—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন, সেই প্রকারে যে-প্রকারে বাগ্‌বীজের সাধন কথিত হয়েছে। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, সেই প্রকারে যে-প্রকারে বাগীশ্বরী সাধনীয়া।

কামকলারূপা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ কামরাজ-বীজ-সারভূতা শক্তি।

মদনাঙ্কুরগোচরে—শিবানন্দ এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, মদনাঙ্কুর মানে যোনিবলয়ান্তর্বর্তী উদ্‌গত মাংসবিশেষ, তার গোচরে, অর্থাৎ যোনিস্থানে। শিবানন্দাদি টীকাকারদের মতে এর তাৎপর্য হল উক্ত স্থানে কামকলার চিন্তা করতে হবে।

ভাস্কররায় আলোচ্য পদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, মদনাঙ্কুর যেখানে গোচর তা মদনাঙ্কুরগোচর অর্থাৎ কামবীজ। অথবা মদনাঙ্কুর মানে কামবীজ, কারণ, বীজের অঙ্কুররূপত্ব প্রসিদ্ধ। গোচরে মানে বিষয়ে। তা হলে সম্পূর্ণ পদের অর্থ দাঁড়াল কামরাজবীজবিষয়ে।

উদ্যদাদিত্যবিম্বাভা—উদীয়মান সূর্যমণ্ডলের আভাবিশিষ্টা। এর দ্বারা দেবীর অতিশয় রক্তবর্ণত্ব সূচিত হয়েছে।

ভাস্কররায় উদ্যদাদিত্য এবং বিম্ব এই দুটি পৃথক্‌ উপমান ধরে অর্থ করেছেন উদীয়মান সূর্য ও পক্কবিম্ব এই উভয়ের সদৃশী। অর্থাৎ এই উভয়ের মতো রক্তবর্ণা।

সমুজ্জ্বলবপুঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অতিদীপ্তবপু।

স্ফুরদ্দীপশিখাকারা—বিদ্যানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃতা, স্বাধিষ্ঠান থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গত প্রস্ফুরিত সহস্রদলপদ্ম-কর্ণিকাপর্যন্ত দীপশিখাকারা অর্থাৎ দীপপ্রভার মতো চিন্তনীয়া।

ভাস্কররায় আলোচ্য পদের অর্থ করেছেন এইভাবে, স্ফুরৎ মানে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ব্যাপ্তা, দীপশিখার মতো আকার যার তা দীপ-শিখাকারা। তাঁর মতে এর তাৎপর্য হল অন্তর্যাগে বিভাব্যমান তেজতন্তুর মতো।

শিবানন্দও উক্ত পদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন দীপশিখাশব্দের দ্বারা জ্যোতিস্তন্তু লক্ষিত হয়েছে, তদাকারা দীপশিখাকারা।

বিন্দুধারাপ্রবর্ষিণী—ভাস্কররায় বিন্দুশব্দের অর্থ করেছেন অমৃত, তার ধারা, প্রবর্ষিণী মানে বর্ষণকারিণী।

সমস্তভুবনাভোগকবলীকৃতজীবিতা—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সমস্ত-ভুবনে মানে ত্রৈলোক্যে, আভোগ মানে বিস্তার অর্থাৎ স্বীয় আরক্তকান্তি-

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভরিততা, এরূপ ধ্যান করতে হবে। এমন যে-দেবী দ্বারা কবলীকৃত অর্থাৎ স্ববশে কৃত সমস্ত প্রাণীর জীবন, তিনি।

শিবানন্দ উক্ত পদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন ভুবনাভোগ শব্দের দ্বারা প্রাণিজাত লক্ষিত হয়েছে, কবলীকৃত মানে গ্রাসীকৃত। অতএব, গ্রাসীকৃত-প্রাণিজীবিতা শিবানন্দের মতে আলোচ্য পদের সহজ অর্থ সমস্ত প্রাণিজাত কামকলার দ্বারা অবষ্টব্ধ।

মহাস্বমহিমাক্রান্তিস্বস্থাহংকৃতিভূমিকা—ভাস্কররায় এইভাবে অর্থ করেছেন, মহতী স্বমহিমার ক্রান্তি মহাস্বমহিমাক্রান্তি, সহজ কথায়, স্বীয় মহত্ত্ব-ব্যাপ্তি, তার জন্য, স্বস্থা মানে যথাস্থানস্থিতা বা অচঞ্চলা, অহংকৃতি অর্থাৎ পরাহন্তা তার ভূমিকা মানে আধার, যিনি এমন। অন্তর্নিহিত ভাব হল এই স্বাবিভূত্বের সর্বত্র ব্যাপ্তিহেতু অপর সকলেরও স্বশরীরত্বের কারণে সর্বত্র অহন্তাবুদ্ধির উদয়ে স্বশরীরেরই মতো সর্বশরীরের স্ববশংবদত্ব অবশ্যম্ভাবী।

শিবানন্দ আলোচ্য পদটির অর্থ করেছেন এইভাবে—মহৎ স্বমহিমা দ্বারা যে-ব্যাপ্তি, তার কারণে, স্বস্থা মানে সুখে অবস্থিতা, অহংকৃতিভূমিকা মানে সর্বপ্রাণীর অহংকৃতির অবস্থিতি। পদটি কামকলার বিশেষণ।

ক্রমেণ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বাধিষ্ঠানাদি-চক্রক্রমে।

অনঙ্গপর্যন্তং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অকুলস্থানগত অনঙ্গ নামক পরমশিব পর্যন্ত।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন মূলাধার থেকে আরম্ভ ক'রে অনঙ্গ পর্যন্ত মানে কামেশ্বর শিব পর্যন্ত।

প্রোল্লসন্তী—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মূলাধার থেকে অকুলশিব পর্যন্ত সেই সেই স্থান ভেদ ক'রে প্রকৃষ্টরূপে ঊর্ধ্বে স্ফুরিতা।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন প্রকৃষ্টরূপে ঊর্ধ্বে গমনকারিণী।

শরীরানঙ্গপর্যন্তং—এর ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন পুনরায় প্রতিলোমমার্গে সৃষ্টিরূপে যোনিস্থানগত অনঙ্গশব্দবাচ্য কুলপুরুষপর্যন্ত।

বিদ্যানন্দ উক্ত পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনঙ্গশিবস্থান। ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে আরম্ভ ক'রে মূলাধার-ভূমিকাবরোহক্রমে শরীরানঙ্গপর্যন্ত অর্থাৎ কুলসম্বন্ধী বিন্দু-রূপ অনঙ্গনামক মূলাধারবলয়নিলয় পর্যন্ত।

আলোচ্য পদের অর্থ করতে গিয়ে ভাস্কররায় বলেছেন স্বাভিলষিতা স্ত্রীর শরীরে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত, সেখান থেকে আবার মূলাধার পর্যন্ত এমনি-ভাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতকারিণী কামকলা দেবীর চিন্তা করতে হবে। এখানে শরীরানঙ্গপদের দ্বারা মদনশরীর বা শরীরবান্ মদন বুঝান হয়েছে। যোনি-মণ্ডলকেই মদনশরীর বলা হয়। এরই বলে স্ত্রীশরীরে উক্ত চিন্তা প্রতিপন্ন হয়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

একা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ কামকলাত্মিকা মধ্যমবীজাধিষ্ঠানভূতা পরম শক্তি। ইনি একা।

বিদ্যানন্দের মতে একা অর্থ সূক্ষ্মতন্তুরূপিণী চিৎশক্তি। ইনি একা।

উভয়াত্মিকা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সৃষ্টিসংহাররূপে গমাগমানুভবকারিণী, পরমশক্তি।

বিদ্যানন্দের মতে এই পদের তাৎপর্য হল দেবী অগ্নিষোমাত্মকরূপে দ্রাব্যদ্রাবকভাবে চিন্তনীয়া।

ততো ভবতি দেবেশি সর্বশৃঙ্গারমানিনাম্ ॥৩৮॥
রাগিণাং সাধকো দেবি বাধকো মদনাধিকঃ।
তদ্দৃষ্টিপথগা নারী সুরী বাঽপ্যথবা[1]ঽসুরী ॥৩৯॥
বিদ্যাধরী কিন্নরী বা যক্ষী নাগাঙ্গনা[2]থবা।
প্রচণ্ডতরভূপালকন্যকা[3] সিদ্ধকন্যকা[4] ॥৪০॥
জ্বলন্মদনদুঃপ্রেক্ষ্যদহ[5]নোত্তপ্তমানসা[6]।
ক্লিন্না[7] প্রচলিতাপাঙ্গা[8] বিমূঢ়া মদবিহ্বলা[9] ॥৪১॥
নিবেদিতাত্মসর্বস্বা বশগা দেবি জায়তে[10]।

তারপর, দেবেশী, কামকলার মদনাধিক সাধক সমস্ত শৃঙ্গারাভিমানী রাগীদের বাধক হয়ে দাঁড়ায়। নারী, সুরী, অসুরী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, যক্ষী, নাগাঙ্গনা, প্রবলতর ভূপতির কন্যা, যে কেউ এই সাধকের দৃষ্টিপথবর্তিনী হবে সে মদনজ্বালার দুঃসহ দহনে সন্তপ্তমনা, ক্লিন্না, চঞ্চলাপাঙ্গা, বিমূঢ়া ও মদবিহ্বলা হয়ে যথাসর্বস্ব এবং নিজেকেও

১। যদি বা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। যক্ষনাগাঙ্গনা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। কন্যকাঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। কন্যকাঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। জ্বলন্মঙ্কলদুঃপ্রেক্ষ্যমদ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৬। মানসাঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৭। ক্লিন্নাঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৮। প্রচলিতাঙ্গ্যস্ত ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৯। মদবিহ্বলাঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
১০। জায়ন্তে বশগাঃ প্রিয়ে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সাধকের কাছে নিবেদন ক'রে দিয়ে, ওগো দেবী, তার বশীভূত হয়ে থাকবে। ৩৮-৪২

রাগিণাং—শিবানন্দ রাগীশব্দের অর্থ করেছেন ইদন্তা-একাত্মা। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সৌন্দর্যাদি-অভিমানবান্।

মদনাধিকঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মদনের চেয়েও প্রকৃষ্ট। বলেছেন এই পদের তাৎপর্য হল কামরাজবীজের সাধকের দর্শনে সব পুরুষের কামপারবশ্য হয়।

ভাস্কররায় উক্ত পদের অর্থ করেছেন মদনের চেয়েও সৌন্দর্যাদিগুণ-বিশিষ্ট।

ক্লিন্না—শিবানন্দ ক্লিন্নাশব্দের অর্থ করেছেন বিকৃতেন্দ্রিয়া। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন ক্লিন্নবস্ত্রা।

মদবিহ্বলা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন হর্ষব্যাকুলা। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন মদব্যাকুলা।

নিবেদিতাত্মসর্বস্বা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন নিঃশেষে শরীরসর্বস্ব-নিবেদনকারিণী। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন সর্বস্ব ও নিজেকে সমর্পণ-কারিণী।

বশগা—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন দাসী হয়ে বশে আছে, এমন।

চলজ্জলেন্দুসদৃশী বালার্ককিরণারুণা ॥৪২।
চিন্তিতা যোষিতাং যোনৌ সংক্ষোভয়তি[1] তৎক্ষণাৎ।
সৈব সিন্দূরবর্ণাভা হৃদয়ে চিন্তিতা সতী ॥৪৩॥
সম্মোহন্মাদনাবিষ্ট[2]চিত্তাকর্ষকরী স্মৃতা।
নিয়োজিতাঽথবা মূর্ধ্নি বর্ষন্তী রক্তবিন্দবঃ[3] ॥৪৪॥

সাধক যদি নারীর যোনিতে তরুণসূর্যকিরণের মতো রক্তবর্ণা এবং চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের মতো কামকলার চিন্তা করে তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সেই নারীকে সংক্ষুব্ধা করবে।

১। সম্মোহয়তি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। কৃষ্ট ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। রক্তবিন্দুভিঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নারীর হৃদয়ে সিন্দূরবর্ণাভা সেই দেবীর চিন্তা করলে সাধক সম্মোহন ও উন্মাদনা দ্বারা উক্ত নারীর চিত্ত আবিষ্ট ক'রে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। নারীর মূর্ধায় রক্তবিন্দুবর্ষণকারিণীরূপে দেবী অবস্থিতা এরূপ যে চিন্তা করে সে উক্ত নারীর আকর্ষণকারী হয়। ৪২-৪৪

ধারণাসম্প্রযোগেণ করোতি বশগং জগৎ।
অথান্যং শৃণু বক্ষ্যামি[1] প্রয়োগং ভুবি দুর্লভম্ ॥৪৫॥
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সাধকো মদনায়তে।
কামস্থং কামমধ্যস্থং কামোদরপুটীকৃতম্ ॥৪৬॥
কামেন কাময়েৎ কামং কামং কামেষু নিক্ষিপেৎ।
কামেন কামিতং কৃত্বা কামস্থং ক্ষোভয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥৪৭॥

দেবীর ধারণাসম্প্রয়োগের দ্বারা অর্থাৎ দেবীর পূর্বোক্ত রূপে সাধকের চিত্তের ধারণা হলে দেবী জগৎ সাধকের বশীভূত করেন।

এবার সংসারে দুর্লভ অন্য প্রয়োগ বলছি, শোন। এই প্রয়োগের জ্ঞান হওয়ামাত্র সাধক মদন হয়ে যায়।

কামস্থ কামমধ্যস্থ এই উভয়কে কামোদরের দ্বারা পুটীকৃত করতে হবে। কাম্যের দ্বারা কামকে বেষ্টন করতে হবে। কামে কাম লিখতে হবে। কামের দ্বারা বেষ্টিত ক'রে সাধক ধ্রুব কামস্থকে ক্ষোভিত করবে। ৪৫-৪৭

ধারণাসম্প্রযোগেন—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন দৃঢ়ধ্যানাভ্যাসমাত্র দ্বারা।

শিবানন্দ প্রমুখ প্রাচীন টীকাকারেরা 'নিয়োজিতাঽথবা' ইত্যাদি শ্লোকার্ধের সঙ্গে 'ধারণাসম্প্রযোগেন' ইত্যাদি শ্লোকার্ধের অন্বয় ক'রে বলেছেন সাধক যদি স্বীয় মূর্ধায় রক্তবিন্দুবর্ষণকারিণীরূপে দেবীর ধারণাভ্যাস করে তা হলে সে জগৎ বশীভূত করে।

ভাস্কররায় বলেন প্রাচীনদের এই মত জ্ঞানার্ণবতন্ত্রসম্মত নয় বলে উপেক্ষণীয়।

১। অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অন্যং—শিবানন্দের মতে এখানে অন্য বলতে বুঝাচ্ছে মহাফলপ্রদ অন্য।

দুর্লভম্—শিবানন্দ মনে করেন দুর্লভ বলতে বুঝাচ্ছে শক্তিপাতহীনদের পক্ষে দুর্লভ।

বিজ্ঞাতমাত্রেণ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ গুরুমুখে প্রাপ্তিমাত্র, অনুষ্ঠান ছাড়াই।

মদনায়তে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন স্বয়ং কাম হয়ে যায়।

কামস্থং—শিবানন্দের মতে কামস্থং ইত্যাদি শ্লোকে কামরাজযন্ত্র বিবৃত্য হয়েছে। তিনি বলেছেন এখানে কামশব্দের দ্বারা বীজপঞ্চক, বেষ্টন, সাধ, ষট্‌কোণ ও চক্র কথিত হয়েছে।

বীজপঞ্চক - হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ স্ত্রীঁ। বিদ্যানন্দের মতে এই বীজপঞ্চকই পঞ্চ কাম—কাম মন্মথ কন্দর্প মকরধ্বজ ও মোহন। অন্যত্র স্ত্রীঁ এই বীজের মহাকাম এই নাম পাওয়া যায়। মহাকামকেই তন্ত্রান্তরে মোহন বলা হয়েছে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে পঞ্চকামের যে-তালিকা পাওয়া যায় তাতে মোহনের স্থলে মীনকেতু এই নাম রয়েছে।

শিবানন্দের মতে কামস্থ মানে কামরূপে স্থিত হ্রীঁ বীজ।

কামমধ্যস্থং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ক্লীঁ বীজের মধ্যে স্থিত। এই পদ কামস্থং পদের বিশেষণ।

কামোদরপুটীকৃতম্—শিবানন্দের মতে এর অর্থ কামের ঐংকারাত্মক যট্‌কোণরূপের উদরের দ্বারা পুটীকৃত। এর অর্থ পূর্বোক্ত প্রকারে স্থিত হ্রীঁ ও ক্লীঁ ঐঁকাররূপ ষট্‌কোণের মধ্যে স্থাপিত হবে।

কামেন কাময়েৎ কামং—শিবানন্দের মতে কামেন মানে অন্তঃস্থিত হ্রীঁ-কারের দ্বারা, আর কাময়েৎ মানে বেষ্টন করবে। শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ উভয়ের মতে কামং বলতে এখানে সাধ্যকে বুঝান হয়েছে।

বিদ্যানন্দ আলোচ্য শ্লোকাংশের অর্থ করেছেন হ্রীঁকারের রকার ও হকারের মধ্যে সাধ্যবিগ্রহের চিন্তা করতে হবে।

কামং কামেষু নিক্ষিপেৎ—শিবানন্দ ও বিদ্যানন্দ উভয়েরই মতে কামং বলতে এখানে ব্লূঁ এই মকরধ্বজবীজ বুঝান হয়েছে। শিবানন্দ কামেষু অর্থ করেছেন ষট্‌কোণে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই ষট্‌কোণ ঐঁকারাত্মক। ঐঁকার ত্রিকোণ। তাকে দ্বিধা বিভক্ত করলে ষট্‌কোণ হয়। কামরাজযন্ত্র অঙ্কনের বেলা কন্দর্পবীজ ঐঁকারকে দ্বিধা বিভক্ত করার বিধান তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। (দ্রঃ সংসৃষ্ট শ্লোকের সেতুবন্ধ)। শিবানন্দের মতে নিক্ষিপেৎ অর্থ লিখবে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকার্ধের অর্থ করেছেন ষট্‌কোণের ছয় কোণে ব্‌ল্‌ঁবীজ লিখতে হবে।

কামেন কামিতং—শিবানন্দ এখানে কামেন অর্থ করেছেন স্ত্রীঁ এই বীজের দ্বারা। আর কামিত অর্থ করেছেন বেষ্টিত।

কামস্থং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন এই চক্রমধ্যস্থ সাধ্যকে।

ধ্রুবম্‌ —ভাস্কররায় ধ্রুবশব্দের অর্থ করেছেন নিশ্চল।

ক্ষোভয়েৎ —ভাস্কররায় বলেছেন, ক্ষোভয়েৎ এই পদ আকর্ষণাদিফলের উপলক্ষণ।

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বিবৃত কামরাজযন্ত্রের বিন্যাস শিবানন্দ এইভাবে নির্দেশ করেছেন—প্রথমে সাধ্যনাম—ক্রোড়ীকৃত হ্রীঁবীজ বিন্যাস করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে হ্রীঁবীজ বিন্যাস ক'রে তার অভ্যন্তরে সাধ্যনাম লিখতে হবে। তার বাইরে বিন্যাস করতে হবে ক্লীঁবীজ। তার পরে অর্থাৎ তাকে ঘিরে ষট্‌কোণ এঁকে তার প্রত্যেক কোণে ব্‌ল্‌ঁ বীজ লিখতে হবে। তার পরে তাকে স্ত্রীঁবীজের দ্বারা বেষ্টন করতে হবে। এর অর্থ তা স্ত্রীবীজের অভ্যন্তরে স্থাপন করতে হবে।

উপরে বিবৃত অর্থ ছাড়াও টীকাকারেরা আলোচ্য শ্লোকগুলির বিভিন্ন-প্রকার অর্থ করেছেন। যেমন, এক প্রকার অর্থ—কামং মানে সাধ্যকে কামস্থং মানে মূলাধারস্থ ভাবনা ক'রে, তারপর কামমধ্যস্থং মানে স্বাধিষ্ঠানস্থ ভাবনা ক'রে তারপর কামোদর অর্থাৎ মণিপূর-উদরের দ্বারা পুটীকৃত ভাবনা ক'রে, তারপর কামেন মানে অনাহতের দ্বারা বেষ্টিত ভাবনা করতে হবে। তারপর কামেষু মানে কণ্ঠবদনভ্রূমধ্যললাটব্রহ্মরন্ধ্রে, কামং মানে যথাভিলষিত সাধ্যকে, ক্রমে নিক্ষিপ্ত চিন্তা করতে হবে। এইভাবে নয়টি স্থানে ভাবনা করতে হবে। (দ্রঃ ভাস্কররায়-কৃত সংসৃষ্ট সেতুবন্ধ)।

আরেক প্রকার অর্থ—

কামস্থং—এখানে কাম বলতে বুঝাচ্ছে পরশিবের ইচ্ছাশক্তি, তাতে স্থিত। এর তাৎপর্য হল মূলাধারবলয়ান্তর্বর্তী নিঃশেষবীজাত্মক নিত্যানন্দলক্ষণ যে-শিব তাঁর দ্বিতীয় উন্মেষরূপে বিদ্যুল্লতাকারে অবস্থিতা যে-কুণ্ডলিনী-শক্তি তাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিত চিন্ত্যমান জগৎকে ক্ষোভিত করেন যিনি সেই শক্তি।

কামমধ্যস্থং—এর অর্থ স্বাধিষ্ঠানচক্রের অন্তর্বর্তী প্রস্ফুরণশীল-যোনিগর্ভ-[illegible]রূপ পরমশিবের ইচ্ছাত্মিকা যে মহামহাপ্রভা শক্তি তাঁর মধ্যস্থিত।

কামোদরপুটীকৃতম্‌—এর অর্থ মণিপূরচক্রের অন্তর্বর্তী উর্ধ্বোন্মুখী-শক্তিবলয়কবলীকৃত

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কামেন কাময়েৎ কামং—কামং মানে অনাহতপদ্মান্তর্বর্তী প্রস্ফুরণশীল শক্তিকিরণবেষ্টিত সাধ্য। কামেন মানে শক্তি দ্বারা। কাময়েৎ মানে বেষ্টন করবে। সহজ কথায়, শক্তি দ্বারা সাধ্যকে বেষ্টিত করবে।

কামং কামেষু নিক্ষিপেৎ—কামেষু মানে অনাহতচক্রের ঊর্ধ্বস্থ কণ্ঠবদন-ভ্রূমধ্যললাটব্রহ্মরন্ধ্র নামক প্রস্ফুরণশীল শক্তিরূপ কামে কামং মানে সাধ্যকে নিক্ষিপেৎ মানে চিন্তা করবে।

কামেন কামিতং কৃত্বা—মূলাধার থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নব-স্থানের যেখানে অভিরুচি সেখানে শক্তি দ্বারা কাম্যমান সাধ্যকে বেষ্টিত করতে হবে অর্থাৎ শক্তিবলয়ান্তর্বর্তী চিন্তা করতে হবে।

কামস্থং ক্ষোভয়েদ্ ধ্রুবম্—পূর্বোক্ত নবাধারে উদিতা যে-শক্তি তিনি তাঁর স্বমধ্যস্থিত সাধকার্থ জগৎকে ক্ষোভিত করেন।

এর তাৎপর্য হল মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত এবং ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত নব আধারে কামকে মানে শক্তিকে সাধ্যকবলীকৃত ভাবনা ক'রে যথাভিলাষ অভ্যাস করবে। অথবা, অন্যভাবেও তাৎপর্য নির্দেশ করা যায়। কাম মানে বিন্দুরূপ শিব। তিনি উক্ত নবাধারনিলয় সমস্ত বিশ্বের ক্ষোভক, তাঁর দ্বারা উক্ত সাধ্যকে কবলীকৃত ভাবনা করবে। (দ্র : বিদ্যানন্দকৃত সংসৃষ্ট অর্থরত্নাবলী)।

অন্য আরেক প্রকার অর্থ—

কামস্থং কামমধ্যস্থং কামোদরপুটীকৃতম্—এর অর্থ মূলাধারে জ্বলন্ত-কালানলপ্রখ্য প্রথমকামবীজ হ্রী কারের ধ্যান ক'রে তার মধ্যে দহ্যমান সাধ্যের চিন্তা করতে হবে। ঠিক এই প্রকারেই মূর্ধায় অবস্থিত সহস্রদলকমল-কর্ণিকায় সেই প্রথমকামবীজ হ্রীং সুধাধারা প্রবাহিত ক'রে তা দ্বারা মূলাধারস্থ সাধ্যকে প্লাবিত করছে, এইরূপ চিন্তা করতে হবে। এই প্রকারে মন্মথ ও কন্দর্পের দ্বারা অর্থাৎ ক্লীং ও ঐং বীজের দ্বারা দ্রাব্যদ্রাবকভাবে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দহ্যমান ও প্লাব্যমান সাধ্যকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানে সাধ্যকে এই বীজদ্বয়ের প্রত্যেকের দ্বারা দাহ্যমান ও প্লাব্যমান ভাবনা করতে হবে।

কামেন কাময়েৎ কামং—কামেন মানে পঞ্চ কামবীজের দ্বারা, কামং মানে কাম্যমান অভিলষিত অর্থ, কাময়েৎ মানে অভিলাষ করবে।

কামং কামেষু নিক্ষিপেৎ—কামং মানে চতুর্থ কামবীজ ব্লূং তা কামেষু মানে ষড়াধারে, নিক্ষিপেৎ মানে তদ্‌গত ক'রে দহন ও প্লাবন করবে।

কামেন কামিতং কৃত্বা—পঞ্চম কামবীজ স্ত্রীং। তাকে সিন্দূরবর্ণাভ চিন্তা

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক'রে তা দ্বারা অনাহতপদ্মস্থ কাম্যমান সাধ্যকে বেষ্টিত ক'রে পূর্বের মতো আপ্লাবন করতে হবে।

কামস্থং ক্ষোভয়েদ্ ধ্রুবম্—কামস্থং মানে পূর্বোক্ত পঞ্চ কামবীজস্থ সাধ্যকে, ক্ষোভয়েৎ মানে সাধক ক্ষোভিত করবে। (দ্রঃ তথৈব)।

এতদ্ হি দেবদেবেশি কামরাজস্য সাধনম্।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শক্তিবীজস্য সাধনম্ ॥৪৮॥

দেবদেবেশী, এই হল কামরাজবীজের সাধন। এবার শক্তিবীজের সাধন সংক্ষেপে বলছি।৪৮

শক্তিবীজস্বরূপা তু সৃষ্ট্বা সংহরতে যদা।
সৃষ্টিসংহারপর্যন্তং শরীরে পরিচিন্তয়েৎ ॥৪৯॥

যখন পরা শক্তি সৃষ্টি করতঃ সংহার করেন তখন তিনি শক্তিবীজস্বরূপা। তাঁর সৃষ্টিপর্যন্ত এবং সংহারপর্যন্ত রূপের চিন্তা স্বশরীরে করতে হবে।৪৯

শক্তিবীজস্বরূপা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন তৃতীয়বীজাবলম্বিনী অমৃতা নামক পরা শক্তি।

সৃষ্ট্বা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধারপর্যন্ত অবরোহণ ক'রে।

সংহরতে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রপর্যন্ত আরোহণ করেন।

সৃষ্টিসংহারপর্যন্তং—ভাস্কররায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন কুলপদ্ম[১] থেকে অকুলপদ্ম[২]পর্যন্ত কুণ্ডলিনীর প্রযাণ সৃষ্টি আর অকুলপদ্ম থেকে কুলপদ্ম পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন সংহার, এই উভয় অবধি।

স্বশরীরে—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন সুষুম্নাভ্যন্তরে।

ততো ভবতি দেবেশি বৈনতেয় ইবাপরঃ।
নাগানাং দর্শনাদেব জড়ীকরণকারকঃ ॥৫০॥

১। সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত সর্বোচ্চ অধোমুখ সহস্রদলপদ্মের নাম কুলপদ্ম।
২। সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত সর্বনিম্ন উর্ধ্বমুখ সহস্রদলপদ্মের নাম অকুলপদ্ম।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেহিনামমৃতাসারধীরধারাধরোপমঃ।
স্থিরকৃত্রিমশঙ্কাদি[1]বিষোপবিষণাশনঃ[2] ॥৫১॥
দুষ্টব্যাধিগ্রহানীক[3]ডাকিনীরূপিকাগণৈঃ[4]।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈ[5]স্ত্রিনেত্র ইব দৃশ্যতে ॥৫২॥

দেবেশী, শক্তিবীজসাধক দ্বিতীয় গরুড়ের মতো, সর্পদের দৃষ্টিপথে পড়ামাত্র তাদের জড়ীকরণকারী হয় আর দেহধারীদের কাছে অমৃত-ধারাবর্ষণকারী ধীর মেঘের মতো হয়। স্থির ও কৃত্রিম বিষভক্ষণের শঙ্কাদি এবং বিষ ও উপবিষ বিনাশকারী হয়। আর দুষ্ট ব্যাধি, দুষ্ট গ্রহ, অনীক, দুষ্ট ডাকিনীরূপিকাসজ্ঘ, দুষ্ট ভূত, দুষ্ট প্রেত, দুষ্ট পিশাচাদির সহিত ত্রিনেত্র অর্থাৎ শিবের মতো দৃশ্যমান হয়।৫০-৫২

দেহিনাম্—দেহধারীদের। শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন সংসার-ধর্মতপ্তদের।

অমৃতাসারধীরধারাধরোপমঃ —শিবানন্দের মতে এর অর্থ অমৃতের আসার অর্থাৎ বেগবান্ বর্ষণ, তৎকর্মে ধীর মানে প্রগল্ভ, ধারাধর মানে মেঘ, তদুপম মানে তার মতো।

স্থিরকৃত্রিমশঙ্কাদিবিষোপবিষনাশনঃ —শিবানন্দের মতে স্থিরং মানে স্থাবরোদ্ভূত[6]. আর কৃত্রিমং মানে সংযোগজ। কৃত্রিম জঙ্গমেরও উপলক্ষণ। ভাস্কররায় শঙ্কাপদের অর্থ করেছেন "ময়েদং ভক্ষিতমিতি ভ্রমঃ" আমি এটি খেয়েছি এই ভ্রম। ভাস্কররায় বিষ অর্থ করেছেন নাগাদির বিষ আর উপবিষ অর্থ করেছেন অন্য কীটের বিষ। এ সবের নাশনঃ মানে নাশকারী।

ত্রিনেত্রঃ —শিবানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন "ত্রীণীচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াখ্যানি নেত্রাণি যস্য সঃ" ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া নামক তিন নেত্র যাঁর তিনি।

অথবা যেন্ বিশ্বেয়ং পরিপূর্ণা বিচিন্ত্যতে।
জন্মমণ্ডলহৃৎপদ্মমুখমণ্ডলমধ্যগা ॥৫৩॥

১। শঙ্কাখ্য ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। নাশকঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। গ্রহানেক ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। গণঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব। ৫। পিশাচৌঘৈঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৬। বিষ ত্রিবিধ—স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম। গাছপালা লতা ইত্যাদিতে যে-বিষ থাকে তা স্থাবর আর সাপ বাঘ ইত্যাদি জন্তুর মধ্যে যে-বিষ থাকে তা জঙ্গম। রাসায়নিক বিষ কৃত্রিম বিষ। তাই সংযোগজ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কেবলৈব মহেশানি পদ্মরাগসমপ্রভা।
তস্যাষ্টগুণমৈশ্বর্যমচিরাৎ সংপ্রবর্ততে ॥৫৪॥

অথবা, ওগো মহেশানী, যে জন্মমণ্ডল হৃৎপদ্ম ও মুখমণ্ডলমধ্য এই স্থানত্রয়গামিনী কেবলা পদ্মরাগসমপ্রভা পরিপূর্ণা বিদ্যার চিন্তা করে তার অচিরে অষ্টগুণ ঐশ্বর্য লাভ হয়। ৫৩-৫৪॥

পরিপূর্ণা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বীজত্রয়সমুদায়াত্মিকা।

জন্মমণ্ডলহৃৎপদ্মমুখমণ্ডলমধ্যগা—ভাস্কররায়ের মতে জন্মমণ্ডলম্ মানে মূলাধারপদ্ম; হৃৎপদ্মম্ মানে অনাহতপদ্ম; মুখমণ্ডলমধ্যম্ মানে আজ্ঞাপদ্ম। এই স্থানত্রয়গামিনী।

এ সম্পর্কে শিবানন্দ বলেছেন শ্রীবিদ্যার ত্রিকূটসমুদায়াত্মিকা উপাসনাতেও মূলাধার অনাহত ও আজ্ঞা এই তিন স্থানে বাগ্ভব কামরাজ ও শক্তি এই ত্রিকূটরূপে গামিনী এরূপ অর্থ করতে হবে। তার মানে উক্ত স্থানত্রয়গামিনী এরূপ চিন্তা করতে হবে।

কেবলৈব—টীকাকারেরা কেউ কেউ কেবলাপদের অন্বয় করেছেন পদ্মরাগ সমপ্রভাপদের সঙ্গে। কেবলা মানে একমাত্র। এই পদের তাৎপর্য হল বিদ্যা একমাত্র পদ্মরাগসমপ্রভারূপে চিন্তনীয়া।

পদ্মরাগসমপ্রভা—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন পদ্মরাগবর্ণা অর্থাৎ পদ্মরাগ-মণির বর্ণবিশিষ্টা। পদ্মরাগমণি রক্তবর্ণ।

এ সম্পর্কে শিবানন্দ বলেছেন মূলাধার হৃদয় ও ভ্রূমধ্য এই স্থানত্রয়ে বর্ণত্রয় ভাবনা করলেও সর্বতঃ পদ্মরাগসমপ্রভা বিদ্যা স্মরণীয়া।

বিদ্যানন্দ এ সম্পর্কে নিষ্কলসম্প্রদায়সম্মত অর্থ নির্দেশ করেছেন, বীজরূপা কুলশক্তি কেবল পদ্মরাগৈকবর্ণা, এমনিভাবে আমূলাধার আমস্তক তাঁর ধ্যান করতে হবে।

অষ্টগুণম্ ঐশ্বর্যম্—ভাস্কররায় অষ্টগুণম্ অর্থ করেছেন অণিমাদিবশিত্বান্ত। ঐশ্বর্যম্ বলতে বুঝাচ্ছে ঈশ্বরের অণিমাদি অষ্ট শক্তি বা সিদ্ধি।

শিবানন্দ অষ্টগুণমৈশ্বর্যম্ অর্থ করেছেন অণিমাদিগুণাষ্টকবিশিষ্ট বিভূতি।

মনসা সংস্মরত্যস্যা যদি নামাপি সাধকঃ।
তদৈব মাতৃকাচক্রস্য[1] বিদিতো ভবতি প্রিয়ে ॥৫৫॥
যদৈব জপতে বিদ্যাং মহাত্রিপুরসুন্দরীম্।
তদৈব মাতৃচক্রাজ্ঞা সংক্রামত্যস্য বিগ্রহে।৫৬॥

১। চক্রে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বাসাং সর্বশক্তীনাং[১] যোগিনীনাং ভবেৎ প্রিয়ঃ।
পুত্রবৎ পরমেশানি ধ্যানাদেব হি সাধকঃ ।৫৭।।
যদা তু পরমেশানি পরিপূর্ণাং প্রপূজয়েৎ।
প্রযচ্ছন্তি তদৈবাস্য খেচরীং সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥৫৮।।
চতুঃষষ্টির্যতঃ কোট্যো যোগিনীনাং মহৌজসাম্।
চক্রমেতৎ সমাশ্রিত্য সংস্থিতা বীরবন্দিতে ।।৫৯।।

প্রিয়ে, সাধক যদি মনে মনে এঁর নামও স্মরণ করে তা হলে তক্ষুণি তার মাতৃচক্রের জ্ঞান হবে। যখনই মহাত্রিপুরসুন্দরীবিদ্যা জপ করবে তখনই তার দেহে মাতৃচক্রাজ্ঞা সংক্রামিত হবে। পরমেশানী, সাধক কেবলমাত্র মূলদেবতার ধ্যানের দ্বারা সর্বশক্তিমতী সব যোগিনীদের পুত্রবৎ প্রিয় হবে। পরমেশানী, সাধক যখন পরিপূর্ণার পূজা করে তখন ব্রাহ্মী-আদি শক্তিরা তাকে উত্তম খেচরীসিদ্ধি প্রদান করেন। ওগো বীরবন্দিতা, এর কারণ মহাবীর্যবতী চতুঃষষ্টি কোটি যোগিনী এই চক্র আশ্রয় ক'রে অবস্থিতা। ৫৫-৫৯

মাতৃচক্রস্য—বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন চতুঃষষ্ট্যাদি যোগিনীবৃন্দের।

বিদ্যাং মহাত্রিপুরসুন্দরীম্—বিদ্যানন্দের মতে এখানে বিদ্যা মানে মহাত্রিপুরসুন্দরীর মূলবিদ্যা। মূলবিদ্যাই মহাত্রিপুরসুন্দরীর।

মাতৃচক্রাজ্ঞা—শিবানন্দের মতে এর অর্থ ব্রাহ্ম্যাদিশক্তিচক্রাজ্ঞা। এখানে আজ্ঞা অর্থ পাঁচ প্রকার মন্ত্রসিদ্ধি। যথা, স্পর্শন, অবলোকন, সম্ভাষণ, বিন্দুদর্শন এবং স্বয়মাবেশন। স্পর্শন বলতে বুঝায় মন্ত্রের সহিত সাধকের সম্বন্ধ। স্পর্শনের চিহ্ন সাধকের হৃদয়ে কম্পন। মন্ত্র যদি সাধককে অবলোকন করে তা হলে তখনই হবে অবলোকন। অবলোকনের চিহ্ন সাধকের কণ্ঠে ধূনন অর্থাৎ কম্পন। মন্ত্র যদি সাধকের সঙ্গে কথা বলে তা হলে তা হবে সম্ভাষণ। সম্ভাষণের চিহ্ন সাধকের স্বয়ং সমস্তবিদ্যামন্ত্রপরিকল্পন। বিন্দুদর্শন মানে সাধকের ভ্রূমধ্যে আত্মদর্শন। বিন্দুদর্শনের চিহ্ন সাধকের অণিমাদি-গুণপ্রাপ্তি। মন্ত্র যদি সাধককে আবিষ্ট করে তা হলে তাই হবে স্বয়মাবেশন। স্বয়মাবেশনের চিহ্ন সাধকের দেহের উৎপতন মানে উর্ধ্বগমন। (দ্রঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ৪/৫৪ শ্লোকের টীকা)।

১। সর্বসংস্থানাং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিদ্যানন্দ মাতৃচক্রশব্দের অর্থ করেছেন ত্রিপুরসুন্দরীর চতুঃষষ্ট্যাদি কলা। মাতৃচক্রের আজ্ঞা মানে আজ্ঞাপ্রভাব। তিনি মাতৃচক্রের আরেকটি অর্থ করেছেন শ্রীচক্রাধিবাসিনী বর্ণাভিমানিনী সব দেবী। তাঁদের আজ্ঞা মানে সামর্থ্য।

সংক্রামতি—সংক্রামিত হয়। ভাস্কররায় এই আজ্ঞা-সংক্রমণ সম্পর্কে লিখেছেন, গুরু স্বীয় দৃষ্টির দ্বারা শিষ্যদৃষ্টির অভ্যন্তর অবলোকন করতে করতে যোগবলে স্বদেহ থেকে স্বচৈতন্য স্বনেত্র দ্বারা বাইরে আকর্ষণ করতঃ শিষ্যনেত্র দ্বারা তৎচৈতন্যরূপ স্বয়ং শিষ্যের মন বেধন করবেন। এই আজ্ঞাসংক্রমণের রহস্য গুরুমুখে জানতে হয়।

বিগ্রহে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন জপকারীর দেহে।

সর্বাসাং সর্বশক্তীনাং যোগিনীনাং— বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ সর্বলোক-বর্তিনী কামচারিণীদের।

ধ্যানাৎ—শিবানন্দ ধ্যান অর্থ করেছেন মূলদেবতার ধ্যান। বিদ্যানন্দ এই কথাটাই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ক'রে বলেছেন মহাকামকলারূপ মহাত্রিপুরসুন্দরীর বিগ্রহের ধ্যান।

পরিপূর্ণাং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন "অণিমাদি-সিদ্ধিচক্রাদিকামেশ্বর্যাদ্যা-বরণান্তং মূলদেবতাং"—অণিমাদিসিদ্ধিচক্র অর্থাৎ ভূপুরচক্র থেকে কামেশ্বরী-আদি আবরণের অন্তঃ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রিকোণচক্রের অন্তঃ মানে মধ্য অর্থাৎ কিনা বিন্দুচক্র পর্যন্ত নবচক্রাত্মক শ্রীচক্ররূপিণী মূলদেবতা অর্থাৎ মহাত্রিপুর-সুন্দরী, তাঁকে।

প্রযচ্ছান্তি—প্রদান করেন। শিবানন্দের মতে এই ক্রিয়াপদের কর্তা ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট শক্তি।

চতুঃষষ্টির্যতঃ কোট্যো যোগিনীনাং—শিবানন্দ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন চতুঃষষ্টি কোটি যোগিনীও ব্রাহ্মী-আদি অষ্টশক্তির উল্লাস, তাই বুঝতে হবে।

চতুঃষষ্টির্যতঃ ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন, তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে ত্রৈলোক্যমোহনচক্র থেকে সর্বানন্দময়চক্র পর্যন্ত নবচ'ক্রর প্রত্যেক চক্রে চতুঃষষ্টি কোটি যোগিনী অবস্থিতা।

আদৌ সম্বন্ধিনি পদে মধ্যে বীজাষ্টকং বহিঃ।
কলাং ধ্যাত্বাঽঙ্গনারঙ্গে জায়তেঽনঙ্গবৎ প্রিয়ঃ ॥৬০॥

নবযোনিচক্রের মধ্যত্রিকোণে কামকলা এবং তার বাইরে অষ্ট-কোণে বীজাষ্টক ভাবনা ক'রে সাধ্যার যোনিস্থানে ধ্যান করলে সাধক অনঙ্গের মতো প্রিয় হয়। ৬০

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

আদৌ সম্বর্দ্ধিনি পদে—শিবানন্দ অর্থ করেছেন, আদৌ মানে সর্বাদিতে, সম্বর্দ্ধিনি মানে নিষ্পন্ন, পদে মানে স্থানে, এর অর্থ নবযোনিচক্রে।

মধ্যে—শিবানন্দের মতে মধ্যে অর্থ মধ্যত্র্যশ্রে মানে মধ্যত্রিকোণে। ভাস্কর-রায়ের মতে মধ্যে মানে বিন্দুস্থানে।

বীজাষ্টকং—শিবানন্দের মতে বীজাষ্টক অর্থ বশিনী-আদির অষ্ট বীজ। যথা, বশিনীবীজ ব্‌ র্‌ লূং, কামেশ্বরীবীজ ক্‌ ল্‌ হ্রীং, মোদিনীবীজ—ন্‌ ব্‌ লীং, বিমলাবীজ—য্‌ ল্‌ূং, অরুণাবীজ—জ্‌ম্রীং, জয়িনীবীজ—হ্‌ স্‌ ল্‌ ব্‌ য্‌ূং, সর্বেশ্বরী-বীজ—ঝ্‌ ম্‌ র্‌ য্‌ূং এবং কৌলিনীবীজ—ক্ষ্ম্রীং।

বহিঃ—বাইরের অষ্টকোণে।

কলাং—বিদ্যানন্দের মতে কলা মানে কামরাজবীজ-স্বরূপিণী মহাকলা।

অঙ্গনারঙ্গে—শিবানন্দ অঙ্গনা অর্থ করেছেন সাধ্যা আর রঙ্গে অর্থ করেছেন যোনিস্থানে।

প্রিয়ঃ—শিবানন্দ এই পদের অর্থ করেছেন সুভগ। সুভগ মানে সুন্দর, বল্লভ, ভাগ্যবান্ ইত্যাদি।

করশুদ্ধ্যাদিবিদ্যানামেকৈকং পরমেশ্বরি।
রুদ্রযামলতন্ত্রে তু কর্ম প্রোক্তং ময়া পুরা ॥৬১॥

পরমেশ্বরী, করশুদ্ধিবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকের কর্ম আমি পূর্বে রুদ্রযামলতন্ত্রে বলেছি।৬১

একৈকং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন প্রত্যেক।

কর্ম—শিবানন্দের মতে এখানে কর্ম বলতে বুঝাচ্ছে বিনিয়োগ প্রয়োগ সামর্থ্য ব্যাপ্তি ইত্যাদি।

ভাস্কররায় কর্মশব্দের অর্থ করেছেন পুরশ্চরণ, কাম্যকর্ম।

মাদনৈর্মদনো ভূত্বা পাশাঙ্কুশধনুঃশরৈঃ।
ক্ষোভয়েৎ স্বর্গভূলোক[1]পাতালতলযোষিতঃ ॥৬২॥
তথৈব শাক্তৈর্দেবেশি ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ।
সাধয়েৎ সিদ্ধগন্ধর্বদেববিদ্যাধরানপি ॥৬৩॥

মদনসম্বন্ধী পাশ অঙ্কুশ ধনু ও শর এই আয়ুধসহ মদন হয়ে অর্থাৎ নিজেকে উক্তরূপ আয়ুধধারী মদনরূপে ধ্যান ক'রে সাধক স্বর্গ ভূলোক ও পাতালের সব অঙ্গনাদের বশীভূত করবে। দেবেশী, তেমনি শক্তি-

---

১। ভূর্লোক ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সম্বন্ধী পাশ অঙ্কুশ ধনু ও শর এই আয়ুধসহ ত্রিপুরামূর্তিরূপে নিজেকে ধ্যান ক'রে সিদ্ধ গন্ধর্ব এবং বিদ্যাধরদেরও বশীভূত করবে।৬২-৬৩.

মদনঃ —বিদ্যানন্দের মতে মদন অর্থ কামেশ্বর, ভাস্কররায়ের মতে শিব।

মাদনৈঃ—মদনসম্বন্ধী অর্থাৎ শৈব।

ক্ষোভয়েৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন বশীকরণ করবে।

শাক্তৈঃ —শক্তিসম্বন্ধী অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরীসম্বন্ধী। এই পদের সঙ্গে পূর্বোক্ত পাশ অঙ্কুশ ধনু ও শরের অধ্যাহার হবে।

ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ —শিবানন্দ অর্থ করেছেন ত্রিপুরারূপে ভাবিতশরীর।

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন, শৈবায়ুধমন্ত্রসাধনায় নারী বশীভূত হয় এবং শাক্তায়ুধমন্ত্রসাধনায় পুরুষ বশীভূত হয়।

তত্র শাক্তা মহাবজ্রপ্রস্তারজনিতাঃ[১] শরাঃ।
মাদনাশ্চা[২]দিপরতঃ সর্বাধস্তান্নিয়োজিতাঃ ॥৬৪॥

সেখানে মানে রুদ্রযামলতন্ত্রে শাক্ত শর মহাবজ্রপ্রস্তার নামক চক্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর মাদন অর্থাৎ শৈব শরও তাই করা হয়েছে। আদি পশ্চাৎ এইভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে শাক্ত শর তারপর মাদন শর উদ্ধার করা হয়েছে। সর্বমন্ত্রোদ্ধার হয়ে গেলে পর এই সব শর নিযোজিত হয়।৬৪

তত্র—সেখানে। শিবানন্দ তত্রশব্দের অর্থ করেছেন রুদ্রযামলতন্ত্রে।

মহাবজ্রপ্রস্তারজনিতাঃ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ রুদ্রযামলতন্ত্রে মন্ত্রোদ্ধারের উদ্দেশ্যে মহাবজ্রপ্রস্তার নামক চক্র সম্পাদিত হয়েছে, তা থেকে, জনিত মানে সমুদ্ধৃত।

ভাস্কররায় মহাবজ্রপ্রস্তার অর্থ করেছেন ঐ নামের তন্ত্রবিশেষ।

শরাঃ—শিবানন্দ ঋজুবিমর্শিনীতে শৈব শরের দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লূং সঃ এই বীজের এবং শাক্ত শরের যাং রাং লাং বাং সাং এই বীজের উল্লেখ করেছেন।

মাদনাঃ —মাদন বলতে বুঝাচ্ছে শৈব শর।

আদিপরতঃ —শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন, আদি ও পশ্চাৎ এইভাবে অর্থাৎ প্রথমে শাক্ত শর মানে শাক্ত বাণবীজ উদ্ধার ক'রে তারপর মাদন অর্থাৎ শৈব বাণবীজ উদ্ধার করতে হবে।

ভাস্কররায় অন্যরকম অর্থ করেছেন। তাঁর মতে আদিপরতঃ পদের

১। মহাবজ্রপ্রস্তারে জনিতা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। স্বা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তাৎপর্য হল আদিচতুঃশতী থেকে পরবর্তী যে-চতুঃশতী তাতে সর্বশেষে শান্ত শর উদ্ধৃত হয়েছে। 'মাদনাঃ' অর্থাৎ শৈব শর সম্বন্ধে বলেন তা তন্ত্রান্তরে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানেই তা দেখে নিতে হবে, এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত। কেননা, দেখা যায় উত্তরতন্ত্রের অর্থাৎ উত্তরচতুঃশতীর অন্তে শান্তিবাণবীজ উদ্ধার করা হয়েছে।

সর্বাধস্তাৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সর্বমন্ত্রোদ্ধারের অবসানসময়ে।

নিয়োজিতাঃ—শিবানন্দ নিয়োজিতশব্দের অর্থ করেছেন এইপ্রকারে কার্যকরণে নিয়োজিত।

আত্মন্তগো মহাপাশঃ পৌরুষেয়ঃ প্রকীর্তিতঃ।
রুদ্রশক্তিঃ কুণ্ডলাখ্যা মায়া স্ত্রীপাশ উচ্যতে ॥৬৫॥

আ অর্থাৎ আং পৌরুষেয় মহাপাশ বলে কীর্তিত। কুণ্ডলাখ্যা রুদ্রশক্তি মায়াবীজরূপা। তাকেই স্ত্রীপাশ বলা হয়। ৬৫

আদ্যন্তগঃ—শিবানন্দের মতে আদিস্বর অকার, তার অন্তগ মানে অনন্তরস্থিত যে-বর্ণ অর্থাৎ আ।

মহাপাশঃ—শিবানন্দ এর তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন, বিশ্ববশীকরণপ্রবীণ। বিদ্যানন্দ মহাপাশপদের অর্থ করেছেন কামেশ্বরপাশ।

পৌরুষেয়ঃ—পুরুষসম্বন্ধী। এখানে কামেশ্বরসম্বন্ধী।

রুদ্রশক্তিঃ – শিবশক্তি।

কুণ্ডলাখ্যা—এই পদের অর্থ করতে গিয়ে শিবানন্দ বলেছেন কুণ্ডলশব্দের দ্বারা কুণ্ডলী লক্ষিত হয়েছে। অতএব অর্থ দাঁড়াল কুণ্ডলী নামক।

বিদ্যানন্দ কুণ্ডলাখ্যা পদের অর্থ করেছেন কুল-কুণ্ডলিনীরূপা।

মায়া—বিদ্যানন্দ মায়া অর্থ করেছেন মায়াবীজরূপা। মায়াবীজ হ্রীং। এই হ্রীং স্ত্রীপাশমন্ত্র।

স্ত্রীপাশঃ—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ কামেশ্বরীপাশ।

সহজকথায়, শ্লোকটির অর্থ—কামেশ্বরপাশমন্ত্র আং এবং কামেশ্বরীপাশমন্ত্র হ্রীং।

তুরীয়মরুণাবর্গাদ্[1] দ্বিতীয়মপি পার্বতি।
পুংস্ত্রীকোদণ্ডযুগলং কামোঽগ্নির্ব্যাপকোঽঙ্কুশঃ ॥৬৬॥

পার্বতী, তবর্গের চতুর্থ বর্ণ ধ অর্থাৎ ধং এবং দ্বিতীয় বর্ণ থ অর্থাৎ

১। বর্গে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

থঁ যথাক্রমে কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর ধনু অর্থাৎ ধনুবীজ আর ক্রোং উভয়ের অঙ্কুশ অর্থাৎ অঙ্কুশবীজ ।৬৬

তুরীয়মরুণাবর্গাৎ—অরুণাবর্গ তবর্গ। তার তুরীয়ম্ মানে চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ধ। সম্প্রদায়ানুসারে তার সঙ্গে বিন্দু যুক্ত হবে। তা হলে হল ধং।

দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয় অর্থ ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ থ। তার সঙ্গে পূর্বোক্ত কারণে বিন্দু যুক্ত হলে হবে থং।

পুংস্ত্রীকোদণ্ডযুগলং—পুং মানে এখানে কামেশ্বর বা শিব আর স্ত্রী মানে কামেশ্বরী বা শক্তি, তাঁদের দুই ধনু।

কামোঽগ্নির্ব্যাপকঃ—কামঃ = ক; অগ্নিঃ = রেফ্ এখানে রফলা; ব্যাপকঃ = ও। তাহলে দাঁড়াল ক্রো। তার সঙ্গে সম্প্রদায়ানুসারে বিন্দু যুক্ত হলে হবে ক্রোং। এটি কামেশ্বর ও কামেশ্বরী উভয়ের অঙ্কুশবীজ।

ভাস্কররায় ব্যাপকঃ অর্থ করেছেন ওং। কাজেই, তাঁর মতে সম্প্রদায়ানুসারে বিন্দুযোগের প্রসঙ্গ না এনেই ক্রোং বীজ পাওয়া যায়।

মুদ্রা যাস্ত্রিপুরায়াস্তু দেবি সিদ্ধ্যষ্টকান্বিতাঃ।
তা এব সর্বচক্রেষু পূজাকালে প্রদর্শয়েৎ ॥৬৭॥

দেবী, ত্রিপুরার সিদ্ধ্যষ্টকান্বিতা যে-সব মুদ্রা তাই পূজাকালে সর্বচক্রে প্রদর্শন করতে হবে। ৬৭

মুদ্রাঃ যাস্ত্রিপুরায়াঃ—ত্রিপুরার যে-সব মুদ্রা।

এই মুদ্রা হল—সংক্ষোভণমুদ্রা, দ্রাবণমুদ্রা, আকর্ষণমুদ্রা, বশ্যমুদ্রা, উন্মাদনমুদ্রা, মহাঙ্কুশমুদ্রা, খেচরীমুদ্রা, বীজমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা। (দ্রঃ আলোচ্যগ্রন্থ ১।১৯৯-২০০)।

সিদ্ধ্যষ্টকান্বিতাঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অণিমাদিমহাবিভূতিযুক্তা। মহাবিভূতি মানে সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য। ভাস্কররায়ও এই প্রসঙ্গে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কথাই বলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ১/১৬৬-১৬৯ শ্লোকগুলিতে অণিমা লঘিমা মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব প্রাকাম্য ভুক্তি ইচ্ছা প্রাপ্তি ও সর্বকামা এই দশ সিদ্ধির নাম করা হয়েছে। কাজেই, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বলতে উক্ত তালিকার অণিমা থেকে ইচ্ছাসিদ্ধি পর্যন্ত বুঝাচ্ছে।

বিদ্যানন্দ আলোচ্য পদের অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সিদ্ধি বলতে অণিমাদি দশ সিদ্ধি আর অষ্টকা বলতে ব্রহ্মাণী-আদি অষ্ট মাতৃকা বুঝান হয়েছে। অষ্ট মাতৃকা—ব্রহ্মাণী মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী। (দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থ ১/১৬৯-১৭১)।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অতঃ প্রধানবিদ্যেয়ং ত্রিপুরা পরমেশ্বরী[1]।
নৈতস্যাঃ সদৃশী কাচিদ্ বিদ্যা দেবেশি বিদ্যতে ॥৬৮॥

এই পরমেশ্বরী ত্রিপুরা প্রধানবিদ্যা। অতএব, দেবেশী, এঁর তুল্য কোনো বিদ্যা নেই। ৬৮

প্রধানবিদ্যা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সমস্ত বিদ্যার মধ্যে প্রধানা। ভাস্কররায় অর্থ করেছেন এই তন্ত্রে উদ্ধৃত সব বিদ্যার মধ্যে প্রধানা।

নৈতস্যাঃ সদৃশী বিদ্যা—বিদ্যানন্দের মতে এর অর্থ, ইনি সমস্ত বিদ্যা তথা মন্ত্রের প্রসবভূ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলে এঁর তুল্য অন্য কোনো বিদ্যা আর নেই।

এতামেব পুরাঽঽরাধ্য বিদ্যাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্[2]।
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপমকার্ষীদ্ ভগবান্ হরিঃ ॥৬৯॥
কামদেবোঽপি দেবেশি মহাত্রিপুরসুন্দরীম্।
সমারাধ্যাভবল্লোকে সর্বসৌভাগ্যসুন্দরঃ ॥৭০॥

পুরাকালে এই ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যার আরাধনা ক'রেই ভগবান্ হরি ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ধারণ করেছিলেন। ৬৯

দেবেশী, কামদেবও মহাত্রিপুরসুন্দরীর আরাধনা ক'রেই ত্রিলোকে সর্বসৌভাগ্যসুন্দর হয়েছিলেন। ৭০

ময়াঽপ্যেতদ্ব্রতস্থেন ক্রিয়তেঽদ্যাপি সুব্রতে।
জপস্ত্রিসন্ধ্যাঁমেতস্যাস্তদেতৎপদসিদ্ধয়ে ॥৭১॥

সুব্রতা, এই ব্রতস্থ আমিও এতৎপদপ্রাপ্তির জন্য ত্রিসন্ধ্যা এর অর্থাৎ এই বিদ্যার জপ করি।৭১

ময়াঽপি—আমিও। ভাস্কররায়ের মতে এর তাৎপর্য হল কর্মপাশমুক্ত আমিও অর্থাৎ শিবও।

এতদ্ব্রতস্থেন—শিবানন্দ এতদ্ব্রতস্থ অর্থ করেছেন এই বিদ্যাভজনোপায়-পদবীপ্রবিষ্ট; তা দ্বারা।

ভাস্কররায় এতদ্ব্রতস্থ অর্থ করেছেন প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান স্নানাদিনিয়মযুক্ত; তা দ্বারা।

১। পরমেশ্বরি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ত্রিপুরভৈরবীম্, ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। জপ্যং ত্রিসন্ধ্য ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ত্রিসন্ধ্যং—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন সন্ধ্যাবন্দনা নামক কর্মত্রয়কালে।

তদেতৎপদাসিদ্ধয়ে—ভাস্কররায়ের মতে তদ্ মানে ব্রহ্মরূপ, এতৎপদ মানে মদাভিন্ন অর্থাৎ শিবাভিন্ন স্থান, তার সিদ্ধয়ে মানে প্রাপ্তির জন্য। তা হলে দাঁড়াল ব্রহ্মরূপ শিবাভিন্ন স্থান প্রাপ্তির জন্য।

ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছেন কর্মপাশবিনির্মুক্ত স্বয়ং শিবও যখন জপযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করেন তখন কর্মপাশবদ্ধ লোকের এইরূপ ব্রতগ্রহণ ক'রে জপের সহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম যাবজ্জীবন করা কর্তব্য।

মধ্যপ্রপূজনাদ্দেবি বাক্‌পতির্জায়তে নরঃ[১]।
তথৈবাপরকন্দর্পো বাহ্যমধ্যান্তপূজনাৎ[২] ॥৭২॥
সর্বেণ সর্বদা সর্বদেবীযুক্তেন পার্বতি।
সাধয়েৎ খেচরীং সিদ্ধিং[৩]মণিমাদিগুণান্বিতাম্ ॥৭৩॥

ইতি নিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য[৪] চতুর্থঃ পটলঃ ॥৪॥

দেবী, মধ্যপূজার ফলে পূজাকারী ব্যক্তি বাক্‌পতি হয়। তেমনি বাহ্যমধ্যান্তপূজার ফলে দ্বিতীয় কন্দর্প হয়। ৭২

পার্বতী, সর্বদেবীযুক্ত পূর্ণচক্রের দ্বারা সর্বদা সাধক অণিমাদি গুণান্বিতা খেচরীসিদ্ধির সাধনা করবে। ৭৩

নিত্যাষোড়শিকার্ণবের চতুর্থ পটল সমাপ্ত।৪।

মধ্যপ্রপূজনাৎ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন, মহাচক্রের মধ্যখানে মধ্যত্র্যশ্র অর্থাৎ মধ্যত্রিকোণ, তার পূজার ফলে।

ভাস্কররায় এখানে মধ্যশব্দের অর্থ করেছেন নবযোনিচক্র। তার পূজার ফলে।

বাহ্যমধ্যান্তপূজনাৎ—শিবানন্দ বাহ্যশব্দের অর্থ করেছেন অষ্টার অর্থাৎ অষ্টকোণ আর মধ্যশব্দের অর্থ করেছেন অন্তস্থ ত্র্যশ্র অর্থাৎ মধ্যত্রিকোণ। তিনি মধ্যান্তরার্চনাৎ এই পাঠ ধ'রে অর্থ করেছেন তৎতৎস্থানান্তর অর্চনার ফলে।

ভাস্কররায় বাহ্যমধ্যপদের অর্থ করেছেন চতুর্দশার থেকে বিন্দু পর্যন্ত। তিনি বলেছেন এখানে অন্তশব্দ অবাধসূচক। বাহ্য থেকে মধ্য পর্যন্ত এই হল সহজ অর্থ।

১। অপরঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। বাহ্যমধ্যান্তরার্চনাৎ ইতি পাঠন্তরং তত্রৈব।
৩। খেচরীসিদ্ধি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। ষোড়শিকার্ণবে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সর্বেণ—শিবানন্দ সর্বশব্দের অর্থ করেছেন পূর্ণচক্র ; তা দ্বারা।

লক্ষণীয় আলোচ্য শ্লোকদুটিতে মধ্যচক্রপূজা, বাহ্যমধ্যচক্রপূজা এবং সর্বচক্র-পূজা বা পূর্ণচক্রপূজা এই ত্রিবিধ পূজার এবং তার ত্রিবিধ ফলের কথা বলা হয়েছে।

সর্বদা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন সব পূজাকালে।

সর্বদেবীযুক্তেন—শিবানন্দ সর্বদেবীযুক্ত অর্থ করেছেন অণিমাদিসিদ্ধি ইত্যাদি মহাদেবতান্তশক্তিচক্রযুক্ত ; তা দ্বারা।

অণিমাদিগুণান্বিতাম্—শিবানন্দ অণিমাদিগুণান্বিতা অর্থ করেছেন অণিমাদি অষ্ট মহাবিভূতিযুক্তা।

———

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

সর্বমেতৎ ত্বয়া প্রোক্তং ত্রিপুরাজ্ঞানমুত্তমম্ ।
কামতত্ত্ববিধিজ্ঞানং মোক্ষতত্ত্বপদাবধি ॥ ১ ॥
ইদানীং জপহোমানাং বিধানং বদ শঙ্কর ।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ মন্দভাগ্যোঽপি সিধ্যতি ॥ ২ ॥

শ্রীদেবী বললেন

মোক্ষতত্ত্বপদাবধি কামতত্ত্ববিধিজ্ঞান এইসব ত্রিপুরাবিষয়ক উত্তম জ্ঞান তুমি বলেছ। ১

শঙ্কর, এবার জপ ও হোমের বিধান বল। যা অনুষ্ঠিত হওয়ামাত্র তা দ্বারা মন্দভাগ্য ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করে। ২

ত্রিপুরাজ্ঞানং—ত্রিপুরাবিষয়ক জ্ঞান।

কামতত্ত্ববিধিজ্ঞানং—শিবানন্দ অর্থ করেছেন কামতত্ত্ব-প্রকার-অনুবন্ধী জ্ঞান; তা শক্তির উন্মেষবিশেষ।

বিদ্যানন্দ উক্ত পদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন কামঃ মানে পরমশিব, তাঁর তত্ত্বং মানে বিমর্শরূপপরমেশ্বরীস্বরূপ; একে বলা হয় কামকলা। বিধিঃ মানে সকলনিষ্কলভাবে তার বিনিয়োগপ্রকার। জ্ঞানং মানে তার অবগতি। বিদ্যানন্দ আলোচ্য পদের অন্য অর্থ করেছেন, কামরাজ-বীজসাধন, অথবা তা দ্বারা বশীকরণাদিকরণ।

ভাস্কররায় উক্তপদের অর্থ এইভাবে করেছেন, কামঃ মানে পরশিব তাঁর তত্ত্বং মানে বাস্তবস্বরূপ, তার বিধিঃ মানে প্রকার, তার জ্ঞানং মানে তা উপপত্তি-যুক্ত এই জ্ঞান। অথবা কাম ত্রিবর্গের উপলক্ষণ। তা হলে অর্থ হবে ত্রিবর্গের প্রকারজ্ঞান।

মোক্ষতত্ত্বপদাবধি—শিবানন্দ অর্থ করেছেন মোক্ষের তত্ত্ব মানে মোক্ষের ভাব, তাই পদ, তদবধি। যখন মোক্ষভাবপদ মোক্ষস্বভাবে পর্যবসিত হয় তদবধি কামতত্ত্ববিধিজ্ঞান কথিত হয়েছে, এই ভাবে পূর্বের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, মোক্ষাত্মক তত্ত্ব মোক্ষতত্ত্ব, তার ভাব ব্রহ্মভাব, তাই পদ, তদবধি। তাঁর মতে প্রথম শ্লোকের অর্থ শিব কর্তৃক চতুর্বিধ-পুরুষার্থসাধনজ্ঞান কথিত হয়েছে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

বিধানং—শিবানন্দ বিধানপদের অর্থ করেছেন প্রকার।

মন্দভাগ্যঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন অকিঞ্চন।

ভাস্কররায় অর্থ করেছেন দৈবহীন।

সিধ্যতি—এই পদের ব্যাখ্যায় শিবানন্দ বলেছেন পরভৈরবদেবতাবৎ সাধক এই দেহেই সমস্তবিভূতিভাজন হয়। ভাস্কররায় উক্ত পদের অর্থ করেছেন, সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

ঈশ্বর[1] উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ত্রিপুরামন্ত্রসাধনম্।
জপহোমবিধানং চ[2] সমীহিতফলপ্রদম্ ॥৩॥

ঈশ্বর বললেন

দেবী, ত্রিপুরামন্ত্রসাধন এবং ঈপ্সিতফলপ্রদ জপহোমবিধান বলছি, শোন। ৩

জপ ও হোম মন্ত্রসাধনের অঙ্গ। ভাস্কররায় আলোচ্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন মন্ত্রসাধনে দুটি উপায় লক্ষিত হয়, ১ যাবজ্জীবন নিয়ত জপ, ২ পুরশ্চরণ। ঐহিক কাম্যপ্রয়োগে পুরশ্চরণ ছাড়া অধিকার হয় না। কিন্তু আমুষ্মিকমাত্র বিষয়ে পুরশ্চরণ ছাড়াও নিত্যজপের দ্বারা কর্ম নির্বাহ হয়।

চক্রমভ্যর্চ্য সকলং বিধিবৎ[3] পরমেশ্বরি।
মধ্যং বা কেবলং দেবি বাহ্যমধ্যগতং চ বা ॥ ৪ ॥
তদগ্রসংস্থিতো মন্ত্রী সহস্রং যদি বা জপেৎ।
ব্রতস্থঃ পরমেশানি ততোঽনন্তফলং লভেৎ ॥৫॥

পরমেশ্বরী, সকল অর্থাৎ পূর্ণচক্রের যথাবিধি পূজা ক'রে অথবা কেবল মধ্য কিংবা কেবল বাহ্যমধ্যগত চক্রের পূজা ক'রে ব্রতস্থ মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তদগ্রসংস্থিত হয়ে সহস্র জপও করে তা হলে, ওগো পরমেশানী, সে অনন্তফল লাভ করে।৫

বিধিবৎ—যথাবিধি। শিবানন্দ অর্থ করেছেন 'প্রচোদিতক্রমেণ' অর্থাৎ প্রতিপাদিতক্রমে।

১। শ্রীভৈরব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। তু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। বিধিবৎ সকলং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সকলং—শিবানন্দ সকলশব্দের অর্থ করেছেন পূর্ণ। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক।

মধ্যং—শিবানন্দ মধ্য অর্থ করেছেন মধ্যত্র্যস্র অর্থাৎ মধ্যত্রিকোণ। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন নবযোনিচতুরস্রান্ত সৃষ্টিচক্র অথবা সংহারাত্মক মধ্যচক্র।

বাহ্যমধ্যগতং—শিবানন্দ বাহ্যমধ্যগত অর্থ করেছেন অষ্টারসহ মধ্য-ত্রিকোণ। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন, নবযোনিদশারদ্বয়—চতুর্দশার—চতুরস্রান্ত স্থিতিচক্র।

তদগ্রসংস্থিতঃ—তদভিমুখে উপবিষ্ট।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যানন্দ বলেছেন, সৃষ্টিচক্র স্থিতিচক্র ও সংহারচক্র এইভাবে ত্রিধা বিভক্ত চক্রের কোনো একটি চক্রের যথাবিধি পূজা ক'রে তার অগ্রসংস্থিত হতে হবে।

সহস্রং যদি বা জপেৎ—এর ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন পুরশ্চরণকাম ব্রতস্থ মন্ত্রী যদি লক্ষজপ করতে না পেরে সহস্র জপও করেন।

ব্রতস্থঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন ইন্দ্রিয়জয়োদ্যত। বিদ্যানন্দ অর্থ করেছেন ব্রহ্মচর্যাদিসংযুক্ত।

ব্রতস্থঃ পরমেশানি ততোঽনন্তফলং লভেৎ—এই শ্লোকার্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বিদ্যানন্দ বলেছেন রাষ্ট্রভ্রংশ অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব, দেহপীড়া ইত্যাদি কারণে কখনও জপসংখ্যা হ্রাস করব না, এই সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে জপ করতে হবে। যাবজ্জীবন এই জপ বিধি। তা হলে অনন্তফল লাভ হয়।

ধ্যাত্বা বা হৃদ্‌গতং চক্রং তত্রস্থাং পরমেশ্বরীম্।
পূর্বোক্তধ্যানযোগেন সঞ্চিন্ত্য জপমারভেৎ ॥ ৬ ॥

অথবা হৃদ্‌গত চক্রের ধ্যান ক'রে সেই চক্রস্থিতা পরমেশ্বরীকে পূর্বোক্ত ধ্যানযোগে চিন্তা ক'রে জপ আরম্ভ করবে। ৬

ধ্যাত্বা হৃদ্‌গতং চক্রং—হৃদয়কমলাভ্যন্তরে চক্রের ধ্যান করবে। শিবানন্দ ধ্যাত্বাপদের অর্থ করেছেন ভাবনা ক'রে ও পূজা ক'রে। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বাহ্য-চক্রপূজা ত্যাগ ক'রে হৃদয়কমলমধ্যে চক্রের ভাবনা ও পূজা করতে হবে।

এ সম্পর্কে বিদ্যানন্দের অভিমত, সাধক যদি কোনো কারণে বাহ্যচক্র রচনা ক'রে পরমেশ্বরীর আরাধনা করতে অসমর্থ হন তা হলেই তিনি হৃদয়কমলমধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারে এই চক্রের চিন্তা করবেন। তা ছাড়া, তিনি এই চক্রের পূজার কথা বলেন নি, উক্ত চক্রস্থা পরমেশ্বরীর পূজার কথা বলেছেন। অবশ্য, তত্ত্ব-দৃষ্টিতে উভয়মতে ভেদ নেই। কেননা, শ্রীচক্র পরমেশ্বরীরই রূপ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

পূর্বোক্তধ্যানযোগেন—'ততঃ পদ্মনিভাং' ইত্যাদি (১/১৩৮) শ্লোক দিয়ে আরম্ভ ক'রে যে-ধ্যান বিবৃত হয়েছে, সেই ধ্যানযোগে অর্থাৎ সেই ধ্যানোক্তরূপে।

সঞ্চিন্ত্য—বিদ্যানন্দ এর তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন পরমশিবসমরসীকৃতা পরমেশ্বরীর সহিত আত্মৈক্য চিন্তা করতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বিদ্যানন্দ হৃদয়কমলাভ্যন্তরে চিন্তিত চক্রস্থা পরমেশ্বরীর পূজার কথা বলেছেন। তাঁর মতে সপরিবারা দেবীকে আকাশাদি-ক্ষিতি-অন্ত পঞ্চভূতসম্ভব গন্ধাদিনৈবেদ্যান্ত পঞ্চোপচারের দ্বারা স্বাভাবিক শব্দাদি দ্বারা পূজা করে পরমামৃত-কলা দ্বারা তাঁর তৃপ্তিবিধান করতে হবে। বলা বাহুল্য এই সবই মানস ব্যাপার।

নিগদেনোপাংশুনা বা মানসেনাপি সুব্রতে।
পূর্বোক্তন্যাসসংযুক্তো মুদ্রাসন্নদ্ধবিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

সুব্রতা, পূর্বোক্তন্যাসসংযুক্তো ও মুদ্রাসন্নদ্ধদেহ হয়ে ব্যক্তোচ্চারণকৃত অর্থাৎ বাচিক, উপাংশু বা মানস জপ করতে হবে। ৭

নিগদেন—শিবানন্দ নিগদশব্দের অর্থ করেছেন ব্যক্ত উচ্চারণ, তা দ্বারা।

উপাংশুনা—ভাস্কররায় উপাংশুশব্দের অর্থ করেছেন স্বকর্ণমাত্রগোচর, তা দ্বারা।

মানসেন—শিবানন্দ মানসশব্দের অর্থ করেছেন স্মৃতিমাত্র; ভাস্কররায় অর্থ করেছেন মনে মনে উচ্চারিত অক্ষর; তা দ্বারা।

পূর্বোক্তন্যাসসংযুক্তঃ—পূর্বোক্ত ন্যাস বলতে বুঝাচ্ছে ১/১৩৪-১৩৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে বিবৃত করশুদ্ধিন্যাস থেকে বশিন্যাদিন্যাস পর্যন্ত সব ন্যাস; তা দ্বারা যুক্ত।

মুদ্রাসন্নদ্ধবিগ্রহঃ—শিবানন্দ এর অর্থ করেছেন যোনিমুদ্রাবন্ধের দ্বারা কবচিতস্বদেহ। ভাস্কররায় বলেছেন এই যোনিমুদ্রার বিষয় একমাত্র গুরুমুখে অবগত হতে হয়।

মুক্তফলামলমণি[১]স্ফীতবৈদূর্যসম্ভবাম্[২]।
পুত্রজীবকপদ্মাক্ষরুদ্রাক্ষস্ফটিকোদ্ভবাম্ ॥ ৮ ॥
প্রবালপদ্মরাগাদিরক্তচন্দননির্মিতাম্।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরমৃগনাভিবিভাবিতাম্[৩] ॥ ৯ ॥

১। মুক্তাহারময়ীং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। স্ফীতবৈদূর্যমণিসম্ভবাম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। বিভূষিতাম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

অক্ষমালাং সমাহৃত্য ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ।
লক্ষমেকং[১] জপেদ্ দেবি মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

মুক্তাফল-অমলমণি-স্ফীতবৈদূর্যগ্রথিত মালা, পুত্রজীবক-পদ্মাক্ষ-রুদ্রাক্ষ-স্ফটিকগ্রথিত মালা; প্রবাল-পদ্মরাগাদি-রক্তচন্দনগ্রথিত মালা। কুঙ্কুম-অগুরু-কর্পূর-মৃগনাভিবিলেপিত এমনি মালা অথবা অক্ষমালা গ্রহণ ক'রে ত্রিপুরীকৃতদেহ হয়ে, ওগো দেবী, এক লক্ষ জপ করলে সাধক সর্বপাপমুক্ত হবে। ৮-১০

মুক্তাফলং—মুক্তাফল মানে মুক্তা।

স্ফীতবৈদূর্যং—স্ফীত মানে নির্মল আর বৈদূর্য মানে কৃষ্ণপীতবর্ণ (বিড়াল-নেত্রতুল্যবর্ণ) মণিবিশেষ।

পুত্রজীবকঃ—জিয়াপুতা; এখানে জিয়াপুতার বীজ।

পদ্মাক্ষং—পদ্মাক্ষ মানে পদ্মবীজ।

পদ্মরাগাদি—ভাস্কররায়ের মতে পদ্মরাগাদিপদের দ্বারা মাণিক্যহীরকাদি সূচিত হয়েছে।

মুক্তাফলাদিগ্রথিত মালা সম্পর্কে ভাস্কররায় মন্তব্য করেছেন এরূপ এক এক প্রকারের মালায় জপ করলে এক এক প্রকার ফল হয়। যেমন, মুক্তাফলের মালায় জপ করলে সাম্রাজ্যলাভ হয়। রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করলে সর্বসমৃদ্ধি ও মোক্ষলাভ হয়। ইত্যাদি।

কুঙ্কুমাগুরু……বিভাবিতাম্—এর ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন কুঙ্কুমাদি দ্বারা বিভাবন মালাসংস্কারের উপলক্ষণ।

অক্ষমালাং—অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা।

ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ—পূর্বোক্ত ন্যাসের দ্বারা আত্মদেহ ত্রিপুরীকৃত অর্থাৎ আত্মদেহকে ত্রিপুরাবিগ্রহ করেছেন এমন।

লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি।
নাশয়েৎ ত্রিপুরা দেবী সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
জপ্ত্বা লক্ষত্রয়ং মন্ত্রী যন্ত্রিতো মন্ত্রবিগ্রহঃ।
পাতকং নাশয়েদাশু যদি জন্মসহস্রগম্[২] ॥ ১২ ॥

১। লক্ষমাত্রং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। সপ্তজন্মসহস্রজম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

জপ্ত্বা বিদ্যাং চতুর্লক্ষং মহাবাগীশ্বরো ভবেৎ।
পঞ্চলক্ষাদ্দরিদ্রোঽপি[1] সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ[2] ॥ ১৩ ॥
জপ্ত্বা ষড়্লক্ষমেতস্যা মহাবিদ্যাধরেশ্বরঃ।
জপ্ত্বৈব সপ্ত লক্ষাণি খেচরীমেলকো ভবেৎ[3] ॥ ১৪ ॥
অষ্টলক্ষপ্রমাণং চ[4] জপ্ত্বা বিদ্যাং মহেশ্বরি।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশো জায়তে দেবপূজিতঃ ॥ ১৫ ॥
নবলক্ষপ্রমাণং তু জপ্ত্বা ত্রিপুরসুন্দরীম্।
বিধিবজ্জায়তে মন্ত্রী রুদ্রমূর্তিরিবাপরঃ ॥ ১৬ ॥
কর্তা হর্তা স্বয়ং গৌরি লোকেঽপ্রতিহতপ্রভঃ।
প্রসন্নো মুদিতো ধীরঃ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

দুই লক্ষ জপ করলে দেবী ত্রিপুরা সাধকের সপ্তজন্মকৃত পাপসমূহও নাশ করেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।১১

তিন লক্ষ জপ ক'রে গৃহীতমন্ত্র সাধক যন্ত্রিত ও মন্ত্রবিগ্রহ হয়ে সহস্রজন্মগত পাপ হলেও তা আশু নাশ করে।১২

চারলক্ষ বিদ্যাজপ ক'রে সাধক মহাবাগীশ্বর হয়। পাঁচ লক্ষ জপ করলে দরিদ্রও সাক্ষাৎ কুবের হয়। ১৩

এই বিদ্যার ছ লক্ষ জপ করলে সাধক মহাবিদ্যাধরেশ্বর হয়। সাত লক্ষ জপ ক'রে খেচরীমেলক হয়।১৪

মহেশ্বরী, বিদ্যার আট লক্ষ অবধি জপ ক'রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর ও দেবপূজিত হয়।১৫

যথাবিধি ত্রিপুরসুন্দরীর নয় লক্ষ জপ ক'রে গৃহীতমন্ত্র সাধক দ্বিতীয় রুদ্রমূর্তি হয়ে যায়।১৬

গৌরী, এরূপ সাধক স্বয়ং কর্তা ও হর্তা হয়। সংসারে সে অপ্রতিহতপ্রভাব, প্রসন্ন, মুদিত, ধীর, স্বচ্ছন্দগতি ও ঈশ্বর হয়।১৭

যন্ত্রিতঃ ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন যন্ত্রাত্মকশরীরবান্।

মন্ত্রবিগ্রহঃ—মন্ত্রকলেবর।

১। পঞ্চলক্ষাচ্চাদরিদ্রঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
২। সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণায়তে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। খেচরীমেলকং ব্রজেৎ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

যন্ত্রিত ও মন্ত্রবিগ্রহ কথার সহজ অর্থ তিন লক্ষ জপ করলে সাধকের দেহই যন্ত্র-মন্ত্রময় হয়ে যায়।

খেচরীমেলকঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন খেচরীদের অর্থাৎ যোগিনীদের মেলক অর্থাৎ একীকরণসমর্থ।

ত্রিপুরসুন্দরীম্—ত্রিপুরসুন্দরী মানে শ্রীবিদ্যা।

রুদ্রমূর্তিরিবাপরঃ - শিবানন্দের মতে এর অর্থ শাপানুগ্রহক্ষম মহাযোগী হন। ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ রুদ্রত্বপ্রাপ্ত হন।

কর্তা শিবানন্দের মতে এর অর্থ অনুগ্রহবিধিতে শ্রী-আদিসংযোজন-সমর্থ।

হর্তা—শিবানন্দ অর্থ করেছেন নিগ্রহবিধিতে শ্রী-আদিসংহরণসমর্থ।

স্বয়ং—শিবানন্দের মতে এখানে অর্থ সিদ্ধমন্ত্র সাধক।

প্রসন্নঃ—শিবানন্দ অর্থ করেছেন প্রশান্তমায়াকালুষ্য অর্থাৎ মায়াকালুষ্য প্রশমিত করেছেন এমন।

মুদিতঃ—শিবানন্দের মতে এর অর্থ প্রত্যভিজ্ঞাতশঙ্করাত্মস্বভাব—অনুত্তরানন্দচমৎকার অর্থাৎ আপন শিবস্বভাব প্রত্যভিজ্ঞার ফলে যাঁর অনুত্তরানন্দচমৎকার হয়েছে, এমন।

নিগদেন তু[১] যজ্জপ্তং[২] লক্ষং চোপাংশুনা সমম্[৩]।
মানসেন মহেশানি কোটিজাপ্য[৪]ফলং ভবেৎ ॥১৮॥

মহেশানী, উচ্চস্বরে লক্ষজপের সমান এক উপাংশু জপ আর এক মানস জপের দ্বারা কোটি উপাংশু জপের ফল লাভ হয়।১৮

যত্র বা কুত্রচিদ্দেশে লিঙ্গং বৈ পশ্চিমামুখম্।
স্বয়ম্ভু বাণলিঙ্গং বা ইতরদ্বাঽপি সুব্রতে ॥১৯॥
তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং ত্রিপুরীকৃতবিগ্রহঃ।
ততো ভবতি দেবেশি ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকঃ[৫] ॥২০॥

সুব্রতা, যে-কোনো স্থানে যেখানে পশ্চিমাভিমুখ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বাণলিঙ্গ বা ইতরলিঙ্গ বিরাজমান সেখানে অবস্থান ক'রে ত্রিপুরীকৃত-

১। যদা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। জপ্তং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। কৃতম্ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। কোটিজপ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৫। ত্রৈলোক্যক্ষোভকো নরঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

দেহ হয়ে এক লক্ষ জপ করতে হবে। তা হলে, ওগো দেবেশী, সাধক ত্রৈলোক্যক্ষোভকারক হবে।১৯-২০

যত্র বা কুত্রচিৎ—শিবানন্দের মতে এর তাৎপর্য মেধ্যামেধ্য বিচার না ক'রে।

পশ্চিমামুখম্--বিদ্যানন্দ পশ্চিমামুখ অর্থ করেছেন পশ্চিমাভিমুখ। এটি বাহ্য স্থানে অবস্থিত লিঙ্গ সম্পর্কিত অর্থ।

অভ্যন্তরে স্থিত লিঙ্গ সম্পর্কে এই পদের অর্থ করা হয়েছে ঊর্ধ্বে স্ফুরচ্ছক্তি অর্থাৎ ঊর্ধ্বে স্ফুরণশীলা শক্তিযুক্ত।

স্বয়ম্ভু—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দ্বিবিধ। আভ্যন্তর স্বয়ম্ভুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দের অভিমত, এই শরীরে মূলাধারে পশ্চিমাভিমুখ স্বয়ম্ভুনামক জ্যোতির্লিঙ্গ স্ফুরিত হচ্ছেন। বাহ্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে পূজিত লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র পর্বত বা পর্বতশৃঙ্গ অথবা স্তম্ভ বা স্তূপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড।"

বাণলিঙ্গং—বাণলিঙ্গ বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। আভ্যন্তর বাণলিঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ বলেছেন হৃদয়কমলে অর্থাৎ অনাহতচক্রে উপলক্ষিত বাণ নামক জ্যোতির্লিঙ্গ উদ্ভাসিত। বাহ্য বাণলিঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "নর্মদা-তীরপ্রাপ্ত শিলাময় শিবলিঙ্গ" বাণলিঙ্গ।

ইতরৎ—ইতরলিঙ্গ। এটিও বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। ইতরলিঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ মন্তব্য করেছেন ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ইতর নামক জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত. তিনি বাহ্য ইতরলিঙ্গ অর্থ করেছেন পর্বতলিঙ্গ।

এবং জপং[১] যথাশক্তি কৃত্বাঽঽদৌ সাধকোত্তমঃ।
হোমং কুর্যাদ্দশাংশেন কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ॥২১॥

সাধকোত্তম প্রথমে যথাশক্তি এই প্রকারে জপ ক'রে তার পর পলাশফুল দিয়ে জপসংখ্যার দশাংশ সম্যক্ হোম করবে। ২১

কৃত্বা—ক'রে। ভাস্কররায় বলেন কৃত্বা এই পদের দ্বারা এই হোম যে জপের অঙ্গ তাই সূচিত হয়েছে।

কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ—ব্রহ্মবৃক্ষ মানে পলাশ। তা হলে অর্থ দাঁড়াল পলাশফুল দিয়ে।

১। জপ্যং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

কুসুম্ভকুসুমৈর্বাঽপি ত্রিমধ্বক্তৈর্যথাবিধি।
ততো ভবতি বিদ্যেয়ং মহাবিঘ্নৌঘঘাতিকা[১] ॥২২॥
সর্বকামপ্রদা দেবি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।

অথবা ত্রিমধুসিক্ত কুসুম্ভ কুসুম দিয়ে যথাবিধি হোম করতে হবে। তা হলে এই বিদ্যা মহাবিঘ্নসমূহ নাশকারিণী হবে, হবে সর্বকামপ্রদা ও ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।২২-২৩

ত্রিমধ্বক্তৈঃ—শিবানন্দ ত্রিমধু শব্দের অর্থ করেছেন শর্করা ঘৃত ও মধু। তা দ্বারা সিক্ত ; তা দ্বারা।

ভাস্কররায়ের মতে ত্রিমধ্বক্তৈঃ পূর্বোক্ত 'কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ' পদের সঙ্গেও অন্বিত হবে।

মহাবিঘ্নৌঘঘাতিকা—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাস্কররায় বলেছেন বহুদিনসাধ্য জপে নানা বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। সেই সব বিঘ্ন পরিহার করার উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ ক'রে তার দশাংশ হোম করতে হবে। তার পর আবার মূল জপের অবশিষ্ট জপ সম্পন্ন করতে হবে।

যোনিকুণ্ডে ভগাকারে[২] বর্তুলে বাঽর্ধচন্দ্রকে ॥২৩॥
নবত্রিকোণকুণ্ডে বা চতুরশ্রেঽষ্টপত্রকে।
যোনিকুণ্ডে ভবেদ্‌বাগ্মী ভগে চাঽঽকৃষ্টিরুত্তমা ॥২৪॥
বর্তুলে তু ভবেল্লক্ষ্মীরর্ধচন্দ্রে ত্রয়ং ভবেৎ।
নবত্রিকোণকুণ্ডে তু খেচরত্বং প্রজায়তে[৩] ॥২৫॥
চতুরশ্রে ভবোচ্ছান্তির্লক্ষ্মীঃ পুষ্টিররোগতা।
পদ্মাক্ষে[৪] সর্বসম্পত্তিরচিরাদেব জায়তে ॥২৬॥
অষ্টকোণে তু সুভগে সমীহিতফলং ভবেৎ।

যোনিকুণ্ডে বা অশ্বত্থপত্রাকার কুণ্ডে বা বর্তুলাকার কুণ্ডে বা অর্ধ-চন্দ্রাকার কুণ্ডে বা নবত্রিকোণকুণ্ডে বা চতুরশ্রকুণ্ডে বা অষ্টপত্রাকার কুণ্ডে অথবা অষ্টকোণ কুণ্ডে হোম করতে হবে। যোনিকুণ্ডে হোম করলে

১। ঘাতকী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ভগাক্ষে বা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। প্রপদ্যতে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। পদ্মাভে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সাধক বাগ্মী হবে; অশ্বত্থপত্রাকার কুণ্ডে হোম করলে উত্তম আকর্ষণ-শক্তি লাভ করবে; বর্তুলাকার কুণ্ডে হোম করলে লক্ষ্মীবান্ হবে; অর্ধচন্দ্রাকার কুণ্ডে হোম করলে উক্ত ত্রিবিধ ফল লাভ করবে। নব-ত্রিকোণ কুণ্ডে হোম করলে খেচরত্ব লাভ হবে; চতুরশ্রকুণ্ডে হোম করলে শান্তি লক্ষ্মী ও অরোগতা উপজাত হবে; অষ্টদলাকার কুণ্ডে হোম করলে অচিরে সর্বসম্পত্তি লাভ হবে আর অষ্টকোণ কুণ্ডে হোম করলে, ওগো সুভগা, অভীষ্টফল লাভ হবে।২৩-২৭

যোনিকুণ্ডে - ভাস্কররায় যোনিকুণ্ড শব্দের অর্থ করেছেন ত্রিকোণ।

ভগাকারে—ভাস্কররায়ের মতে ভগাকার মানে অশ্বত্থপত্রাকার।

অষ্টপত্রকে—এই পদের ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন এ দ্বারা অষ্টপত্র এবং অষ্টকোণ এই দুই কুণ্ড বুঝান হয়েছে।

ভগে—অশ্বত্থপত্রাকার কুণ্ডে।

সমীহিতফলং—সমীহিতফল মনে অভীষ্টফল।

মল্লিকামালতীজাতিপুষ্পৈরাজ্যমধুপ্লুতৈঃ[১] ॥২৭॥
হুতৈর্ভবতি বাগীশো মূকোঽপি পরমেশ্বরি।

পরমেশ্বরী, মল্লিকা-মালতী-জাতিপুষ্প ঘৃতমধুলিপ্ত ক'রে তা দিয়ে হোম করলে মূকও বাচস্পতি হয়।২৭-২৮

জাতি—চামেলী।

বাগীশঃ—বাচস্পতি।

করবীরজপাপুষ্পাণ্যাজ্যযুক্তানি পার্বতি ॥২৮॥
হুত্বাঽঽকর্ষয়তে মন্ত্রী স্বর্ভূপাতালযোষিতঃ।
চন্দ্রং কস্তূরিকামিশ্রং[২] হুত্বা কুন্দ্মমীশ্বরি ॥২৯॥
ততঃ কন্দর্পসৌভাগ্যোল্লাসসামর্থ্যবান্[৩] ভবেৎ।

পার্বতী, ঘৃতযুক্ত করবীফুল ও জবাফুল হোম ক'রে গৃহীতমন্ত্র সাধক স্বর্গমর্ত্যরসাতলের অঙ্গনাদের আকর্ষণ করে।

১। জাতীপুষ্পৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। চন্দ্রকস্তূরিকামিশ্রং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। তত্র কন্দর্পসৌভাগ্যাৎ স সৌভাগ্যাধিকো ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ঈশ্বরী, কস্তুরীমিশ্রিত কর্পূর এবং কুঙ্কুম হোম ক'রে সাধক কন্দর্পের সৌভাগ্যোল্লাসের সামর্থ্য লাভ করে।২৮-৩০

চন্দ্রং—চন্দ্রশব্দের অন্যতম অর্থ কর্পূর।

চম্পকং পাটলাদীনি হুত্বা বৈ[1] শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥৩০॥
শ্রীখণ্ডমগুরুং চাপি[2] কর্পূরং পুরসংযুতম্।
হুত্বাঽমরপুরন্ধ্রীণাং দেবি ক্ষোভকরো[3] ভবেৎ ॥৩১॥

চম্পক পাটলাদি হোম ক'রে সাধক শ্রীলাভ করে। দেবী, গুগ্গুল-যুক্ত চন্দন অগুরু ও কর্পূর হোম ক'রে সে সুরাঙ্গনাদের ক্ষোভকারী হয়।৩০-৩১

পাটলাদীনি—ভাস্কররায় এই পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এ দ্বারা চাম্পেয় কুসুম এবং পাটলাদি ফল বুঝান হয়েছে। চাম্পেয় কুসুম মানে নাগকেশর ফুল। পাটল মানে ব্রীহি।

শ্রীখণ্ডম্—শ্রীখণ্ডশব্দের অর্থ চন্দন।

পুরসংযুতম্—পুরশব্দের অর্থ গুগ্গুল, তদ্যুক্ত।

দাসোঽপি লভতে সদ্যো লক্ষাম্ভোরুহহোমতঃ।
দুর্ভগঃ সুভগো ভূয়াল্লক্ষকহ্লারহোমতঃ ॥৩২॥

লক্ষ অম্ভোরুহ হোম করলে দাসও সদ্য অভীষ্ট লাভ করে। লক্ষ কহ্লার হোম করলে দুর্ভাগা ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান হয়।৩১

দাসোঽপি—এই পদের তাৎপর্য স্বভাবতঃ নিম্নাধিকারী ব্যক্তিও।

লভতে লাভ করে। কি লাভ করে তার উল্লেখ করা হয় নি। প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় অভীষ্ট লাভ করে।

অম্ভোরুহং—ভাস্কররায় অম্ভোরুহশব্দের অর্থ করেছেন সকণ্টকনালযুক্ত কমল।

কহ্লারং—ভাস্কররায় কহ্লারশব্দের অর্থ করেছেন নিষ্কণ্টকনালযুক্ত কমল।

হুত্বা পলং ত্রিমধ্বক্তং কৃত্বা স্মৃত্বা মহেশ্বরীম্।
খেচরো জায়তে দেবি গত্বা রাত্রৌ[4] চতুষ্পথে।৩৩॥

১। অসৌ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
২। বাপি ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। বিক্ষোভকো ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। নক্তং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

রাত্রে চতুষ্পথে গিয়ে মহেশ্বরীকে স্মরণ ক'রে মাংস ।ত্রমধুসিক্ত করতঃ হোম করলে পর সাধক খেচর হয় ।৩৩

তথা দধিমধুক্ষীরমিশ্রাল্লাজান্ মহেশ্বরি ।
হুত্বা ন বাধ্যতে রোগৈঃ কালমৃত্যুযমাদিভিঃ ॥৩৪॥

মহেশ্বরী, তেমনি দধি-মধু-দুগ্ধমিশ্রিত লাজ আহুতি দিলে পর রোগ, কাল, মৃত্যু, যমাদি সাধককে পীড়িত করে না ।৩৪

লাজাম্—লাজশব্দের অর্থ খৈ । ভাস্কররায়ের মতে এখানে লাজ মানে হোমকরণদ্রব্য ।

কালঃ —শিবানন্দ কালশব্দের অর্থ করেছেন অবচ্ছেদক ।

মৃত্যুঃ —শিবানন্দ অর্থ করেছেন মারয়িতা ।

যমাদি—শিবানন্দ যমশব্দের অর্থ করেছেন উপরময়িতা অর্থাৎ নিবৃত্তিকারক বা সমাপ্তিকারক। তাঁর মতে এখানে আদিশব্দের দ্বারা ব্যাধি লক্ষিত হয়েছে । তিনি ব্যাধিশব্দের অর্থ করেছেন যা চিন্তাকর অর্থাৎ চিন্তাপ্রদ । রসমঞ্জরীতে ব্যাধিশব্দের অর্থ ধরা হয়েছে কামব্যথাসন্তাপজন্য কৃশতা । রোগ ও ব্যাধি পর্যায়বাচক । কিন্তু এখানে টীকাকার উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ।

ভাস্কররায় বলেন কাল মৃত্যু যম প্রত্যেক দেবতাবিশেষের রূপ বলে ভিন্ন ।

সমস্তমন্ত্রকল্পোক্তৈর্ধ্যানহোমজপাদিভিঃ ।
প্রযোগাঃ কথিতা দেবি সিধ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩৫॥

দেবী, সমস্ত মন্ত্রের কল্পোক্ত ধ্যানহোমজপা'দিসাধ্য যে-সব প্রয়োগ বলা হল তা সফল হবে, এ বিষয়ে সংশয় নেই ।৩৫

প্রয়োগাঃ —ভাস্কররায়ের মতে এখানে প্রয়োগ মানে কাম্যপ্রয়োগ ।

তত্তন্মন্ত্রাক্ষরস্থানে বিদ্যামেতাং তু বিন্যসেৎ ।
এতস্যাং সাধিতায়াং তু সিদ্ধা স্যান্মাতৃকা যতঃ ॥৩৬॥

সেই সেই মন্ত্রাক্ষরস্থানে এই বিদ্যার বিন্যাস করবে । কেন না, এই বিদ্যা সাধিতা হলেই মাতৃকাসিদ্ধি হয় ।৩৬

তত্তন্মন্ত্রাক্ষরস্থানে বিদ্যামেতাং তু বিন্যসেৎ—এই শ্লোকার্ধের টীকায় ভাস্কররায় বলেছেন, তন্ত্রান্তরে কথিত অন্যমন্ত্রকরণ-প্রয়োগে যেখানে মন্ত্রান্তরের বিনিয়োগ ব্যবস্থা সেসব ক্ষেত্রে সর্বত্র এই পঞ্চদশী বিদ্যার বিনিয়োগ করতে

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

হবে। সহজ কথায়, তন্ত্রান্তরোক্ত মন্ত্র সরিয়ে সেই স্থানে এই মন্ত্র অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োগ করতে হবে।

এতস্যাং সাধিতায়াং তু সিদ্ধা স্যান্মাতৃকা যতঃ—এই শ্লোকার্ধের টীকায় ভাস্কররায় বলেছেন, সব মন্ত্রের প্রকৃতি মাতৃকা অর্থাৎ মাতৃকাক্ষর। শ্রীবিদ্যা আর মাতৃকায় কোনো ভেদ নেই। কাজেই, শ্রীবিদ্যাসিদ্ধি হলে মাতৃকাসিদ্ধি হয়। আর মাতৃকাসিদ্ধি মানে প্রকৃতিভূতনিখিলাক্ষরসিদ্ধি এবং তা হলে যে-কোনো মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। কেননা, সব মন্ত্রই মাতৃকাক্ষরের অন্তর্ভুক্ত।

গুরূপদিষ্টমার্গেণ মাতৃকান্তরিতা ন্যসেৎ।
কর্তব্যং পরমেশানি সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥৩৭॥

পরমেশানী, গুরুর উপদিষ্ট শ্রীবিদ্যাকে মাতৃকাপুটীত ক'রে তার প্রয়োগ করতে হবে। গুরুর আজ্ঞানুসারে সব করলে তা সর্বসিদ্ধি প্রদান করে।৩৭

মাতৃকান্তরিতা—মাতৃকা দ্বারা পুটীকৃতা। এ সম্পর্কে ভাস্কররায় মন্তব্য করেছেন, মাতৃকা দ্বারা সম্পুটীকরণ অনুলোমক্রমে হবে কি অনুলোম প্রতিলোম উভয়ক্রমে হবে তা গুরুমুখে জানতে হবে এবং তাঁর আজ্ঞানুসারে সম্পুটীকরণাদি করতে হবে।

ন ধ্যানং মুখমুদ্রাদিকলানাং পরিকল্পনম্।
ধ্যানং শক্তিসমাবেশাৎ স্বমহৎসামরস্যকম্ ।৩৮॥

মুখাদি অবয়ব ও বরাভয়মুদ্রাদির মানস পরিকল্পন ধ্যান নয়। শক্তিসমাবেশের জন্য যে-ব্রহ্মসামরস্য হয় তাই ধ্যান।৩৮

মুখমুদ্রাদিকলানাং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, "মুখাদীনাং বরাভয়মুদ্রাদীনাং রক্তাদিবর্ণানাং চ কলানামবয়বানাং"—মুখাদির, বরাভয়মুদ্রাদির, রক্তাদিবর্ণের এবং কলাদির মানে অবয়বাদির।

ন ধ্যানং—ভাস্কররায় বলেন এর মানে তাত্ত্বিক ধ্যান নয়। কেননা, এই ধ্যান স্থূল ধ্যান আর মানস পরিকল্পন বলে এটি কৃত্রিম। তবে 'ন ধ্যানং' বলা দ্বারা স্থূল ধ্যানের নিন্দা করা হয় নি। 'নহি নিন্দান্যায়' অনুসারে বাস্তবের প্রশংসাই করা হয়েছে।

শক্তিসমাবেশাৎ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ "স্বশক্তিচক্রোল্লাসাৎ" স্বশক্তিচক্রের উল্লাসহেতু। তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ যখন আণব কার্ম এবং মায়ীয় নামক মলত্রয়রূপ অবিদ্যাবন্ধযুক্ত হন তখন তাঁকে বলা হয় জীব। ব্রহ্মে বিদ্যমান নিখিল শক্তিসমূহ জীবেও বিদ্যমান,

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

তবে জীবে তিরোহিত অবস্থায় বিদ্যমান। শিবসূত্রে এই তিরোধান অপসারণের জন্য আণব শাম্ভব এবং শাক্ত এই ত্রিবিধ উপায় বিবৃত হয়েছে। এর কোনো একটি উপায় অবলম্বনে জীবের স্বনিষ্ঠ শক্তিসমূহের যখন উল্লাস হয় তখন সে ব্রহ্মই হয়। এই স্বনিষ্ঠ শক্তিসমূহের উল্লাসই শক্তিসমাবেশ।

সুমহৎসামরস্যকম্—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ মহৎ থেকে মহীয়ান্ ব্রহ্মের সামরস্য মানে একীভাব। অজ্ঞাতার্থে কপ্রত্যয়।

সংযতেন্দ্রিয়সঞ্চারং প্রোচ্চরেন্নাদমান্তরম্।

এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন চ বাহ্যজপো জপঃ ।৩৯॥

ইন্দ্রিয়সঞ্চার যাতে সংযত হয়েছে এমন যে-আন্তরনাদ তার প্রোচ্চারণ করতে হবে। একেই বলা হয় জপ, বাহ্যজপ জপ নয়।৩৯

সংযতেন্দ্রিয়সঞ্চারং—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, সংযত মানে নিরুদ্ধ হয়েছে, ইন্দ্রিসমূহের অর্থাৎ জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়সমূহের সঞ্চার মানে স্বস্ববিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তি যে-কর্মে তা সংযতেন্দ্রিয়সঞ্চার। এটি নাদের বিশেষণ।

নাদমান্তরম্—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ অন্তরকৃত্রিমতা দ্বারা প্রসৃয়মান নাদ আন্তরনাদ। এটি অনাহত নাদ।

এষ এব জপঃ—এইটিই জপ। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন, সর্ববর্ণের প্রকৃতিভূত নাদের অভ্যাসের দ্বারা যুগপৎ সর্বমন্ত্রের সিদ্ধিজনকত্ব সিদ্ধ।

বাহ্যজপঃ—ভাস্কররায়ের মতে বাহ্যজপ মানে বৈখরীরূপবর্ণানুপূর্বী বিশেষোচ্চারণরূপ জপ।

তাবদগ্নৌ ন হোতব্যং তত্তত্তন্ত্রোদিতং যথা।

যাবদাত্মমহাবহ্নৌ মনঃ পূর্ণাহুতিং হুনেৎ ॥৪০॥

আত্মারূপ মহাবহ্নিতে যে-পর্যন্ত মনের পূর্ণাহুতি দেওয়া না হচ্ছে সে পর্যন্ত সেই সেই তন্ত্রোক্ত হোমদ্রব্য অগ্নিতে হোম করলেও তা হোম হয় না।৪০

আত্মমহাবহ্নৌ—আত্মারূপ মহাবহ্নিতে। এর ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন সর্বভক্ষক বলে আত্মাই অগ্নি।

মনঃপূর্ণাহুতিং—এর ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন. মনই বিশ্বরূপ হবিঃ। কেননা, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনেরই সর্বজগৎকল্পকতা স্বীকৃত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ভাস্কররায়ের মতে আলোচ্য শ্লোকটির এই তাৎপর্য - আত্মাতে মনের আহুতি দিলে পরেই বাহ্যহোমও হোম হয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি হোমের তন্ত্ররাজতন্ত্রোক্ত অর্থ নির্দেশ করেছেন—"হোমো বিশ্ববিকল্পানামাত্মন্যস্তময়ো মতঃ'— হোম হল বিশ্ববিকল্পের আত্মায় অস্তময়তা বা বিলাপন।

স্বসম্বিৎত্রিপুরা দেবী লৌহিত্যং তদ্‌বিমর্শনম্।
পাশাঙ্কুশৌ তদীয়ৌ তু রাগদ্বেষাত্মকৌ স্মৃতৌ ॥৪১॥
শব্দস্পর্শাদয়ো বাণা মনস্তস্যাভবদ্ ধনুঃ।
বিশ্বপ্রতীতজনিকাঃ শক্তয়শ্চ ক্রমেণ যাঃ ॥৪২॥

স্বসম্বিৎই ত্রিপুরা দেবী। তার বিমর্শ লোহিতবর্ণ। রাগ ও দ্বেষকে তার পাশ ও অঙ্কুশ বলা হয়। শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি তার বাণ, মন তার ধনু। বিশ্বপ্রতীতিজনিকা শক্তিরাই যথাক্রমে চতুরস্রাদিবিন্দু-চক্রে বিদ্যমানা জানতে হবে।৪১-৪২

স্বসম্বিৎ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন স্বাত্মা।

দেবী—ভাস্কররায় দেবীশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দ্যোতমানত্বাৎ দেবী অর্থাৎ প্রকাশমানতাহেতু দেবী।

লৌহিত্যং তদ্‌বিমর্শনম্—এর ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন স্বাত্মার অন্য-বিষয়কত্ব না থাকায় তদেকবিষয়ক অনুসন্ধান বিমর্শন। এটি হল স্বাত্মায় অনুরাগ। একেই লৌহিত্য বলা হয়েছে।

পাশঃ রাগাত্মকঃ—এই প্রসঙ্গে ভাস্কররায় বলেছেন, অবিশেষবন্ধকত্বের কারণে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের মধ্যে রাগাত্মক তত্ত্ব হল পাশের সূক্ষ্মরূপ।

দ্বেষঃ অঙ্কুশঃ—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন, দ্বেষ্য থেকে বারকত্বের কারণে অঙ্কুশের বাসনাত্মক রূপ দ্বেষ অর্থাৎ ক্রোধ।

শব্দস্পর্শাদয়ো বাণাঃ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তত্ত্বাত্মক বিষয় বাণ অর্থাৎ পুষ্পবাণ। কারণ, এ সবের আরম্ভ সুন্দর কিন্তু পরিণাম পরুষ।

মনস্তস্যাভবদ্ ধনুঃ—ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন, মনঃ মানে মনস্তত্ত্ব, তস্য মানে স্বাত্মার, ধনুঃ মানে ইক্ষুকোদণ্ড। মনকে ধনুঃ বলার কারণ তা বিষয়-পরমার্থস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই সেই বিষয়ে প্রেরণ করে।

বিশ্বপ্রতীতির্জনিকাঃ—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন, বিশ্ববিষয়ক-স্ফূর্তিজনিক মনোবৃত্তিসমূহ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

ক্রমেণ—ভাস্কররায়ের মতে এর অর্থ চতুরস্রাদি-বিন্দুচক্রান্তক্রমে।

শক্তয়ঃ—পূর্বোক্ত সব মনোবৃত্তিই শক্তিরূপে বিদ্যমানা।

পূর্বপশ্চিমকৌ দ্বারৌ প্রাণাপানাত্মকৌ স্মৃতৌ।
কালো ধামা'ন ভূতানি নব চক্রাণ্যনুক্রমাৎ ॥৪৩॥

পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারকে প্রাণ ও অপানাত্মক বলা হয়। কাল, ধাম এবং ভূত এই হল যথাক্রমে নব চক্র।৪৩

পূর্বপশ্চিমকৌ দ্বারৌ প্রাণাপানাত্মকৌ—এর ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলেছেন প্রাণবায়ু পূর্বদ্বার এবং অপানবায়ু পশ্চিমদ্বার। এখানে শ্রীচক্রের ভূপুরের পূর্বদ্বার পশ্চিমদ্বারের কথা বলা হয়েছে। ভূপুর চতুর্দ্বার। কিন্তু এখানে দ্বি-দ্বার ভূপুর বা ভূগৃহের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

কালঃ—ভাস্কররায়ের মতে এখানে কালশব্দের দ্বারা অণিমাদিষণ্নবতিশক্তি-বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

ধামানি—ভাস্কররায় অর্থ করেছেন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা অথবা এই তিন ও তুরীয় অবস্থা এই চার অবস্থা।

ভূতানি—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূত।

নব চক্রাণি—ভাস্কররায়ের মতে কাল, ধামত্রয় এবং পঞ্চভূত এই নয় মিলে নব চক্র অথবা ধামচতুষ্টয় ও পঞ্চভূত এই নয় মিলে নব চক্র।

শ্রীচক্রের অঙ্গ নব চক্র, যথা—(সৃষ্টিক্রমে) বিন্দু, ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার বহির্দশার চতুর্দশার অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম ভূপুর। অথবা, (লয়ক্রমে) ভূপুর ষোড়শদলপদ্ম অষ্টদলপদ্ম চতুর্দশার বহির্দশার অন্তর্দশার অষ্টকোণ ত্রিকোণ বিন্দু।

করণেন্দ্রিয়চক্রস্থাং দেবীং সম্বিৎস্বরূপিণীম্।
বিশ্বাহংকৃতিপুষ্পৈস্তু পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥৪৪॥

ইতি নিত্যাষোড়শিকার্ণবস্য পঞ্চমঃ পটলঃ ॥৫॥

গ্রন্থশ্চ পরিসমাপ্তঃ ॥

সর্বসিদ্ধি লাভের জন্য করণেন্দ্রিয়চক্রস্থা সম্বিৎস্বরূপিণী দেবীকে বিশ্বাহংকৃতিরূপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করতে হবে।৪৪

করণেন্দ্রিয়চক্রস্থাং—ভাস্কররায় করণেন্দ্রিয়পদের অর্থ করেছেন আন্তর ইন্দ্রিয়। জ্ঞান-ও কর্মভেদে এই ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ। এরূপ ইন্দ্রিয়ের চক্র মানে সমূহ। তা হল শক্তিচক্র, তার মধ্যস্থা, তাঁকে।

দেবী —দেবী বলতে এখানে ত্রিপুরসুন্দরীকে বুঝাচ্ছে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সম্বিৎরূপিণীম্—ভাস্কররায় সম্বিৎরূপিণীপদের অর্থ করেছেন নির্বিষয়-জ্ঞানৈকরূপা।

বিশ্বাহংকৃতিপুষ্পৈঃ—ভাস্কররায় বলেছেন এখানে পুষ্পৈঃ পদের দ্বারা সূচিত উপচার উপলক্ষণ। উপচার অনেক। বিশ্বাহংকৃতিরূপ এইসব উপচার। বিশ্বাহংকৃতি বলতে বুঝাচ্ছে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক এই বিশ্বে সর্বত্র অহ ভাব অর্থাৎ আমি ব্রহ্মই এইরূপ পরাহন্তাভাবনা।

সর্বসিদ্ধয়ে—ভাস্কররায় এর অর্থ করেছেন সর্বাত্মত্ব লাভের জন্য। এ দ্বারা, সমস্ত তন্ত্রোক্ত ঐহিক প্রয়োগসিদ্ধির জন্য, এই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে।

নিত্যাষোড়শিকার্ণবের পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থও পরিসমাপ্ত ॥

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

শব্দসূচী

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

———

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৫	মাতৃকাও	মাতৃকা
	১৯	কোণত্রয়োন্তম্‌	কোণত্রয়োন্তবম্‌
১৫	১১	ধবে	ধরে
১৬	৩৩	শক্তিতত্ত্বও	শক্তিতত্ত্ব ও
২৩	১১	দুরবগহ	দুরবগাহ
২৮	২৯	ভুপুর	ভূপুর
৩০	১	অন্তর্দ্র্শার	অন্তর্দশার
৪২	৫	অংশে	অংশ
	১৩	ত্তমধ্যে	বৃত্তমধ্যে
৪৫	১৮	ও বিন্দুমধ্য ত্রিকোণ	ত্রিকোণ ও বিন্দুমধ্য
৬৩	২৩	ভাবরসস্থিতিপ্রেক্ষণাদিলক্ষণ যুক্ত	ভাবরসস্থিতিপ্রেক্ষণাদিলক্ষণ যুক্ত
৭৬	১০	মুখ্যগত	মুখাগত
৭৯	১১	সবসম্পত্তিপূরিণীম্‌	সর্বসম্পত্তিপূরিণীম্‌
৮১	১	সর্বাপ্রিয়ংকরী	সর্বপ্রিয়ংকরী
৯৫	১৬	চিন্ত	চিন্তা
১০৫	১০	সংহ	সিংহ
১২৪	২২	আর্তুৎপাদকৌ	আত্মোৎপাদকৌ
১৫৭	৭	বিবৃত্য	বিবৃত
১৫৯	২০	হ্রীকারের	হ্রীঁকারের
১৭৯	১৮	ইতরৎ	ইতরাৎ
১৮০	২৪	নবত্রিকোণকুন্তে	নবত্রিকোণকুণ্ডে
১৮২	১৭	অম্ভরোহ	অম্ভোরুহ
১৮৬	২৪	বার্ণা	বাণা

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

নিত্যষোড়শিকার্ণবঃ

(বঙ্গানুবাদসমেত)

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস এম. এ, ডি. লিট
সম্পাদিত

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

মূল্য : কুড়ি টাকা

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri

॥ নবভারত তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

(মূল, টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব । ৪০'০০

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত

কুলার্ণবতন্ত্র । ৩০.০০ পরশুরামকল্পসূত্রতন্ত্র । ৩৫'০০

নিত্যোৎসবতন্ত্র ৩৫'০০ নিত্যাষোড়শিকার্ণব তন্ত্র ২০'০০

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত

সরস্বতীতন্ত্র— । ৩'০০ ষট্‌চক্রনিরূপণ— । ৫'০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ । ৬'০০

অন্নদাকল্পতন্ত্র— ঐ । ৬'০০

ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় । ৬'০০

বৃহৎ-তন্ত্রসার— ঐ (একখণ্ডে সম্পূর্ণ) । ৪৫'০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন । ৪'০০

তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত । ১০'০০

নির্ব্বাণতন্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ । ৫'০০

কালীতন্ত্র— ঐ । ১০'০০

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ । ৫'০০

নিরুত্তরতন্ত্র— ঐ । ৮'০০

ক্রিয়োড্ডিশতন্ত্র—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ । ৬'০০

মাতৃকাভেদতন্ত্র— ঐ । ৫'০০

বগলামুখিতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী । ৬'০০

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত

কুব্জিকাতন্ত্র— । ৬'০০ মায়াতন্ত্র— । ৭'০০

কুমারীতন্ত্র— । ৪'০০ কামাখ্যাতন্ত্র— । ৬'০০

কামধেনুতন্ত্র— । ১০'০০ যোনিতন্ত্র— । ৮'০০

ছিন্নমস্তাতন্ত্র—স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী । ৫'০০

যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী । ৩০'০০

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত

তন্ত্রাভিধান— । ৩০'০০ মুণ্ডমালাতন্ত্র— । ১৬'০০

তোড়লতন্ত্র— । ৬'০০ শারদাতিলকম্— । ৫০'০০

কঙ্কালমালিনীতন্ত্র—অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী । ৮'০০

শ্যামারহস্যম্—শ্যামানন্দতীর্থ । ৩৫'০০

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র—দণ্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম । ২৫'০০

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

দেবীপুরাণ— । ৩৫'০০ কালিকাপুরাণ— । ৪০.০০

দেবীভাগবত— । ৭৫'০০ অগ্নিপুরাণ— । ৬০.০০

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri